শ্রীকৃষ্ণ

বা

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীবসন্তকুমার বসু মল্লিক,

এম্, এ; বি, এল্,

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের যত্নে এবং উদ্যোগে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

১৩২২।

Calcutta:

PRINTED BY M. C. GHOSE, AT THE "LILA PRINTING WORKS,"

14, MADAN BARAL LANE, BOWBAZAR,

AND

PUBLISHED BY BASANTA KUMAR BASU MALLICK,

KALNA.

স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্॥
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১ অঃ।

আভাস।

মর্ত্ত্যলোকে মহাভারত বিদ্যমান থাকিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে ধর্ম্মার্থতত্ত্ব-সংযুক্ত নূতন কথা বলিবার উপায় নাই। আবার জ্ঞানীরও অভাব নাই; একের কথা অন্যে না জানিয়াও স্বতঃই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। নূতন কথা বলিবার না থাকিলেও, ভাগবত-ধর্ম্ম অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। ভাগবত-ধর্ম্ম যাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগেরই হিতার্থে, প্রণয়ন-পারিপাট্যে, সহজ-বোধ্য-নূতন-ভাবে, ভাগবত-ধর্ম্ম উন্মেষিত রাখিবার অসাধ্য-কল্পনায়, এই পুস্তক প্রণীত হইল। জ্ঞান যখন একই, তখন জ্ঞানী-মাত্রেই সেই একই বিজ্ঞাপিত করিবেন। সুতরাং, নূতন সত্য-কথা বলিবার চেষ্টা একালে বিড়ম্বনা-মাত্র।

দেশ, কাল, পাত্র-নির্ব্বিশেষে মানুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মই মহাভারতে সন্নিবেশিত আছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদি বহু ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও, সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার, মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সংরক্ষিত রহিয়াছে।* ভগবদ্গীতা আয়ত্তীভূত হইলে, †শ্রেয়োলাভার্থীর পক্ষে অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ না করাই শ্রেয়ঃ। তোমার সম্বন্ধে যতদূর বলা হইয়াছে, তাহা অতিরিক্ত না হইলেও, ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে ততদূর উক্ত হইলে, নিশ্চয়ই তাহা অত্যুক্ত হয় না। স্বয়ং-শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ যাহার বক্তা, তাহা নিশ্চয়ই যে পূর্ণতা-পূর্ণ, বিরোধ-পরিশূন্য এবং সত্য-মাত্র, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম অতিক্রম

---

* সর্ব্বোপনিষদোগাবোদোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

† Read Homer once, and you can read no more :
For all books else appear so mean, so poor,
Verse will seem prose : but still persist to read,
And Homer will be all the books you need :

করিয়া ভিন্ন-রূপ ধর্ম্ম যতই কেন অকারণ প্রদর্শিত হউক, তাহা পরিত্যক্ত না হইয়া অনুসৃত হইলে, ভবার্ণব-তরঙ্গে তরণীর অভাব হইবে।

ভাগবত-ধর্ম্ম এক-মাত্র হইলেও, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মানুসন্ধান-ক্রমে দিন দিন দেখা দিতেছে! মূল ধর্ম্ম-গ্রন্থে বাদের কোন উল্লেখ না থাকিলেও, ভাষ্যকারের লেখনী-মাহাত্ম্যে বহুবিধ বাদের সৃষ্টি হইতেছে! ধর্ম্ম কিন্তু একই, বাদের মাহাত্ম্যে বহুবিধ হইবার নহে। বিভিন্ন ধর্ম্ম-গ্রন্থের বাহ্য-বিরোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, অবিরোধী তর্কের সাহায্যে, যাহা সত্য, যাহা এক, তাহারই অনুসন্ধান করিবার জন্য মনু উপদেশ করিয়াছেন।* মানুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, তাহা নিঃসংশয়-রূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকিলে, আত্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার করিবার জন্য পুনরুদ্ভাবন ছলনায়, ভিন্নতা সংস্থাপন-পূর্ব্বক, শ্রম অপচয় করা বিধেয় নহে।

ব্রহ্মের স্বরূপ কি, জীব ব্রহ্ম কি না, জীবন্মুক্তাবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্ত-কাল থাকা সম্ভব কি না, মোক্ষ কি এবং তাহা নিশ্চিত-সংঘটনীয় কি না, এই সকল বিষয় লইয়াই বিবিধ বাদের সৃষ্টি। ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ যখন ব্যাখ্যাত হইবার নহে, ব্রহ্মের সম্যক্-পরিচয় প্রদান করিবার উপযোগী কোন চিহ্ন, লক্ষণ বা বিশেষণই যখন পাওয়া যায় না, ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনায় যখন 'নেতি, নেতি' ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; তখন ব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিবার অসাধ্য-চেষ্টা পরিত্যক্ত হওয়াই বিধেয়। তৎ-কারণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদির সার ভাগ, যাহাতে কোন বিরোধ নাই, যাহা ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই পুস্তকে ভাষান্তরে যথা-সাধ্য বিস্তার-পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইল।

ধর্ম্ম কি, পাপ-পুণ্য কি, সুখ-দুঃখই বা কি, তাহা সকলেরই জানা উচিত। আহার, বিহার, ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন প্রভৃতি মানুষের দৈনিক কর্ম্ম কি ভাবে সম্পন্ন হইলে তাহা পাপে পরিণত হয় না; কি ভাবে কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে সর্ব্ব-কর্ম্মে দক্ষতা এবং সামর্থ্যের অভাব থাকে না; কি ভাবে সম্পাদিত

---

* আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ ১০৬ মনু, ১২ অঃ।

হইলে কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত বা পরিসমাপ্ত হইয়া যায় এবং মানুষ তদ্ধেতু সর্ব্বজ্ঞতা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন; কি ভাবে কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে দুঃখের অবসানে শান্তি বা নির্ব্বাণ, ক্রমে মোক্ষ, লাভ হইয়া থাকে; তৎসমুদয়ই ভগবদ্গীতায় কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা, সন্তোষ, সরলতা, প্রসন্নতা, প্রশস্ততা, সদাশয়তা, কার্য্য-কুশলতা, শিষ্টাচার, জিতেন্দ্রিয়তা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, জ্ঞান-নিষ্ঠা এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সমস্তই একাগ্রতা-সাপেক্ষ। সেই একাগ্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা বা সংযমই ভগবদ্গীতোক্ত এক-শব্দ-ব্যাপী সনাতন ধর্ম্ম, সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ, সুতরাং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলেরই পক্ষে সিদ্ধি-প্রদ। একাগ্রতার প্রভাবেই অসাধ্য সাধিত হইয়া থাকে; বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ব-বিষয়েই পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। একাগ্রতার প্রভাবেই দুঃখের অবসান ঘটে, ক্লেশের অনুভূতি-পর্য্যন্ত থাকে না। জীব দেহে যাহাতে দুঃখ সম্‌ৎপাদিত হইবার সুযোগ না পায়, তাহারই চেষ্টা-মাত্র মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম। তৎ-কারণ একাগ্রতা-ব্যতিরেকে ধর্ম্ম নাই। সেই একাগ্র-মনঃ-সমাধানের ব্যবস্থাই ভগবদ্গীতায় আছে এবং তাহাই এই পুস্তকে যথা-সাধ্য আলোচিত হইয়াছে।

দেশ-দেশান্তরে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম মানুষ-মাত্রেই পরিজ্ঞাত ছিল না এবং এখনও নাই। একাগ্রতার স্বতঃ-সিদ্ধ প্রভাবে মানুষ জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে থাকিলেই, কর্ত্তব্য কি না জানিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যে সঙ্গত নহে, তাহা বুঝিতে পারে এবং ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন তত্রস্থ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়া দেন এবং তাঁহারই ধর্ম্ম, তাঁহারই নামে, অনুসৃত হইয়া থাকে। এবং-প্রকারে অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম পৃথিবীর স্থান-বিশেষে উদ্ভাবিত হইয়া বিবিধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা সংশয় পরিশূন্য না হওয়ায় ধর্ম্ম-তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্যে ধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় ভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বদর্শীর পক্ষে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম সহজ বোধ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব পৃথিবীর প্রায়-সর্ব্বত্র সকলেই প্রায় অবগত আছেন; কিন্তু, ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মই যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, সকলেরই

অবলম্বনীয়, তাহা না জানিয়া, না বুঝিয়া, উহা যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মাত্র, তাহাই অকারণ আশঙ্কা করিয়া, পরিজ্ঞাত হইতে না গ্রহণ করিতে সাহস পাইতেছেন না! আবার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য-রক্ষার্থে সাম্প্রদায়িক নেতৃগণ ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগও দিতেছেন না; নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধন-জন্যই অকারণ এবং অযথা শ্রম অপচয় করিতেছেন! মানুষের দুর্ভাগ্য-বশতঃ এবং-প্রকারে ভগবদ্গীতা অবহেলিত হইয়া ছল-ধর্ম্মই আদৃত হইতেছে!

মানুষ আবার প্রায়শঃ তমোগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে; তমঃ-প্রভাবে কৃষ্ণ-নির্দ্দিষ্ট সুগম পথ পরিত্যাগ করিয়া ছল-ধর্ম্মের বিপথই অনুসরণ করিবার জন্য লালায়িত হইতেছে এবং যথেচ্ছ-স্বচ্ছন্দাচারেই মনোনিবেশ করিতেছে। কৃষ্ণের চরিত্রাপেক্ষা নির্ম্মল চরিত্রের আদর্শ জগতে আর নাই। দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণেরই কর্ম্ম অনুকরণীয় এবং কৃষ্ণেরই ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম অনুসরণীয়; তৎ-কারণ, ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন স্বয়ং শ্রীভগবান্-কৃষ্ণই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-স্বরূপ। কৃষ্ণ-চরিত্র নিতান্ত নির্ম্মল হইলেও, মানুষের দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিষ্কলঙ্ক এবং সুবিমল কৃষ্ণ-চরিত্র সাধারণ মানুষ পরিজ্ঞাত নহে। কৃষ্ণের নিতান্ত-নির্ম্মল চরিত্রই এই পুস্তকে যথা-সাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ-চরিত্রের নির্ম্মলতা এই পুস্তকে যে ভাবে কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে সম্প্রদায়-বিশেষের বিদ্বেষ-কটাক্ষ নিপতিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সত্য-সেবায় স্বয়ং-নিযুক্ত হইয়া সত্যের অপলাপ করিলে প্রত্যবায় আছে; কিন্তু, সত্যেরই প্রতি অবিচলিত অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, অনিষ্টের আশঙ্কা-পর্য্যন্ত থাকে না। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপতাই যখন প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে এই পুস্তকে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, জ্ঞান-নিষ্ঠ, সত্য-নিষ্ঠ, ভগবন্নিষ্ঠ, ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ মহোদয়গণ অজ্ঞান-জনিতা সর্ব্ব-বিধা ত্রুটীই মার্জ্জনা করিবেন, ভরসা আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারই উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণের কর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে; তৎকারণ, তদ্বিপরীত কোন বিষয় মহাভারতে বর্ণিত থাকিলেও তাহা প্রক্ষিপ্তাংশ আশঙ্কা করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রসাদে প্রাপ্ত দিব্য-চক্ষুর সাহায্যে, যোগযুক্তাবস্থায় অর্জ্জুন-ব্যতীত অপর কেহ তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেন

নাই, ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে ;* সুতরাং, কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি-সংস্থাপন অসম্ভব-প্রতিপন্ন হইবার পর, তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা যে দুর্য্যোধনের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাহা নিঃসংশয়-রূপে অভিব্যক্ত করিবার মানসে কৃষ্ণ যে কৌরব-সভায় অযুক্ত-সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার অদর্শনীয় বিশ্ব-রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মহাভারতে † তাহার উল্লেখ থাকিলেও, তাহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই এবং তৎ-সংস্রবে পুতনা-বধ, গোবর্দ্ধন-ধারণাদির উল্লেখও প্রক্ষিপ্তাংশ আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ নহেন, অধিকন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে ভগবৎ-প্রভাবে প্রকৃতির পরিণাম এবং তত্ত্ব-গণের নিত্য-স্পন্দন সহজ-বোধ্য নহে ; তৎকারণ, এই পুস্তক তাঁহাদের পক্ষে প্রথম-পাঠে তৃপ্তি-প্রদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই পুস্তকে আলোচিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সহিত পরবর্ত্তী বিষয় এতই ঘন-সন্নিবদ্ধ যে, প্রত্যেকটীর আলোচনা অপর সকলের সংস্রব-সাপেক্ষ। তৎকারণ, পুস্তক-খানি মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দ্বিতীয়-বার পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়। কাংস্য-পাত্র শব্দায়মান হইলে তাহার অণু-সকল যেমন স্পন্দিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং নিঃশব্দ হইলেই স্পন্দন-ভাব-বিরহিত হইয়া সেই সকল অণু যেরূপ যথা-স্থানে সংরক্ষিত হয়, পরিণতা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-রূপ অণু-সকলও তদ্রূপ বিশ্ব-সংরক্ষণ-কালে নিত্য-স্পন্দিতাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং প্রলয়-কালে স্থিরীভূতাবস্থায় যথা-ক্রমে স্বতঃই বিলীন হইয়া যায়।

তত্ত্ব-গণের নিত্য-স্পন্দন এবং নিশ্চলতা মানুষ বুদ্ধির আয়ত্তীভূত হইলে, দেহ রূপ যন্ত্রের সর্ব্ব-বিধ ক্রিয়াই সহজ-বোধ্য হইয়া যায়, (Mesmerism) মেস্‌মেরিজম্, (Hypnotism) হিপ্‌নটিজম্-পর্য্যন্ত আর দুর্ব্বোধ্য থাকে না। একাগ্র-মনঃ-সমাধানের প্রভাবে দেহান্তরের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইলে, নিশ্চলীভূত

---

* ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১অঃ।

† মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব্ব, ১২৯ অঃ।

ইন্দ্রিয়-গণ স্বতঃই যখন অলস হইয়া পড়ে, তখনই নিদ্রা-ভাব স্বতঃই উপস্থাপিত হয় এবং জীবাত্মা উদ্ভাসিত হইবার সুযোগ পান। দেহান্তরে উদ্ভাসিত জীবাত্মার প্রভাব বা প্রদীপ্ত-জ্ঞান যত-ক্ষণ সংরক্ষিত থাকে, তত-ক্ষণই ভূত-ভবিষ্যতের অদ্ভুত সংবাদ-পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইবার সুযোগে থাকে। মেসমেরিজম্ তদতিরিক্ত অপর কিছুই নহে। জ্ঞান যাঁহাতে যত-ক্ষণ যে-ভাবে প্রদীপ্ত রহিবে, তত-ক্ষণই তাঁহার সেই ভাবে ভূত-ভবিষ্যৎ কোন কিছুই তাঁহার আর অজ্ঞাত থাকিবে না।

অজ্ঞানাভিভূত মানুষ-দেহে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান উদ্রিক্ত হইলেই, অহঙ্কার-প্রভাবে মানুষ সর্ব্ব-বিষয়েই অভিজ্ঞতা-প্রদর্শন করিবার বৃথা-চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানাধিক্য-বশতঃ ভ্রমই বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। মানুষ-দেহে যত-কাল জ্ঞানাধিক্য উপস্থাপিত না হইবে, তত-কাল মানুষ সম্যক্ বিচারে অসমর্থ থাকিবে; অদ্ভুত দেখিলেই বিমোহিত হইয়া যাইবে; সত্যের প্রতি অনুরাগ-ভাণ-প্রদর্শন করিয়া মোহ-বিজড়িত অসত্যেরই প্রতি ধাবমান রহিবে; বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন সত্য-সেবকের সার-গর্ভ কথায় কর্ণপাতও করিবে না, অলীক আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার উপদেশ কালোপযোগী নহে বলিয়াই দম্ভ-সহকারে প্রত্যাখ্যান করিবে; দেহ-রূপ যন্ত্রের ক্রিয়া সম্যক্-পরিজ্ঞাত থাকিয়া, জীবাত্মাকে একাগ্রতা-প্রভাবে মোক্ষোন্মুখ রাখাই যে ধর্ম্ম, তাহা না বুঝিয়া, ধর্ম্মের ডঙ্কে য়ন্তই প্রচার করিতে রহিবে! অজ্ঞান-প্রভাব মানুষ-মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে, দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা সহসা ফলবতী হইবার নহে।

প্রকৃতি-পুরুষ, জীবাত্মা-পরমাত্মা, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব বা বিশ্ব-নির্ম্মাণের উপাদান, সর্ব্ব-রূপিণী শক্তি-মাত্র গুণ-ত্রয়, কর্ম্ম, বর্ণ, যোগ প্রভৃতির সম্যক্-পরিচয় পরিজ্ঞাত না থাকিলে, ভবদ্গীতোক্ত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম মানুষের বোধ-গম্য হইবার নহে। এতৎ-সকলের সম্যক্-পরিচয় মানুষ-বুদ্ধির আয়ত্তীভূত হইলেই, মানুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, তাহাই নিঃসংশয়-রূপে প্রতীয়মান হইবে; সংশয়-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, চিত্ত-বিভ্রমাত্মক উপদেশ পাইলেই, মোহ-বশতঃ, তাহাই ধর্ম্ম-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, ভ্রমে নিপতিত হইবার আশঙ্কা-মাত্র আর থাকিবে না। এতৎ সকলই এই পুস্তকে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বিষয়, ধর্ম্ম, সরল এবং সহজ-বোধ্য করিবার মানসে, কথোপকথনের ছলে, পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থানুকরণে, এই পুস্তকে যথাসম্ভব-বিস্তার-পূর্ব্বক আলোচিত হইয়াছে। পাঠকের উপলব্ধি সুলভ-সিদ্ধ হইবার জন্য একই সূক্ষ্ম বিষয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম একই-ভাবে পুস্তকের ভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন-নূতন-রূপে বার-বার, পুনরুক্তও হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এই পুস্তকে যে-ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহা স্ব-কপোল-কল্পিত বুঝিয়া যাহাতে অকারণ উপেক্ষিত হইয়া না যায় এবং প্রণয়ন-পরিশ্রম নিরর্থক প্রতিপন্ন না হয়, তৎ-কারণ, অকাট্য-প্রমাণ-স্বরূপ বহু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরোধ-পরিশূণ্য উদ্ধৃত-সার, পুস্তকের নিম্ন-ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য-স্বরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থের উদ্ধৃত-সার ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ কাহারও নিকট, কোন কারণেই, উপেক্ষিত হইবার নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাহায্য-ব্যতিরেকে মানুষ-চরিত্র নির্ম্মলীভূত হইবার নহে। জ্ঞানের প্রসারণ ভগবদ্গীতার সাহায্য-ব্যতিরেকে মানুষের সাধ্যায়ত্তও নহে। ভগবদ্গীতা অনেকেই পাঠ করেন, সঙ্গেও রাখেন ; কিন্তু, ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম কি এবং তাহার বিস্তৃতি কতদূর, তাহা তাঁহাদের অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। ভগবদ্গীতা সহজ-বোধ্য করিবার আশায় এই পুস্তক প্রণীত হইল, কিন্তু প্রণয়ন-পরিশ্রম সার্থক হইল কি না, শ্রীভগবানই বলিতে পারেন।

কাল্না ;
২০শে মার্চ্চ, ১৯১৬।

শ্রীবসন্তকুমার বসু মল্লিক।

আলোচিত বিষয়।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

পরিচয়।

শ্রীহর্ষ এবং বিনয় সন্ধ্যার সময় কলিকাতার ইডেন-উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া, একখানি নির্জন বেঞ্চের উপর বসিল। বিনয় বলিল,—

বিনয়।—যোগেশ্বর কৃষ্ণের বিষয় সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা এবং পারম্পর্য্য রক্ষার্থে অনেকেই আবার তাহার প্রতিবাদ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের পরিচয় আমরা আর নূতন করিয়া কি দিব? ভোজবংশ-সমুদ্ভূত মথুরেশ কংসের ভগিনী দেবকী এবং বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত বসুদেবের পুত্র যে কৃষ্ণ, তাহা সকলেই জানেন। দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত-পুত্র-কর্ত্তৃক কংসের বিনাশসাধন ঘটিবে জানিতে পারিয়া, কংস দেবকীর গর্ভজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই বিনষ্ট করিতেন। সেই বিনাশের অদ্ভুত ব্যবস্থা হইতেই বহুবিধ অনিষ্টের বীজ সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই বিনাশের ব্যবস্থা না থাকিলে, কৃষ্ণের বৃন্দাবনবাস আবশ্যক হইত না এবং কবিগণ কাব্যরসাত্মিকা কল্পনার সাহায্যে কৃষ্ণের নির্ম্মল চরিত্র কৃত্রিম কলঙ্কের কল্পিতা কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রাখিবার সুযোগও পাইতেন না।

বিনয়।—কংস নিতান্ত দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, যখন তিনি পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তখন কংসের অসাধ্য কিছুই ছিল না; ভগিনীপতি বসুদেবকে অকারণ নিপীড়ন করিতে নিশ্চয়ই তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। (১) বসুদেব কংসের অমানুষিক অত্যাচারে

(১) দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া॥ ৪৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ১অঃ।

নিতান্ত নিষ্পেষিত হইয়া বৃন্দাবনে গোপগণের মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকিবেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণ, কৃষ্ণ-বলরাম, গোপগোপীগণের নিতান্ত প্রিয় হইয়া থাকিবেন। প্রিয় হইলেই যে উৎকটযৌবনা গোপাঙ্গনাগণ, সতীত্ব উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদের ন্যায় নিতান্ত বালকের সহিত বিহার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কৃষ্ণ কিন্তু দ্বাদশবর্ষ বয়সেই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ।—বসুদেব সপরিবারে বৃন্দাবনে গোপগণের আশ্রয় লইয়াও নিস্তার পান নাই। ভোজরাজ কংস, ভগিনী দেবকী এবং ভগিনীপতি বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় রাখিয়াছিলেন। পৃথিবীর কল্যাণবিধানার্থে, ব্রহ্মার প্রার্থনায়, নারায়ণের অংশে, বসুদেবের ঔরসে, দেবকীর গর্ভে, কংসের কারাগারে, রোহিণীনক্ষত্রে, ঘনতিমিরাবৃত নিশীথে, কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) জন্মমাত্র বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দব্রজে, সম্ভবতঃ পত্নী রোহিণীর ব্যবস্থানুসারে, রাখিয়া আসেন। তথায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলরামের সহিত কৃষ্ণের প্রথম একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বলরাম বসুদেবপত্নী রোহিণীর গর্ভে, কৃষ্ণের অগ্রে, নারায়ণের অংশে, নন্দগোকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রোহিণী তৎকালে কংসের ভয়ে, গোপনে, অন্যান্য সপত্নীগণের সহিত ব্রজেই বাস করিতেন। (৩)

---

(২) যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ৭অঃ।

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিচ বিভ্যতা।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ২৬

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২অঃ।

(৩) যদুনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ।
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৩
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৪
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্,
তৎ সংনিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয় ॥ ৮

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ২অঃ।

বিনয়।—যৎকালে বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া কারাগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন, তৎকালে ব্রজে নন্দজায়া রাজ্ঞী যশোদার গর্ভে যোগমায়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যশোদা পুত্র কি কন্যা প্রসব করিয়াছেন, তাহা জানিবার পূর্ব্বে, সূতিকাগৃহশায়িনী সংজ্ঞাহীনা যশোদার অজ্ঞাতসারে তৎপার্শ্বস্থিতা কন্যাটিকে লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া, বসুদেব কারাগারে প্রত্যাগমন করেন।(৪) বসুদেবের এবম্বিধ অলৌকিক কার্য্য জগতের কেহই তৎকালে জানিতে পারেন নাই। অদ্ভুত কৌশলে বসুদেবের কারামুক্তি, যমুনার পরপারে গমন, রাজা নন্দের অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহশায়িনী রাজমহিষী যশোদার শয্যায় তদগর্ভজাতা কন্যার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে সংস্থাপন এবং যশোদার কন্যাকে লইয়া অত্যল্পকালমধ্যেই কারাগৃহে প্রত্যাগমন সংঘটিত হইয়াছিল। কংস যশোদার সেই কন্যাটিকেই সংহার করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকে সংহার করিবার সুযোগ পান নাই।

শ্রীহর্ষ।—কিশোর বয়স প্রাপ্ত হইয়া, বৃন্দাবন চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, মথুরায় যাইয়া, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন। মথুরায় কৃষ্ণ-বলরাম পিতার আশ্রয়েই থাকেন। মথুরায় স্বীয় যদুকুল মগধরাজ-জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক, জামাতৃবধ-প্রতিশোধকল্পনায়, বারবার আক্রান্ত এবং উৎপীড়িত হইতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণ সগোষ্ঠিক মথুরা ত্যাগ করেন এবং যাদবগণকে নিরাপদে বাস করাইবার জন্য, স্বভাবসুরক্ষিতা দ্বারকায় সুরম্য রাজ্য সংস্থাপন করেন। তৎপরে উৎপথগামী প্রজাপীড়ক নৃপতিবৃন্দের বিনাশসাধন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞসম্পাদন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সহায়তা ও দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বশেষে স্বীয় যদুকুলের ধ্বংসসাধন করিয়া বা করাইয়া, ভূভারহরণপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন।

বিনয়।—কৃষ্ণ অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, অশেষনীতিজ্ঞ, অদ্বিতীয়-বলবীর্য্যসম্পন্ন এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন, এবং এতাবৎ ভগবৎস্বরূপেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

---

(৪) যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ ৪৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ৩অঃ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে, বন্ধু-বধ-ভয়ে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে নিঃসংশয় এবং উৎসাহিত করিবার ছলে, কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম মানুষকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। মানুষ-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, মানুষের অনুকরণ-যোগ্য সর্ব্ববিধ কর্ম্ম চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর্ত্তব্যভাবে নিষ্পন্ন করিয়া, দুর্ব্বৃত্ত নৃপতিবৃন্দের বিনাশসাধনপূর্ব্বক প্রজাকে নিরাপদ করিয়া এবং সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মানুষের লক্ষীভূত রাখিয়া, কৃষ্ণাবতারের কার্য্য সম্পন্ন-করণান্তর কৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৫)

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের কবিকল্পিতা বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান যুগের 'বৈষ্ণব' ধর্ম্ম প্রকটিত এবং প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বহুবিধ ঐতিহাসিক রহস্য ক্রমেই মানবের গোচরীভূত হইতেছে। কৃষ্ণ স্বয়ং যে ভাগবত ধর্ম্ম মানবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বহুশাখাসমন্বিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

বিনয়।—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত ননীচুরি, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, রাসলীলার অবসানে কামাতুরা গোপাঙ্গনাগণের সহিত রাসবিহারী কৃষ্ণের বিহার, কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই অনুমিত হয়; কৃষ্ণের নির্ম্মল চরিত্রে তৎসমুদয় সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অসামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কবিগণ, তৎসমুদ্ভূত ধর্ম্ম প্রকটন এবং প্রবর্ত্তন করিবার মানসে, তৎসমুদয় ভগবল্লীলা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতই না সুমধুর ভাষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতেছেন! কেন যে করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহার সঙ্গত কারণ নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। পরিণত বয়সে, ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে, প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে আবশ্যক সময়ে উপদেশ দিবার ছলে, কৃষ্ণ স্বয়ং যে সনাতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া-

---

(৫) ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥ ২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ৭অঃ।

ছিলেন এবং সঞ্জয় স্বয়ং স্বকর্ণে সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শুনিয়া (৬) কৃতার্থ হইয়া সানন্দে যাহা বলিয়াছিলেন,

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং॥

তাহা যেন সম্পূর্ণ, সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা কেন যে অকারণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং পাইতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

শ্রীহর্ষ।—কলিযুগে মানবকে তমোগুণে বিমোহিত রাখিবার ব্যবস্থা ত চাই! কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মে ত ভাণ নাই। কবির কল্পনায় কিন্তু ভাণের শেষও নাই। নিজ নিজ পতিকে বিসর্জ্জন করিয়া, রতিলালসায় পতিভাবে কৃষ্ণকে পাইবার কামনায়, অনঙ্গশরে ব্যথিতা (৭) গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে যেরূপ আত্মসম্প্রদান এবং সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হইল; ইহাই ত তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম এবং মধুর ভক্তি-তত্ত্ব! গোপাঙ্গনাগণের এবম্বিধ সর্ব্বস্বসমর্পণই যদি ভক্তিযোগের আদর্শ হইত, এবং তদনুকরণ ও তদনুসরণ-দ্বারাই যদ্যপি কৃষ্ণের সহিত একাত্মতালাভ সহজসাধ্য হইত, তাহা হইলে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাহারই উল্লেখ থাকিত, নিশ্চয়ই তাহা সকৌশল সমাচ্ছাদিত থাকিত না এবং তাহার উদ্ভাবন স্ব-সম্প্রদায়াভিমানী কবিগণের কল্পনাসাপেক্ষ রহিত না। এবম্বিধ সর্ব্বস্বসমর্পণ ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম নহে। মন-দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণপূর্ব্বক তৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া, একাগ্রতা-সহকারে, সর্ব্বদা তচ্চিত্ত রহিবার জন্যই কৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন। (৮)

---

(৬) ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৭) তৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ-তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ৩৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ২৯অঃ।

(৮) চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ১৮ অঃ।

বিনয়।—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্ত সম্ভূত হইয়া, স্বীয় আদর্শচরিত্র মানুষকে অনুকরণ করাইবার জন্ত, কৃষ্ণ কখনও পরদারপরায়ণতা এবং ঔপপত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কৃষ্ণের যদিও কর্ত্তব্য কিছুই ছিল না এবং ত্রিলোকমধ্যে যদিও কোন কিছুই তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য ছিল না, তথাপি মানবগণ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসময়ে যাহাতে তৎপ্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়, তৎকারণ তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। কর্ম্মে তাঁহাকে উদাসীন দেখিলে মানবগণ পাছে অলস হইয়া পড়ে, উৎসন্ন যায়, এবং তিনিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা ও প্রজাগণের অধোগমনের কারণ হন, তৎকারণ কর্ম্মে তিনি কখনও উদাসীন থাকিতেন না। (৯) তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী থাকিয়া যে যে ভাবে তাঁহাতে প্রপন্ন হয়, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। স্বয়ং সংযতেন্দ্রিয় এবং নিস্পৃহ থাকায়, কর্ম্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন না এবং কর্ম্মফলেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ইহাই যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শান্তি, নির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। (১০)

শ্রীচর্য।—বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া, ফলের কামনা না রাখিয়া, কর্ত্তব্যবোধে যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইলেই কৃষ্ণের বর্ত্মানুবর্ত্তন করা হয়, অন্যথা

(৯) ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

(১০) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

* * * *

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

হয় না। তৎকারণ তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "কর্ম্ম, ভোজন, হোম, দান, তপস্যা, যাহা কিছু করিবে, তাহা আমাতেই অর্পিত রাখিও, তাহা হইলেই সন্ন্যাস-যোগযুক্তাত্মা এবং কর্ম্মবন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাকে পাইতে পারিবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে (১১) মনোবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতি নিযুক্ত রাখিতে হইবে। এবম্প্রকারে সতত অনন্যচেতা হইয়া যিনি তাঁহাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই তিনি সুলভ। (১২) বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বে তদতিরিক্ত অপর কোন উপদেশই থাকিতে পারে না। রতিক্রীড়াভিলাষিণী তৃষিতা গোপাঙ্গনাগণ বিহার-বাসনায় অনন্যচিত্তে পতিভাবে কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য কামনা করিয়া থাকিলে, নিত্যযুক্তাবস্থায় ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণের উপাসনা নিশ্চয়ই করা হয় নাই। অধিকন্তু, কৃষ্ণ যখন সর্ব্বসময় সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত এবং স্পৃহাবিবর্জ্জিত থাকিতেন, তখন বৃন্দাবনলীলা তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই অনাবশ্যক ছিল।

বিনয়।—নিত্যযুক্ত যোগী কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া পরম শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু, সকাম কর্ম্মী ফলকামনাবশতঃ কর্ম্মবদ্ধ হইয়া, বার-বার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। (১৩) অন্তরাত্মা কৃষ্ণগত রাখিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে

---

(১১) যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ অঃ।

(১২) ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্।

* * * *

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ অঃ।

(১৩) যুক্তঃ, কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

কৃষ্ণকে ভজনা করিতে পারিলে, যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভকরা ঘটে। (১৪) যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানবই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মবদ্ধ হন না। (১৫) ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম; ভগবদ্গীতায় ইহাই প্রকটিত আছে। উৎকট রতিক্রীড়া কামনায় উন্মাদিনী গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত গোপনে বিহার করিয়াও যদ্যপি জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিতে সমর্থা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, অবশ্য কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে বাধা নাই; নতুবা বৃন্দাবনলীলা কবির কল্পনা ব্যতীত কিছুই নহে। জিতেন্দ্রিয়তাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের মূল সূত্র। সংযম ব্যতীত ভগবদ্গীতার ধর্ম্মোপদেশ পালন এবং অনুসরণ করা সম্ভব নহে; অধিকন্তু সংযত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, তাহা বোধগম্য হইবারও নহে।

শ্রীহর্ষ।—মন-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া, অনাসক্তাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই, কর্ম্মযোগীর পক্ষে মোক্ষলাভ সহজসাধ্য হয়। (১৬) ব্রজাঙ্গনাদিগের ইন্দ্রিয় সংযত থাকা ত দূরের কথা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণকে পতি বা কান্তভাবে পাইবার কামনা করিতেন, (১৭) কবিগণের

---

(১৪) যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৪৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(১৫) যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(১৬) যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

* * *

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

(১৭) সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীত যদৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯অঃ।

বর্ণনাই এইরূপ। স্বীয় আদর্শচরিত্র মানবগণের অনুকরণীয় এবং লক্ষীভূত রাখিবার জন্যই কৃষ্ণ যদ্যপি মানুষরূপ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরস্ত্রীর সহিত বিহার, কৃষ্ণের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভবপর নহে। বিহার এবং সংযম একীভূত হইবার নহে, সর্ব্বসময়েই বিপরীত এবং বিভিন্ন।

বিনয়।—কৃষ্ণের বৃন্দাবন বা বাল্যলীলা ক্রমেই বহুবিধ কল্পিত মনোহর গল্প এবং গীতাদি-দ্বারা অভিনব ভাব ধারণ করিতেছে! রচনামাহাত্ম্যে বর্ণিত সকল বিবরণই যেন প্রত্যক্ষ-ঘটনাস্বরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে! বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উপর নির্ভর করিয়া, কতই না নূতন নূতন উপন্যাস কল্পিত এবং রচিত হইতেছে! মূলের টীকা ক্রমে কতই না ঔপন্যাসিক ভাব ধারণ করিতেছে! বিষ্ণুপুরাণের গোপাঙ্গনাগণ বিলাস-বিভ্রমে উন্মাদিনী নহেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশের গোপাঙ্গনাগণ সকলেই বিলাসবতী কামাতুরা কামিনী। শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্ভুত রাসলীলা হরিবংশে হল্লীষক্রীড়া বা স্ত্রীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণের রাস শ্রীমদ্ভাগবতে বিহারে পরিসমাপ্ত হইয়াছে! বস্ত্রহরণ শ্রীমদ্ভাগবতেই লক্ষীভূত হয়, কিন্তু রাধার নাম পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই! রাধা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গোলোকেই বিরাজমানা! বৃন্দাবনের চন্দ্রাবলী গোলোকে বিরজা! বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাল্যকালমাত্র অতিবাহিত হইলেও, কবিগণের অদ্ভুত কল্পনার সহায়তা করিবার জন্য, কৃষ্ণ নবযৌবন ধারণ-পূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! মহাভারতে এসকল কিছুই নাই।

শ্রীহর্ষ।—সত্যঘটনা ব্যতিরেকে মহাভারতে অসত্য কোন কিছুই স্থান পায় নাই। বৃন্দাবনের নাম-গন্ধও মহাভারতে নাই। গোপাঙ্গনাগণের সহিত বালক কৃষ্ণের যৌবনলীলারও মহাভারতে উল্লেখ নাই; তবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণসভার বিপন্না দ্রৌপদী কৃষ্ণের শরণ লইবার জন্য কৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন, মহাভারতোল্লিখিত সেই স্তবে দ্বারকাবাসী গোবিন্দকে "গোপীজনপ্রিয়" বলা হইয়াছে। (১৮) শিশুও স্ত্রীলোকের প্রিয় হইতে পারে। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে

(১৮) আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৬৮ অঃ।

গোপগৃহে শৈশবে বাস করিয়া থাকিলে, স্বীয় মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং গঠন-পারিপাট্যে, অধিকন্তু অসামান্য নম্রতা, ধীরতা, মধুরতা, রমণীয়তা, কমনীয়তা, উদারতা, দয়াশীলতা, ক্ষমাশীলতা, স্বার্থপরিশূন্যতা, সরলতা প্রভৃতি অশেষ-সদ্‌গুণপ্রভাবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসিনী গোপাঙ্গনাগণের নিতান্ত স্নেহভাজন এবং প্রিয় হইয়া থাকিবেন। হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ, সুন্দর, সুঠাম শিশুগণ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোকগণের অধিকতর প্রিয়, তৎকারণ কৃষ্ণকে মহাভারতে 'গোপীজনপ্রিয়' বলা হইয়া থাকিবে। তবে, শ্লোকটী যদ্যপি প্রক্ষিপ্ত প্রতিপন্ন হয়, কোন গোলই থাকে না।

বিনয়।—বালক রাজকুমার, কৃষ্ণ-বলরাম, তৎকালীন তৎস্থানীয় প্রথানুসারে বৃন্দাবনে গোপবালক-বালিকাগণের সহিত একত্র মণ্ডলাকারে বা রাসে, নৃত্যগীত করিয়া থাকিবেন। সেই রাস বাল্যকালে সম্পাদিত হওয়ায়, কৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে সমুৎপাদিত যুবকযুবতীর রাত্রিকালের ক্রীড়াকৌতুক বা প্রেমলীলা বলিয়া অনুমিত এবং গৃহীত হইতে পারে না। বাল্যকালে প্রেম-লীলার অকারণ, অলৌকিক এবং অসাময়িক অনুষ্ঠান কৃষ্ণের কেন যে প্রয়োজন হইয়াছিল, মানুষরূপ ধারণ করিয়া কেনই বা তিনি যৌবনের অপেক্ষায় থাকেন নাই, তাহা বোধগম্য নহে। মানুষী মূর্ত্তিতে অমানুষিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না, মানুষরূপ ধারণ তাহা হইলে অকারণ প্রতিপন্ন হইয়া যায়।

শ্রীহর্ষ।—হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণের যে সকল লীলা বা কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোনটী মহাভারতেও বর্ণিত আছে, কিন্তু মহাভারতে তাহা অসম্ভব বা অলৌকিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বিবৃত হয় নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির বা অন্য কাহারও সহিত কথোপকথন-কালে কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অমানুষিক-ভাবে কখনও যে কোন কিছু তিনি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সে কথা তিনি মুখেও আনেন নাই। এরূপ অবস্থায় মহাভারতে যাহা নাই এবং অসঙ্গত, অসম্ভব ও অলৌকিক, কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহা অন্যত্র বর্ণিত থাকিলেও বিশ্বাসযোগ্য নহে। বৃন্দাবনলীলা-সম্ভূত ধর্ম্মোপদেশ কৃষ্ণের মুখে কোথাও শুনা যায় নাই এবং বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নবপ্রসূত সূত্রাদি কৃষ্ণের মুখে কোথাও কখনও ব্যক্ত হয় নাই।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তির উপর বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণব-ভক্তিতত্ত্ব সংস্থাপিত এবং সংরক্ষিত হইলেও, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবত ধর্ম্ম কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার উপর সংস্থাপিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাষার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সম্পাদনার্থ এবং কাব্যরসের গগন-স্পর্শী উৎস প্রকটনার্থ, কল্পিত ঘটনা-সমূহ কবির কবিত্বে অতিরঞ্জিত হইলেও, ভগবদ্গীতার ধর্ম্মোপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতের কুত্রাপি অতিক্রান্ত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে যেসকল ধর্ম্মোপদেশ সন্নিবেশিত এবং সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশের পুনরুক্তি-মাত্র। যদুবংশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং আগতপ্রায় বুঝিয়া, অধিকন্তু তৎপরে এবং অনতিবিলম্বে কৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবেন আশঙ্কা করিয়া, কৃষ্ণের প্রিয় ভৃত্য মহাভাগবত উদ্ধব তাঁহার শরণ লইলে, কৃষ্ণ যে ভাগবত ধর্ম্ম তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে সংরক্ষিত হইয়াছে, * তাহা ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মের অতিরিক্ত নিশ্চয়ই নহে।

শ্রীহর্ষ।—স্বয়ং-কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত জ্ঞানামৃত সকলের পক্ষে তৃপ্তিকর না হইতে পারে! গোপীগণের ন্যায় মধুর রসাস্বাদন পাইবার লোভে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত হইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত সুমধুর ভাষ্য-দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবত ধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন রাখিয়া তৃপ্তিকর, রসপূরিত, সুমধুর-ভাবসমন্বিত কৃত্রিম ধর্ম্ম প্রায়শঃ প্রকটন এবং প্রবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন! প্রিয় সখা অর্জ্জুনের মোহ এবং সংশয় দূরীকরণার্থ কৃষ্ণ স্বয়ং যে সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্মোপদেশ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যে নীরস, সংযম-সাপেক্ষ! (১৯)

বিনয়।—মহাভারতই আদিম এবং অকৃত্রিম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ গণেশ-লিখিত মহাভারত রক্ষিত হয় নাই। ব্যাসদেব-বিরচিত মহাভারত যাহা মানবের গোচরীভূত রহিয়াছে, তাহা গণেশ-লিখিত নহে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ৬-২৯ অ:।

(১৯) নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব তদীয় পিতৃদেবের নিকট মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বৈশম্পায়নকে শিখাইয়াছিলেন। রাজা জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞকালে যে পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভায় বৈশম্পায়ন সমুপস্থিত সকলকেই মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ বৈশম্পায়নের মুখে শুনিয়া যতদূর শিখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আবার নৈমিষারণ্যে সমবেত-ঋষিগণকে শুনাইয়াছিলেন। তৎপরে কখন কিরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া মহাভারত জনসাধারণের গোচরীভূত হইল এবং রহিল, তাহার ইতিহাস পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ।—সমগ্র মহাভারতই আবার একত্র এক স্থানে পাওয়া যায় নাই! কোন পর্ব্ব এখানে, কোন পর্ব্ব ওখানে, কোন পর্ব্ব আবার স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত হইয়া অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত সম্পূর্ণ করা হইয়াছে শুনা যায়। সুতরাং সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত এবং আদিষ্ট হইয়া, অকৃতকার্য্য হওয়া লজ্জাজনক আশঙ্কা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত স্বকপোলকল্পিত নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতানুসারে মহাভারতের অপ্রাপ্ত অংশ প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে ভাষা, ভাব, মত, রুচি ও রচনার ভিন্নতা এবং ভিন্নভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পুনরুক্তি সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে, অন্ততঃ সেইরূপই অনুমিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—মহাভারতের মৌলিক রচনা সমভাবে সরল, সুমধুর, সহজবোধ্য, সঙ্গত, স্বাভাবিক এবং অকাট্য-যুক্তিসমন্বিত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং কোন অংশ ভিন্নরূপ, অসঙ্গত, অসম্ভব, অসাধারণ, অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তাহা প্রক্ষিপ্তাংশ বলিয়াই আশঙ্কিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণের বাল্য-জীবনের ইতিহাস জগতে নাই, কোন কোন গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে কোন কিছু প্রকটিত থাকিলেও তাহা কল্পনাপ্রসূত, গল্পমাত্র; পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ পরবর্ত্তী রচনা-দ্বারা যথাক্রমে অতিরঞ্জিত হইয়া আসিতেছে! অজ্ঞান মানবকে অপ্রকৃত, কৃত্রিম এবং অসত্য ইতিবৃত্ত-দ্বারা যাঁহারা বিমোহিত এবং সংশয়াপন্ন করিয়া রাখেন, অধিকন্তু ভগবানকে মানুষ-রূপে পরস্ত্রীর অবৈধপ্রেমে আসক্ত এবং নিযুক্ত রাখিয়া, তদনুবর্ত্তন করাইবার জন্য, সুপণ্ডিত হইয়াও যাঁহারা প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও মানবের

শুভাকাঙ্ক্ষী নহেন। কষ্টসাধ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-দ্বারা সরল এবং প্রকৃত ভাব বিকৃত করিয়া তদ্দ্বারা নিবৃত্তিমার্গ প্রশস্তীকৃত করিবার অসঙ্গত এবং অন্যায় চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে পারে না।

শ্রীহর্ষ।—ভগবান্ কৃষ্ণের তথাকথিত সমাজ এবং নীতিবিরুদ্ধ প্রেমলীলা মানুষের কল্পনার প্রভাবে সত্যঘটনা-স্বরূপেই প্রকটিত হইয়া আসিতেছে! ভগবদ্গীতার অখণ্ডনীয় এবং অনতিক্রমনীয় ধর্ম্মোপদেশের পরিবর্ত্তে সেই সকল কল্পিত লীলার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য, সম্প্রদায়ভুক্ত সুপণ্ডিতগণ স্বীয় অর্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধির কতই না অপচয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন! ভগবদ্গীতায় ধর্ম্মোপদেশ অতিক্রম করা যখন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, হইবে না এবং হইবার নহে, তখন স্বীয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম মর্য্যাদা রক্ষা এবং বর্দ্ধন করিবার জন্য সর্ব্বনাশ-সাধিকা চেষ্টা পরিত্যাগ করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ মানবের কর্ত্তব্য। সত্য-সেবকের সম্প্রদায় বা দল থাকিতে পারে না।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণের অমানুষিকভাবে নিষ্পন্ন অনেক কর্ম্মের উল্লেখ আছে। সেই সকল গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব বিচার করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, তৎসম্বন্ধীয় কোন ঘটনাই ঐতিহাসিক সত্যস্বরূপে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয় নাই। অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিবার মানসে যে বিষয় বা ঘটনা, যেভাবে কল্পিত এবং বর্ণিত হইলে, কাব্যরসের উৎস উদ্ধ্ফুরিত হইয়া উঠিবে, সুরসিক কবিগণ সত্য এবং সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, সেই বিষয় বা ঘটনা সেই ভাবেই কল্পনা এবং রচনা করিয়া গিয়াছেন! তৎপরবর্ত্তী কাব্যরসের রসিকগণ আবার সেইসকল কৃত্রিম বর্ণনা অবলম্বনপূর্ব্বক অধিকতর রসাল রচনাদ্বারা সত্যকে সমধিক সমাচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছেন! এখন ঘটনার যাথার্থ্যের প্রতি আর লক্ষ্য নাই, ভাব এবং রসের প্রতিই যত অনুরাগ! সুতরাং সত্যের অপলাপ, মিথ্যার আদর এবং বিদ্যা-বুদ্ধির অপচয়, সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে লক্ষিত হইতেছে!

শ্রীহর্ষ।—শ্রীমদ্ভাগবত-রচয়িতা অসামান্যা কাব্যরসাত্মিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ঘটনার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করিলেও, ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বই আবশ্যক স্থানে আচ্ছাদন ব্যতিরেকে সন্নিবেশ করিয়াছেন, ভগবদ্গীতোক্ত সনাতন এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিকৃত

করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। গোপাঙ্গনাগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার, শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের একটী লীলা স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে অনুকরণযোগ্য কর্ম্ম বা ধর্ম্মস্বরূপে বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণের বাল্যলীলা কাব্যরসের অদ্ভুত সংমিশ্রণে কৃত্রিম যৌবনলীলায় পরিবর্দ্ধিতা হইলেও, সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মোপ দেশ সম্বন্ধে কোনরূপ কৃত্রিমতা প্রদর্শিত হয় নাই।

বিনয়।—মহাভারতে ভগবানের নির্ম্মল যশঃ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হয় নাই, অধিকন্তু মহাভারতে কাম্যধর্ম্মেরই নিন্দিত উপদেশ আছে এবং সেই সকল উপদেশ নিষ্কাম পরমহংসগণের পক্ষে তৃপ্তিকর এবং পরমানন্দ-বিধায়ক নহে, মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ শ্লেষোক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমাংশে লক্ষিত হয়। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, (২০) শরশয্যাশায়ী মহারথ ভীষ্ম কৃষ্ণের সমক্ষে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যেসকল জ্ঞানবৈরাগ্য-বিজ্ঞান-ভক্তি-বিষয়ক মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহা মহাভারতে সন্নিবেশিত আছে, সেই শ্রুত উপদেশগুলিই কৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রদান করিয়া-

---

(২০) ভবতানুদিতপ্রায়ং যশোভগবতোঽমলম্।
যে নৈবাসৌ ন তুষ্যেত্মে মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥ ৮
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমাহ্যনুবর্ণিতঃ॥ ৯
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥ ১০

* * *

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতোধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ ১৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ৫ অঃ।

ছিলেন। (২১) এরূপ অবস্থায় মহাভারতের বাক্য যে নীচাশয় কামী ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করিবার উপযোগী, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে?

বিনয়।—গোপিকাগণের বস্ত্রহরণ এবং গার্হস্থ্যধর্ম্মাচারী কামপরায়ণ সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সহস্র সহস্র কামিনীগণের সহিত নিরন্তর বিহার (২২) কুৎসিত-ভাবে বর্ণিত হইলেই যদ্যপি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ উদ্ভাসিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাভারতাপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করাই বিধেয়। যে কর্ম্ম মানুষের পক্ষে পাপ, তাহাই কৃষ্ণের পক্ষে মানবের অননু-করণীয় ভগবল্লীলা, ভগবান্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন মতেই নিরাপদ নহে। ভগবানের রাজ্যে কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মই যখন কোন কারণে ব্যতিক্রান্ত হইবার নহে, তখন স্বয়ং-ভগবান্ কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইবেন! ভগবল্লীলার অনুকরণে কর্ম্ম সম্পাদন করা যদ্যপি মানবের পক্ষে নিরাপদ না হয়, তাহা হইলে ভগবানের অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়!

শ্রীহর্ষ।—মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও অনুগীতায়, এমন কি মহাভারতের সর্ব্বস্থানেই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রকটিত আছে। হরির প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন ব্যতিরেকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন, বিষয়-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক সম্পাদিত হইলেও, মোক্ষপ্রদ নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে সাংখ্য-মতের অবমাননা করা হয়;

---

(২১) ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্॥ ১১
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত॥ ১২
তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্॥ ১৩
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৯ অঃ।

(২২) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৫৯।৬০ অঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতা॥ ৩৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩০ অঃ।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ততদূর বর্ণনাও আছে। (২৩) আবার শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য স্থানে সাংখ্যমত যার-পর-নাই প্রশংসিত হইয়াছে! মহাভারতের কোন স্থানেই সাংখ্যমত নিন্দিত হয় নাই। মহাভারতেও ভক্তিতত্ত্বের অভাব নাই, তবে লালসাসম্ভূত রস এবং উন্মত্ততা মহাভারতে নাই। ভক্তির মাহাত্ম্যে এবং প্রভাবে চিত্তের বিশুদ্ধতা, প্রশস্ততা, প্রসন্নতা এবং স্তব্ধতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে,—উন্মত্ততা তিরোহিত হইয়া যায়। ব্রজাঙ্গনাগণের রতিলালসা কিন্তু, 'দুরাত্মতা' বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেবল সৎসঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গ-নিবর্ত্তক-ভগবৎসঙ্গের মাহাত্ম্যেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাগবত ধর্ম্ম যে মহাভারতকে অতিক্রম করে নাই, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যন্ত পাঠ করিলেই পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। সুতরাং মহাভারতের প্রতি উহার প্রথমাংশের শ্লেষোক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবেতর অন্য স্থানে আবার মহাভারতের প্রশংসাও আছে, ভাগবতগুণবর্ণনাই যে ভারতে আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। (২৪)

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা।

শ্রীহর্ষ। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন অংশে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকিলে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য করিয়া লওয়া উচিত। কালিন্দীর তীরে পরিধেয় বস্ত্র রক্ষণানন্তর নগ্নীভূতাবস্থায় অবগাহমান গোপাঙ্গনাগণের

---

(২৩) ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১৭

শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ৫ অঃ।

(২৪) মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ।
যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ৫ অঃ।

তীররক্ষিত বস্ত্র অপহরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিহাস করা এবং তৎপরে তাহাদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় জল হইতে তীরে উঠিতে, অধিকন্তু তদবস্থায় মস্তকের উপরে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক বস্ত্রভিক্ষা করিতে বাধ্য করা, যখন কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই সঙ্গত এবং সম্ভব নহে, তখন তাহা সর্ব্বকর্ম্মের আদর্শরক্ষার্থে অবতীর্ণ ভগবানের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে কি? (২৫) সর্ব্ববিধা লজ্জা, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র-পর্য্যন্ত, ত্যাগ করিয়া, নগ্নীভূতাবস্থায় রতিভিক্ষা না করিলে, ভগবানের সন্নিধানেও কি সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পরিচয় প্রদান করা যায় না?

বিনয়।—ভক্তি-সহকারে, একাগ্রমনে, নিষ্কাম ও নিস্পৃহভাবে, নিবিষ্টচিত্ত সমর্পিত রাখিতে পারিলেই সর্ব্বস্বসমর্পণ সাধিত হইয়া থাকে। যেরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা, তদবস্থায় তাহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক মনোযোজনা ও সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করাইবার চেষ্টা এবং তদ্দ্বারা তদ্বিষয়ক কর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা, ভগবদুদ্দেশ্যসাধিকা নহে। (২৬) পরস্ত্রীর সহিত এবংবিধা ক্রীড়া এবং বিহার যে নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য এবং অধর্ম্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রকাশিত আছে। ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মপ্রশমন জন্য অবতীর্ণ জগদীশ্বর কেমন করিয়া পরদারাভিমর্ষণ-রূপ অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার মানসে রাজা পরীক্ষিৎ বিস্ময়সহকারে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, শুকদেব অগত্যা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত এবং ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "ঈশ্বরগণ ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মব্যতিক্রম করিয়া থাকেন

---

(২৫) তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥১৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২২ অঃ।

(২৬) তৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্। ৩০
কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং। ৩৭

* * *

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥৩৯

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

এবং তেজস্বীর পক্ষে ধর্ম্মব্যতিক্রম দোষের নহে” (২৭), এরূপ উত্তর সংশয়-দূরীকরণকল্পে যথেষ্ট এবং সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

শ্রীহর্ষ।—গোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণের রাসক্রীড়া সত্যঘটনা হইলে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। তৎকালে কৃষ্ণ যেমন বালক ছিলেন, বৃন্দাবনে গোপ-বালিকাগণেরও তেমন অভাব ছিল না। বাল্যকালে গোপবালক-বালিকাগণের সহিত মিলিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিয়া থাকিলেও, কৃষ্ণের অমানুষিক এবং মানব-সমাজবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মই করা হয় নাই। এবংবিধা রাসক্রীড়া তৎকালে বৃন্দাবনে বোধ হয় প্রচলিত ছিল; কৃষ্ণ মানুষের ক্রীড়া, মানুষরূপে, বয়ঃক্রম এবং প্রচলিতা প্রথানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাকিবেন। যৌবনোন্মত্তা কামিনীগণ বিহার-বাসনায় আত্মহারা হইয়া বালক-কৃষ্ণের সহিত এবংবিধা ক্রীড়ায় যে আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কোন কারণই দেখা যায় না।

বিনয়।—শারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রি দেখিয়া, ভগবান্ কেনই বা স্ত্রীলোকের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিবেন? (২৮) চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিনির্ম্মিত দেহের

---

(২৭) শ্রীরাজোবাচ,—
সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥২৬
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্‌ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥২৭
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥২৮
শ্রীশুক উবাচ;—
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥২৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ।

(২৮) ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥১
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

জন্যই বিহার ব্যবস্থিত আছে এবং আবশ্যক; কিন্তু চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের অতীত আত্মারাম পরমাত্মার পক্ষে বিহার নিশ্চয়ই অনাবশ্যক। মানুষের পক্ষে বা মানুষরূপে অবতীর্ণ ভগবানের পক্ষে, বিহার আবশ্যক হইলেও বালকের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক। বালকের বেণুর রবে কামিনীগণের রতিলালসা যে নিরতিশয় দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নহে। (২৯) এইরূপ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-বর্ণনা কবিকল্পিতা ও অতিরঞ্জিতা রচনার অতিরিক্ত আর কিছু মনে হয় না।

শ্রীহর্ষ।—শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া যখন জানিতেন না, তখন বালক-কৃষ্ণের নিকট কেনই বা তাঁহারা রতিভিক্ষা করিবেন? (৩০) পরপুরুষের নিকট রতিভিক্ষা করিয়া থাকিলে, কুলকামিনীর পক্ষে তাহা প্রশংসার কথা নহে। ব্রজাঙ্গনাগণ কামাতুরাবস্থায় তাঁহাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণের নিষেধ-বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষমা হন নাই, বিহার-বাসনার পরিতৃপ্তি-সম্পাদনার্থ নিতান্ত-দীনভাবে উন্মাদিনীর ন্যায় বালক-কৃষ্ণের সমীপস্থা হইয়াছিলেন। (৩১) এরূপ কামাতুরা কামিনীগণের কামাগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার জন্য অবতীর্ণ-ভগবানকে যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহাও কি কখনও বিশ্বাস করিতে পারা যায়?

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতের বিহার-বর্ণনায় আবার সামাঞ্জস্যেরও অভাব আছে।

(২৯) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎকণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥১২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২১ অঃ।

(৩০) কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ ১১

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

(৩১) তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ৮

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

কোথাও গোপিকাগণের ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব, কোথাও বা তাহার সম্ভাব বর্ণিত হইয়াছে! কোথাও গোপগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও তাঁহারা তাঁহাদিগের পত্নীগণের দুরাত্মতা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাতও নহেন, কোথাও বা তাঁহারা কৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে তাহা জানিতে সমর্থই হন নাই, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে! অধিকন্তু গোপাঙ্গনাগণের রতিলালসা নানাস্থানে নিন্দিতও হইয়াছে!

শ্রীহর্ষ।—গোপাঙ্গনাগণের নির্ম্মল চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহারা শ্রুতি অধ্যয়ন করেন নাই, মহোত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন নাই, ব্রত বা তপস্যাও করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণকে উপপতির অতিরিক্ত ধারণাও করেন নাই। (৩২) শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রাহ্মণ বা যজ্ঞ-পত্নীগণ, কুব্জা প্রভৃতি রমণীগণ, গোপাঙ্গনাগণেরই ন্যায় চরিত্রবতী! এইসকল কামাতুরা কামিনীগণ কৃষ্ণের নিকট রতির অতিরিক্ত কোন কিছু ভিক্ষাও করেন নাই! শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, উপবেশনে, ভ্রমণে, নিরন্তর তাঁহারা রতিলালসায় কৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করিতেন! দুঃশীলা রমণীর আচরণই তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! যাঁহারা ভগবৎ-সঙ্গের মাহাত্ম্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তদ্রূপ দুষ্ট আচরণ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত থাকিলেও, বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বলরামও তাঁহাদের আক্রমণ হইতে নিস্তারলাভ করেন নাই! দ্বারকায় কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুহৃৎ-সন্দর্শন-জন্য উৎসুক হইয়া বলদেব নন্দগোকুলে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। তথায় রাত্রিকালে বলরাম গোপিকা-গণের সহিত বারুণী পান করিতেন এবং তৎপরে মদমত্তাবস্থায় তাঁহাদের সহিত বিহারও করিতেন! এইরূপ পরমানন্দে দুই মাস কাল অতিবাহিত হইলে,

(৩২) তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥৬
* * *
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১২ অঃ।

বলদেব দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। ভগবৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে গোপিকাগণ সমদর্শিতা লাভ করিয়া থাকিবেন, তৎকারণ পরপুরুষের মধ্যে তাঁহাদের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকিবে! শ্রীমদ্ভাগবতের গোপিকাগণের অনুকরণ মানুষ-সমাজে নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ নহে। তৎসংশ্রবে মহাযোগী বলদেবের নিন্দনীয় কর্ম্মই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়! (৩৩)

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের প্রতি গোপাঙ্গনাগণের আসক্তি এবং অনুরাগ যে নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং সমাজবিরুদ্ধ ছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্যক্ত আছে! গোপাঙ্গনাগণের স্বামিগণ যে তাহা সহ্য করিবেন না, তাহা স্থির-নিশ্চয় জানিয়া, সুচতুর কৃষ্ণকে এরূপভাবে যোগমায়ার বিস্মৃতি-সম্পাদন করিতে হইয়াছিল যে, গোপগণ মনে করিতেন যেন তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদেরই পার্শ্বে শায়িতা রহিয়াছেন! (৩৪) এইরূপ কৌশলে ভগবান্-কর্ত্তৃক যে অধর্ম্ম আচরিত হইত, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বালকের সমীপস্থা থাকা যুবতীগণের

---

(৩৩) বলভদ্র কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্। ১

*　*　*

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ ১১

*　*　*

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ॥ ১৩

*　*　*

এবং সর্ব্বা নিশা যাতা একেব রমতোব্রজে।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্য্যৈর্ব্রজযোষিতাম্॥ ২৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৬৫ অঃ।

(৩৪) নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৭

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ।

পক্ষে দূষণীয় এবং সন্দেহজনক না হইলেও, তাহাও কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সম্ভব হইয়াছে!

বিনয়।—দ্বিজপত্নীগণও যে কৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাদেরই নিজমুখে ব্যক্ত করান হইয়াছে। সপত্নীক অবস্থায় যাহাতে তাঁহাদের স্বামিগণ যজ্ঞসমাপন করিতে পান, তজ্জন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেবযজ্ঞে প্রত্যাগমন করিতে বলেন, কিন্তু তাঁহারা সহসা তাহাতে সম্মতা হইতে সমর্থা হন নাই। তাঁহাদের পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি এবং বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ তাঁহাদিগকে যে আর গ্রহণ করিবেন না, তাহাই তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্হিত কর্ম্ম তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও লোকের গোচরীভূত হইবে না, তাঁহাদিগকে কাহারও নিকট নিন্দিতা হইতে হইবে না, এইরূপ আশ্বাস পাইলে, কৃষ্ণের আদেশানুসারে, তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থা হন! (৩৫) দ্বিজপত্নীগণ যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগতা হইলে কৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের স্বামিগণ তাঁহাদের দোষ-দর্শনে অশক্ত হইয়া সস্ত্রীক যজ্ঞ-সমাপন করিয়াছিলেন। পরপুরুষ-সংস্রব স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদূর দূষণীয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যে কেন যে কৃষ্ণের অলীক পরদারপরায়ণতা এবং পরপুরুষের প্রতি সাধ্বী ব্রজাঙ্গনাগণের

---

(৩৫) শ্রীপত্ন্যূবাচ ;—

গৃহ্ণন্তি নোন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্‌গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥ ৩০

শ্রীভগবানুবাচ ;—

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥ ৩১

* * *

শ্রীশুক উবাচ ;—

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ২৩ অঃ।

অস্বাভাবিক আসক্তি অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য নহে।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণ যখনই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই জিতেন্দ্রিয়তা এবং সংযমের উপদেশ দিয়াছেন, তখনই চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিতে বলিয়াছেন, অধিকন্তু স্বয়ং নিয়মাধীন থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন, কখনও ধর্ম্মব্যতিক্রম করিবার ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করেন নাই। বিবস্ত্রাবস্থায় জলাশয়ে স্ত্রীলোকের অবগাহন, গাত্রধৌতকরণ এবং ক্রীড়া তৎকালে বোধ হয় নন্দব্রজে প্রচলিত ছিল, সেই রুচিবিরুদ্ধ-প্রথার তিরোধান ঘটাইবার জন্ত, শাসন-কল্পনায়, কৃষ্ণ অবগাহমানা নগ্নীভূতা গোপিকাগণের বস্ত্র অপহরণ করিয়া থাকিবেন। অপহৃত-বসন-ব্রজাঙ্গনাগণ অনন্যোপায় বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিতা এবং বিপন্না হইয়া বস্ত্রভিক্ষা করিয়া থাকিবেন। শাসনের মাত্রাধিক্য ঘটাইবার জন্তই বালক-কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় জল হইতে তীরে উঠাইয়া বস্ত্রভিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াও থাকিবেন।

বিনয়।—বালিকা ব্রজকুমারীগণ নন্দগোপসুত বালক কৃষ্ণকে পতি-রূপে পাইবার কামনায় একমাস কাল কাত্যায়নীব্রত আচরণ করিতেছিলেন; শুচির জন্ত প্রত্যহ প্রাতে পরিধেয় বস্ত্র তীরে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কালিন্দীতে অবগাহন করিতেন। ব্রতস্থা হইয়া বিবস্ত্রাবস্থায় অবগাহন করায়, তাঁহারা দেবতাদিগকে অবহেলন করিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের ব্রতচ্যুতি ঘটিয়াছে, এইরূপ ভীতিপ্রদর্শন, অধিকন্তু তাঁহাদিগের তীররক্ষিত বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিপন্না এবং শাসিতা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বস্ত্রহরণ এবং-প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে। (৩৬)

শ্রীহর্ষ।—যৎকালে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের বস্ত্র অপহরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন এবং যাহাদের বস্ত্র অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহারাও

(৩৬) যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥১৯
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্ ॥২০

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২২ অঃ।

বালিকা কুমারী মাত্র ছিলেন। কুমারীগণের বস্ত্রভিক্ষা যেভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে গোপিকাগণের বস্ত্রহরণ, বালক-বালিকার ক্রীড়ার অতিরিক্ত প্রতিপন্ন হয় না। অপহৃত বস্ত্র প্রত্যর্পিত না হইলে কুমারীগণ রাজাকে বলিয়া দিবেন; এবংবিধ ভীতি-প্রদর্শন বালিকাগণেরই মুখ হইতে বিনির্গত হওয়া সম্ভব। (৩৭) সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতির কামনায় কাত্যায়নীর অর্চ্চন-রূপ ব্রত-ধারণ কুমারীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম; কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে এক কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য উৎসুকা ছিলেন, তাহা কবির কল্পনায় সম্ভব হইলেও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বিনয়।—কুমারীগণের সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া ব্রতচারিণী থাকায়, শ্রীমদ্ভাগবতে কবির কল্পনা বহুদূরপর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে! কৃষ্ণের প্রতি মনকে নিবিষ্ট রাখিলে কামনাসিদ্ধি লক্ষ্যীভূত থাকে না; ভর্জ্জিত এবং কথিত বীজের যেমন অঙ্কুরের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা তিরোহিতা হইয়া যায়, সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ কথামৃতে পরিতুষ্টা করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ-লাভোৎসুকা সতী সাধ্বী কুমারীগণকে ব্রজে প্রত্যাগমন করিবার জন্য কৃষ্ণ আদেশ করেন। এতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াও কৃষ্ণ তৎপরে কেন যে সেই কুমারী-গণকে তাঁহার সহিত বিহার করিবার আশা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। (৩৮) কুমারী বালিকাগণের বিহারবাসনা এবং বিহারবিহ্বলা কুমারীগণের কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বালক-কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি, কবির কল্পনায় সম্ভব এবং সঙ্গত বিবেচিত হইলেও, তাহা যে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নহে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। অধিকন্তু বালক-কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ

(৩৭) শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥১৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ২২অঃ।

(৩৮) ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাক্বথিতাধানাঃ প্রায়োবীজায় নেশতে ॥ ২০
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ২৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২২ অঃ।

করিবার কামনা যাহারা নিবিষ্ট-চিত্তে পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা যে রতিলালসা-বিহ্বলা যুবতী কুমারী ছিলেন, সেরূপ অনুমান করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শ্রীহর্ষ।—শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণের লোক-পাবনী মঙ্গল-বিধায়িনী কথা অনুক্ষণ শ্রবণ, গান ও স্মরণ এবং তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম অনুকরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকাম সমাচরণ করিলেই তৎপ্রতি নিশ্চলা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে, সন্নিকর্ষে তেমন হয় না; এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ কৃষ্ণ যখন আবশ্যক সময়ে (৩৯) প্রদান করিতেন এবং প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকেও প্রদান করিয়াছিলেন, তখন গোপাঙ্গনাগণের সহিত কৃষ্ণের অননুকরণীয় বিহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। এরূপ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিহার-বর্ণনা সামঞ্জস্যবিহীনা রচনার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতে গোপাঙ্গনাগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বিহার শব্দের কোনরূপ সদর্থ গ্রহণ করিবার উপায় নাই। (৪০) বিহার-বর্ণনার সুমধুর স্রোত সম্বরণ করিতে অশক্ত হইয়া, কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, শ্রীমদ্ভাগবত-রচয়িতাকে যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, আত্মারাম, যোগেশ্বর; স্ত্রীলোকের সহিত বিহার তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। তৎকারণ তদ্গত-প্রাণা কামাতুরা গোপাঙ্গনাদিগের কামনা সিদ্ধির জন্য, তাহাদিগকে তৎ-

(৩৯) শ্রদ্ধালুর্ম্মে কথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রাঃ লোকপাবনীঃ।
গায়ন্নমুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥ ২৩
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ২৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অঃ।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ২৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

(৪০) বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ৪৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

প্রতি নিবিষ্ট-চিত্তাবস্থায় সমগ্রভাবে আকর্ষিতা রাখিয়া, যোগমায়া বিস্তার-পূর্ব্বক তৎসহ মধুর বিহারসুখ অনুভব করাইতে হইয়াছিল! বালকেরা যেমন স্বীয় প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে, কৃষ্ণ বয়ঃক্রম-নির্ব্বিশেষে ব্রজসুন্দরী-গণকে লইয়া, সেইরূপ ক্রীড়াই করিয়াছিলেন! (৪১) মদনোন্মত্তাবস্থায় গোপিকাগণ এতই আত্মহারা এবং তন্ময়চিত্তা হইয়াছিলেন যে, সকলেই মনে করিতেন,—কৃষ্ণ যেন তাঁহারই সহিত বিহার করিতেছেন! কামাতুরা ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্ত থাকিয়া মনে করিতেন, কৃষ্ণ যেন তাঁহাদেরই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন! (৪২) আত্মজ্ঞান-বিরহিত-গোপাঙ্গনাগণ নিতান্ত কাতরস্বরে কৃষ্ণের নিকট যখন রতিভিক্ষা করিতেন, কৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগকে এবংপ্রকারেই বিহারসুখ অনুভব করাইতেন, স্বয়ং বিহার করিতেন না, নির্লিপ্তাবস্থায় অবস্থান করিতেন। (৪৩) শ্রীমদ্ভাগবতের এবংবিধ বিহার-বর্ননায় কৃষ্ণের বিহার এবং গোপাঙ্গনাগণের রতিলালসা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইল কি?

শ্রীহর্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতের গোপিকাগণ স্বপ্নদৃষ্ট-সুখই উপভোগ করিতেন!

---

(৪১) রেমে রমেশোব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬

*　　*　　*

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৯

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ।

(৪২) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তোগোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩

(৪৩) কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত বেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩৭

*　　*　　*

তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৩৮
ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৩৯

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

তাঁহারা কৃষ্ণ কি তাহা না জানিয়াও তৎপ্রতি আসক্তি-বশতঃ, নিবিষ্টচিত্তাবস্থায়, সমাধিস্থ মুনি এবং জলধি-মিলিত নদীর ন্যায় কৃষ্ণের সঙ্গসুখ অনুভব করিতেন। সেই সর্ব্বসঙ্গ-নিবর্ত্তক সৎসঙ্গহেতু তাঁহারা তাঁহাদিগের জাররমণ পরিজ্ঞাত থাকিয়া ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। (৪৪) বিষয় যেখানেই থাকুক্, মনকে যাবতীয় বিষয় হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক একাগ্রভাবে তদুপরি নিবিষ্ট রাখিতে পারিলেই সঙ্গানুভূতি পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে, লিপ্ত হইবার অপেক্ষায় থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যরস এইজন্য এতই মধুর! সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক-ভগবৎ-সঙ্গলাভ রতিভিক্ষা দ্বারাই বুঝি সুলভ!

বিনয়।—কাম, স্নেহ, ভক্তি, সম্বন্ধ, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ বা যে কোন করণেই হউক, যাঁহার উপর নিরন্তর সমগ্র মন নিবিষ্ট বা নিযুক্ত থাকে, তাঁহারই স্বরূপতা বা তন্ময়তা লাভ হইয়া থাকে। (৪৫) কংস শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ ঘোরতর বৈরবশতঃ (৪৬) এবং ব্রজাঙ্গনাগণ, যজ্ঞপত্নীগণ, কুব্জা প্রভৃতি রমণীগণ কামোন্মত্ততা-জনিত একাগ্র-অনুরাগবশতঃ (৪৭) অনুক্ষণ কৃষ্ণেরই আকৃতি ধ্যান

---

(৪৪) তা নাবিদন্ ময্যনুসঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মনমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ১২
মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥ ১৩
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১২ অঃ।

(৪৫) কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে॥ ১৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥ ২২
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ৫ অঃ।

(৪৬) বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥ ৪৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ৫ অঃ।

(৪৭) সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যাস্তথাপরে॥ ৬
তে নাধীত শ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১২ অঃ।

করায়, তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সৎসঙ্গ ধ্যানেই হউক, স্বপ্নেই হউক, আর বাস্তব-পক্ষেই হউক, সর্ব্ব সময়েই কল্যাণপ্রদ, সুতরাং ভগবৎ-সঙ্গ সর্ব্বসময়েই মোক্ষপ্রদ। কৃষ্ণের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-বৃন্দাবনলীলা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইলেও, তদুপরি ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করা বিধেয় নহে। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের উপায় কখনও জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের জন্য প্রশস্ত নহে, অধিকন্তু যাহাতে বিষয়-বাসনা এবং বিষয়াসক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা পরিবর্জ্জন করাই বিধেয়। সর্ব্বরূপিণী কামনাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

শ্রীহর্ষ।—কামাতুরা কামিনীগণ যেরূপ কাতরস্বরে, দাসীভাবে, ব্যথিত-হৃদয়ে, উপপতির নিকট উন্মত্তাবস্থায় রতি ভিক্ষা করে, কুব্জা, গোপিকাগণ, যজ্ঞ বা দ্বিজপত্নীগণ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিয়া লইবার লোভে তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ-পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়েছেন। (৪৮) অঙ্গে অঙ্গ মিলিত হইলেও যে প্রীতি বা অনুরাগ সংস্থাপিত হয় না, (৪৯) অধিকন্তু ঔপপত্য যে কুলস্ত্রীর পক্ষে অযশস্কর এবং স্বর্গচ্যুতিকর, তাঁহা কৃষ্ণ বার-বার তাঁহাদিগকে উপদেশ (৫০) করিয়াছিলেন। মনোযোজনা-সহকারে তন্ময়তা প্রাপ্ত না হইলে যে কৃষ্ণকে পাইবার উপায় নাই তাহাও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি কেন যে তাঁহাদিগকে বিহারসুখ অনুভব করাইয়াছিলেন তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না।

---

(৪৮) তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

(৪৯) ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৩ অঃ।

(৫০) অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

বিনয়।—কামাতুরা ব্রজাঙ্গনাগণকে বিদায় দিবার জন্য কৃষ্ণ যে যথেষ্ট সদুপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। স্বামী যেমনই হউন না কেন, স্বামী-সেবাই স্ত্রীর ধর্ম্ম। অকপটে স্বামী ও তদীয় আত্মীয়গণের সেবা এবং সন্তানগণের লালন-পালন ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের অন্য ধর্ম্ম নাই।(৫১) ব্রজাঙ্গনাগণকে কৃষ্ণ এতদূর পর্য্যন্ত বুঝাইতেন, তথাপি সেই সদুপদেশ তাঁহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহারা ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না! তদুত্তরে তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিতেন যে, উপদেশদাতা ঈশ্বর কৃষ্ণকে সেবা করিলেই তাঁহাদের পতি, পুত্র, বন্ধু, সকলকেই সেবা করা হইবে, কারণ তাঁহাতেই তৎসকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনিই সকলের নিত্যপ্রিয়, বন্ধু এবং আত্মা। (৫২) গোপিকাগণ কৃষ্ণকে যখন ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতেন না, তখন তাঁহাদের মুখ হইতে এবংবিধ কথামৃত বিনির্গত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। বিকার-বর্ণনা-বিনিঃসৃত কামরসের প্লাবনে শ্রীমদ্ভাগবতে সামঞ্জস্য পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।

শ্রীচর্য।—শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের অনুকূলে কৃষ্ণের মুখে এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে যে, গোপীগণ তদ্গতপ্রাণা, তাঁহারই জন্য তাঁহারা ত্যক্তদৈহিকা, তাঁহাতেই তাঁহারা প্রিয়, প্রিয়তম, আত্মা পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন, তাঁহারই জন্য তাঁহারা লোক এবং ধর্ম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন, যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা তাঁহাকেই তাঁহারা অধিকতর ভালবাসেন, সুতরাং তাঁহারা তদ্ভাব-প্রাপ্তা

---

(৫১) ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ২৪
দুঃশীলোদুর্ভগোবৃদ্ধোজড়োরোগ্যধনোঽপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যোলোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

(৫২) যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তা।
অস্ত্বেমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠোভবাংস্তনুভৃতাং কিলবন্ধুরাত্মা ॥ ৩২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২৯ অঃ।

হইয়াছেন। (৫৩) একাগ্র-মনোযোজনার ফলে তদ্ভাব-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহাতেও গোপাঙ্গনাগণ বিহারবাসনা-বিরহিতা হইতে সমর্থ হন নাই।

বিনয়।—কান্তভাবে ভজনা করিবার মধুর লালসা তাহা না হইলে সমুদ্ভূত হইত কি? কৃষ্ণ কিন্তু দাস্যভাবে আত্মনিবেদন করিবারই উপদেশ দিতেন, উদ্ধবকে তদ্রূপ উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। (৫৪) কান্তভাবে দাস্যভাব অন্তর্নিহিত থাকে সত্য, কিন্তু তাহা পত্নীর পক্ষেই প্রযুজ্য। ভার্য্যাই আহার ও অসুখ-ভোগের সময় মাতার ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায়, হিতকর্ম্মে প্রিয়ম্বদা সখীর ন্যায়, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায়, অনুগমনে স্বচ্ছা ছায়ার ন্যায় এবং মন্ত্রণায় মন্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। (৫৫)

শ্রীহর্ষ।—ব্রজসুন্দরীগণ "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা" ছিলেন না, তাঁহারা অপনাদিগকে 'শয়নেষু রম্ভা'ই মনে করিতেন। পরকীয়া কান্তার আসক্তি-সংযুক্ত অনিত্য-একাগ্রভাব ব্যতিরেকে ভগবদ্ভাব-প্রাপ্তির যে সুলভ উপায় নাই, তাহা সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে। ভগবানই যখন পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ,

(৫৩) তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্॥ ৪
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ ৫
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৪৬ অঃ।

(৫৪) মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ ৩৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অঃ।

(৫৫) সখায় প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরোধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবদাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

গতি, ভর্ত্তা (পালন-কর্ত্তা), প্রভু, সাক্ষী শরণ, সুহৃৎ-স্বরূপে ভগবদ্গীতায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তখন তদতিরিক্ত সম্বন্ধ নির্ণয় এবং সংস্থাপন করিবার জন্য প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। (৫৬) সর্ব্বসঙ্গ-নিবর্ত্তক ভগবৎ-সঙ্গের প্রভাবে গোপিকাগণের আসক্তি ও দুরাত্মতা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইলেও এবং তৎপ্রভাবে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, ধর্ম্মার্জ্জনে তন্ময়তা-প্রাপ্তির জন্য গোপীগণকে অনুসরণ করিবার উপদেশ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" হইবার উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় সন্নিবেশিত আছে, তাহা যে সংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তা ব্যতিরেকে সাধ্য নহে, তাহাও বলা আছে। উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবেশিত আছে, তাহাও তদনুরূপ, তদতিরিক্ত নহে। ইন্দ্রিয়-সেবা বা বিষয়-ভোগ কোন কারণে কোথাও ব্যবস্থিত হয় নাই।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নাই! কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিই রাধা, অনেকে বলিয়া থাকেন। (৫৭) রাধাই যদ্যপি লক্ষ্মী-অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা হইয়া থাকেন, পরস্ত্রী হইয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিলেন কেন এবং কেনই বা কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন? লক্ষ্মী-রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণকে বিবাহ করিয়া কেনই বা কৃষ্ণের

মন্ত্রেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ভোজনেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা।
ধর্ম্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী ভার্য্যাহি ষড়্গুণ্যবতীহ দুর্লভা॥

(৫৬) পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঋক্‌সামযজুরেব চ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ অঃ।

(৫৭) যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণোবিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়োবনে॥ ৩৫
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩০ অঃ।

প্রধানা মহিষী হইয়া কৃষ্ণের সহিত বিরাজিতা ছিলেন? (৫৮) রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বাল্যকালের সামান্য কয়েক বৎসরের জন্য কেনই বা অস্বাভাবিক ভাবে কৃষ্ণের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল? মনুষ্যজীবনে চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যখন যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, কৃষ্ণ-জীবনেও যখন তাহা যথাসময়ে অভিনীত হইয়াছিল, তখন কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কবির কল্পনার অতিরিক্ত আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

শ্রীহর্ষ।—এই জন্যই ত অনেকে কৃষ্ণকে বহুরূপী সাজাইতে চান; বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের বাহিরে যাইতে দিতে চান না! সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের জন্য অন্য এক কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, না বলিলে উপায়ান্তর নাই! সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য এবং পারম্পর্য্য রক্ষার্থে কতই না অদ্ভুত কল্পনার প্রয়োজন হইতেছে!

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু বিভিন্ন কৃষ্ণের বর্ণনা নাই। যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন, সেই কৃষ্ণই সন্ধি-সংস্থাপন কল্পনায় কৌরবসভায় গমন করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধকালে, অর্জ্জুনের সারথী ছিলেন, এবং সেই কৃষ্ণই স্বীয় যদুকুল ধ্বংসীভূত করাইয়া জরা-ব্যাধের শরাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্ব-স্বরূপে মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্ততঃ এইরূপ বর্ণনাই আছে। (৫৯)

শ্রীহর্ষ।—সেই একই কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভ-কালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম অর্জ্জুনকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন (৬০) এবং সেই একই কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের সেই একই ভাগবত ধর্ম্ম উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই একই

(৫৮) দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্॥ ৬০
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৫৪ অঃ।

(৫৯) শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ৯ অঃ; ৩ স্ক, ২।৩ অধ্যায়।

(৬০) ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ৯ অঃ।

কৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া, পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনবাসী গোপ-গোপীগণের সহিত আর সংস্রব পর্য্যন্ত রাখেন নাই। সামন্তক-পঞ্চক-তীর্থে, কোন এক সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও স্নানাদি সম্পাদনপূর্ব্বক পাপক্ষয় করিয়া লইবার মানসে যখন যাদবগণ এবং ভারতের অন্য অনেকেই সমবেত হইয়াছিলেন, তখন গোপরাজ নন্দও সপরিবারে গোপ-গোপাঙ্গনাসহ তথায় আগমন-পূর্ব্বক বসুদেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব তথায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রজেশ্বর নন্দকে তিন মাসকাল অতিথিসৎকারে পরিতুষ্ট করেন। বহুকাল পরে এই সামন্তক-পঞ্চক-তীর্থে কৃষ্ণের সহিত ব্রজের গোপ-গোপীগণের সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিয়াছিল, তৎপরে আর কোথাও কখনও যে সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিয়াছিল তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত নাই। (৬১) শ্রীমদ্ভাগবতে গোপরাজ নন্দকে ব্রজেশ্বর এবং রাজ্ঞী যশোদাকেই ব্রজেশ্বরী বলিয়া উল্লেখ আছে; যশোদা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ব্রজেশ্বরী বলিয়া উল্লেখ নাই। (৬২) এরূপ অবস্থায় রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া পূজিতা হইলেও তাহা কবির কল্পনা-মাত্র!

বিনয়।—কালিন্দীর কালীয়হ্রদে কৃষ্ণের কালীয়দমনও এই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। দুর্দ্দান্ত কালীয়-সর্প কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে। কিশোর-বয়স্ক রাজকুমার-কর্ত্তৃক অপরের অবহেলিত কোন দুঃসাধ্য কার্য্য সুসংঘটিত হইয়া থাকিলে, তাহা অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণিত এবং প্রচারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সাধারণ বালকের পক্ষে অসাধ্য সর্প-বধ অদ্বিতীয়-বলবীর্য্য-সম্পন্ন বালক-কৃষ্ণের পক্ষে সাধ্য হওয়ায় ব্রজবাসিগণ বিস্ময়-সহকারে, অতিরঞ্জিতভাবে, তাহা প্রচার করিতেও পারেন।

শ্রীহর্ষ।—শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনও যে নিতান্ত অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

(৬১) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৮২ অঃ।

(৬২) অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ২১ অঃ।

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৮২ অঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যরসাত্মিকা ভাষাই তাহার প্রমাণ। সর্পের বিষাগ্নিসংযোগে কোথাও যে জল ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে, তাহা ত শুনা যায় না! (৬৩) কৃষ্ণের পুতনাবধ এবং বহু-সংখ্যক অসুরবধও নিতান্ত অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে! এই সকল ঘটনায় ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকিলে তাহা হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, এবং অসামান্য-বলবীর্য্য-সম্পন্ন বালক-কৃষ্ণের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকিবে, ঐশী শক্তির সাহায্যে নিশ্চয়ই সম্পাদিত হয় নাই বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত অসুরগণের বলবীর্য্য এবং আস্ফালন যে ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও যে নিতান্ত অতিরঞ্জিত এবং অস্বাভাবিক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিনয়।—কৃষ্ণ আশৈশব অসাধারণ-বলবীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন এবং সাধারণতঃ মানুষে যে বয়সে যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে, কৃষ্ণ সেই কর্ম্ম সেই বয়সে সম্পন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন, এতদূর পর্য্যন্ত অসম্ভব নহে। কিশোর বয়সের বলও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কৃষ্ণের বাল্যকালের কর্ম্ম যে বীরেরও অসাধ্য ছিল তাহা বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কৃষ্ণের বাল্য-কালে, বৃন্দাবনে, কৃষ্ণের বিনাশসাধন-জন্য কংস বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন এবং তৎকারণ বহু অনুচরও নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। কংস-প্রেরিত অসুরগণকে রাজা নন্দের আদেশে তদীয় অনুচরবর্গই বিনষ্ট করিয়া থাকিবে, কিন্তু দুর্দান্ত রাজা কংসের ভয়ে, তাহারা কৃষ্ণ-কর্তৃকই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকিবে। কংসবধ কিন্তু কৃষ্ণের কিশোর বয়সের অপেক্ষায় ছিল। দ্বাদশবর্ষ-বয়সে বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পর, কৃষ্ণ-কর্তৃক কংস নিহত হইয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ।—বাল্যকালে রাজকুমার কৃষ্ণ-বলরাম যে, নিতান্ত রাখালের ন্যায় গোচারণ করিতেন তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নন্দ গোপ হইলেও, রাজা ছিলেন; কৃষ্ণ, তাঁহারই পুত্র বলিয়া ব্রজে পরিচিত থাকিলেও, রাজকুমার

---

(৬৩) কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীৎ হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ॥ ৪.

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ১৬ অঃ।

ছিলেন। গোধন তৎকালে নিতান্ত আদরের এবং গৌরবের থাকিলেও, কোন রাজপুত্রই রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন না। তখন মানব-সমাজ সভ্যতা এবং বিলাসিতার চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল; তখন গুণানুসারে কর্ম্মবিভাগ ছিল, তখন নিকৃষ্টতর কর্ম্ম উচ্চ-স্তরস্থ ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদন করিতেন না, নিম্ন-স্তরস্থ ব্যক্তি বা ভৃত্যের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইতেন। তখন মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা প্রভৃতি সকলেরই লক্ষ্যীভূত ছিল। সেরূপ সুসভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণ-বলরাম, রাজকুমারগণের গোচারণ, সুতরাং বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

বিনয়।—কৃষ্ণের ননী-চুরী এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নহে। গৃহাভ্যন্তর হইতে, গৃহস্থের অজানিত-ভাবে, ননী লইয়া বানরগণকে বালক-কৃষ্ণ প্রদান করিয়া থাকিলেও, তাহা বালকগণের স্বাভাবিক কার্য্যই বুঝিতে হইবে। বৃন্দাবনবাস-কালে অস্বাভাবিক-ভাবে, ঐশী-শক্তির প্রভাবে, কৃষ্ণ কোন কর্ম্মই করেন নাই এবং করিবার প্রয়োজনও ছিল না। ব্রজাঙ্গনাগণ যে সমাজ অবহেলা করিয়া কোনরূপ দুরাত্মতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজাঙ্গনাগণের যতদূর উন্মত্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নহে। অবতীর্ণ-ভগবান্ কৃষ্ণ, মানুষ-রূপে, বাল্যকালে, যুবার মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক, অকারণ কামতুরা ব্রজাঙ্গনাগণকে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস-যোগ্য নহে। বৃন্দাবনবাস-কালে কৃষ্ণ কোন অসাধারণ এবং উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকিলে তৎসাময়িক প্রসঙ্গে তাহা সন্নিবেশিত থাকিত।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের জন্ম-গ্রহণের বহু পূর্ব্বে, নারদ-প্রমুখ মহর্ষিগণের প্রার্থনানুসারে, ভূতভাবন ভগবান, মহাদেব, মহেশ্বর, যদুবংশে অবতীর্ণ-নারায়ণ বাসুদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "দেবগণের মঙ্গল-বিধানার্থ সনাতন গোবিন্দ, মহাত্মা মনুর বিশুদ্ধ বংশে মানুষদেহ ধারণ-পূর্ব্বক মহাত্মা বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সংগ্রামে অসংখ্য নরপতির বিনাশ-সাধন করিবেন। ভগবান্ বাসুদেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ জরাসন্ধকে পরাজয়-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক গিরিগহ্বর-রুদ্ধ নরপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে অপ্রতিহত-বলবীর্য্য-প্রভাবে সমুদয় নরপতির শাসন-কর্ত্তা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন।

ঐ মহাত্মা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনন্তদেব অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। তিনি চিন্তা করিবা-মাত্র অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় তাঁহার নিকট সমাগত হইবে। যিনি বিষ্ণু, তিনিই অনন্তদেব এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব চক্রধারী কৃষ্ণ এবং লাঙ্গলধারী বলদেবকে যত্নপূর্ব্বক দর্শন এবং পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" মহেশ্বর কৃষ্ণের কোন বৃন্দাবন-লীলারই কথা বলেন নাই।*

বিনয়।—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত পরিণাম-সুখকর আশ্চর্য্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার বাসনায়, একমাত্র উপদেষ্টা তদীয় পিতামহ ভীষ্মকে সর্ব্বপার্থিব-পূজিত মহাত্মা মধুসূদন এবং উপস্থিত নৃপতিগণের সমক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুনয় করিলে, মহাত্মা ভীষ্মদেব বাসুদেবেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "বসুদেব যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি এবং স্বর্গমার্গ বিদ্যমান থাকে; তিনিই ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ-কোটী দেবতার সমষ্টি এবং দেবাদিদেব মহাদেব ও সকল ভূতের আশ্রয়-স্থান। বসুদেব সুরগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি দুষ্কর কার্য্যের বক্তা এবং কর্ত্তা। তাঁহারই আশ্রয়ে পাণ্ডবগণ জয়, কীর্ত্তি এবং সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। মহাযোগী সব্যসাচী অর্জ্জুনও সামান্য ব্যক্তি নহেন, নারায়ণের অংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন। কৃষ্ণের পুষ্টি, তেজ, পরাক্রম, প্রভাব এবং নম্রতা অর্জ্জুন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। কৃষ্ণকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ও নহে। কৃষ্ণ যাঁহার সহায়, তাঁহারই সমধিক উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কাল-প্রভাবেই তাঁহারা সকলে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন। কালই সকলের ঈশ্বর এবং কৃষ্ণই সেই লোহিত-লোচন দণ্ডধর কাল। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর, এই তিন যুগেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণার্থ কংসের বিনাশ-সাধন করিয়াছেন।" (৬৪) ভগবান্ শঙ্কর তপোধনগণের নিকট কৃষ্ণের যেরূপ

* মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৭ অঃ।

(৬৪) কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিশ্চৈব স্বর্গমার্গস্তথৈব চ।
যত্রৈষ সংস্থিতস্তত্র দেবো বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ॥ ২৩

মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুল্লেখ-পূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য শুনাইয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ মহামতি ভীষ্ম কৃষ্ণের সমসাময়িক হইয়াও কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কোন কিছুই বলেন নাই। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকিলে এবং তাহা উল্লেখযোগ্য হইলে, কৃষ্ণানুরাগী ভীষ্মদেব নিশ্চয়ই তাহা কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীহর্ষ।—অর্জ্জুনের প্রিয় শিষ্য এবং বাসুদেবের নিতান্ত প্রিয়-পাত্র বৃষ্ণি-বংশের অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত প্রদ্যুম্ন এবং সাত্যকির দুর্নীতি-নিবন্ধন যদুকুলের

সেন্দ্রা দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদেষ নাত্র বিচারণা।
আদিদেবোমহাদেবঃ সর্ব্বভূতপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ২৪
অনাদিনিধনোব্যক্তোমহাত্মা মধুসূদনঃ।
অয়ং জাতোমহাতেজাঃ সুরাণামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৫

*   *   *

জয়োযোগী যুগান্তাভ সব্যসাচী রণাগ্রগঃ।
তেজসা হতবান্ সর্ব্বং সুযোধনবলং নৃপ ॥ ৩২
যাবত্তস্য ভবেৎ পুষ্টিস্তেজোদীপ্তিঃ পরাক্রমঃ।
প্রভাবঃ সন্নতির্জন্ম কৃষ্ণে তত্রিগুণং বিভো ॥ ৩৪
কঃ শক্তোহন্যথাকর্ত্তুং তদ্‌যদি স্যাত্তথা শৃণু।
যত্র কৃষ্ণোহি ভগবাংস্তত্র পুষ্টিরনুত্তমা ॥ ৩৫

*   *   *

কালেনায়ং জনঃ সর্ব্বোনিহতোরণ মূর্দ্ধনি।
বয়ঞ্চ কালেন হতাঃ কালোহি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯
নহি কালেন কালজ্ঞঃ স্পৃষ্টঃ শোচিতুমর্হসি।
কালোলোহিতক্তাক্ষ কৃষ্ণোদণ্ডী সনাতনঃ ॥ ৪০

*   *   *

ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।
বিদিতৌ নারদাদেতৌ মম ব্যাসাচ্চ পার্থিব ॥ ৫৬
বাল এব মহাবাহুশ্চকার কদনং মহৎ।
কংসস্য পুণ্ডরীকাক্ষোজ্ঞাতিত্রানার্থকারণাৎ ॥ ৫৭

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪৮ অঃ।

ক্ষয় সংঘটিত হইবার পর আনাথা যদুকুল-কামিনীগণের রক্ষার্থে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত অর্জ্জুন সমাগত হইলে, তৎ-সমীপে বিলাপ করিবার সময় মহাত্মা বসুদেব তদীয় পুত্র কৃষ্ণের যে সকল মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতেও গোপাঙ্গনা-সংসৃষ্ট কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কোন বিষয়ই কীর্ত্তিত হয় নাই। মহাত্মা বসুদেব এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, 'যে কৃষ্ণ মহাবল পরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষদরাজ একলব্য, কাশিরাজ,' কালিঙ্গগণ, মাগধগণ, গান্ধারগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কৃষ্ণই যদুকুল ক্ষয় হইতেছে দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছেন। তুমি, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সকলেই যাঁহাকে সনাতন দেব-দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই এক্ষণে স্বচক্ষে জ্ঞাতিবধ প্রত্যক্ষ করিয়াও উদাসীনতা দেখাইতেছেন। তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা দগ্ধ হইলে, তিনিই তাঁহার জীবদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় যদুকুল রক্ষা করিতে তাঁহার বাসনা হইল না! বোধ হয় গান্ধারী ও ঋষিগণের বাক্য অন্যথা করিতে তাঁহার বাসনা হয় নাই।" কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ঐতিহাসিক সত্য-ঘটনা হইলে (৬৫) নিশ্চয়ই তাহা মহাত্মা বসুদেব-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইত।

(৬৫) কেশিনং যস্তু কংসঞ্চ বিক্রম্য জগতঃ প্রভুঃ।
বিদেহাবকরোৎ পার্থ চৈদ্যঞ্চ বলগর্ব্বিতম্॥ ১০
নৈষাদিমেকলব্যঞ্চ চক্রে কালিঙ্গমাগধান্।
গান্ধারান্ কাশিরাজঞ্চ মরুভূমৌ চ পার্থিবান্॥ ১১
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ পার্ব্বতীয়াংস্তথা নৃপান্।
সোঽভ্যুপেক্ষিতবানেতমনয়ান্মধুসূদনঃ॥ ১২
ত্বং হি তৎ নারদশ্চৈব মুনয়শ্চ সনাতনম্।
গোবিন্দমনঘং দেবমভিজানীধ্বমচ্যুতম্॥ ১৩
প্রত্যপশ্যচ্চ স বিভুর্জ্ঞাতিক্ষয়মধোক্ষজঃ।
সমুপেক্ষিতবান্নিত্যং স্বয়ং স মম পুত্রকঃ॥ ১৪
গান্ধার্য্যাবচনং যত্তদৃষীণাঞ্চ পরন্তপ।
তন্নূনমন্যথা কর্ত্তুং নৈচ্ছৎ স জগতঃ প্রভুঃ॥ ১৫
প্রত্যক্ষং ভবতশ্চাপি তব পৌত্রং পরন্তপ।
অশ্বত্থমাহতশ্চাপি জীবিতস্তস্য তেজসা॥ ১৬
ইমাংস্তু নৈচ্ছৎ স্বান্ জ্ঞাতীন্ রক্ষিতুঞ্চ সখা তব।

মহাভারত, মৌসলপর্ব্ব, ৬ অঃ।

বিনয়।—ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণের যে সহস্র নাম শুনাইয়াছিলেন; তাহাতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কৃষ্ণের গুণ এবং কর্ম্মই কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যেও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আভাস-মাত্র নাই। (৬৬) কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্ভুক্ত পুতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, জমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, ধেনুকাসুর-বধ, কালীয়-দমন, দাবাগ্নি-পান, গোপিকাগণের বস্ত্র-হরণ, রাস-ক্রীড়া, ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, অরিষ্টাসুর-বধ, শঙ্খচূড়-বধ, শতধনু-বধ, মুর প্রভৃতি দৈত্যগণের নিধন, উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে, মহাত্মা বসুদেব তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই উদাসীনতা দেখাইতেন না; পরম-ধার্ম্মিক ভীষ্মই বা উদাসীন থাকিলেন কেন? মহাত্মা বসুদেব কেশী ও কংসবধ হইতে আরম্ভ করিয়া অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিতের জীবনদান পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনলীলার কোন কিছুই কীর্ত্তন করিলেন না কেন? নিখিল-ধর্ম্ম-পূরিত মহাভারতেই বা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্ত্তিত হয় নাই কেন? দেবগণ কৃষ্ণ-সন্দর্শন-মানসে দ্বারকায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ যে ষোড়শ-সহস্র পত্নীসহ কামক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকিয়াও বিমথিত হন নাই, তাহারই উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের এবংবিধ স্তব সন্নিবেশিত (৬৭) থাকিলেও তাহাতে কৃষ্ণের মধুর ব্রজাঙ্গনা-সঙ্গ কীর্ত্তিত হয় নাই কেন?

শ্রীহর্ষ।—বাল্যকাল লোকহিতকর কর্ম্ম-সম্পাদন-জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে, সুতরাং বাল্যকালে কর্ম্মের অভাব থাকায় মহাভারতে কৃষ্ণের কৃত্রিম বাল্যলীলা বিবৃত হয় নাই। কর্ম্মকাল সমুপস্থিত হইলে কৃষ্ণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাই মহাভারতে সরল-ভাবে বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ধর্ম্মের ভিত্তি-স্বরূপ বিবেচিত হইলে, কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-কালে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই বর্ণিত হইত। ইন্দ্রিয়-সংযমই যখন মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়, তখন

(৬৬) মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৯ অঃ।

(৬৭) স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্নবিভ্ব্যঃ ॥১৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ৬অঃ।

গোপাঙ্গনাগণের ইন্দ্রিয়-সেবা কখনও ধর্ম্মের ভিত্তি-স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বাসনা-ত্যাগই যখন জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের এক মাত্র উপায়, তখন গোপাঙ্গনাগণের বিহার-বাসনার উপর ধর্ম্ম-ভিত্তি কখনও সংস্থাপিত থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণাবতার।

বিনয়।—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ এবং অধর্ম্ম প্রতিরোধ-পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ মানুষ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (৬৮) কিরূপ নিয়মে কিরূপ কর্ম্ম করিলে, ধর্ম্মাচরণ সিদ্ধ হয়, মানুষী মূর্ত্তিতে তাহার আদর্শ-প্রদর্শন করিবার জন্য এবং তদনুকরণে মানুষকে কর্ম্ম করাইবার জন্য, কৃষ্ণ মানুষ-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আদর্শ-মানুষ-রূপেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণের কোন কর্ম্মই ঐশী শক্তির সাহায্যে বা অমানুষিক-ভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই, তৎসমুদয় জগতের চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষ।—ঐশী শক্তির প্রভাবে বা অমানুষিক-ভাবে কর্ম্ম করিলে, মানুষের অনুকরণ-সম্ভব আদর্শ প্রদর্শন এবং সংরক্ষণ করা ঘটিত না। মানুষকে স্বীয় বর্ত্মানুবর্ত্তন করাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া অমানুষিক-ভাবে কর্ম্ম-সম্পাদন করিতে থাকিলে কৃষ্ণের পক্ষে তাহা সঙ্গত কার্য্য হইত না এবং মানুষও তাহা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইত না, কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। জগতের চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া, স্বকর্ম্ম-নিরত হইয়া, পুরুষকার অবলম্বন-পূর্ব্বক, কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম-সম্পাদন করিবার দৃষ্টান্ত-রক্ষার জন্যই কৃষ্ণ

---

(৬৮) যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

কর্ম্ম করিতেন (৬৯) পুরুষকার উপেক্ষা করিয়া, পুরুষকারের অপেক্ষায় না থাকিয়া, দৈবকে ব্যর্থ করিবার জন্য বা কাহারও কর্ম্মফলের ভোগাবসান ঘটাইবার জন্য, কৃষ্ণ কখনও ঐশী শক্তির সাহায্য-গ্রহণ করেন নাই। অদ্বিতীয়-গুণসম্পন্ন শক্তিমান্ মানুষের ন্যায় কৃষ্ণ স্বয়ং কর্ম্ম করিতেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করাইবার জন্য আবশ্যক উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক অন্য-দ্বারাও কর্ম্ম করাইয়া লইতেন। আদর্শ-রক্ষার জন্য অবতীর্ণ-ভগবান্ ব্যতীত এরূপ-ভাবে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে এবং করাইতে অপর কেহ কখনও সক্ষম হইতে পারে না।

বিনয়।—শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের অমানুষিক কর্ম্মের পরিচয় থাকিলেও কৃষ্ণ যে নরলোকের অনুকরণে মানুষেরই কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহারও পরিচয় যথেষ্ট আছে। (৭০) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকল্পনা কৃষ্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার ছলে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের তদনুরূপ পরিচয়ই তৎকালে প্রদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় উপনীত হইলে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ-সন্দর্শনোৎসুক হইয়া তথায় যখন শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবার ছলে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কৃষ্ণকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়াই মনে না করেন, মায়া-মানুষ-ভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে গোপন রহিয়াছে, তাঁহারা যেন তাহা পরিজ্ঞাত থাকেন। (৭১)

শ্রীহর্ষ।—বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে, পিতৃগৃহে কৃষ্ণ-বলরাম যদুকুলাচার্য্য মহর্ষি গর্গ-কর্ত্তৃক উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হন। দ্বিজত্ব-লাভানন্তর কৃষ্ণ-বলরাম, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক, কাশীর অন্তর্গত অবন্তীপুর গ্রামে সান্দীপনি

(৬৯) অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ।

(৭০) অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ পিতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪০
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৭০ অঃ।

(৭১) মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামানুষভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে ॥ ৪৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ৫ অঃ।

মুনির নিকটে বেদ, বেদাঙ্গ এবং বিবিধ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিবার ছলে গমন করেন। শুকদেব তদ্বিষয় প্রকাশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যায় সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর হইয়াও মানুষলীলা-দ্বারা তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ বিমল জ্ঞান-প্রভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। (৭২)

বিনয়।—গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর প্রতি কিরূপ ভক্তিপ্রদর্শন এবং গুরুর সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহাও অপরকে শিখাইবার জন্য, কৃষ্ণ-বলরাম উভয়েই নিতান্ত-ভক্তি-সহকারে দেবের ন্যায় গুরুকে সেবা করিয়াছিলেন এবং সংযত হইয়া মনোনিবেশ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা চতুঃষষ্টি অহোরাত্র-মধ্যেই যাবতীয় কলা শিখিয়া লইয়াছিলেন। (৭৩) মানুষ-দেহ পরিগ্রহ করিয়া আদর্শ-মানুষ-চরিত্র প্রদর্শন-জন্য মানুষের কর্ত্তব্য কোন কার্য্যেই তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না; নতুবা সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক হইয়াও, গুরুগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাদের বিদ্যা অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সংযম এবং একাগ্রতা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষ।—তৎকালে বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সকাম ধর্ম্মই সমাদৃত এবং অনুসৃত হইতেছিল, নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতি মানুষের তেমন অনুরাগ ছিল না, সুতরাং নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কামনাশীল মানবের গোচরীভূত করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ব্যবস্থা আবশ্যক হইয়াছিল। মানুষ নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে, তাহাদের কর্ত্তব্যবোধ থাকে না, স্বার্থসিদ্ধির লালসায় স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ হয় না, স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া পরের

(৭২) প্রভাবৌ সর্ব্ববিদানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ॥ ৩০

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৪৫ অঃ।

(৭৩) যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌস্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ॥ ৩২
সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নৃপ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ॥ ৩৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৪৫ অঃ।

হিতসাধন-কল্পনায় মনোনিবেশ করিতেও তাহারা সমর্থ হয় না, অধিকন্তু কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বার্থসিদ্ধির লোভে তাহারা পরের অনিষ্ট-সাধনেও পশ্চাৎপদ হয় না, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে নিরন্তর উদাসীনতা দেখাইয়া থাকে। মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্য উপযুক্ত উপদেশ এবং অনুকরণীয় চরিত্র ও কর্ম্ম, উভয়ই আবশ্যক হইয়াছিল; তৎকারণ মানুষরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণকে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। (৭৪)

বিনয়।—স্বয়ং নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও সংযত থাকিয়া, সধর্ম্ম পালন করিয়া এবং অর্জ্জুনের দ্বারা তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করাইয়া, কৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখনই যাহা করিয়াছিলেন, যখনই যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরহিত-সাধন-কল্পনায় অদ্বিতীয়-বলবীর্য্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান, ক্ষমাশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিষ্কাম ও নিস্পৃহ মানুষেরই ন্যায় করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের বিশ্বরূপ অর্জ্জুন ব্যতীত অপর কাহারও দর্শনীভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অর্জ্জুনের সংশয় দূরীকরণ করিবার উপায়ান্তর না থাকায় কৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপতা অর্জ্জুনের গোচরীভূত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং কৃষ্ণ-প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর সাহায্যেই অর্জ্জুন কৃষ্ণের বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৭৫) কৃষ্ণ সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য অর্জ্জুনকেই বলিয়াছিলেন, অপর কাহাকেও যে বলিয়াছিলেন তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। (৭৬)

---

(৭৪) ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(৭৫) নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১ অঃ।

(৭৬) ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

কৃষ্ণ যেখানে সেখানে, যখন তখন, যাঁহাকে তাঁহাকে বাজীকরের ন্যায় তাঁহার বিশ্বরূপ প্রদর্শন যে করেন নাই, তাহা স্থির-নিশ্চয়। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন ভগবদ্গীতায় যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহার সহিত যশোদার বিশ্বরূপ-দর্শন-বিষয়ক বর্ণনা তুলনা করিলে, তাহা কবির কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—অর্জ্জুন মোহবশতঃ কৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপতা পরিজ্ঞাত হইতে অশক্ত হইয়াছিলেন। ভগবৎ-স্বরূপতা পরিজ্ঞাত না থাকিলে ভগবৎ-প্রভাবের সম্যক্-সহায়তা-লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ভগবৎ-প্রভাব সমাচ্ছাদিত থাকিলে অদ্বিতীয়-বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, মোহাভিভূতাবস্থায় শক্তিহীন বা হীনপ্রভ হইতে হয়। স্বয়ং-ভগবান্ স্ব-পার্শ্বস্থ থাকিলেও তৎপ্রভাবে শক্তিমান্ হওয়া সহজ-সাধ্য নহে; সংশয়-বিহীন, বিনষ্ট-মোহ ও প্রশান্ত-চিত্ত না হইলে ভগবৎ-প্রভাব মোহাভিভূতাবস্থায় নিষ্ক্রিয়-ভাব ধারণ করে। তৎকারণ অর্জ্জুনকে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব এবং সংযতেন্দ্রিয় করিয়া লইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। (৭৭) নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ ব্যতিরেকে তদ্ভাব-প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রেই ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অর্জ্জুনের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল। দিব্য-চক্ষু, জ্ঞান-চক্ষু বা ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই ব্রহ্মসন্দর্শন লাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, সুতরাং অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন, ব্রহ্ম-সন্দর্শন বা আত্ম-সন্দর্শন ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইবার বা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পরই অনিবার্য্য হইয়াছিল। অর্জ্জুন ব্যতিরেকে অপরের বিশ্বরূপ-দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবতে বা অন্যত্র বর্ণিত থাকিলেও, তৎকারণ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শ্রীহর্ষ।—অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনে কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মই অতিক্রান্ত হয় নাই। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং যুদ্ধ না করিলেও, সারথী-স্বরূপে, উদাসীন-ভাবে, অর্জ্জুনের সমীপস্থ থাকিয়া, তৎপ্রভাবে অর্জ্জুনকে বলীয়ান্ করিয়া, পাণ্ডব-গণের সমধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সন্নিকর্ষে বা সান্নিধ্যে অর্জ্জুন যতদূর বলবীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন, কৃষ্ণের প্রভাব সংহৃত হইলে, অর্জ্জুন আর ততদূর

(৭৭) নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

শক্তিশালী ছিলেন না। (৭৮) ভীষ্মাদি পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ও ঋষিগণ তপোবল-প্রভাবে কৃষ্ণকে ভগবৎ-স্বরূপে পরিজ্ঞাত থাকিতে পারেন এবং আবশ্যক সময়ে কৃষ্ণের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াও থাকিতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের সমক্ষে মানুষী শক্তির অতিরিক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বিনয়।—কৃষ্ণ যে ঐশী শক্তির প্রভাবে কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, তাহার প্রমাণ মহাভারতে যথেষ্টই পাওয়া যায়। মানুষী মূর্ত্তিতে ঐশী শক্তির ব্যবহার আবশ্যক বিবেচিত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহার ভাগিনেয় অভিমন্যুকে যুদ্ধে নিহত হইতে এবং স্বীয় যদু-বংশকে ধ্বংসীভূত হইতে নিশ্চয়ই দিতেন না। (৭৯) জগতের চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাহা যখন যেভাবে ঘটিবার, তাহা তখন সেই ভাবেই ঘটিয়াছিল। মায়া, মোহ, স্নেহ বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ আত্মীয়গণের মনস্তুষ্টি বা শোকনিবারণের জন্য কোন সময়ে চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া কর্ম্মফলানুসারে অবশ্যম্ভাবী কোন ভোগেরই প্রতিরোধ ঘটান নাই।

শ্রীহর্ষ।—পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনের কল্পনায়, দ্রৌপদীর আহারের পর, সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক কৌশলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা সশিষ্যে স্নানাহ্নিক সমাপন-জন্য গমন করিবার পর, যশস্বিনী দ্রৌপদী অনন্যোপায় দেখিয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে, কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে ব্রহ্মশাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য দ্রৌপদী-সন্নিধানে তৎক্ষণাৎ উপনীত হইলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট হইতে রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন কণামাত্র অবশিষ্টান্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোজন করিয়া 'তৃপ্তোঽস্মি' বলিলেন। ভগবানের তৃপ্তিতে জগৎ তখনই পরিতৃপ্ত হইল,

---

(৭৮) বৈকৃত্যং তন্মহদ্দৃষ্ট্বা ভুজবীর্য্যং তথা যুধি।
দিব্যানাং মহদস্ত্রাণাং বিনাশাদ্‌ব্রীড়িতোঽভবৎ॥ ৫৬
মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৭ অঃ।

(৭৯) মাতুলোযস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তি কেন বাধ্যতে॥
মহাভারত।

সুতরাং সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসাও পরিতৃপ্ত হইলেন, আহারের ইচ্ছামাত্র তাঁহাদের আর রহিল না।

বিনয়।—কৃষ্ণ যদ্যপি দ্রৌপদীর নিকট হইতে মুষ্টিমেয় অন্ন লইয়া, তাহার এক একটী এক এক জনকে প্রদান-পূর্ব্বক দশ-সহস্র শিষ্যসহ মহর্ষি দুর্ব্বাসার তৃপ্তি-সাধন করিতেন, তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞান-সম্মত চিরনির্দ্দিষ্ট-নিয়মাধীন কার্য্য-মধ্যে পরিগণিত হইত না। কৃষ্ণের এবংবিধ কার্য্য অসামান্য হইলেও, কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মই অতিক্রম করে নাই। যোগযুক্তাবস্থায় মানুষই যখন অসামান্য-শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং যাহা সামান্য মানুষেয় অসাধ্য, তাহাও যখন তাঁহাদের সাধ্য হইয়া থাকে, তখন তাহা অবতীর্ণ-ভগবানের পক্ষে নিশ্চয়ই অনায়াস-সাধ্য ছিল। যোগবলে মানুষ অপরের মনের ভাব পবিজ্ঞাত হইতে পারেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে কেহ স্মরণ করিলে, স্মরণ-মাত্রেই তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া সমীপস্থ হইতে পারেন। সুতরাং সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসার তৃপ্তিসাধন-জন্য স্মরণমাত্রেই দ্রৌপদীর সন্নিধানে আগমন, কৃষ্ণের অমানুষিক কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত এবং গৃহীত হইতে পারে না। (৮০)

শ্রীহর্ষ।—দুষ্কৃতের বিনাশও চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সম্পাদিত হইয়াছিল; কর্ম্মের চিরনির্দ্দিষ্ট ফল সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোগ করিতে হইয়াছিল। দৈব পুরুষকারের সহায়তা ব্যতিরেকে কার্য্যক্ষম হয় না, অধিকন্তু পুরুষকার আবার বিবিধ ঘটনার সংযোজনা-সাপেক্ষ। ঘটনার অত্যাবশ্যক সংযোজনাও আবার চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-রূপ মহাপ্রলয় যে সকল ঘটনার সংযোজনায় ঘটিয়াছিল, কৃষ্ণের জন্মপরিগ্রহও সেই সকল ঘটনার মধ্যে একটা আবশ্যক ঘটনা।

শ্রীহর্ষ।—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপস্থাপিত না হইলেও, কৃষ্ণের অভাবে

---

(৮০) যথা সঙ্কল্পয়েদ্‌বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনোযুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥ ২৬
যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্ব্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥ ২৭

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৫ অঃ।

নিশ্চয়ই ঘটিত না। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ কোন চিরনির্দ্দিষ্ট-নিয়ম অতিক্রম করিয়া সংঘটিত হয় নাই। চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ যৎকালে, যে সময়ে, যেরূপে, যে অবস্থায়, যে স্থানে সম্ভব হইয়াছিল, তদনুসারেই মর্ত্ত্যলোকে প্রস্তুতক্ষেত্রে কৃষ্ণ বীজস্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সম্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের মানুষ-জীবনও চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে মানুষরূপেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

বিনয়।—ক্ষত্রিয়-বর্ণই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-মূলক রজোগুণ-প্রধান হইতেছে। ক্ষত্রিয়বর্ণের জন্যই যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্ষত্রিয় রাজকুলেই ব্রহ্মজ্ঞান সংরক্ষিত ছিল। (৮১) মনুষ্যাবতার-মধ্যে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সকলেই প্রায় ক্ষত্রিয়কুলে সম্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ-মধ্যে অনেকেরই ক্ষত্রিয় বর্ণ। দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তি দুর্গা ক্ষত্রকুলাধিষ্ঠাত্রী দক্ষরাজ-দুহিতৃ-স্বরূপে কীর্ত্তিতা রহিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রাজবংশই জগতে সর্ব্বাধিক সম্মানিত এবং পূজিত ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণ ক্ষত্রকুলেই সম্ভূত হইয়া, স্বধর্ম্ম পালন-পূর্ব্বক, জগতে, নির্ম্মল মানুষ-চরিত্র ও নিষ্কাম-কর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ।—প্রজা-পালন এবং প্রজা-রক্ষণই ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্য-পরায়ণ ক্ষত্রিয়-দ্বারাই পরিপুষ্ট, পরিস্ফুরিত এবং অনুশীলিত হইয়া থাকে। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়-দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব-রূপিণী শক্তি ক্ষত্রিয়-কুলেই নিহিত আছে। সুতরাং ক্ষত্রকুল ব্যতিরেকে অন্য কুলে জন্ম-পরিগ্রহ করিলে, কৃষ্ণ মানুষ-চরিত্রের আদর্শ রক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেন না। মানুষী মূর্ত্তিতে মানুষের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্মেই কৃষ্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নাই এবং মানুষের কর্ত্তব্য কোন কার্য্যই কৃষ্ণের দ্বারা অবহেলিত হয় নাই।

বিনয়।—কৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, তিনি যুগে যুগে নানা প্রকার দেহ

---

(৮১) তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদোযথেয়ন্ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।৭—ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৫ প্রঃ, ৩ খঃ।

পরিগ্রহ করিয়া দুষ্টকে সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তৎকারণ যখন যে যোনিতে তিনি অবস্থান করেন, তখন তদনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। ঘটনাচক্রে, আবশ্যক সময়ে, চিরনির্দ্দিষ্ট-ব্যবস্থানুক্রমে, ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে, এক্ষণে আমি মানুষ-যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি, সুতরাং যাহা অমানুষিক তাহা কৃষ্ণের দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পাদিত হয় নাই। (৮২) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে বয়সে যাহা যে ভাবে মানুষ-জীবনে সম্পাদিত হইবার তৎসমুদয়ই যথা সময়ে যথানিয়মে, কৃষ্ণ-জীবনে সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষ।—বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ মানুষের আবশ্যক মত যথারীতি বিবাহ করিয়াছিলেন। রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী ছিলেন এবং সত্যভামা মহিষীদিগের মধ্যে প্রিয়তমা ছিলেন। সত্যভামার সহিত দ্রৌপদীর সখ্যতা ছিল এবং সত্যভামাই কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগৃহে আসিয়া দ্রৌপদীর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণের এই দুই মহিষীরই বিষয় মহাভারতের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে।* কৃষ্ণের অন্যান্য বধূর মধ্যে জাম্ববতী, হৈমবতী,

(৮২) বহ্বীঃ সংসরমাণোবৈ যোনির্বর্ত্তামি সত্তম।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ১৩
তৈস্তৈর্বেশৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব।
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রোঽথ প্রভবাপ্যয়ঃ ॥ ১৪
ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টা সংহার এব চ।
অধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং সর্ব্বেষামহমচ্যুতঃ ॥ ১৫
ধর্ম্মস্য সেতুং বধ্নামি চলিতে চলিতে যুগে।
তাস্তু যোনীঃ প্রবিশ্যাহং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৬
যদা ত্বহং দেবযোনৌ বর্ত্তামি ভৃগুনন্দন।
তদাহং দেববৎ সর্ব্বমাচরামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

* * *

মানুষ্যে বর্ত্তমানে তু কৃপণং যাচিতা ময়া।
ন চ তে জাতসংমোহা বচোঽগৃহ্নন্ মোহিতাঃ ॥ ২০

মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৫৪ অঃ।

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৩২ অঃ।

শৈব্যা এবং গান্ধারীর নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। (৮৩) কৃষ্ণের আরও যে অনেক মহিষী ছিলেন তাহাও মহাভারতে আছে। অন্যান্য গ্রন্থেও কৃষ্ণের বহু বধূর পরিচয় পাওয়া যায়।

বিনয়।—কৃষ্ণের যে ষোড়শ-সহস্র বধূ ছিলেন, মহাভারতে তাহারও উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ ষোড়শ-সহস্র বধূর মধ্যে রুক্মিণীর প্রতিই (৮৪) অনুরাগবান্ থাকিবেন, এবংবিধ বর যাহা মহর্ষি দুর্ব্বাসা রুক্মিণীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারও উল্লেখ মহাভারতে আছে। কৃষ্ণের বধূগণের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও, কৃষ্ণের যে একাধিক বধূ ছিলেন, তাহার পরিচয় অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। (৮৫) স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কৃষ্ণ যে বহুবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের বহুবিবাহ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কৃষ্ণের সকল বধূই কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী ছিলেন এবং সকলেই পরিতৃপ্ত-চিত্তে কৃষ্ণগত-প্রাণা ছিলেন। আবশ্যক বিষয়ের আদর্শ-রক্ষার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ংই একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বধূর পরিতৃপ্তির জন্য ভর্ত্তার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তদ্বিষয় প্রবর্ত্তন করাইবার জন্য কৃষ্ণ তাহারও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(৮৩) রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥ ৭৩
সত্যভামা তথৈবান্যা দেব্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মতাঃ।
বনং প্রবিবিশূ রাজংস্তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭৪
মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৭ অঃ।

(৮৪) প্রশস্তানি পুণ্যগন্ধা চ কৃষ্ণমারাধয়িষ্যসি।
ষোড়শানাং সহস্রাণাং বধূনাং কেশবস্য হ ॥ ৪৭
বরিষ্ঠা চ সলোকা চ কেশবস্য ভবিষ্যসি।
তব মাতরমিত্যুক্ত্বা ততো মাং পুনরব্রবীৎ ॥ ৪৮
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৫৯ অঃ।

(৮৫) ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি বাসুদেবপরিগ্রহঃ।
তাসামাসীন্মহান্নাদো দৃষ্ট্বৈবার্জ্জুনমাগতম্ ॥ ৬
মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৫ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের অনুকরণে বহুবিবাহ কিন্তু সহজসাধ্য নহে। সমভাবে সকল বধূরই মনোরঞ্জন-সম্পাদন কয় জনের সাধ্য হইতে পারে? কৃষ্ণ ভূমি-নন্দন নরক বা ভৌমকে নিহত করিয়া ভৌম-ভবনে প্রবেশ করিলে দেখিতে পান যে, ভৌমের অন্তঃপুরে ষোড়শ-সহস্র চারুবদনা কন্যা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবার জন্য উন্মুখিনী রহিয়াছেন। ভৌম বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক বহু রাজার অন্তঃ-পুর হইতে সেই সকল কন্যাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল কন্যার একাগ্র-কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য যত-স্ত্রী তত-রূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তে সকলেরই গৃহে বিরাজিত হন এবং যথাবিধানে তখনই সকলকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণ সকলের নিকট নিরন্তর অবস্থান করিতেন এবং সকলকেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করিতেন। এই ষোড়শ-সহস্র বধূর নাম পাওয়া যায় না। যোগেশ্বর কৃষ্ণ যোগবলেই যখন বহুরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তাহা নিশ্চয়ই অমানুষিক এবং মানুষের অসাধ্য বিবেচনা করা উচিত নহে; যোগবলে সকল কর্ম্মই সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

বিনয়।—এই ষোড়শ-সহস্র কন্যাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ যাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। তাঁহাদের নাম—রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা বা নাগ্নজিতী, ভদ্রা এবং মাদ্রী বা লক্ষণা। এই অষ্ট-মহিষী-ব্যতিরেকে রোহিণী নাম্নী আরও এক মহিষীর নাম শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। এই সকল মহিষীর মধ্যে রুক্মিণী, মিত্রবিন্দা এবং ভদ্রাকে কৃষ্ণ বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক হরণ করিয়াই বিবাহ করিয়া-ছিলেন। (৮৬)

শ্রীহর্ষ।—ক্ষত্রিয়-রাজকুলে বিবাহের জন্য কন্যা-হরণ ক্ষত্রোচিত কার্য্য বলিয়াই অনুমোদিত ছিল। কৃষ্ণ আবশ্যক সময়ে তাহা সমর্থন করিতেন এবং আদর্শ-রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ংই রুক্মিণী, মিত্রবিন্দা ও ভদ্রাকে হরণ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণেরই পরামর্শে অর্জ্জুন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিবার জন্য হরণ করিয়া লইয়া যান। সুভদ্রা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইবার অনতিবিলম্বেই যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার

(৮৬) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৫৩।৫৪।৫৬।৫৮।৫৯।৬১ অঃ।

উদ্যোগ করিতেছিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন যে কোন গর্হিত কর্ম্মই করেন নাই, বীরোচিত কার্য্যই করিয়াছেন, অর্জ্জুনই সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র, অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ হইলেই সুভদ্রা যশস্বিনী হইবেন, এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া, কৃষ্ণ যাদবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করেন এবং অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ সুসম্পন্ন করাইয়া লন। (৮৭)

বিনয়।—বীরভোগ্যা রূপগুণযৌবনসম্পন্না ক্ষত্রিয়-রাজকন্যা-গণ বিবিধ কারণে তৎকালে কাপুরুষের হস্তে সমর্পিতা হইবার সম্ভাবনা ছিল। বীরপুরুষগণ যাহাতে বীরত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিবার সুযোগ পান, বঞ্চিত না হন, তৎকারণ বিবাহের জন্য কন্যাহরণ ক্ষত্র-সমাজে প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়-কুলবালাগণের কল্যাণ-বিধানার্থে, অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে, কৃষ্ণ ক্ষত্র-সমাজে, বৈবাহিক ব্যাপারে, কন্যাহরণ-প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। ইন্দ্রিয়-সেবার প্রশ্রয় দিবার জন্য ক্ষত্র-সমাজে এবংবিধা প্রথা আদৃতা হয় নাই, বীরত্বের পরিচয় লইয়া বীরভোগ্যা লোক-ললামভূতা কন্যা বীরকেই পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করিবার জন্য, কন্যাহরণ ক্ষত্র-সমাজে ব্যবস্থিত এবং প্রশংসিত ছিল। কন্যা-হরণ অধিকন্তু সংযম-সাপেক্ষ ছিল।

শ্রীহর্ষ।—জগতের চিরনির্দ্দিষ্ট-নিয়মানুসারে কৃষ্ণের ঔরসে বহু পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রত্যেক বধূই কৃষ্ণকে দশটী সন্তান প্রদান করেন। প্রথমাষ্ট-মহিষীর পুত্রগণের নামই শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণ এবং সত্যভামা-নন্দন সাম্বের নাম মহাভারতেও পাওয়া যায়। (৮৮) পৌত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ এবং প্রপৌত্রগণের মধ্যে অনিরুদ্ধ-তনয় বজ্রের নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যদুবংশ ধ্বংস হইবার

(৮৭) মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২১ অঃ।

(৮৮) মুষলং সমবষ্টভ্য তস্থৌ চ মধুসূদনঃ।
সাম্বঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা চারুদেষ্ণঞ্চ মাধবঃ ॥ ৪৪
প্রদ্যুম্নং চানিরুদ্ধঞ্চ ততশ্চক্রোধ মাধবঃ।
গদং বীক্ষ্য শয়ানঞ্চ ভৃশং কোপসমন্বিতঃ ॥ ৪৫

মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৩ অঃ।

পর অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার এবং যথোপযুক্ত স্থান-বিভাগ প্রদান-পূর্ব্বক দ্বারকাবাসিগণকে বজ্রেরই হস্তে সমর্পণ করেন। (৮৯)

বিনয়।—মানুষ-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, মানুষেরই ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন দেখাইবার জন্য, কৃষ্ণ সর্ব্ব সময়েই চেষ্টাবান্ থাকিতেন। পাণ্ডব-কামিনীগণের গর্ভস্থ শিশু বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামা-পরিত্যক্ত ঈষীকা অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া উত্তরার গর্ভস্থিত অভিমন্যুতনয় নিশ্চেষ্ট-শব-রূপে ভূমিষ্ঠ হইলে, উন্মত্তার ন্যায় রোরুদ্যমানা, পুত্রশোকাকুলা, অনাথা উত্তরার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া কৃষ্ণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার-পূর্ব্বক তাঁহার জীবন-দান করিলেও, তিনি যে বিমুক্ত-ঐশী-শক্তির সাহায্যে করেন নাই, স্বকীয় কষ্টার্জ্জিত পুণ্যবলেই করিয়াছেন, জানাইবার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বসমক্ষে উত্তরাকে তাহা বলিয়াছিলেন। (৯০)

শ্রীহর্ষ।—তপোবলের অসামান্য শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার জন্যই কৃষ্ণ এবংবিধ সংবাদ উত্তরাকে শুনাইয়া থাকিবেন। কষ্টার্জ্জিত-তপোবল-প্রভাবে মানুষের মধ্যেও অনেকে দিব্যাস্ত্র-প্রতিসংহার করিতে সক্ষম ছিলেন। তৎকারণ, ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া, কৃষ্ণ মানুষের (৯১) অসাধ্য কার্য্য নিশ্চয়ই করেন নাই।

---

(৮৯) দ্বারকাবাসিনো যে তু পুরুষাঃ পার্থমন্বয়ুঃ।
যথার্হং সংবিভজ্যৈনান্ বজ্রে পর্য্যাদদজ্জয়ঃ॥ ৭৫

মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, ৭ অঃ।

(৯০) শ্রুত্বা স তস্যা বিপুলং বিলাপং পুরুষর্ষভঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাস্ত্রং প্রত্যসংহরৎ॥ ১৬
ন ব্রবীম্যুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৮
যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ॥ ২০
যথা কংসশ্চ কেশী চ ধর্ম্মেণ নিহতৌ ময়া।
তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতাময়ম্॥ ২৩

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৬৯ অঃ।

(৯১) দৃষ্ট্বৈব নরশার্দ্দূল তাবগ্নিসমতেজসৌ।
সংজহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ॥ ১

মহাভারত, সৌপ্তিক পর্ব্ব, ১৫ অঃ।

বিনয়।—ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অপ্রতিহত-বীর্য্যের স্ফুরণ-কল্পনায় তৎসমক্ষে যে পরব্রহ্ম-প্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যুদ্ধাবসানের পর, বুদ্ধির দোষে, তৎসমুদয় বিস্মৃত হওয়ায়, পুনর্জ্ঞাত হইবার মানসে অর্জ্জুন তৎসমুদয় পুনরায় কীর্ত্তন করিবার জন্য কৃষ্ণকে সানুনয় অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাদৃশ উপদেশ সম্যক্-রূপে পুনরায় কীর্ত্তন করিবার শক্তি তৎকালে যে কৃষ্ণের ছিল না, অর্জ্জুনকে তাহাই তিনি উত্তর দিয়াছিলেন। (৯২) ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অর্জ্জুনকে প্রদান করিবার সময় কৃষ্ণ যে যোগযুক্ত ছিলেন, সে কথাও তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় এবং তপোবল-সম্পন্ন মানুষ যতদূর শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য কর্ম্মে এবং বাক্যে কৃষ্ণ কখনও উদাসীন থাকিতেন না, সুযোগ উপস্থিত হইলেই নিষ্পন্ন করিতেন।

শ্রীহর্ষ।—মর্ত্ত্যলোকে মানুষী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, ঐশী শক্তির প্রভাবেই কর্ম্ম-সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হইলে, কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি-সংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণকে কৌরব-সভায় দীনভাবে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইত না; জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতির বিনাশ-সাধনের জন্য যুদ্ধ করাইবার বা করিবার প্রয়োজন হইত না; জরাসন্ধের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যাদব-দিগকে মথুরা ত্যাগ করাইয়া দ্বারকায় বাস করাইবার প্রয়োজন হইত না; পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিবার পর পাণ্ডবদিগের হিতার্থে কর্ণকে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করাইবার জন্য কৃষ্ণের প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হইত না; শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পূতনাবধ, অসুর-বধ, কালীয়-দমন প্রভৃতির জন্য বা কোনরূপ ঈপ্সিত ফললাভের জন্য কৃষ্ণকে কোন কর্ম্ম করিবারই প্রয়োজন হইত না, জীবদেহ-বহিঃস্থিতা ঐশী-শক্তির প্রভাবে, ভগবদিচ্ছামাত্র, তৎসমুদয় স্বতঃই নিষ্পন্ন এবং সিদ্ধ হইত।

---

(৯২) স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ॥ ১২
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসং তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্॥ ১৩
মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ১৬ অঃ।

বিনয়।—অসাধারণ-তপোবল-প্রভাবে দিব্যাস্ত্রলাভ মানুষের পক্ষেই যখন অসম্ভব নহে, তখন সুদর্শন-চক্র কৃষ্ণের হস্তগত থাকাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাপ্রস্থানের কাল সমুপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ সুদর্শন-চক্র পরিত্যাগ করিয়া যান। অবতার-ভেদে, আবশ্যক সময়ে, স্মরণ-মাত্র, সুদর্শন-চক্র ভগবানের হস্তগত হইয়া থাকে। (৯৩) কৃষ্ণাবতারে সুদর্শন-চক্র কৃষ্ণের ইচ্ছানুগমন করিত। ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র-সকল যোগবল-সম্পন্ন বীরগণেরও তদ্রূপ ইচ্ছানুগমন করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ন্যায় সুদর্শন-চক্র কৃষ্ণের নিত্য-ব্যবহার্য্য দিব্যাস্ত্র ছিল।

শ্রীহর্ষ।—মহাত্মা কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই নারায়ণের অংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। (৯৪) স্বর্গারোহণ-কালে কৃষ্ণ সনাতন নারায়ণেই পুনঃ-প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। (৯৫) মহাভারতের এবংবিধ সংবাদের উপর নির্ভর করিলে, কলিযুগে ভগবানের অবতীর্ণ হইবার ব্যবস্থা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে কলিযুগের প্রারম্ভে গয়া প্রদেশে বুদ্ধনামে এবং কলির অন্ত-সময়ে, নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে, বিষ্ণুযশা-নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে, ভগবানের অবতীর্ণ হইবার ব্যবস্থা দেখা যায়; তদতিরিক্ত ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রেই নাই। (৯৬)

---

(৯৩) অয়ং বঃ ফাল্গুনোভ্রাতা গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্।
পরিত্যজ্য বনে যাতু নানেনার্থোঽস্তি কশ্চন ॥ ৩৯
চক্ররত্নে তু যৎ কৃষ্ণে স্থিতমাসীন্মহাত্মনি।
গতং তচ্চ পুনর্হস্তে কালেনৈষ্যতি তস্য হ ॥ ৪০
মহাভারত, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব, ১ অঃ।

(৯৪) ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।
বিদিতৌ নারদাদেতৌ মম ব্যাসাচ্চ পার্থিব ॥ ৫৬
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৮ অঃ।

(৯৫) যঃ স নারায়ণোনাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশোবাসুদেবস্তু কর্ম্মণোঽন্তে বিবেশ হ ॥ ২৪
মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৫ অঃ।

(৯৬) ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধনামাঽঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪

বিনয়।—বিকৃত-ভাষ্যের কৃত্রিম-সাহায্যে ভগবানের অবতীর্ণ হইবার ব্যবস্থা নানা সময়ে অজ্ঞান-মানুষের গোচরীভূত হইয়া থাকে। বিশ্বই যখন ব্রহ্মময়, জীবাত্মাই যখন পরমাত্মার অংশমাত্র, তখন মানুষেরই মধ্যে কেহ কখনও কোন সময়ে কোন বিষয়ে অদ্বিতীয়-শক্তিসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে, তিনি ভগবানের অবতার-স্বরূপেই পূজিত হইয়া থাকেন। প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানবের মধ্যে কেহ বা ভগবানের অংশ, কেহ বা কলা, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। সত্ত্বনিধি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবান্ হইতেই বহুবিধ শক্তি-সম্পন্ন অবতার সম্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অবতার যখন তখন লক্ষীভূত হইবার নহেন।

শ্রীহর্ষ।—মানুষ-যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া, কৃষ্ণই ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ষড়ৈশ্বর্য্য, সমগ্র-ভাবে কৃষ্ণেই বিদ্যমান ছিল। (৯৭) কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অপর কোন মানুষই কস্মিন্ কালে, সর্ব্ব-বিষয়ে, সমগ্রতা-সম্পন্ন হন নাই, সুতরাং কৃষ্ণই ভগবানের পূর্ণাবতার বা স্বয়ং-ভগবান বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বহুজন্মার্জ্জিত

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসোনাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ॥ ২৫
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যু সহস্রশঃ॥ ২৬
ঋষয়োমনবোদেবা মনুপুত্রামহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজা পতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ২৭
এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যা কুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ২৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্ক, ৩ অঃ।

(৯৭) তাং স্বরিভিস্তবুভুৎসয়াহঙ্কাসদাভিবাদাহণ পাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽবোধ বীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে॥ ৩১
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৪ অঃ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ॥

পুণ্যফলে বা বহু-জন্মের সঞ্চিত পুরুষকার-প্রভাবে মানুষই যখন অদ্বিতীয়-শক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তখন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের অংশে, ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্নাবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, কৃষ্ণ কেনই বা না ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন পূর্ণাবতার বলিয়া পূজিত হইবেন? ষড়ৈশ্বর্য্যভোগে ভগবান্-ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার নাই।

বিনয়।—মর্ত্ত্যলোকে মানুষের ধর্ম্ম এবং মানুষের কর্ম্ম মানুষের আয়ত্তীভূত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইলে, ভগবানকে মানুষরূপেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান এবং কর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিতে হয়। যিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যয়, অনন্ত, অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী; যিনি সর্ব্বভূত ও বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সাধারণতঃ মানুষের দর্শনীভূত নহেন, তাঁহাকে মানুষের গোচরীভূত হইবার প্রয়োজন হইলে মানুষ-রূপই ধারণ করিতে হয়। রূপ ধারণ করিলেও, ভগবানের অনন্তত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। যিনি স্বয়ং পূর্ণ, যাঁহার পূর্ণতা জগদ্ব্যাপ্ত, রূপ ধারণ করিলেও তাঁহার পূর্ণতার ক্ষয় হয় না; রূপের সীমার অন্তরে এবং বাহিরে, সেই পূর্ণতাই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাঁহারই পূর্ণতায় সকলই পূর্ণ। (৯৮)

শ্রীহর্ষ।—যোগবলে প্রকৃতির দূষিত সঙ্গ পরিত্যক্ত হইলেই চিৎপ্রতিবিম্ব বা জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যান, বেদান্তদর্শনের মতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সৎ যখন আর কিছুই নাই, ব্রহ্মেরই অধ্যাসে যখন জীব সৃষ্ট হইয়া থাকেন, এবং ব্রহ্মই যখন জীবের জ্ঞান এবং সর্ব্বস্ব, তখন অবতার-সম্বন্ধে সংশয় থাকা বিধেয় নহে। যিনি গুণাভিভূত নহেন, শুদ্ধ-সত্ত্ব; যাঁহাতে চিচ্ছক্তির পূর্ণবিকাশ থাকে, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবৎ-স্বরূপ। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য কৃষ্ণে সমগ্রভাবে বিদ্যমান থাকায়, কৃষ্ণই মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

---

(৯৮) তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫—ঈশোপনিষৎ।
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

বিনয়।—জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত নশ্বর দেহ ব্যতিরেকে মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার নহেন, সুতরাং কৃষ্ণ মানুষরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহার জীবদেহ জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী ছিল। যদুবংশের নিধন প্রত্যক্ষ করিবার পর, কৃষ্ণাবতারের কার্য্য সম্পন্ন হইলে, চিরনির্দ্দিষ্ট-নিয়মাধীন জীবদেহে, অসার সংসারের প্রতি, কৃষ্ণের বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়; তখন নশ্বর জীবদেহ পরিবর্জ্জন করিবার মানসে কৃষ্ণ বনগমন-পূর্ব্বক বলদেবের সহিত কঠোরতর তপোঽনুষ্ঠান করিবার সংকল্প করেন। তদনুসারে বনগমন করিয়া, কৃষ্ণ বলদেবকে যোগাসনেই দেহত্যাগ করিতে দেখিতে পান। তখন তিনি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, স্বয়ং সম্যক্ রূপে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, মৃত্যু-কামনায় মহাযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। মৃগবিনাশ-বাসনায় সমাগত জরা-নামক ব্যাধ কৃষ্ণকে তদবস্থায় দেখিয়া, মৃগভ্রমে তাঁহার পদতল শর-বিদ্ধ করে এবং অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মানুষ-লীলা-সম্বরণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে মিলিত হন। (৯৯) তৎপরে কৃষ্ণ-মহিষী রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী প্রাণত্যাগ-কল্পনায় হুতাশনে এবং সত্যভামা প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণ তপশ্চরণ কল্পনায় বনে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণের

(৯৯) মেনে ততঃ সংক্রমণস্য কালং ততশ্চকারেন্দ্রিয়সন্নিরোধম্।
তথা চ লোকত্রয়পালনার্থমাত্রেয়বাক্যপ্রতিপালনায় ॥ ২০
দেবোঽপি সন্দেহবিমোক্ষহেতোর্নির্নীতমৈচ্ছৎ সকলার্থতত্ত্ববিৎ।
স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্মনাস্তু শিশ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ ॥ ২১
জরাথ তং দেশমুপাজগাম লুব্ধস্তদানীং মৃগলিপ্সুরুগ্রঃ।
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ সায়কেন ॥ ২২
জরাবিধ্যৎ পাদতলে ত্বরাবাংস্তং চাভিতস্তজ্জিঘৃক্ষুর্জগাম।
অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুব্ধকোঽনেকবাহুম্ ॥ ২৩

মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, ৪ অঃ।

(১০০) রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥ ৭৩
সত্যভামা তথৈবান্যা দেব্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মতাঃ।
বনং প্রবিবিশূ রাজংস্তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭৪

মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ৭ অঃ।

ষোড়শ-সহস্র বধূগণ কালক্রমে সরস্বতী নদীতে নিমগ্ন হইয়া, মানুষ-দেহ পরিহার-পূর্ব্বক অপ্সরস্-স্বরূপে তাঁহাতেই উপগতা হন। (১০১)

নির্ম্মল চরিত্র।

শ্রীহর্ষ।—মানুষী মূর্ত্তিতে কৃষ্ণই যখন ভগবৎ-স্বরূপ, তখন তাঁহার চরিত্র যে নিতান্ত নির্ম্মল ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। নির্ম্মল চরিত্রের প্রভাবেই মানুষ সর্ব্বজন-পূজিত হইয়া থাকেন। নির্ম্মল চরিত্রের প্রভাবেই মানুষ অদ্বিতীয়-বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইতে পারেন। নির্ম্মল চরিত্রের প্রভাবেই মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সমকক্ষ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানুষ তৎকালে কেহ যে ছিলেন না, এখনও যে নাই এবং কখনও যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বিনয়।—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, নৃপতিগণ, বীরগণ এবং পৃথিবীর গণ্য, মান্য, পূজ্য, মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেই উপস্থিত ছিলেন। সেই রাজসূয়-যজ্ঞে কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত, তাহার স্থিরীকরণ আবশ্যক হইলে, সেই গুরুতর কার্য্যভার সর্ব্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ, ধর্ম্মশীল, ন্যায়পরায়ণ, স্বার্থপরিশূন্য, সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা ভীষ্মেরই উপর, উপস্থিত সকলেরই মনোনয়নানুসারে, অর্পিত হয়। ভীষ্মদেব তৎকালে কৃষ্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি জগতে দেখিতে পান নাই। চেদী-রাজ শিশুপাল হিংসা-পরবশ হইয়া, ভীষ্মের নির্ব্বাচনে প্রতিবাদ করেন। তদুত্তরে ভীষ্মদেব কৃষ্ণকেই অদ্বিতীয়-বেদজ্ঞ, শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রভাব-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণান্বিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই সমর্থন করিয়াছিলেন।

---

(১০১) ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি বাসুদেবপরিগ্রহঃ।
অমজ্জংস্তাঃ সরস্বত্যাং কালেন জনমেজয়॥ ২৫
তত্র ত্যক্ত্বা শরীরাণি দিবমারুরুহুঃ পুনঃ।
তাশ্চৈবাপ্সরসো ভূত্বা বাসুদেবমুপাগমন্॥ ২৬

মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৫ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—শিশুপাল আশৈশব কৃষ্ণ-বিরোধী ছিলেন। রাজসূয়-যজ্ঞে কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং পূজিত হইতেছেন দেখিয়া, তিনি হিংসায় অধীর হইয়া উঠেন এবং অসহ্য-বোধে রাজসূয়-যজ্ঞ পণ্ড করিবার উদ্যোগ করেন। শিশুপাল তদুদ্দেশ্যে উপস্থিত নৃপতিবৃন্দের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন দেখিয়া এবং শিশুপালের বিনাশ-সাধন-ব্যতিরেকে যজ্ঞ রক্ষার উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া, শান্তি-সংস্থাপন-কল্পনায়, কর্ত্তব্য বোধে, কৃষ্ণ তদ্দণ্ডেই শিশুপালকে অগত্যা নিহত করেন। অসামান্য-বলবিক্রম-সম্পন্ন উপস্থিত-নৃপতিবৃন্দের মধ্যে কেহই শিশুপাল-বধের প্রতিবাদ করিতে বা প্রতিহিংসা লইতে সাহস করেন নাই। তৎকালে এবং তৎপরে একাল-পর্য্যন্ত কৃষ্ণই সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে, শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে, রাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট, অধিকন্তু সর্ব্বলোক পূজিত সর্ব্বজ্ঞতাসম্পন্ন মহর্ষিগণেরও নিকট আদৃত এবং পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অদ্বিতীয়, অসামান্য, অতিবিশুদ্ধ-সত্ব এবং নিতান্ত-নির্ম্মল না হইলে, কেহ কি কখনও চিরস্মরণীয় এবং সর্ব্বজন-পূজিত হইতে পারেন?

বিনয়।—কৃষ্ণ সর্ব্ববিষয়েই সমধিক পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ, অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ, রাজ-নীতিজ্ঞ, সমর-নীতিজ্ঞ অর্থ-নীতিজ্ঞ, সমাজ-নীতিজ্ঞ, ধর্ম্ম-নীতিজ্ঞ, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নিঃস্বার্থ, নিরহংকৃত, নিরপেক্ষ, ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, শিষ্টাচার-সম্পন্ন, বুদ্ধি-বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন, কাম-ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিত, পরহিতানুরক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণান্বিত এবং সর্ব্বদোষ পরিশূন্য জিতেন্দ্রিয় মানুষ-রূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এত অধিক গুণ কোন একজন-মানুষে সমগ্র-ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ কর্ম্মেরই জন্য জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্ব-কর্ম্মই আদর্শ-স্বরূপে আদর্শ-রক্ষার্থে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহর্ষ।—জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই কৃষ্ণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, কৌশল, দক্ষতা, বহুদর্শিতা, দয়া, এবং ক্ষমায় অদ্বিতীয় ছিলেন। সংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তার ফলেই মানুষ-শরীরে অসামান্য শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। সংযম-জনিত একাগ্রতা-প্রভাবেই কৃষ্ণ-বলরাম, গুরু-গৃহে অত্যল্পকাল-মধ্যেই সাঙ্গোপনিষৎ, অখিল-বেদ, সরহস্য-ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ ধর্ম্ম, ষড়্‌বিধ রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয়

কলা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎ-কারণ কৃষ্ণের ভগবদ্গীতোক্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবেশিত কৃষ্ণোক্ত-ভাগবত-ধর্ম্মের মূলসূত্রই সংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তা।

বিনয়।—অপ্রতিহত-চিচ্ছক্তি বা ঐশী-শক্তির সমগ্র-প্রভাবে জীবদেহে যে অসামান্যা শক্তি উদ্রিক্তা হইয়া থাকে, তৎপ্রভাবেই কৃষ্ণ মানুষী মূর্ত্তিতে মানুষের কার্য্য শক্তিমান্ মানুষ-রূপেই সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। জীবদেহে সংরক্ষিত ভগবৎ-প্রভাব বা ঐশী-শক্তি জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই সম্যক্ রূপে প্রস্ফুরিতা হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে গুণত্রয় পরাভূত হইয়া নির্ম্মল-চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রতিভাত হইলেই মানুষ-চরিত্র নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের নির্ম্মলতানুসারেই মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা এবং দক্ষতা লাভ করিয়া থাকেন। যাহার চিত্ত যতই নির্ম্মল, তিনি ততই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ এবং সুদক্ষ। সর্ব্বকর্ম্মে কৃষ্ণের যেরূপ সর্ব্বজ্ঞতা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার চিত্ত যে নিতান্ত-নির্ম্মল ছিল, নিশ্চয়-রূপে তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের জীবদেহে ভগবৎ প্রভাব পূর্ণভাবে প্রতিভাত থাকায়, কৃষ্ণেই ভগবৎ-স্বরূপতা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ভগবৎ প্রভাবই যখন জীবদেহে জীবত্ব উপস্থাপিত করিয়া থাকে, তখন যাঁহাতে তাহার পূর্ণ-স্ফুরণ প্রতীয়মান হইবে, তিনিই স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া পূজিত হইবেন। ভগবৎ-প্রভাবের পূর্ণ স্ফুরণই জীবকে ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন করিয়া থাকে। কৃষ্ণ-ব্যতীত অপর কোন মানুষে ভগবৎ-প্রভাবের পূর্ণ স্ফুরণ লক্ষীভূত না হওয়ায়, তাঁহাদের কেহই স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া পূজিত হইবার অধিকারী নহেন। মানুষের মধ্যে কেহ অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন হইলে অবতার-স্বরূপে পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন না হইলে আর কেহই ভগবৎ-স্বরূপতা লাভ করিতে পারেন না।

বিনয়।—ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ কস্মিনকালে কোন বিষয়ে পরাভূত হন নাই, সর্ব্ব-বিষয়েই তিনি অপরাজিত এবং অপরাজেয় ছিলেন। যুদ্ধ হইতে তিনি কখনও প্রতিনিবৃত্ত হন নাই এবং যুদ্ধ-ব্যাপারে ও যুদ্ধ-কৌশলে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, এমন কি রাজা দুর্য্যোধন পর্য্যন্ত জগতের আসামান্য বীরগণ, কৃষ্ণেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত কেশী, কংস, শিশুপাল, নিষদরাজ,

কাশিরাজ, কালিঙ্গগণ, মাগধগণ এবং প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় ভূপালগণকে ধর্ম্মানুসারে বা কর্ত্তব্য-বোধে সাক্ষাৎ-সমরে নিহত করিয়াছিলেন। লোভ, ক্রোধ, ভয়, মিথ্যা, কৃষ্ণের অজ্ঞাত ছিল। কেবল-মাত্র ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ নিরস্ত্রাবস্থায় জরাসন্ধের পুরীতে প্রবেশ করেন এবং তদবস্থায় জরাসন্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যুদ্ধে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভীমের দ্বারা নিহত করেন। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ছিলেন; তৎ-কারণ আশৈশব তাঁহাতে অসীম-বলবীর্য্যের অভাব ছিলনা। জিতেন্দ্রিয়তা, বিশুদ্ধ-সত্ত্বতা বা সত্যই যে তাঁহার বল, তাহা তিনি অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিতের জীবন-দানকালে, সর্ব্বজন-সমক্ষে, উত্তরাকে বলিয়াছিলেন। (১০২) তপোবলের অপ্রতিহত-প্রভাব সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসময়েই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—আদর্শ-মনুষ্য-জীবনে ন্যায়বান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, স্বধর্ম্ম-নিরত মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, জন্মমৃত্যুর বশবর্ত্তী জীবদেহে তাহাই কৃষ্ণ কর্ত্তব্য, নিষ্কাম

(১০২) প্রতিসঞ্জে চ দাশার্হস্তুদা জীবিতমচ্যুতঃ।
অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা সর্ব্বং বিশ্রাবয়ন্ জগৎ॥ ১৭
ন ব্রবীম্যুত্তরে মিথ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি।
এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্যতাং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১৮
নোক্তপূর্ব্বং ময়া মিথ্যা স্বৈরেষ্বপি কদাচন।
ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতাময়ম্॥ ১৯
যথা মে দয়িতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবত্বয়ং তথা॥ ২০
যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন।
বিরোধং তেন সত্যেন মৃতো জীবত্বয়ং শিশুঃ॥ ২১
যথা সত্যং চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ॥ ২২
যথা কংসশ্চ কেশী চ ধর্ম্মেণ নিহতৌ ময়া।
তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতাময়ম্॥ ২৩
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন স বালো ভরতর্ষভ।
শনৈঃ শনৈর্ম্মহারাজ প্রাস্পন্দত সচেতনঃ॥ ২৪

মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৬৯ অঃ।

এবং নিস্পৃহ ভাবে, পরের এবং বহুজনের হিতার্থে, নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কোন কর্ম্মই তিনি করেন নাই। দশের হিতের জন্য একের বিনাশসাধন আবশ্যক হইলে, আত্মীয়কে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বা নিহত করিতে কৃষ্ণ কখনও পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ হন নাই। জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করিয়া, ফলের আশা-মাত্র না রাখিয়া, আবশ্যক যুদ্ধের জন্যই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনকে তদনুরূপ ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ ও উত্তেজনা প্রদান-পূর্ব্বক ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্যই নিষ্পন্ন করাইয়াছিলেন। (১০৩)

বিনয়।—যাদবগণের পরিত্রাণ এবং কল্যাণ-বিধানার্থে মাতুল মথুরেশ কংসের বিনাশ-সাধন আবশ্যক হইয়াছিল; রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করাইবার জন্য পিতৃষ্বসা-পুত্র শিশুপালের বিনাশ সাধন আবশ্যক হইয়াছিল; সংকল্পিত রাজসূয়-যজ্ঞে মহেশ্বর-সমীপে বলিদান করিবার মানসে মগধ-রাজ জরাসন্ধ যে-সকল নৃপতিকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কারামুক্তি এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপন করিবার জন্য জরাসন্ধের বিনাশ-সাধন আবশ্যক হইয়াছিল; অধার্ম্মিক কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন, পরস্বাপহারী, দুর্বৃত্ত নৃপতিগণের অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে নিরীহ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের বিনাশ-সাধন আবশ্যক হইয়াছিল; এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে, বৃন্দাবনবাসিগণকে নিরাপদ করিবার জন্য অনেক অসুর এবং হিংস্রক জন্তুর বিনাশ-সাধন আবশ্যক হইয়াছিল। কৃষ্ণ কোনরূপ ফলভোগের আশা-মাত্র না রাখিয়া, নিষ্কাম এবং নিস্পৃহ ভাবে, বহুজনের হিতার্থে, তৎসমুদয় সম্পাদন-পূর্ব্বক ক্ষত্রোচিত কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছিলেন; তদতিরিক্ত কোন কিছুই তিনি করেন নাই।

শ্রীহর্ষ।—পরাজিত কোন রাজার রাজ্যই কৃষ্ণ অধিকার করিয়া লন নাই এবং জয়লাভের ফলস্বরূপ কোন কিছুই তিনি উপভোগ করেন নাই। কংসকে স্বহস্তে নিহত করিয়া কংস-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত রাজা উগ্রসেনকেই তদীয় রাজ্য কৃষ্ণ

(১০৩) সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

প্রদান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ-বধের পর জরাসন্ধের রাজ্য কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রকেই প্রদান করিয়াছিলেন। শিশুপালকে নিহত করিয়া শিশুপালের রাজ্য কৃষ্ণ শিশুপালের পুত্রকেই প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্রূপ যখন যেখানে যে রাজাকে কৃষ্ণ নিহত করিয়াছিলেন, কাহারও রাজ্য তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই, ধর্ম্মানুসারে যে রাজ্য যাঁহার প্রাপ্য ছিল, তাঁহাকেই তাঁহার রাজ্য তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। সাধুদিগের পরিত্রাণ জন্য দুষ্কৃতের দমন যখন যেখানে যতটুকু আবশ্যক হইয়াছিল, ততটুকুই তখন তিনি সেখানে নিঃস্বার্থ-ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিনয়।—বিপন্ন ব্যক্তিকে নিরাপদ করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা অধিকতর হিতসাধক এবং কল্যাণপ্রদ, সেইরূপ ব্যবস্থাই কৃষ্ণ-কর্তৃক অবলম্বিত হইত; স্বীয় শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় কখনও কোন কারণে তৎ-কর্তৃক সাধিত হয় নাই এবং তৎকারণ অন্যের অনিষ্ট কখনও তৎকর্তৃক সংঘটিত হয় নাই। যাদব-গণকে নিরাপদ রাখিবার প্রয়োজন হইলেও কৃষ্ণ জরাসন্ধ-বধের ব্যবস্থা করেন নাই; যাদবগণকে স্থানান্তরে, সুরক্ষিতা ও সুরম্যা দ্বারাবতী নগরীতে বাস করাইয়াছিলেন। মথুরা ত্যাগ যাদবগণের পক্ষে তৎকালে তৃপ্তিকর বিবেচিত না হইলেও, তাঁহাদিগকে জরাসন্ধের সহিত বার-বার যুদ্ধ করাইয়া, উভয়-পক্ষেরই লোকক্ষয় ও বলক্ষয়, কৃষ্ণ কর্তৃক অনাবশ্যক এবং অকারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পলায়ন করেন নাই। জরাসন্ধকে ভয় করিলে, স্নাতক-ব্রাহ্মণ-বেশে কেবল-মাত্র ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া, যুদ্ধ-কামনায়, জরাসন্ধের সুরক্ষিতা পুরীর মধ্যে নিরস্ত্র-ভাবে প্রবেশ-পূর্ব্বক, তৎ-সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে কৃষ্ণ কখনও সাহস করিতেন না। কর্ম্মফল কৃষ্ণের লক্ষ্যীভূত ছিল না, স্বীয় গৌরব পরিবর্দ্ধন করিবার লোভও তাঁহার ছিল না। অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত কোন কর্ম্মই কৃষ্ণ করিতেন না। কর্ম্মেরই জন্য উপস্থিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য-ভাবে কৃষ্ণ সম্পন্ন করিতেন, লোভপরবশ হইয়া কল্পিত-স্বার্থসিদ্ধির বৃথা আশায় কৃষ্ণ কখনও কুকর্ম্ম অন্বেষণ করিতেন না।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের দয়া এবং ক্ষমার সীমা ছিল না। স্বার্থের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না, 'আমি' বলিয়া কোন কিছু তিনি জানিতেন না। কৃষ্ণের অনিষ্টকামনায় কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি অনেকেই নিরন্তর নিযুক্ত থাকি-

তেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অত্যাচারই অকাতরে এবং অম্লান-বদনে সহ্য করিতেন। প্রতিহিংসার ইচ্ছামাত্র তাঁহার ছিল না, অন্যের অত্যাচার তাঁহাতে অনুভূতই হইত না। কিন্তু, বহুজনের হিতার্থে, একজনের বিনাশ-সাধন অনিবার্য্য হইলে, কৃষ্ণ তখনই তাঁহাকে অগত্যা বিনষ্ট করিতেন। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভালাভ কৃষ্ণকে বিচলিত করিত না, সমভাবে সকলই তিনি উপেক্ষা করিতেন।

বিনয়।—কোন কর্ম্মেই কৃষ্ণের আসক্তি লক্ষ্যীভূত হয় নাই। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণ তাহা নিষ্পন্ন করিতেন। দশের মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, কোন কর্ম্মের সম্পাদন-কল্পনায় কৃষ্ণ আহূত হইলে, অবিচারিত-চিত্তে তিনি তাহা নিষ্পন্ন করিতেন। মানুষের যে কার্য্য যে ভাবে নিষ্পন্ন হইবার প্রয়োজন এবং হওয়া উচিত, কৃষ্ণ সেই কার্য্য সেইভাবে সম্পন্ন করিয়া, তাহার আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মল সত্ত্ব-গুণ-প্রভাবে সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য মানুষ-দেহে চিচ্ছক্তি বা ভগবৎ-প্রভাব সমগ্র-ভাবে যতদূর কার্য্যক্ষম হইতে পারে, কৃষ্ণ-দেহে ততদূরই তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। অতি-বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-দেহের ইন্দ্রিয়গণ অধর্ম্মে প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কোন পাপ-কর্ম্মই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ।—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যখন যে সময়ে অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, কৃষ্ণ তখনই তাহা তদ্দণ্ডে অবলম্বন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত উপায়, উপযুক্ত সুযোগ, উপযুক্ত সময়, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কখনও অবহেলিত হয় নাই। উদাসীনতা দেখাইয়া কৃষ্ণ কোন কর্ত্তব্য-কর্ম্মই নষ্ট বা পণ্ড করেন নাই। মান অপমান সমজ্ঞান করিয়া আবশ্যক সময়ে অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম যথাসম্ভব নিরাপদে কৃষ্ণ কাল-বিলম্ব না করিয়াই সম্পাদন করিতেন। দমন, শাসন এবং বিনাশ অনিবার্য্য বুঝিলেই, স্বীয় অব্যর্থ ও অপ্রতিহত-শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। কৃষ্ণ-দেহে ভগবৎ-প্রভাবের পূর্ণ-বিকাশ থাকায়, অসীম-শক্তির প্রভাবে কোন কর্ম্মই কৃষ্ণের অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ছিল না।

বিনয়।—পাণ্ডবগণের রাজ্য ধর্ম্মতঃ তাঁহাদেরই প্রাপ্য ছিল, সুতরাং পাণ্ডবগণের ধর্ম্মরাজ্য পাণ্ডবগণের অধিকারে আনয়ন করাই কৃষ্ণ আবশ্যক এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাহাতে যুদ্ধ না হয়, অকারণ

লোক-ক্ষয় নিবারিত হয়, নিরাপদে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, অকারণ-যুদ্ধ নিবারণ-জন্য কৃষ্ণ সন্ধি-সংস্থাপন-কল্পনায় হস্তিনাপুরে গমন করেন এবং কৌরব-সভায় অতি-দীন-ভাবে সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু, যখন তিনি সন্ধির সম্ভাবনা নাই, যুদ্ধই অনিবার্য্য বুঝিলেন, তখনই ক্রোধাবিষ্ট-ভাবে ভীতি-প্রদর্শন করিতেও তিনি ঔদাসীনতা দেখান নাই। কৃষ্ণের সেই অদ্ভুত আদর্শ-দৌত্য-কার্য্য একাল-পর্য্যন্ত অনুকরণীয় এবং অনুকরণ-যোগ্য রহিয়াছে।

শ্রীহর্ষ।—সন্ধি-সংস্থাপন-কার্য্যে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াও কৃষ্ণ ক্ষান্ত হন নাই। পাণ্ডব-পক্ষ বা ধর্ম্ম-পক্ষ অবলম্বন করায়, পাণ্ডব-হিতার্থে, দুর্য্যোধনকে হীন-বল করাই আবশ্যক বুঝিয়া, কাল-বিলম্ব না করিয়া, প্রত্যাগমন-কালেই কৃষ্ণ কর্ণের সমীপস্থ হইয়াছিলেন। কর্ণ দুর্য্যোধনের দক্ষিণ হস্ত বুঝিয়া, কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করাইবার জন্য কৃষ্ণ যথাবশ্যক প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তৎকারণ, কর্ণকে বহুবিধ অকাট্য যুক্তিও তিনি ধর্ম্ম-সঙ্গত-ভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিবার জন্য অযথা চেষ্টা-মাত্র তিনি করেন নাই। ব্যর্থ-মনোরথ হইলেই কৃষ্ণ ক্ষান্ত থাকিতেন না, তৎপরে মনোরথ-সিদ্ধি-কল্পনায় অন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ তিনি মনোনিবেশ করিতেন। কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করাইবার জন্য কৃষ্ণ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও একাল পর্য্যন্ত অনুকরণীয় এবং অনুকরণ-যোগ্য রহিয়াছে।

বিনয়।—কৃষ্ণের সন্ধি-সংস্থাপনের প্রস্তাব দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেও কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের প্রতি অসূয়া-প্রকাশ করেন নাই এবং রাজা দুর্য্যোধন আত্মীয়তা ভুলিয়া যাহাতে কৃষ্ণের সমীপস্থ আর না হন, তদ্রূপ ব্যবহারও তিনি রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি করেন নাই। যুদ্ধ নিতান্ত অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য প্রতিপন্ন হইলে, দুর্য্যোধন এবং অর্জ্জুন, উভয়েই, কৃষ্ণকে স্বীয় পক্ষাবলম্বন করাইবার আশায়, কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ যেরূপ শিষ্টাচারে দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন-জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাও একাল-পর্য্যন্ত অনুকরণীয় রহিয়াছে। পাণ্ডব-পক্ষাবলম্বন করিয়া, স্বীয় প্রভাবে এবং ধর্ম্মবলে অর্জ্জুনকে বলীয়ান্ এবং বীর্য্যবান্ রাখিয়া, স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়াও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের যতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাও একাল পর্য্যন্ত অসাধারণ-বলবীর্য্য-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসাধ্য রহিয়াছে।

শ্রীহর্ষ।—বীরাগ্রগণ্য, অজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথ-গণ রাজা দুর্য্যোধনের সহায় থাকিলেও, রাজা দুর্য্যোধন যখন সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন, তখন তৎকালে কৃষ্ণের সমকক্ষ কেহই যে ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়-রূপে প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ যে কোনরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস-যোগ্য নহে; কৃষ্ণ-চরিত্রে তাহা নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

বিনয়।—কৃষ্ণের ইঙ্গিতে, প্ররোচনায় বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ উত্তেজনায় ভীম যে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সঙ্গত দোষারোপ নহে। রাজ্ঞী দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিলে এবং দুর্য্যোধন যশস্বিনী পাঞ্চালীকে স্বীয় উরুর উপর বসাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, মহাত্মা ভীম অসহ্য-বোধে তৎকালেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং গদা-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ ভগবান্-কৃষ্ণের সমক্ষে পাণ্ডব-পক্ষও যে কোন রূপ অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণ-চরিত্র নিতান্ত-নির্ম্মল এবং সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য হইলেও, কবি-কল্পিত-ব্রজাঙ্গনা-সংস্রবে অনেক কৃত্রিম-দোষ কৃষ্ণে অকারণ অরোপিত হইয়া থাকে! কৃষ্ণ কিন্তু স্ত্রীগণের এবং স্ত্রী-সঙ্গিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিবার জন্যই উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের সংস্রবে এবং সঙ্গ-দোষে পুরুষের যতদূর ক্লেশ-ভোগ হয়, অন্যের সঙ্গে বা সংস্রবে ততদূর ক্লেশ সমুদ্ভূত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহাও কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। (১০৪) স্ত্রী-সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ বাসনা-সংযুক্ত থাকে এবং বিষয়-ভোগ-জন্য উদ্রিক্ত হইয়াই অবস্থান করে; সুতরাং স্ত্রী-সঙ্গ নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয়তা লাভের উপায় নহে। স্ত্রী-সঙ্গ

(১০৪) স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥ ২৮
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ২৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৪ অঃ।

পরিবর্জ্জন করিবার জন্যই যিনি উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং যে স্ত্রী-সঙ্গই উপভোগ করিতেন তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

বিনয়।—সাধ্বী ভার্য্যার সঙ্গ কিন্তু ভর্ত্তার পক্ষে দমনীয় নহে। দুঃশীলা রমণীর অসৎ-সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। একাত্মতা-নিবন্ধন ভার্য্যা ও ভর্ত্তার মধ্যে আসক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তৎকারণ ভার্য্যা-সঙ্গ পরিত্যজ্য নহে। কাহারও সঙ্গ পরিত্যজ্য হইলেই, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতেন। কৃষ্ণ কলহ বা অনিষ্ট অন্বেষণ করিতেন না, শত্রু-মিত্র সকলই তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। কৃষ্ণের ব্যবহারে সকলেই পরিতুষ্ট ছিলেন। ছোট় বড় ধনী নির্ধন, সকলেরই তৃপ্তি-সাধন-জন্য কৃষ্ণ অনুক্ষণ যত্নবান্ থাকিতেন। স্ত্রী, সুহৃৎ, বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রজা, যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাকে চরিতার্থ করা যায়, কৃষ্ণ তাঁহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিতেন। কৃষ্ণের উপদেশ, কৃষ্ণের কর্ম্ম, কৃষ্ণের চরিত্র ভক্তি-সহকারে, একাগ্র-মনে, পর্য্যালোচনা করিলে, নির্ম্মলতাই নিঃসংশয় রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

বিনয়।—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের জন্ম-পরিগ্রহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। (১০৫) মানুষ-দেহে প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তির সমগ্র-প্রভাব অপ্রতিহত ভাবে, নিরন্তর যাহাতে সমগ্র-ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তিনিই মূর্ত্তিমান-ভগবান্। মানুষ-রূপে অবতীর্ণ-ভগবান্ মানুষ-দেহে যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাহাই মানুষের অনুকরণীয় আদর্শ-কর্ম্ম। ভগবৎ-প্রতিবিম্বের সমগ্র-প্রভাবে কখনও অধর্ম্মাচরণ সমুৎপাদিত হইতে পারে না। মূর্ত্তিমান-ভগবান্-কর্ত্তৃক সম্পাদিত আদর্শ-কর্ম্মই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ব্যবস্থান্তর-স্বরূপ। বিষয়-বাসনা-বিরহিত মানুষই নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার,

---

(১০৫) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪ অঃ।

তৎ-কৃত কর্ম্মই ধর্ম্মাচরণ এবং সেই আদর্শকর্ম্মই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের ভিত্তি-স্বরূপ, সন্দেহ নাই।

শ্রীহর্ষ।—মানুষের শ্রেয়ঃ-সাধন, নির্ব্বাণ বা মোক্ষ-লাভের জন্য কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান, এই তিন প্রকার যোগ নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে বন্ধুবধ-ভয়ে শোকসংবিগ্ন-মনা অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া রথে উপবেশন-পূর্ব্বক তদীয় সারথী কৃষ্ণের সমীপে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণ অবসন্ন-প্রায় সজল-নয়ন অর্জ্জুন-সমক্ষে নিগূঢ় ধর্ম্মার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ এই ত্রিবিধ যোগই সম্যগ্-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

বিনয়।—অর্জ্জুন শিষ্য-ভাবে শিক্ষার্থী হইয়া কৃষ্ণের শরণ লইলে এবং তাঁহার পক্ষে মঙ্গল কি, তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে হৃষীকেশ গোবিন্দ অর্জ্জুনকে অকারণ-শোক ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বোধে, অনাসক্ত-ভাবে, স্বধর্ম্ম-পালন বা ক্ষত্রোচিত স্বকর্ম্ম-সাধন-জন্য কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধীয় যে নিগূঢ় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই কৃষ্ণের ভবদ্গীতোক্ত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। (১০৭) কর্ম্মানুসারে ফল-ভোগ যখন অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য, তখন যে ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয়, ফলভোগের জন্য জন্মান্তর-গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে না, শ্রেয়োলাভার্থী অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের তদ্বিষয়ক উপদেশ ভগবদ্গীতায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ।—কৃত-কর্ম্মের ফল-ভোগ যখন অনিবার্য্য, ফল-ভোগের জন্য জন্মান্তর-গ্রহণও যখন অনিবার্য্য, জন্মান্তর-গ্রহণ যখন দেহান্তর-প্রাপ্তি-মাত্র এবং জীবাত্মা যখন বিনষ্ট হইবার নহেন, তখন বন্ধু-বধের আশঙ্কা এবং তৎকারণ শোক, অকারণ। জীবদেহে কৌমার, যৌবন, জরা, যেমন অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-মাত্র,

(১০৬) বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(১০৭) যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

দেহান্তর-প্রাপ্তিও তদ্রূপ অবস্থান্তর-প্রাপ্তির অতিরিক্ত কোন কিছুই নহে। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নব-বস্ত্র পরিধান করিবার সময় যেমন শোক অনুভূত হয় না, তদ্রূপ জীব জীর্ণদেহ ত্যাগ-পূর্ব্বক নূতন-দেহ ধারণ করিলে, শোকের কোন কারণই থাকে না। (১০৮) জীবদেহের প্রতি মমতাই দুঃখের কারণ। যেরূপ-ভাবে কর্ম্ম করিলে মমতা বিনষ্ট হয়, দুঃখের অবসান বা নির্ব্বাণ সংঘটিত হয়, মোহ-জনিত অবসাদ বিনষ্ট হইয়া মানুষ অপ্রতিহত-প্রভাবসম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তদ্বিষয়ক উপদেশই অর্জ্জুনকে আবশ্যক-সময়ে প্রদান করিয়াছিলেন।

বিনয়।— কৃষ্ণ ত্রিবিধ যোগের বিষয়ে উদ্ধবকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞান বা সংখ্য-যোগ; অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত কামীর পক্ষে কর্ম্ম-যোগ; যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরক্ত নহেন, আসক্তও নহেন, তাঁহাদেরই পক্ষে ভক্তিযোগ, অধিকার-ভেদে মানুষের জন্য ব্যবস্থিত আছে। (১০৯) সংযমসাপেক্ষ জিতেন্দ্রিয়তা-লাভ, তজ্জনিত একাগ্রতা বা মনোবুদ্ধির নিশ্চলতা-সম্পাদন, স্পৃহা-বর্জ্জন এবং সমদর্শিতা-লাভ, ত্রিবিধ যোগ-দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। নিতান্ত অনুরক্ত-ভাবে, নিবিষ্ট-চিত্তাবস্থায়, একাগ্রভক্তি-সহকারে নির্দ্দেশ্য-ভগবানের শরণ লইয়া, সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিতে পারিলেই ভক্তিযোগ

---

(১০৮) দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(১০৯) যোগাস্ত্রয়োময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৭
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণোনাতিসক্তোভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২০ অঃ।

সিদ্ধ হয়। সর্ব্ববিধ যোগই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। বেদান্তাদির সার, এই ত্রিবিধ যোগই ভগবদ্গীতায় প্রকটিত রহিয়াছে। ভগবদ্গীতার ধর্ম্মোপদেশই বিজ্ঞান-সম্মত। ভগবদ্গীতায় শুষ্ক অনুশাসন বাক্য নাই, ধর্ম্মের মূল সূত্রই বিশদরূপে প্রকটিত আছে। সুতরাং কৃষ্ণের ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

শ্রীহর্ষ।—বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সংযত, একাগ্র ও অনাসক্ত ভাবে স্বধর্ম্ম-নিরত থাকিয়া, কর্ত্তব্য-বোধে, নিষ্কাম-ভাবে, কর্ম্ম করিবার উপদেশ যে ধর্ম্মে আছে, তাহাই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ দেশ, কাল, পাত্র-নির্ব্বিশেষে প্রযুজ্য এবং সকলেরই পক্ষে শ্রেয়ঃ। সংখ্য-যোগ জ্ঞান-সাপেক্ষ, সকলেই অবশ্য সহসা অবলম্বন করিতে সমর্থ নহেন। জ্ঞান-যোগের সোপান-স্বরূপ কর্ম্ম-যোগ এবং তদনুরূপ ভক্তি-যোগ ধর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ-মাত্রেই চেষ্টা করিলে, অভ্যাস-দ্বারা সাধ্যায়ত্ত করিয়া লইতে পারেন।

বিনয়।—জগতে কর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক। কর্ত্তব্য-জ্ঞান না থাকিলে কার্য্য-সিদ্ধি সংঘটিত হয় না। ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করিলে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান সমধিক প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। নিষ্কাম এবং নিস্পৃহ ভাবে, কর্ত্তব্যবোধে, একাগ্র-অনুরাগ-সহকারে কার্য্যে ব্রতী হইলেই মানুষ সমধিক কার্য্যক্ষম হইয়া অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত না থাকিয়াও অনুষ্ঠিত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে তন্নির্দ্দিষ্ট-ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য-সম্পাদন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। জগৎ-বিখ্যাত শক্তিমান্ মানুষ-মাত্রেই নিষ্কাম, নিস্পৃহ এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, নতুবা তাঁহারা কখনও চিরস্মরণীয় হইতে পারি-তেন না। জিতেন্দ্রিয়তার ফলেই শক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্বার্থপর, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন মানুষ কখনও একতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে পারে না এবং একতার অভাবে সুমহৎ কার্য্য কখনও সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হউন আর নাই হউন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভগবানের উক্তি হউক আর নাই হউক, ভগবদ্গীতা-রচয়িতা যিনিই কেন হউন না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উক্তি, উপদেশ বা নির্দ্দেশ, আর কোথাও আছে কি? কৃষ্ণ কে, ভগবদ্গীতা কাহার উক্তি এবং কাহারই রচনা, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারই শরণ লইবার উপদেশ যখন ভগবদ্গীতায় আছে, তখন অকারণ দুর্ভাবনার প্রয়োজন কি ? (১১০)

বিনয়।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে যে স্থানে কৃষ্ণ 'আমি', 'আমার,' 'আমাকে' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তিনি ঈশ্বর-উদ্দেশে এবং আপনাকেই স্বয়ং ঈশ্বর বুঝিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদীয় প্রিয় সখা অর্জ্জুন-সম্বন্ধে যখন তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ-ভগবান্ সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন এবং যখন অর্জ্জুনকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান-জন্য আর ব্যাপৃত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তখন সহজ-সাধ্য-ভাবে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারিত ?—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—অর্জ্জুন কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু তৎ-সাময়িক মোহবশতঃ তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায়, কৃষ্ণের ভগবৎ-স্বরূপতা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর প্রভাবে অর্জ্জুন কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন করিতে সমর্থ হইলেও, তদ্দর্শনে ভীত হইয়া কৃষ্ণের সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিবার মানসে কৃষ্ণ তাঁহার সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিলে, অর্জ্জুন তদ্দর্শনে প্রকৃতিস্থ হন। (১১১) তখন ভগবৎ-প্রসাদে অর্জ্জুনের মোহ বিদূরিত হইলে, তিনি তাঁহার স্মৃতি পুনঃ-প্রাপ্ত হন এবং

---

(১১০) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(১১১) দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১ অঃ।

সংশয়-বিহীন, নির্ম্মল-চিত্ত ও তৎ-প্রভাবে বীর্য্যবান্ হইয়া কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন কবিতে সক্ষম হন।

বিনয়।—সংশয়াভিভূত মানুষ কৃষ্ণই ভগবান্ স্বীকার করিতে না পারেন, তাহাতে তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাও না থাকিতে পারে। ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশ না মানিয়া, তদ্বিপরীত কর্ম্ম করিলে কিন্তু তাঁহার নিস্তার নাই, অনিষ্ট পদে পদে ঘটিতে থাকিবে। ভগবদ্গীতোক্ত উপদেশানুযাবে চরিত্র-গঠন-পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ-মত কর্ত্তব্য-বোধে স্বধর্ম্ম-পালন এবং সৎকর্ম্ম-সাধন করিতে পারিলেই দুর্লভ মানুষ-জন্ম সার্থক হইয়া থাকে। যোগ সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত না হইলেও জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের চেষ্টা কখনও নিষ্ফলা হইবার নহে। বর্ত্তমান যুগে সংযম অবহেলিত হওয়ায়, ধর্ম্মের নানাত্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম্মেব বিভিন্ন অবতার গোচরীভূত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় কেহ কি কখনও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলিতে সমর্থ হইয়াছেন ?

শ্রীহর্ষ।—সম্প্রদায়-মাহাত্ম্য-রক্ষার্থে মোহ-বশতঃ যিনি যাহাই বলুন বা করুন, ভগবদ্গীতার প্রতিবাদ করিতে কেহ কি কোথাও কখনও সাহস করিয়াছেন ? ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম এতাবৎ অতিক্রান্ত হয় নাই, হইবার নহে এবং হইবার সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত অনুমিত হয় না। যাহা ধর্ম্ম, তাহা সত্য, তাহাই এক, বহু নহে। ধর্ম্মের নানাত্ব অকারণ লক্ষীভূত হইতেছে। ভগবদ্গীতোক্ত ভাগবত-ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন।

বিনয়।—বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীব নানা স্থানে বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, একের ভাষা ভাষান্তরিত হইয়া অন্যেব বোধ-গম্য হইতেছে, সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই যাহাতে ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা কবাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সকলেই অবিচারিত-চিত্তে অবলম্বন এবং অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইলে দুঃখের অবসান অনিবার্য্য।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম সহজ-বোধ্য হইবাব জন্য সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন। প্রকৃতি, পুরুষ বা পরমাত্মা, জীবাত্মা, গুণত্রয়, কর্ম্ম, বর্ণ, এবং চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের পরিচয় সম্যগ্‌রূপে আয়ত্তীভূত না হইলে, ভগবদ্গীতোক্ত ধর্ম্ম আয়ত্তীভূত হইবাব নহে।

বিনয়।—বিশ্বই যখন উভয় সাংখ্য এবং বেদান্ত-দর্শনের মতে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত এবং প্রাণি-গণ যখন চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-দ্বারাই বিগঠিত, তখন, তৎ-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে মোক্ষধর্ম্ম বোধ-গম্য হইবার নহে।

শ্রীহর্ষ।—আজ এই পর্য্যন্ত; চল, বাড়ী যাই। পুনরায় একদিন এই স্থানে বসিয়া তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। (উঠিয়া) এস।

প্রকৃতি।

শ্রীহর্ষ এবং বিনয় ইডেন-উদ্যানে প্রবেশ-পূর্ব্বক খালের ধারে একখানি বেঞ্চের উপর বসিল। বিনয় বলিল,

বিনয়।—সাংখ্য-মতানুসারে প্রকৃতিই সৃষ্টির কারণ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণে প্রকৃতি গঠিতা; কেহ বা বলেন যে প্রকৃতি ত্রিগুণ-সমন্বিতা। প্রকৃতি অব্যক্ত, অনন্ত, নিত্য, সদসদাত্মিকা বা কার্য্যকারণ-স্বরূপা, সূক্ষ্মা এবং সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রধানা বা মূলা। প্রকৃতি স্বয়ং অবিশেষ হইলেও, পুরুষের আশ্রয়ী-ভূতা থাকেন বলিয়াই বিশেষবৎ। প্রকৃতি জড়রূপা, জ্ঞান-বিহীনা; অধিকন্তু জ্ঞানের আবরণ-কারিণী। প্রকৃতি রূপান্তরিতা বা বিকার-প্রাপ্তা হইবার জন্যই নিয়ত উন্মুখী থাকেন। জীবের দৈব বা প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রভাবেই প্রকৃতি ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী। সৃষ্টিকাল তদনুসারে সমুপস্থিত হইলেই, প্রকৃতির গুণক্ষোভ সমুপস্থিত হয়, বা প্রকৃতির অঙ্গীভূত গুণ-গণের সাম্য-ভঙ্গ হয়। (১১২)

---

(১১২) যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ১০
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—সমুচ্চয়-ভাবে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, মূলা-প্রকৃতিস্বরূপে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণই তাহাদের সমতা বা সাম্য-ভাব সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু সমতা বা সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলেই তাহারা ক্ষোভসংকুল বা লীলাময় হইয়া উঠে। (১১৩) সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যখন অব্যক্ত-সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করেন, তখনও পুরুষকে ত্যাগ করেন না, উভয়েই উভয়ে বিলীন থাকেন। প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে একের অভাবে অন্যের সত্তা সম্ভব হয় না। জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, (১১৪) গুণ-গণের সাম্যভঙ্গাবস্থায়, লীলাবশে, প্রকৃতি যখন পুরুষের সমীপস্থা হন, তখন সেই পরম-পুরুষ, পরমাত্মা বা ভগবান্ তদীয় চিচ্ছক্তি-স্বরূপ প্রতিবিম্ব, আভাস, অধ্যাস, প্রভাব বা বীর্য্য তাঁহাতে সংস্থাপন করেন; অথবা তৎকালে ভগবৎ-প্রভাব স্বতঃই প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়। ভগবৎ-প্রভাব প্রাপ্ত হইলেই সুপ্ত গুণ-গণ স্বতঃই ক্রিয়মাণ হইয়া উঠে; তখন তদ্‌গঠিতা বা তৎসমন্বিতা প্রকৃতি যথাক্রমে রূপান্তরিত, ভাবান্তরিত বা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান-স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে পরিণত হইতে থাকেন; কিন্তু জড়রূপা-প্রকৃতি-সমুদ্ভূত তত্ত্বগণ, স্বয়ং জড় বা অচেতন হওয়ায়, বিশ্বরচনা করিয়া লইতে পারে না। (১১৫)

বিনয়।—চিচ্ছক্তি-সম্পন্ন চৈতন্য-স্বরূপ চিৎ-প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মা

---

(১১৩) পরমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয় বিশেষবৎ ॥ ১৬

সাংখ্যকারিকা।

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তাদ্রূপ্যাৎ ॥ ৩৯

সাংখ্যসূত্র, ৬ অঃ।

(১১৪) পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মণ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চনয়োঃ প্রভো ॥ ১৬

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৭ অঃ।

(১১৫) স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

প্রকৃতি, ক্রম-স্থূল, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত-স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে পরিণত হইয়াও ভগবৎ-প্রভাব-বিরহিতা হন না, যতক্ষণ বিশ্লিষ্টাবস্থায় অবস্থান করেন, ততক্ষণই চিৎ-প্রতিবিম্ব তাঁহাতে সংস্থাপিত থাকে। সেই চিৎ-প্রতিবিম্বের আবশ্যক-পরিমিত-প্রভাবে চেতনায়মান হইলেই, বিশ্লিষ্ট-চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-দ্বারা, প্রকৃতি স্বয়ংই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া লন। প্রতিবিম্বিতা চিচ্ছক্তি যতক্ষণ আবশ্যক পরিমাণে আকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সমুৎপাদিত হয় না। প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিতা চিচ্ছক্তি বা ভগবৎ-প্রভাবই জীবাত্মা বা পুরুষ নামে অভিহিত হন।

শ্রীহর্ষ।—মহর্ষি অসিত-দেবল দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত বা নিযুক্ত হইয়া পঞ্চ-মহাভূত হইতে বিবিধ ভূতের সৃষ্টি করেন। সেই পঞ্চ-মহাভূতই তেজঃস্বরূপ, নিত্য এবং নিশ্চল। (১১৬) পঞ্চ মহাভূত-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই এবং সৃষ্টি-ক্রিয়ায় পরমাত্মা, জীবাত্মা ও পঞ্চ-মহাভূত-ব্যতিরেকে অন্য কোন চেতন বা অচেতন কারণও নাই। পঞ্চ-মহাভূত এবং জীবাত্মা যাহার কারণ, তাহাই বিনশ্বর। পঞ্চ-মহাভূত যাহা হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়, আবার তাহাতেই যথাক্রমে তাহারা বিলীন হয়। সৃষ্টি-কর্ত্তা এইরূপে বারংবার জগৎ যথাপূর্ব্ব সৃষ্ট এবং সংহরণ করিয়া থাকেন। (১১৭)

বিনয়।—প্রকৃতির অঙ্গীভূত গুণ-ত্রয় সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সুপ্ত* এবং সাম্যভাবে অবস্থান করিলেও, সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলেই, স্বভাব-সিদ্ধ ক্ষোভ-বশতঃ তাহাদের সাম্য-ভঙ্গ আরম্ভ হয়। সৃষ্টির সময়, চিচ্ছক্তির প্রভাব প্রাপ্ত-

(১১৬) তেভ্যঃ সৃজতি ভূতানি কাল আত্মপ্রচোদিতঃ।
এতেভ্যোযঃ পরং ক্রয়াদসদ্ক্রয়াদসংশয়ম্॥ ৫
বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসোরাশীন্ কাল ষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥ ৬
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব; ২৭৪ অঃ।

(১১৭) যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ—শ্রীমদ্ভাগবত।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥—ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।৮।৪৮।

* Potential.

মাত্রেই গুণ-ত্রয় স্বতঃই যেমন ক্রিয়মানা হইয়া উঠে, প্রলয়-কালে, ব্রহ্মের চিদাভাস যখনই সংহৃত হইয়া যায়, তখনই তাহারা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তাহারা তাহাদের সেই অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয় পূর্ব্বভাব ধারণ করে। গুণের সাম্য-ভঙ্গ বা বৈষম্যই সৃষ্টির এবং সাম্য-ভাব বা সমতাই প্রলয়ের কারণ। (১১৮) জীবের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি ও প্রলয়ের সময় এবং স্থিতির কাল সমাগত এবং অবধারিত হইয়া থাকে। জীবদেহে গুণের সমতা * যতক্ষণ সংস্থাপিত না হয়, ততক্ষণই কর্ম্মবন্ধন তাহাতে বিদ্যমান থাকে। তাপ, আলোক এবং বিদ্যুৎ-রূপিণী শক্তি পদার্থ-বিশেষের ‡ উপর নিপতিত হইলেই, সেই পদার্থবিশেষ যেমন ক্রিয়মান হইয়া উঠে, চিচ্ছক্তিও তদ্রূপ প্রকৃতির উপর নিপতিত হইলেই প্রকৃতির গুণ-ত্রয় স্বতঃই ক্রিয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—প্রলয়-কালে পরিণত-চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যথাক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইলে, যখন গুণের সমষ্টি, সমুচ্চয়ভাবে, সূক্ষ্মা-প্রকৃতিস্বরূপে, সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন পরম-পুরুষ তাহাতেই বিলীন হইয়া স্ব-স্বরূপে নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে গুণের সমতা-বশতঃ প্রকৃতি স্ব-স্বরূপে এরূপ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যে, চিচ্ছক্তি তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হইবার আর সুযোগ পান না, স্ব-স্বরূপে বিলীন হইয়াই অবস্থান করেন। গুণ-ত্রয়ের সাম্য-ভঙ্গ হইলেই, প্রকৃতি যথাক্রমে যখন স্থূল-তত্ত্বে পরিণতা হইতে থাকেন, তখনই প্রতিবিম্ব-গ্রহণোপযোগী দর্পণ-স্বরূপ পদার্থ বা তত্ত্ব যথা-ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে থাকে এবং সুযোগ উপস্থিত হইবা-মাত্র চিচ্ছক্তি তদুপরি স্বতঃই প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হইতে থাকেন।

বিনয়।—প্রলয়-কালে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব অন্তর্মুখে বা পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে বিলীন হইয়া যখনই সূক্ষ্মা-প্রকৃতিতে উপস্থাপিত হয়, তখনই প্রতিবিম্ব-গ্রহণের স্থানাভাব-বশতঃ প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি স্বতঃই সংহৃত হইয়া যায়, জীবাত্মার প্রকৃতি-সঙ্গও তখন পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং উভয়েই তখন মোক্ষ-লাভ করেন। সৃষ্টি-বিধানার্থে অব্যক্ত-প্রকৃতি, পুরুষের প্রভাবে, বহু-অংশে বিভক্ত এবং বহু-রূপে

(১১৮) সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্। ৪২ — সাংখ্যদর্শন, ৬ অঃ।

† Kinetic. * Equilibrium. ‡ E.g.—Effect of light on Selenium.

বিকার-প্রাপ্তা হইয়া, বিশ্বপ্রকটন-পূর্ব্বক, বহুরূপ-সমন্বিত বিশ্বে, পুরুষকে বহুরূপে প্রতিভাত করিতে থাকেন। সাংখ্যমতে, সুতরাং বিশ্ব অবাস্তবিক এবং মিথ্যা নহে। (১১৯)

শ্রীহর্ষ।—জৈমিনির মতে মহা-প্রলয় নাই, চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিশ্বে নিত্য-পরিবর্ত্তন সাধিত হয়-মাত্র। যেটী উদ্ভূত হইল, সেইটী কিছুদিন রহিল, ক্রমে তাহা বিলয়প্রাপ্ত হইল, আবার সেইটী তদাকারে বা তদ্রূপ আর একটী আবির্ভূত হইল, কিন্তু তদ্রূপ বহু যাহা বিশ্বে বিদ্যমান থাকে, তাহা সেই একই ভাবে আসিতেছে, রহিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। বিশ্ব কোন কালেই ধ্বংসীভূত হয় না; বিশ্ব যেভাবে রচিত হইয়াছে, সেইভাবেই রচিত ছিল এবং থাকিবে। (১২০) জীবের সৃষ্টি এবং প্রলয় যাহা প্রতি-নিয়তই হইতেছে, তাহা মহাপ্রলয়-সূচক নহে, সৃষ্টি-গত আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক খণ্ড-প্রলয় বুঝিতে হইবে। সৃষ্টির পর স্থিতি, তৎপরে প্রলয়, তৎপরে পুনঃসৃষ্টি; ইহাই জগতের চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়ম। (১২১)

বিনয়।—খণ্ড-প্রলয় প্রতি-নিয়ত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে বলিয়া, মহা-প্রলয় অসম্ভব নহে। খণ্ড-প্রলয় যেমন চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, মহা-প্রলয়ও তদ্রূপ চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। খণ্ড-প্রলয় সংঘটিত হইতে হইতে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহা-প্রলয় স্বতঃই উপস্থাপিত হইয়া যায়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে বিশ্ব বার-বার প্রকৃল্পিত হইতেছে এবং বিশ্বও প্রকৃতিতে বার-বার অন্তর্হিত হইতেছে। প্রকৃতি জড়; পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং, পুরুষেরই প্রেরণায় বা উত্তেজনায় সৃষ্টি এবং অপসারণে বা সংহরণে প্রলয় সাধিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—জগৎ অনাদি-কাল-প্রবর্ত্তিত। সৃষ্টির পর লয় এবং লয়ের পর পুনঃসৃষ্টি, অনাদিকাল হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। জগতের ব্যক্ত-ভাবই সৃষ্টি এবং অব্যক্ত-ভাবই লয়। জগৎ ব্যক্ত-ভাবেই থাকুক, আর অব্যক্ত-ভাবেই থাকুক, অনাদি-কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। আবির্ভাব,

(১১৯) না বস্তু নো বস্তুসিদ্ধিঃ। ৭৮—সাংখ্যদর্শন, ১ অঃ।

(১২০) ন কদাচিদনীদৃশম্॥—জৈমিনি।

(১২১) গচ্ছতি উৎপত্তিস্থিতিলয়ান প্রাপ্নোতীতি জগৎ।—সারস্বত-ব্যাকরণ।

তিরোভাব ও স্থিতি, এবংবিধ ত্রিবিধ-পরিণামই প্রকৃতির নিত্য-প্রবৃত্তি। (১২২) প্রকৃতির কার্য্যাত্মভাবই বিকারাত্মক, পরিচ্ছিন্ন এবং অনিত্য; কারণাত্মভাবই নির্ব্বিকার, অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত এবং নিত্য। (১২৩) জগতের সমস্তই নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল; ক্ষণকালমাত্র একভাবে থাকিবার নহে; সৃষ্টি-প্রবাহ কিন্তু অনাদি, অনন্ত, নিত্য। (১২৪)

বিনয়।—যে কারণ কার্য্য-রূপে বিক্রিয়মাণ বা পরিণত হয়, তাহাই প্রকৃতি। (১২৫) প্রকৃতি কার্য্যযোনি-স্বরূপা। (১২৬) জগতের যাবতীয় কর্ম্মই প্রকৃতির পরিণামে সাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। (১২৭) পূর্ব্ব-ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইতে ধর্ম্মান্তর উৎপাদিত হওয়াই পরিণাম। প্রকৃতি অব্যক্ত-সূক্ষ্মভাব ত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যক্ত-স্থূলভাব প্রাপ্ত হইলেই, প্রকৃতিব পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে। (১২৮) প্রকৃতির পরিণাম-ফলই জগৎ। জগতের সৃষ্টির জন্য অনন্ত-রূপিণী প্রকৃতি সমগ্র-ভাবে পরিণতা হন না, পরিণাম এবং লয় প্রকৃতিতে প্রতি-নিয়তই সংঘটিত হইতেছে।

মায়া।

বিনয়।—বেদান্ত-দর্শনের মতে বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রলয়, ভগবন্মায়া-দ্বারাই উপস্থাপিত; তৎকারণ অনিত্য, মিথ্যা এবং ভ্রম-মাত্র। মায়াই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, জ্ঞান-চৈতন্য-বিরহিতা, অধিকন্তু জ্ঞানের আবরণ-কারিণী। জীবের দৈবানুসারে

---

(১২২) প্রবৃত্তিরিতি সামান্যং লক্ষণং তস্য কথ্যতে।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চেত্যথ ভিদ্যতে ॥—ভর্ত্তৃহরি।

(১২৩) ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্নিত্যং ইতরৈস্তু ভাববিকারৈঃ
পরমণ্বাদির্ভাববিকারাত্মভিরনিত্যম্। বিকারোহ্যনিত্যঃ।—নিরুক্তভাষ্য।

(১২৪) তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।—মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক।

(১২৫) প্রকৃতিত্বং নাম কার্য্যাকারেণ বিক্রিয়মাণত্বম্।—ব্যাসাধিকরণমালা টীকা।

(১২৬) কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।—আত্রেয়, চরকসংহিতা।

(১২৭) কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্। ৪১—সাংখ্যদর্শন, ৫ অঃ।

(১২৮) অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি।

বেদব্যাস।

সৃষ্টির সময় সমুপস্থিত হইলে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম হইতে, স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ-গুণক্ষোভবশতঃ স্বতঃই বিচ্যুতা হইয়া, গুণময়ী বা ত্রিগুণাত্মিকা ভগবন্মায়া স্বতন্ত্রীভূত-ভাবে প্রসারিত হইতে থাকিলে, বীর্য্যবান্ ভগবান্ সেই মায়াতে চিচ্ছক্তি-সম্পন্ন আত্মভূত-বীর্য্য বা আত্ম-প্রতিবিম্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। (১২৯) ভগবৎ-প্রতিবিম্ব-প্রভাবে ভগবন্মায়া যথাক্রমে বহির্মুখে বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তদীয় বিশ্লিষ্টাবস্থায় মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-সূক্ষ্ম-ভূত ও পঞ্চ-মহাভূত, এই নিত্য-স্পন্দনশীল ত্রয়োবিংশ-তত্ত্ব, বিশ্ব-নির্ম্মাণের ক্রমস্থূল-উপাদানস্বরূপ, যথাক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সকল জড়, অচেতন তত্ত্ব-গণ আবশ্যক-পরিমিত চিচ্ছক্তির অভাবে বিশ্ব-নির্ম্মাণ করিতে অশক্ত হইলে, পরিণাম-ক্রমে ক্রমাতিরিক্ত-ভাবে সংগৃহীতা চিচ্ছক্তির সমুচ্চয়-প্রভাবে তখন মহত্তত্ত্ব, পশ্চাদ্ভাগে, সর্ব্বশেষে, পুনরায় বিশ্লিষ্ট হয় এবং মায়ার প্রথম বিকার, প্রকৃতি-স্বরূপে, অভিব্যক্ত হয়। তখনই বিশ্ব-নির্ম্মাণের উপযোগিনী চিচ্ছক্তি সেই বিমুক্ত-মহত্তত্ত্ব বা নির্ম্মলচিত্তে, সম্পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাহাই, জীবাত্মা-স্বরূপে, বিশ্বনির্ম্মাণ-ব্যাপারে মায়ার প্রধানতম সহায়।

শ্রীহর্ষ।—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কার্য্যকারিতা-শক্তিসম্পন্না, জ্ঞানের আবরণ-কারিণী, নিত্য-রূপান্তরোন্মুখিনী, অনন্ত-ব্যাপিনী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অব্যক্ত-পদার্থ-স্বরূপা। গুণময়ী মায়ার গুণ-গণ শক্তি-বিশেষ, পদার্থের আশ্রয়-ব্যতিরেকে তাহাদের সত্তা সম্ভব নহে, মায়াই তাহাদের আশ্রয়, মায়াই তাহাদিগকে সর্ব্ব-তত্ত্বে পরিব্যাপ্ত রাখে। গুণময়ী মায়াই আবার অনন্ত-ব্যাপী অব্যক্ত-আবরণ-স্বরূপে চিত্তস্থ চিত্তাকারপ্রাপ্ত জ্ঞানকে সমাচ্ছাদিত রাখে। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বই আবার সমুচ্চয়-ভাবে মায়া। মায়া স্বয়ং, স্ব-স্বরূপে, তত্ত্ব-মধ্যে পরিগণিতা না

---

(১২৯) সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ ২৫
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজম্।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ২৬

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অং।

ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ। ৪৮

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ৫ অং।

হইলেও, সর্ব্ব-তত্ত্বেই অবস্থান করে। প্রকৃতিই যথাক্রমে পরিণত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব। সমুচ্চয়-ভাবে গুণ-ত্রয়ই প্রকৃতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও, শক্তি-স্বরূপ সেই ত্রিগুণের সত্ত্বা মায়াতেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রকৃতি-প্রমুখ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব প্রলয়-সাধনার্থে যখন, যথা-ক্রমে, অন্তর্মুখে বিলীন হইতে থাকে, তখন সর্ব্বশেষে তাহা মায়াতেই বিলীন হইয়া যায় এবং মায়া-পর্য্যন্ত তখন ব্রহ্মে বিলীন হইলে, ব্রহ্মমাত্র সহায়-বিহীন অবস্থায় স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বরূপে, একাকীই অবস্থান করিতে থাকেন। (১৩০)

বিনয়।—অদ্বিতীয়-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্ বলিয়া গিয়াছেন যে, মৌলিক পদার্থ বা পদার্থের মূল, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, পদার্থ-বিশেষে (ether) অভিব্যক্ত অবিনাশী গতি-মাত্র (vortex motion)। মায়ায় প্রতিষ্ঠিত গুণক্ষোভই লর্ড কেলভিন্ ভাষান্তরে কল্পনা

(১৩০) ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৭ অঃ।

অনাদিরাত্মা পুরুষোনির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬অঃ।

আত্মৈবেদং এক এবাগ্র আসীৎ। ১ ঐতরেয়োপনিষৎ, ১
ব্রহ্মৈবেদমগ্র আসীৎ।—বেদান্তদর্শন।
যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ।—বেদান্তদর্শন।
ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।—নৃসিংহতাপিনী।
একমেবাদ্বিতীয়ম্। ১—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬প্রঃ, ২খঃ।
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। * * নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি। ১৯

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪অঃ, ৪ব্রাঃ।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপোব্রহ্মপরামৃতম্।—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১খঃ, ২মঃ।
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।—ঐতরেয় উপনিষৎ।
ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
একস্যভূতং ভূতস্য দ্বয়ং স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৩৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩১ অঃ।

করিয়া গিয়াছেন। এই একই মৌলিক পদার্থ বিকার-প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-বিধায়ক বিভিন্ন ক্রম-স্থূল পদার্থ বা তত্ত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয়। সৃষ্টি-ব্যাপারে পদার্থ (matter) এবং সৃষ্টিবিধায়িনী শক্তি (energy), তত্ত্ব এবং গুণ-গণই, প্রধানতম কারণ। ত্রিগুণ (energy) যতক্ষণ সুপ্ত বা সাম্যভাবে মায়ায় নিহিত থাকে, ততক্ষণই নিষ্ক্রিয় (potential); সাম্যভঙ্গাবস্থায় চিচ্ছক্তি বা জীবাত্মার প্রভাবেই ক্রিয়মান (kinetic) হয়। গুণ-গণ যতক্ষণ ক্রিয়মান থাকে, ততক্ষণই বিশ্লিষ্ট তত্ত্বগণকে ক্ষোভ-সঙ্কুল বা নিত্য-স্পন্দিত অবস্থায় (in vibration) রাখে, ততক্ষণই বিশ্ব প্রকটিত থাকে। তত্ত্ব-গণ নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, তাহারা যথা-ক্রমে বিলীন হইয়া যায়, বিশ্লিষ্টাবস্থায় থাকিতে আর পারে না। গুণ-গণ যখনই এবংপ্রকারে সমতা (equilibrium) লাভ করে, তখনই বিশ্ব-পর্য্যন্ত অন্তর্হিত, বিলুপ্ত বা মিথ্যাভূত হইয়া যায়।

শ্রীহর্ষ।—বেদান্ত-দর্শনের মতে ভগবান্ বা ব্রহ্ম-ব্যতীত কোন সৎ-পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। বিষয়ীভূত বিশ্ব সত্য-স্বরূপে প্রতিভাত হইলেও, তাহা মিথ্যা। বিবিধ-ভেদবুদ্ধি-সমুৎপাদক স্বীয় মায়া-গুণের স্বতঃ-সিদ্ধ বিক্ষোভ-বশতঃ একই ভগবান্ নানারূপে প্রকাশিত হন-মাত্র। সদসদাত্মিকা বা কার্য্যকারণ-রূপা যে অভিন্ন-শক্তি-দ্বারা ভগবান্ বিশ্ব-নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহাই ভগবন্মায়া। (১৩১) ভগবৎ-প্রতিবিম্ব-প্রভাবে ক্রিয়মান গুণ-গণ-দ্বারা বিকার-প্রাপ্তা মায়া বহুরূপ-সমন্বিত বিশ্বে পরিণত হইলেও, প্রতিবিম্ব যেমন অলীক এবং মিথ্যা, মায়া-বিরচিত বিশ্বও তদ্রূপ অলীক এবং মিথ্যা। ব্রহ্ম মায়া-দ্বারাই ত্রিগুণ-ময় হইয়া

---

(১৩১) মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে॥ ২৯

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২২ অঃ।

নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্যদুরুর্বিভাসি॥ ১

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ৯ অঃ।

ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।—শ্রুতিঃ।

মহানাত্মা ত্রিবিধোভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি সত্ত্বং তু মধ্যে
বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতোরজস্তমসী।

রজঃ ইতি কাম দ্বেষস্তম ইতি।—যাস্ক, নিরুক্ত-পরিশিষ্ট।

সহস্রং সাবস্থৃক বিষ্ঠিতং।—ঋগ্বেদসংহিতা।

শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ।—শঙ্করাচার্য্য।

বিশ্বরূপ ধারণ করেন। সত্ত্বকে মধ্যভাগে এবং উভয়পার্শ্বে রজস্তমঃ লইয়া ত্রিবিধ-ভাব-বিকারে মহানাত্মা ব্রহ্মই জগদাকার অভিব্যক্ত করেন। মায়াকেই বহু-রূপ ধরাইয়া, সেই বহুরূপ-ধারিণী মায়ায় বিশ্বাত্মা ব্রহ্ম স্বয়ংই বহু-রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া, বহুরূপে প্রতিভাত থাকিয়া, প্রভাব-মাত্র বিস্তীর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেও, মায়ার অজ্ঞান-আবরণে সমাচ্ছাদিত বা অবরুদ্ধ ভগবৎ-প্রতিবিম্বের বা জীবাত্মার অকারণ কর্তৃত্বাভিমান বা কর্ত্তা-ভ্রম জন্মিয়া থাকে। মায়ার আবরণ যেমন অলীক এবং মিথ্যা, জীবাত্মার সেই আত্মাভিমানও তদ্রূপ অলীক এবং মিথ্যা। (১৩২)

বিনয়।—মায়া জড়-রূপা, অজ্ঞান প্রসারণ করাই মায়ায় ধর্ম্ম। জ্ঞানের অভাবে এবং গুণময়ী মায়ার প্রভাবে অবাস্তবিক বিষয়ের বা বিশ্বের বাস্তবিক ভাব এবং বাস্তবিক বিষয়ের বা ব্রহ্মের অভাব প্রতীত হইয়া থাকে। (১৩৩) যোগ-বলে, জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, মায়ার আবরণ বা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, যখন জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, তখন ব্রহ্ম-ব্যতীত আর কিছুই গোচরীভূত হয় না, বিশ্বের নানা-রূপ আর দর্শনীভূত থাকে না। প্রলয়ের পর মায়া-বিরচিত-বিশ্বের যখন অভাব হয় এবং ব্রহ্ম-মাত্রই যখন স্বয়ং অবস্থান করেন, তখন বিশ্ব নিশ্চয়ই অসৎ, অনিত্য ও মিথ্যা। যাহা জলবুদ্বুদ-সদৃশ এবং বিনাশ-বহুল, তাহা নিশ্চয়ই সৎ নহে। (১৩৪) যাহা কিছুকাল পরিদৃশ্যমান থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং স্বপ্নের ন্যায় অসৎ, অসত্য বা মিথ্যা-স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহা নিশ্চয়ই সৎ

(১৩২) বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষস্যা মমাহমিতি মন্যতে॥ ২
শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্ক, ৯ অঃ।

(১৩৩) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো তথা তমঃ॥ ৩৩
শ্রীমদ্ভাগবত, ২স্ক, ৯ অঃ।
সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী।—শ্রুতিঃ।
জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।—বেদান্ত-সার।

(১৩৪) তমঃ শুভ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্।
নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্॥— ব্যাস-স্মৃতিঃ।

বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বেদান্ত-দর্শনে এই জন্যই বিশ্ব মিথ্যাভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। (১৩৫) যোগি-গণের পক্ষে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান।

শ্রীহর্ষ।—মায়ারই প্রভাবে, দৃশ্য, দ্রষ্টা এবং কারণ-ভেদে, একই ব্রহ্ম বিবিধ অস্তিত্বে, নানা-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিস্তৃতীভূতা মায়ায় রক্ষিত প্রত্যেক চিৎ-প্রতিবিম্বে বা জীবাত্মা-স্বরূপ-পৃথক্-অস্তিত্বে, আত্মাভিমান-জনিত-ভ্রান্তিবশতঃ, অবাস্তবিক বিষয় বাস্তবিক ভাবেই প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু বুদ্ধির বিষয়-নিবৃত্তি-বশতঃ স্থিরীকৃত-চিত্তে যখন আত্মা-মাত্র ভাসমান হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকেন, তখন যাবতীয় দৃশ্যই দূরীভূত হইয়া যায়, ব্রহ্ম-মাত্রই দর্শনীভূত বা গোচরীভূত থাকেন। সূর্য্যের জলস্থ-আভাস স্থলে প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্ষুগত হইলে, চক্ষুগত প্রতিবিম্ব-দ্বারা যেমন গগনস্থ-সূর্য্য প্রত্যক্ষীভূত হন, তদ্রূপ বিশ্লিষ্টা মায়ার ত্রিগুণাত্মক বা ভূতেন্দ্রিয়-মনোময় চিত্তস্থ-অহঙ্কার-ক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিবিম্ব বা চিৎ-প্রতিবিম্ব, ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-স্বরূপে ব্রহ্মই প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দেয়। (১৩৬)

বিনয়।—মায়ায় প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তিই যখন জীবাত্মা, জীবাত্মার প্রভাবে বিকার-প্রাপ্ত মায়াই যখন বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়া লয়, মায়ার বিকার বিলয়-প্রাপ্ত হইলেই যখন বিশ্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, বিশ্ব নিশ্চয়ই যখন বিনশ্বর, তখন বিশ্ব অগত্যা অবাস্তবিক প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্ব বস্তুতঃ অবাস্তবিক হইলেও তাহার যে অস্তিত্ব ছিল না এবং নাই, সেরূপ ধারণা নিশ্চয়ই সংশয়-বিহীনা নহে? বেদান্ত-দর্শনের মতে বিশ্ব যখন ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম-ব্যতীত

(১৩৫) স্বপ্নমায়ে যথাদৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ ৩১
মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, বৈতথ্য-প্রকরণ।

(১৩৬) যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ॥ ১১
এবং ত্রিবিদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥ ১২
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৭ অঃ।

অপর কোন কিছুই যখন যোগি-গণের দর্শনীভূত থাকে না, তখন বিশ্ব যোগীর নিকট বাস্তবিক ভাবে প্রতীয়মান হইবার নহে। যোগি-গণ যখন জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা বিশ্ব যখন যোগিগণের গোচরীভূত হইবার নহে, তখন যোগী বা জ্ঞানসম্পন্ন-ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বের বাস্তবিক ভাব তিরোহিত হইয়া যায়। (১৩৭)

শ্রীহর্ষ।—সাংখ্যের প্রকৃতি, ত্রিগুণেরই সমুচ্চয়-ভাব বলিয়া অবধারিত হইলেও, বেদান্ত-দর্শনের মতে মায়াই তাঁহার আশ্রয়; কারণ গুণ-গণের সত্তা আশ্রয়ের অপেক্ষায় থাকে এবং আশ্রয় ব্যতিরেকে গুণগণ অভিব্যক্ত হইবার নহে। উভয় সাংখ্য এবং বেদান্ত-দর্শনের মতে বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতিই যখন বিশ্বনির্ম্মাণ-ব্যাপারে উপাদান-স্বরূপ এবং ভগবৎ-প্রভাবেই যখন প্রকৃতির বিশ্লেষণ সংঘটিত হইয়া আবশ্যক উপাদান অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তখন সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ বেদান্ত-দর্শনের মায়ায় অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, মায়া-পর্য্যন্ত ব্রহ্মে বিলীন রাখিবার জন্য সাংখ্যবিদ্‌-গণ বোধ হয় আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

বিনয়।—সাংখ্য-মতে প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয়ই, পৃথগ্‌-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃতি প্রলয়-কালে মায়ায় এবং মায়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, ব্রহ্ম-মাত্রই একাকী অবস্থান করেন।" বেদান্ত দর্শনের প্রলয় এবং সাংখ্যের প্রলয় বিলয়-প্রাপ্তির মাত্রাধিক্য-মাত্র। সৃষ্টি-ক্রিয়া বা বিশ্ব-রচনা, উভয়-শাস্ত্রে তুল্য-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ মায়া এবং প্রকৃতি, উভয়েই সমানার্থক। পদার্থ-সকল যদ্দ্বারা মিত এবং পরিচ্ছিন্ন হয় তাহাই মায়া। (১২৮)

(১৩৭) এতৎ কেচিদবিদ্বাংসোমায়া সংসৃতিরাত্মনঃ।
অনাদ্যাবৰ্ত্তিতং নৃণাং কদাচিৎ কং প্রচক্ষতে॥ ৮১

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১০ অঃ।

ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

(১৩৮) মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।

যাস্ক, প্রজ্ঞানাম-মালা।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ। শঙ্করাচার্য্য।

অব্যাকৃতম্ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া।—মধুসূদন।

জগৎ নাম-রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রলয়-কালে যাহাতে বিলীন হইয়া অবস্থিত থাকে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া এবং কেহ বা পরমাণু বলিয়া থাকেন। (১৩৯)

চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব।

শ্রীহর্ষ।—সাংখ্য-মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে যথা-ক্রমে বিকার-প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্ব-প্রধান, বিজ্ঞানাত্মা, তমোনাশক কর্ম্মজ-বুদ্ধি বা জ্ঞান-সম্পন্ন, সত্ত্বগুণ-সমন্বিত, নির্ম্মল-চিত্ত স্বরূপ, প্রকাশ-বহুল মহৎ; তমঃপ্রধান, ভূতেন্দ্রিয়মনোময়, কার্য্য-কারণ-কর্ত্তাত্মা (১৪০) অহঙ্কার এবং পঞ্চ-তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম-ভূত (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), এই অষ্ট তত্ত্বে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন। এই অষ্ট-তত্ত্বই অষ্ট-বিধা প্রকৃতি-স্বরূপে পুনরায় বিকৃত হইয়া পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় (মুখ বা বাক, হস্ত বা পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন এবং পঞ্চ-মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), এই ষোড়শটী পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বে যথা-ক্রমে পরিণত এবং অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। (১৪১) এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে কারণ-স্বরূপ যে তত্ত্ব হইতে কার্য্য-স্বরূপ যে তত্ত্ব যথা-ক্রমে বহির্মুখে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেই তত্ত্বেই সেই তত্ত্ব প্রলয়-কালে অন্তর্মুখে, যথা-ক্রমে, বিলীন হইয়া যায়। তত্ত্ব-গণ বিশ্লিষ্টাবস্থায় নিত্য-স্পন্দিত ও বিকারোন্মুখ থাকে।

---

(১৩৯) নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিনসন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বণূন॥—বশিষ্ঠ।

(১৪০) যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥ ২০
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

(১৪১) মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ ৩
সাংখ্যকারিকা।

বিনয়।—ভগবদ্বীর্য্য বা পুরুষের প্রভাবে প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে, যে অহঙ্কার-তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাই ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব, সৃষ্টিবিধানার্থে, ত্রিগুণ-প্রভাবে ত্রি-ভাবেই বিকৃত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বের সাত্ত্বিক বিকারে মন, তৈজস বা রাজসিক বিকারে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামসিক বিকারে পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ-তন্মাত্র বা বিষয় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত হইতেই স্থূল-তর পঞ্চ-মহাভূত সমুৎপাদিত হয়। (১৪২) বিশেষ বা সূক্ষ্ম হইতে এবং-প্রকারে অবিশেষ বা স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় পরিণাম-ক্রমে সমুদ্ভূত হইয়াছে। (১৪৩)

শ্রীহর্ষ।—মহৎ-স্বরূপে চিত্ত ও বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মন, এই চারিটী অন্তরেন্দ্রিয়, বৃত্তি-ভেদে একই অন্তঃকরণের অংশ-মাত্র। (১৪৪) চিত্ত, বুদ্ধি

(১৪২) প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥ ২২

সাংখ্যকারিকা।

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যতে॥ ২২
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতোভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি॥ ২৩
সহস্রশিরসং সাক্ষাদযমনন্তং প্রচক্ষ্যতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্॥ ২৪
কর্ত্তৃত্বং কারণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ॥ ২৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব. ২১৯, ২৭৫, ৩০৩, ৩০৭ অঃ।

(১৪৩) অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।—সাংখ্য-দর্শন।
বিশেষাশ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪৫ অঃ।

(১৪৪) মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদোবৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া॥ ১৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

এবং মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে এবং পঞ্চ-ভূতাত্মক প্রাণ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্বের চিত্তাংশেই চিৎ-প্রতিবিম্ব সংরক্ষিত থাকে এবং তদ্দ্বারাই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ববিনির্ম্মিত জড়-দেহ চেতনায়মান হইয়া থাকে। (১৪৫) বুদ্ধি এবং চিত্ত পৃথক্ তত্ত্ব নহে, একই মহত্তত্ত্বের, বৃত্তিভেদে, অংশ-বিশেষ। বিষয় বা বাহ্য-পদার্থের জ্ঞান-সাধক দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ স্পর্শন ও আস্বাদন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। (১৪৬) যদ্দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, তাহাই যখন সত্ত্ব-প্রধান, তখন বুদ্ধি, চিত্ত, মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথাক্রমে, প্রকৃতির সত্ত্ব-প্রধান বিকার-মাত্র। (১৪৭)

বিনয়।—মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি-তত্ত্বেই চিৎ-প্রতিবিম্ব সংরক্ষিত থাকে বলিয়া, উহাকে জ্ঞান-শক্তি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বুদ্ধীন্দ্রিয় বলা হয়। মন উভয়াত্মক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়-স্বরূপ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বা চালক-স্বরূপে কর্ম্মেন্দ্রিয়-স্বরূপ। প্রাণ, সমান, অপান, উদান এবং ব্যান, এই পঞ্চ-বায়ু জীবের জীবন-স্বরূপ ; অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়-গণের মিলিত-বৃত্তি-মাত্র। বায়ুর স্বতন্ত্রীভূত অস্তিত্ব, তৎকারণে, সংখ্য এবং পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। এই সকল বৃত্তির মধ্যে প্রাণই সর্ব্ব-প্রধান। (১৪৮)

শ্রীহর্ষ।—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণই, সমুচ্চয়-ভাবে প্রকৃতি বলিয়াই অভিহিত হইলে, তাহাদেরই বিশ্লেষণে বা পরিণামে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে

---

(১৪৫) চিত্তং বা সঙ্কল্পাদ্ভূয়োযদা বৈ চেতয়তেঽথ * *।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭ প্রঃ, ৫ খঃ।

(১৪৬) চক্ষুষী নাসিককার্ণো ত্বকজিহ্বেতি চ পঞ্চমী।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থানাং জ্ঞানানি কবয়ো বিদুঃ॥ ১২
দর্শনং শ্রবণং ঘ্রাণং স্পর্শনং রসনং তথা।
* উপপত্ত্যা গুণান্ বিদ্ধি পঞ্চপঞ্চসু পঞ্চধা॥ ১৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৪ অঃ।

(১৪৭) সত্ত্বাক্রান্ত বিনিভিন্নং মহান্ বিষ্ণুম্ পাবিশৎ।
চিত্তাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৫

শ্রীমদ্ভাগবত; ৩স্ক, ২৬ অঃ।

(১৪৮) যোবৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি ।—শ্রুতিঃ।

বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির বিশ্লিষ্টাবস্থায় ত্রিগুণের সাম্য-ভাব থাকে না, পরিণাম-ক্রমে সমতার ইতর-বিশেষ ঘটিলেও, পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়-স্বরূপে প্রত্যেক তত্ত্বেই অবস্থান করে, কিন্তু পরিমাণ-ভেদে যে গুণটী যাহাতে প্রধান হয় তাহারই স্ফূর্ত্তি তাহাতে সমধিক অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, কার্য্য-স্বরূপ পরবর্ত্তী তত্ত্বের সহিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব-সমূহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের সত্ত্বা বা গুণ পরবর্ত্তী কার্য্যেও অবিব্যক্ত থাকে। (১৪৯)

বিনয়।—চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বই পৌর্ব্বদেহিক-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিমান্ জীব-গণের জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী দেহ-রূপে পরিণত হয়। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বই যখন বিনশ্বর এবং অনিত্য এবং অব্যক্ত-প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্বিনির্ম্মিত জীবদেহও তখন বিনশ্বর এবং অনিত্য। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বই আবার যখন জড় এবং অচেতন, তন্নির্ম্মিত জীব-দেহও তখন জড় এবং অচেতন, চৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মা বা পুরুষের আবশ্যক পরিমিত প্রভাব প্রাপ্ত হইলেই সচেতন বা চেতনায়মান হইয়া থাকে। চেতনায়-মান হইবার উপযোগিনী চেতনা জড়পদার্থে সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, চেষ্টারূপী জীবাত্মা বা পুরুষ-কর্ত্তৃক উদ্রিক্ত বা প্রবোধিত হইলেই ক্রিয়মান হইয়া উঠে। জীবাত্মা, পুরুষ, চৈত্য, ক্ষেত্রজ্ঞ, ভগবৎ-প্রভাব বা চিচ্ছক্তি, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত দেহাভ্যন্তরে, চিত্তস্থ অহঙ্কার-সংযুক্ত-সমুজ্জ্বল-বুদ্ধি-ক্ষেত্রে, নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রভাব-মাত্র বিস্তীর্ণ করিয়া, তৎ-সান্নিধ্যে,

(১৪৯) ভূতানাং নভ আদীনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরম্ ।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্যথা সংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ ৩৭

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ৫ অঃ।

পরস্ত দৃশ্যতে ধর্ম্মোহ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ ।
অতোবিশেষোভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥ ৪৬

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

গুণাঃ সর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যান্তরোত্তম ।
তেষাং যাবদ্যথা যচ্চ তত্তত্তাবদ্গুণং স্মৃতম্ ॥ ৪০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩১ অঃ।

জড় জীবদেহে চেতনা সমুৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৫০) কর্ম্ম ও কর্ম্মের ভোগ-সম্পাদনার্থে চেতনাধিষ্ঠান-ভূত চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত জড়-যন্ত্রস্বরূপ আশ্রয়ই শরীর বা জীবদেহ। (১৫১)

শ্রীহর্ষ।—পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত বা বিষয় এবং মন, এই ষোড়শ-বিধ তত্ত্ব বা পদার্থ-বিরচিত লিঙ্গ-শরীরেই কর্ম্মবদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা ভোগ-সাধনার্থে অবস্থান করেন। জীবাত্মা যখন চিত্তস্থ-বুদ্ধিক্ষেত্রেই অবস্থান করেন (১৫২) তখন বুদ্ধিও লিঙ্গশরীর-ভুক্ত বলিতে হইবে, সুতরাং লিঙ্গ-শরীর সপ্তদশ-তত্ত্ব-বিরচিতই হইতেছে। (১৫৩) কেহ কেহ আবার লিঙ্গ-শরীরকে পঞ্চ প্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিত সূক্ষ্মভূত-সমুদ্ভূত বলিয়া থাকেন। (১৫৪)

---

(১৫০) সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তংগণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥ ৩
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ৬ অঃ।

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশৎ যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত॥ ৬৫
যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা॥ ৬৬
তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ॥ ৬৭
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩১, ২৪১, ২৭৫, ৩০৩ অঃ।

(১৫১) চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।—ন্যায়-দর্শন।
তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভূতং পঞ্চভূতবিকারসমুদায়াত্মকম্।
চরক-সংহিতা।

(১৫২) শরীরং শ্রয়ণাদ্ভবতি মূর্ত্তিমৎ ষোডশাত্মকম্।
তমাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মণা॥ ৪৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩১ অঃ।

(১৫৩) সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্॥ ৯
ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ॥ ১০—সাংখ্য, ৩ অঃ।

(১৫৪) পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥
শঙ্করাচার্য্য, আত্মানাত্ম-বিবেক।

পঞ্চ-প্রাণের যখন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ইন্দ্রিয়গণেরই মিলিত-বৃত্তিমাত্র, তখন তৎপরিবর্ত্তে, সূক্ষ্ম-ভূতই লিঙ্গ-শরীরের অঙ্গীভূত-উপাদান-স্বরূপ স্থিরীকৃত হওয়াই বিধেয়। লিঙ্গ-শরীরই জীবের সূক্ষ্ম-দেহ, পঞ্চমহাভূত-বিরচিত স্থূল-দেহ আশ্রয়-পূর্ব্বক অবস্থান করে। স্থূলদেহের আশ্রয়-ব্যতীত লিঙ্গ-শরীর থাকিতে পারে না; মরণ-কালে মৃত স্থূল-দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এবং নব-বিনির্ম্মিত স্থূল-দেহে আশ্রয়-লাভ-জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গ-শরীর যথাবশ্যক নূতন স্থূলদেহের অপেক্ষায়, তদন্বেষণে কিছুক্ষণ বা কিছুকাল কষ্ট-কর বিমুক্ত, বিযুক্ত, নিরবলম্বন বা নিরাশ্রয়* অবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেও পারে। (১৫৫) লিঙ্গ-শরীর ষোড়শাত্মক-মাত্র বিবেচিত হইলে, তাহা সৃষ্টিবিধায়ক অহঙ্কার-তত্ত্বের অতিরিক্ত হয় না; কিন্তু, অহঙ্কার-তত্ত্ব যখন মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বের, অধিকন্তু জীবাত্মার, সংস্রব-বিহীন হইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিবার নহে, তখন লিঙ্গ-শরীর সপ্তদশতত্ত্ব- বিরচিত বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত।

বিনয়।—প্রকৃতির পরিণাম বা বিশ্লেষণেই যখন চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যথা-ক্রমে সংসৃষ্ট-ভাবে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তখন স্বাধীন-ভাবে কোন তত্ত্বই বিশ্লিষ্টাবস্থায় থাকিবার নহে; পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ীভূত থাকিয়া, একটী অন্যটীর বিকারমাত্র প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিতে এবং পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত থাকে; আবার মন, উভয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-তন্মাত্র বা পঞ্চ-সূক্ষ্মভূতেই অবস্থান করে। বিষয় বা পঞ্চ-সূক্ষ্মভূতে ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটিলেই মনে তাহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। বুদ্ধির অভাব ঘটিলে বা বুদ্ধি

(১৫৫) চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥ ৪১
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥ ৪২

সাংখ্যকারিকা।

ন জায়তে তু নৃপতে কিঞ্চিৎ কালময়ং পুনঃ।
পরিভ্রমতি ভূতাত্মা দ্যামিবাম্বুধরো মহান্॥ ১৮
স পুনর্জ্জায়তে রাজন্ প্রাপ্যেহায়তনং নৃপ। ১৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৭ অঃ।

* Nascent.

নিশ্চল থাকিলে, বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন আর কার্য্যক্ষম থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত ও পঞ্চ-মহাভূত মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি জীবাত্মার অনুগত। কর্ম্ম-বদ্ধ জীবাত্মা বা চিদাত্মার প্রেরণানুসারে বা ইঙ্গিতে বুদ্ধি মন-দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণকে বিষয়ে নিযুক্ত রাখিয়া কর্ম্ম-সম্পাদন বা ভোগ-সাধন করাইয়া লয়। তত্ত্ব-গণ যতক্ষণ স্পন্দিত, ক্ষোভ-সঙ্কুল বা লালা-সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণই তাহারা বিশিষ্টাবস্থায় থাকিতে পারে; কিন্তু ক্ষোভের অবসান-বশতঃ নিশ্চল এবং নিষ্ক্রিয় হইলেই, তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী-তত্ত্বে তখনই যথাক্রমে বিলীন হইয়া যায়। এবং-প্রকারে তত্ত্বের পর তত্ত্ব অন্তর্মুখে বিলীন হইলে, সর্ব্বশেষে প্রকৃতি-মাত্র অবস্থান করেন; যে তত্ত্বের বিকারে যে তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই তত্ত্বেই সেই তত্ত্ব বিলীন হইয়া থাকে। (১৫৬)

শ্রীচর্য।—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা চিত্ত, চিত্ত অপেক্ষা অব্যক্ত-প্রকৃতি, প্রকৃতি অপেক্ষা জীবাত্মা, জীবাত্মা অপেক্ষা পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা, পরম-পুরুষ বা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। (১৫৭) সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়গণকে এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-সংযুক্ত সচেতন দেহই বুদ্ধির আশ্রয়। বুদ্ধি মনুষ্য-দেহের অভ্যন্তরে তৎসংস্রবে সর্ব্বত্রই অবস্থান করে। পঞ্চভূত মহত্তত্ত্বকে, মহতত্ত্ব

(১৫৬) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৪, ২১৯, ২৩২, ২৪৭, ২৭৮, ৩০৩, ৩০৬ অঃ।

(১৫৭) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১
কঠোপনিষৎ, ১ অঃ, ৩ বল্লী।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৭ অঃ, ২ শ্লোক।

চিত্তমিন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাৎ পরং তস্মাৎ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বুদ্ধিতঃ পরম॥ ১৬
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৪ অঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ, ৪২ শ্লোক।

বুদ্ধিকে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। (১৫৮) পরম-পুরুষ পরমাত্মার প্রভাব সংহৃত হইলেই, সকলই অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরমাত্মা কাহারও আশ্রয় চান না। (১৫৯)

বিনয়।—দেব, নর, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব চতুর্বিংশতিতত্ত্ব-বিনির্ম্মিত এবং অনিত্য। (১৬০) কারণভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ পঞ্চমহাভূত-দ্বারা দেহের সৃষ্টি করিয়া লয় এবং তদ্দ্বারাই বিষয়-সমুদয় প্রকটিত হইয়া থাকে। (১৬১) গুণত্রয়ের সাম্য-ভঙ্গ হইবা-মাত্র, সৃষ্টি-বিধায়ক রজোগুণ সর্ব্বপ্রথমে সত্ত্ব-গুণকে উদ্রিক্ত করে এবং তাহাই মহত্তত্ত্ব-রূপে অভিব্যক্ত হয়। মহত্তত্ত্বের সত্ত্বাংশই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং তামসাংশই অহং-বুদ্ধি, অহং-তত্ত্ব বা অহঙ্কার। পরিণতা প্রকৃতির জীবদেহ-নির্ম্মাণের আবশ্যক তত্ত্বগুলি দেহনির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিলে, অতিরিক্ত তত্ত্ব-সমূহ ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম-ভাবে স্বতন্ত্রীভূতাবস্থায় লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

(১৫৮) তেজো বায়ৌ তু সংসক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্।
নভো মহতি সংযুক্তং মহদ্ বুদ্ধৌ চ সংশ্রিতম্॥ ২১
বুদ্ধিং তমসি সংসক্তাং তমো রজসি সংশ্রিতম্।
রজঃ সত্ত্বে তথা সক্তং সত্ত্বং সক্তং তথাত্মনি॥ ২২
সক্তমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা।
দেবং মোক্ষে চ সংসক্তং মোক্ষং সক্তং তু ন কচিৎ॥ ২৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০১ অঃ।

(১৫৯) স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত।—শ্রুতি।

(১৬০) এষা তত্ত্বচতুর্বিংশা সর্ব্বাকৃতিষু বর্ত্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২৯
এতদ্দেহং সমাখ্যানং ত্রৈলোক্যে সর্ব্বদেহিষু।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেবনরদানবে॥ ৩০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০২ অঃ।

(১৬১) আকাশো বায়ুরূষ্মা চ স্নেহো যশ্চাপি পার্থিবঃ।
এষ পঞ্চসমাহারঃ শরীরমপি নৈকধা॥ ৮

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৯ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি-তত্ত্বের সত্ত্বাংশই ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তামসাংশ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, আসক্তি ও অনৈশ্বর্য্য। অহং-তত্ত্বই সৃষ্টির কারণ; উহার দ্বিবিধ বিকার;—ইন্দ্রিয় (মন ও দশেন্দ্রিয়) এবং পঞ্চতন্মাত্রা বা পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত। প্রকৃতির ক্রমিক বিকার যথা-ক্রমে স্বচ্ছতা-পরিশূণ্য হইয়া ক্রম-স্থূল-ভাবে মলিনতা এবং কঠিণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১৬২) কর্ম্মানুসারে গঠিত বিভিন্ন জীবদেহে বিভিন্ন তত্ত্বের ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। সুকোমল স্ত্রীদেহে ইন্দ্রিয়াংশই অধিক, সুতরাং স্ত্রী-দেহে সত্ত্বাংশের ন্যূণতাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ-সমাচ্ছাদিত ভগবৎ-প্রভাবে প্রবোধিত গুণগণ-দ্বারা অভিভূত আত্মজ্ঞান-বিরহিত জড়-যন্ত্র-স্বরূপ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার বা জীবের বিষয়-বোধের জন্য প্রদীপের ন্যায় বিষয়-সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়। (১৬৩)

বিনয়।—চিত্তই বিষয় প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়-রূপ দ্বার দিয়া বিষয়-প্রতিবিম্ব সমুজ্জ্বল চিত্তে নিপতিত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে। চিত্তে বিষয়াকার প্রতিভাত বা ভাসমান হইলেই, বিষয়-জ্ঞান সমুপস্থিত হইয়া থাকে। (১৬৪) বিষয়-জ্ঞানের উদ্ভাবনই চিত্তের বৃত্তি। ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার নিরুদ্ধ হইলে, যখন চিত্ত বিষয়-প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবার আর সুযোগ পায়

---

(১৬২) অধ্যবসায়োবুদ্ধির্ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্॥ ২৩
অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রা পঞ্চকশ্চৈব॥ ২৪
সাংখ্য-কারিকা।

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।—সাংখ্যদর্শন।

(১৬৩) ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং কুরুতে বুদ্ধিসপ্তমৈঃ।
নির্ব্বিচেষ্টৈরজানদ্ভিঃ পরমাত্মা প্রদীপবৎ॥ ৪২
সৃজতে হি গুণান্ সর্ব্বং ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরিপশ্যতি।
সম্প্রয়োগস্তয়োরেষ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ধ্রুবঃ॥ ৪৩
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৪-অঃ।

(১৬৪) তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্॥ ১৭
দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্॥ ২৩
পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্যপাদ।

না, তখন চিত্তে আর তাহা প্রতিফলিত থাকে না। স্বচ্ছতা-পরিশূন্য বিষয়ের ছায়ার অভাব-বশতঃ চিত্ত-ক্ষেত্র বা চিত্তরূপ-দর্পণ নির্ম্মল হইলেই, সংরক্ষিত ভগবৎ-প্রতিবিম্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন এবং চিত্ত তদাকার ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানই সমুদ্ভাসিত করিয়া দেয়। ইন্দ্রিয়গণ, চিত্ত, বুদ্ধি এবং মনের কোন একটী নিরুদ্ধ হইলেই অন্যগুলি অগত্যা নিরুদ্ধ, নিশ্চল এবং স্থিরীভূত হইয়া যথা-ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। বিষয়-প্রতিবিম্বের অভাবে চিৎ-প্রতিবিম্ব-মাত্রই চিত্তে ভাসমান হইলে বিষয়-জ্ঞান আর থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—চিত্ত-ক্ষেত্রই আদর্শ বা দর্পণ-স্বরূপ। চিত্তরূপ দর্পণে বিষয় প্রতিবিম্বিত না হইলে বিষয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রতীয়মান হয় না, বিষয় মিথ্যাভূত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, বিষয়ের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার বোধগম্য হয় না এবং হইবার নহে। (১৬৫) জ্যোতিঃ-স্বরূপ চিচ্ছায়ার প্রভাব-ব্যতিরেকে চিত্তের অস্তিত্বও সম্ভব নহে। বিষয়ের ছায়াই চিচ্ছায়ার আবরণ। বিষয়ের ছায়া চিত্ত হইতে অপসৃত হইলেই অজ্ঞান আবরণ বা গুণ-গণের সমাচ্ছাদন উন্মোচিত হইয়া যায়, চিচ্ছায়া-মাত্র সমগ্র-ভাবে নির্ম্মল-চিত্তে অবস্থান করে। চিত্ত তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আত্ম-দর্শন-লাভ সংঘটিত হয়; অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অপ্রতিহত-সংযোগ সংস্থাপিত হয়।

বিনয়।—মহত্তত্ত্ব, চিত্ত বা বুদ্ধি-তত্ত্বই যখন সকল তত্ত্বের মূলীভূত কারণ, তখন সকলই চিত্তের অধীন। মহত্তত্ত্বের প্রথম বিকার অহঙ্কার-তত্ত্ব ত্রিগুণ-প্রভাবে বিকার-প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভাবে স্ফুরিত হইলে, যখন তাহার সত্ত্বপ্রধান পরিণামে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃপ্রধান পরিণামে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তমঃপ্রধান পরিণামে পঞ্চ-তন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তখন তৎ-সমুদয়ের কোনটী নিরুদ্ধ বা সংযত হইলেই, বিকার তিরোহিত হইয়া একটী অন্যটীতে যথাক্রমে বিলীন হইয়া যায় এবং নির্ম্মল চিত্তই চিচ্ছায়া ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে। অতঃপর যথা-ক্রমে গুণত্রয়-পর্য্যন্ত সাম্যভাব ধারণ-পূর্ব্বক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত-পর্য্যন্ত বিলয়-প্রাপ্ত হয়, মূলা বা প্রধানা প্রকৃতি-মাত্র

(১৬৫) ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ। ১৬

পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্যপাদ।

অবস্থান করিতে থাকেন, চিৎ-প্রতিবিম্ব বা চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবার স্থানাভাব-বশতঃ সম্বরিত হইয়া যায়, উভয়েরই মোক্ষ-সাধন বা কৈবল্য-লাভ তৎকারণ তৎকালে স্বতঃই সংসিদ্ধ হইয়া থাকে; (১৬৬) কাহারও ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং দশেন্দ্রিয়-দ্বারাই সর্ব্ব কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তৎকারণ উহারা করণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (১৬৭) কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা আহরণ বা বিষয়গ্রহণ; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের মিলিত-বৃত্তি-স্বরূপ প্রাণাদি-দ্বারা ধারণ বা জীবনরক্ষা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রকাশ-কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। (১৬৮) মহত্তত্ত্ব বা চিত্তই বৃত্তি-ভেদে বুদ্ধি; চিচ্ছক্তি বা চিৎপ্রতিবিম্ব চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া নির্ম্মল বুদ্ধিক্ষেত্রেই সংরক্ষিত হয় এবং তথায় পরম-পুরুষ বা পূর্ণজ্ঞান পূর্ণরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব যতক্ষণ বুদ্ধিক্ষেত্রে সংরক্ষিত থাকে, ততক্ষণই অনিত্য জড়দেহে চৈতন্য অবস্থান করে, ততক্ষণই জড়দেহ তৎপ্রভাবে চেতনায়মান থাকে। চিৎপ্রতিবিম্ব সংহৃত হইলে, অথবা লিঙ্গ-শরীর দেহ-ত্যাগ করিলেই, জীব-দেহ অচেতন হইয়া পড়ে।

---

(১৬৬) পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। ৩৪
পাতঞ্জল-দর্শন, কৈবল্যপাদ।

গুণৈর্নেনীয়তে বুদ্ধির্বুদ্ধিরেবেন্দ্রিয়াণ্যপি।
মনঃষষ্ঠানি ভূতানি তদভাবে কুতোগুণাঃ॥ ১৭
ইতি তন্ময়মেবৈতং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রলীয়তে চোদ্ভবতি তস্মান্নির্দ্দিশ্যতে তথা॥ ১৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৪ অঃ।

(১৬৭) সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥ ৩৫
সাংখ্য-কারিকা।

(১৬৮) করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ॥ ৩২
সাংখ্য-কারিকা।

বিনয়।—জীবের প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে ক্রিয়মান গুণত্রয়-প্রভাবে বুদ্ধি উদ্রিক্ত হইয়া মন-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা সম্পাদন করিলে, ইন্দ্রিয়গণ প্রদীপের ন্যায় বিষয়-সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়। (১৬৯) বিষয় প্রকাশিত হইলে, সংকল্প-স্বভাব উভয়াত্মক মন তৎসম্বন্ধে সংশয়োৎপাদন বা স্বরূপ-নির্ণয় করিয়া দেয়, তৎপরে বুদ্ধি তাহার যাথার্থ্য-নির্ণয় বা সম্যক্-বিচার করিয়া লয়। (১৭০) বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। নিশ্চয়-সম্পাদন বুদ্ধির, অভিমান-সংস্থাপন অহঙ্কারের এবং স্বরূপ-স্থিরীকরণ সংকল্পাত্মক মনের নিজস্ব বৃত্তি বা কার্য্য। গুণ-ত্রয় আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়গণকে যেভাবে যে পরিমাণে অভিভূত করে, ইন্দ্রিয়গণ তদনুসারে বিষয়-সংসর্গে লিপ্ত বা আসক্ত হইয়া দূষিত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংসর্গে দূষিত হইলে, বুদ্ধিও দূষিত হইয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত-বুদ্ধির প্রভাবেই জীবাত্মার কর্তৃত্বাভিমান বা কর্ত্তা-ভ্রম জন্মিয়া থাকে এবং অকারণ প্রীতি-সম্পন্ন, দুঃখ-যুক্ত বা সুখদুঃখ-বিহীন ভাব অনুভব করিয়া থাকেন। (১৭১)

শ্রীহর্ষ।—গুণদুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের দূষিত সংস্রবে গুণাভিভূত হইয়া বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং বহুবিধ বিষয়ের সংস্পর্শে বহু-ভাব

---

(১৬৯) ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং ক্রিয়তে বুদ্ধিরন্তরা।
নিশ্চক্ষুভিরজানদ্ভিরিন্দ্রিয়াণি প্রদীপবৎ॥ ৩৮

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৮৬ অঃ।

(১৭০) পূর্ব্বং চেতয়তে জন্তুরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ পৃথক্।
বিচার্য্য মনসা পশ্চাদথ বুদ্ধ্যা ব্যবস্যতি।
ইন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধার্থান্ বুদ্ধিমাংস্তু ব্যবস্যতি॥ ১৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অঃ।

(১৭১) অধিষ্ঠানানি বুদ্ধের্হি পৃথগর্থানি পঞ্চধা।
ইন্দ্রিয়াণীতি যান্যাহুস্তান্যদৃশ্যোঽধিতিষ্ঠতি॥ ২১
পুরুষে তিষ্ঠতি বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ত্ততে।
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদনুশোচতি॥ ২২
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদপিবর্ত্ততে।
এবং নরাণাং মনসি ত্রিষু ভাবেষবস্থিতা॥ ২৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৪ অঃ।

ধারণ করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে মনে বিষয় এবং বুদ্ধিতে মন অবস্থাপিত হইলে, নিশ্চলতা-প্রযুক্ত তৎসমুদয় যখন অহঙ্কারে বিলীন হইতে থাকে, তখনই মন এবং বুদ্ধি একীভূত হইয়া যায়। (১৭২) মানুষ-দেহে মন এবং বুদ্ধি যতক্ষণ স্বতন্ত্রীভূতাবস্থায় অবস্থান করে, ততক্ষণই উভয়ে বিভিন্ন বৃত্তি দ্বারা বিভিন্ন-ভাবে সমলঙ্কৃত থাকে।

বিনয়।—ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ক-কৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎ-প্রবৃত্তি, অসৎ-প্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয় গুণে মন এবং সুষুপ্তি, উৎসাহ, একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণকারিতা এই পাঁচ গুণে বুদ্ধি স্বতন্ত্রীভূত-ভাবে সমলঙ্কৃত থাকে। (১৭৩) বুদ্ধি অধিকন্তু পঞ্চ-মহাভূতের সমুদয় গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তির প্রভাবে বিশ্লিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যত-ক্ষণ জীবদেহ সংরক্ষণ করিয়া থাকে, তত-ক্ষণ এই সকল গুণ চৈতন্যের সহিত সংস্পৃষ্ট-ভাবে জীব দেহে অবস্থান করে।

শ্রীহর্ষ।—বুদ্ধির বৃত্তি-সমূহের মধ্যে জাগরণ সত্ত্বগুণের উত্তেজনায়, স্বপ্ন রজোগুণের উত্তেজনায় এবং সুষুপ্তি তমোগুণের উত্তেজনায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে আকৃষ্ট থাকিয়া জীবাত্মা জ্ঞানের আবরণ কারিণী বুদ্ধির এই ত্রিবিধা বৃত্তি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন এবং মানুষ-দেহে তাহারই

(১৭২) যদর্থং বহুধাবাস্তে মনস্তৎ পরিসীদতি।
পৃথগ্‌ভূতং মনোবুদ্ধ্যা মনোভবতি কেবলম্‌॥ ১৩
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৩ অঃ।

পঞ্চ সংবিচ্চিত্তিশ্চৈব [illegible] পরিপঠ্যতে।
পঞ্চধা [illegible] মনসা পরিকীর্ত্তিতা॥—শ্রুতিঃ।

(১৭৩) ধৈর্য্যোপপত্তির্ব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ॥ ৯
ইষ্টানিষ্টবিপত্তিশ্চ ব্যবসায়ঃ সমাধিতা
সংশয়ঃ প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণান্‌ বিদুঃ॥ ১০
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৫ অঃ।

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্‌॥ ২৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৬ অঃ।

ফলে, যত অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। (১৭৪) বুদ্ধির এই ত্রিবিধা বৃত্তি অধীনস্থ মনেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বক্ষণ কার্য্যক্ষম থাকে না, শ্রান্তি-নিবন্ধন নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই জীবদেহ নিদ্রা-সুখ অনুভব করে। বুদ্ধির অনুশাসনে সংকল্প-স্বভাব মনের কিন্তু বিশ্রাম নাই; মানুষকে বিষয়ানুভব করাইতে মন বিরত থাকে না। মানুষ জাগ্রদবস্থায় যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায়, স্বপ্নে, তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। (১৭৫)

বিনয়।—সংকল্প-স্বভাব মনই যখন স্বপ্ন-ভাব সমুদিত করিয়া দেয়, তখন তাহাও সংকল্প-মূলক। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের পরিস্ফুটতা-নিবন্ধন সংকল্প-সমুদ্ভূত মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত না হইলেও, নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের অপরিস্ফুটতা-নিবন্ধন স্বপ্ন-ভাব সত্যেরই ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্মানুসারে গুণাভিভূত জীবাত্মার প্রেরণায় বা উত্তেজনায় গুণাভিভূত বুদ্ধি মনকে যে বিষয়ে যে ভাবে প্রেরণ করে, চিত্ত সেই সকল বিষয়ের আকার ধারণ করিয়া মানুষকে সুখ-দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি একত্র-সমবেত থাকে, কিন্তু সুষুপ্তি-সময়ে তদ্রূপ

(১৭৪) জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ২৭
যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৩ অঃ।

(১৭৫) ইন্দ্রিয়াণাং স্বকর্ম্মভ্যঃ শ্রমাদুপরমো যদা।
ভবতীন্দ্রিয়সন্ন্যাসাদথ স্বপিতি বৈ নরঃ॥ ২৩
ইন্দ্রিয়াণাং ব্যুপরমে মনোঽনুপরতং যদি।
সেবতে বিষয়ানেব তদ্বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্॥ ২৫
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৪ অঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং শ্রমাৎ স্বপ্নমাহুঃ সর্ব্বগতং বুধাঃ।
মনসস্তু প্রলীনত্বাত্তত্তদাহুর্নিদর্শনম্॥ ৬
কার্য্যব্যাসক্তমনসঃ সঙ্কল্পো জাগ্রতো হ্যপি।
যদ্বন্মনোরথৈশ্বর্য্যং স্বপ্নে তদ্বন্মনোগতম্॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৬ অঃ।

থাকে না। সুষুপ্তিকালে চিত্ত তমোগুণে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযোগ সংহৃত হইয়া যথাক্রমে চিত্তে বিলীন হইয়া যায় এবং একীভূত মন ও বুদ্ধি চিত্তে যখন এবং-প্রকারে অবস্থাপিত হয়, জীবাত্মা তখন চিত্তাকার ধারণ-পূর্ব্বক চিত্তেই প্রতিভাত হইতে থাকেন।

শ্রীহর্ষ।—স্বপ্নযোগে মানব রজঃ এবং তমোগুণে অভিভূত হইয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থকে। সত্ত্বের আশ্রয়ে জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হইতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে মানব জাগরণে অভ্যস্ত হইয়া আসে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইলে মানব নিরবচ্ছিন্ন জাগ্রত থাকে। আত্মার প্রভাবে মন যখন সর্ব্বভূতেই পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তখন আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে আত্মার সুপ্রসন্নতা-বশতঃ তাঁহাদের জাগ্রদবস্থায় সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে; তাঁহাদের স্বপ্নভাবও তদনুরূপ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। রাজস এবং তামস মানুষও নিজ নিজ মনোবৃত্তির অনুরূপ ভাব জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নযোগে অনুভব করিয়া থাকে। আবার স্বপ্নে যাহা অনুভূত হয়, তাহাও জাগ্রদ্দশায় অনুভূত হইয়া থাকে।

বিনয়।—স্বপ্নাবস্থায় লিঙ্গ-শরীর মনঃ-সংযোগে গ্রামোফোনের (gramophone) কার্য্য করে। জাগ্রদবস্থায় চিত্ত বহুবিধ বিষয়ের অঙ্কন গ্রহণ করিয়া থাকে। চিত্তের তামসাচ্ছাদন যতই ঘোরতর হইবে, ততই সেই সকল অঙ্কন সংরক্ষিত থাকিবে এবং স্বপ্নযোগে তাহাতে মনঃ-সংযোগ ঘটিলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলই বিপরীত-ভাবে সঞ্চালিত হইয়া জীব-দেহে ভোগ-সম্পাদন করাইয়া দিবে। এমনও হয়, কোন এক বিষয়ের অঙ্কন জাগ্রদ্দশায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অসম্পূর্ণ ও অলক্ষিত ভাবে গৃহীত হইয়া চিত্তে যথা-ক্রমে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; স্বপ্নযোগে তৎসমুদয় সমবেত-ভাবে মনকে ক্রিয়মান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় সম্যক্ অনুভূতিই মানুষ-দেহে সমুৎপাদন করিতেছে। পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়গণ স্বপ্নাবস্থায় নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকিলেও দূরগমনশীল, বহুধাগামী, সংশয়োদ্দীপক, সংকল্পস্বভাব মন বিষয়-সঙ্গের অসত্ত্বেও সংকল্পজ-অনুরাগ এবং ভোগ দেহে সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—পরিশ্রান্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, স্বপ্নযোগে মনের উত্তেজনায় তাহাদের কোন কোনটী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াও থাকে। স্বামী-স্ত্রী,

বা প্রণয়ী প্রণয়িণী, বহুদূরান্তরে থাকিয়াও স্বপ্নযোগে মনেরই উত্তেজনায় মিলন-সুখ অনুভব করিয়া থাকে। আবার একজনের মন উদ্বেলিত হইলে, তাহার বেলা সুদূরে সঞ্চারিত হইয়া সমগঠিত ভিন্ন-দেহস্থ মনকেও উদ্বেলিত করিয়া দেয়। তাড়িতবার্ত্তা-প্রেরণের তারহীন যন্ত্রের ক্রিয়া যেমন সুদূরে সঞ্চারিত হইয়া যন্ত্রান্তরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, মনের ক্রিয়াও তদ্রূপ সুদূরে সঞ্চালিত হইয়া মনান্তরে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এবং-প্রকারে একাগ্র-মনঃসংযোগ-দ্বারা নিশ্চলতা, স্তব্ধতা, স্তম্ভন প্রভৃতি মনান্তরেও অবস্থাপিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—স্বপ্নাবস্থায় স্থূল-দেহই নিশ্চেষ্টাবস্থায় শায়িত থাকে, লিঙ্গ শরীরই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। লিঙ্গ-শরীরের ক্রিয়া দূর-দূরান্তরে সম্পাদিত হইলেও, লিঙ্গ-শরীরকে স্থূল-দেহ পরিত্যাগ করিতে হয় না। লিঙ্গ-শরীর স্থূলদেহ হইতে পৃথগ্-ভূত না হইয়াও, তাড়িতবার্ত্তা-প্রেরণের তারহীন-যন্ত্রের ন্যায় সুদূরে ক্রিয়াসম্পন্ন করিতেও সক্ষম হয়। নিত্য-কল্পনাত্মক বা সংকল্প-স্বভাব মন যে বিষয়ের কল্পনা করিবে, তাহারই আকার চিত্তে বা চিত্তান্তরে অর্পণ-পূর্ব্বক বিষয় সঙ্গের অসত্ত্বেও বিষয়ানুভব করিতে বা করাইতে সমধিক সমর্থ। এবং-প্রকারে লিঙ্গ-শরীর সুদূরে আপনার স্থূলদেহের আকার চিত্তান্তরে সমর্পণ-পূর্ব্বক আপনাকে অপরের নিকট অভিব্যক্ত করিয়াও থাকে। লিঙ্গ শরীরের এবং-বিধ চালনা যোগ-বল ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে যখন রজস্তমঃ সমধিক হীনপ্রভ হইয়া যায়, যখন তজ্জনিত তামসাচ্ছাদন নিবারিত হইয়া চিত্ত নিজস্ব নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, বিষয় প্রতিবিম্ব দ্বারা আর সমাচ্ছাদিত থাকে না, তখন জ্যোতিঃ-স্বরূপ চিৎ প্রতিবিম্ব মাত্রই চিত্তে ভাসমান হইয়া থাকে। (১৭৬)

শ্রীচন।—মন জড় ও অনিত্য তত্ত্ব-বিশেষ হইলেও সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, যতকাল জীবের মোক্ষ সাধন না হয়, ততকাল লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ বা উদ্রিক্ত থাকে। লিঙ্গ-শরীরই জীবাত্মার পিঞ্জর স্বরূপ, বুদ্ধির নিশ্চলতা প্রযুক্ত লিঙ্গ-শরীরের অঙ্গীভূত ভূতেন্দ্রিয়মন যখন যথা-ক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া যায়, তখনই লিঙ্গশরীরের বিলোপ-সাধন ঘটে এবং জীবাত্মা সত্বর মোক্ষলাভ করেন। যতকাল লিঙ্গ-শরীর গঠিত এবং বর্ত্তমান থাকে, ততকাল স্থূল-দেহই বারংবার

(১৭৬) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৪ ২১১ ২১২, ২৯৯, ৩১৪ ৩২০ অঃ।

পরিবর্ত্তিত, ক্ষীণ বা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লিঙ্গ-শরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি কোন কালেই নাই। (১৭৭) মন এবং বুদ্ধি চিত্তে একীভূত হয় বলিয়া এবং পুরুষ চিত্তে বা বুদ্ধি-ক্ষেত্রেই প্রতিবিম্বিত থাকেন বলিয়া, শ্রুতিতে পুরুষ মনোময় এবং মনই লিঙ্গ-শরীর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৭৮)

বিনয়।—মন শক্তি-স্বরূপ, সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বভূতে প্রবাহিত হইয়া অপরের মন-পর্য্যন্ত বিষয়ীভূত করিয়া লইতে এবং তদাকার চিত্তস্থ করিতে সমর্থ হয়। সংকল্পরূপী কাম-সম্ভব চিন্তা ও বিকল্প বা বিশেষ চিন্তা মনের এবং দ্রব্যের স্ফুরণ-রূপ বিজ্ঞান বা সংশয় ও নিশ্চয়জ্ঞান বুদ্ধির, স্বভাবিক বৃত্তি হইতেছে। (১৭৯) বুদ্ধি নিশ্চল হইলে, মনও নিশ্চল হয়; মন নিশ্চল হইলে, ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই

---

(১৭৭) চন্দ্রমা ইব ভূতানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ।
লীয়তে প্রতিবুদ্ধত্বাদেবমেষ হ্যবুদ্ধিমান্॥ ৩
কলা পঞ্চদশী যোনিস্তদ্ধাম প্রতিবুধ্যতে।
নিত্যমেতদ্বিজানীহি সোমং বৈ ষোড়শীং কলাম্॥ ৪
কলায়াং জায়তেঽজস্রং পুনঃ পুনরবুদ্ধিমান।
ধাম তস্যোপমগ্নস্তি ভূয় এবোপজায়তে॥ ৫
ষোড়শী তু কলা সূক্ষ্মা স সোম উপধার্য্যতাম্।
ন ত্বুপযুজ্যতে দেবৈর্দেবানুপযুনক্তি সা॥ ৬
এতামক্ষপয়িত্বা হি জায়তে নৃপসত্তম।
সা হ্যস্য প্রকৃতির্দৃষ্টা তৎ ক্ষয়ান্মোক্ষ উচ্যতে॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৪ অঃ।

(১৭৮) মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ। * * লিঙ্গং মনঃ * *।—শ্রুতিঃ।

(১৭৯) বৈকারিকান্ বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ॥ ২৬
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদ্বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ॥ ২৮
সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেবচ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্॥ ২৯

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৬ অঃ।

সঙ্কল্পোবাব মনসোভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ॥* * * ১

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭ প্রঃ, ৪ খঃ।

নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। মন এককালে একাধিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রেরিত না হইয়া যতই একের উপর বিনিবিষ্ট থাকিবে, মানুষ ততই একাগ্রতা-জনিত শক্তিসম্পন্ন এবং কার্য্যক্ষম হইবে। যোগি-গণের মন তৎকারণ অত্যধিক ক্ষমবান্, সুদূরদর্শী, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মদর্শী ও সুদূরগামী এবং সর্ব্বভূতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। বিষয় উপভোগের যন্ত্র-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গণ বুদ্ধির অনুশাসনে যখন মন-দ্বারা চালিত হয়, তখন রজোগুণ হইতে বিষয়-বাসনা বা কামনা উদ্রিক্ত হইয়াই বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-সংসর্গে বিলিপ্ত করিতেছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং কামনা বুদ্ধিনিষ্ঠই হইতেছে, আত্মার সহিত তাহার সংস্রব-মাত্র নাই। (১৮০)

শ্রীহর্ষ।—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। কামই জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া দেহিগণকে বিমোহিত করিয়া রাখে। বুদ্ধি-দ্বারা মনকে সংযত রাখিলে কাম আর সম্ভূত হইবার সুযোগ পায় না। বুদ্ধি নিশ্চল বা স্থিরীকৃত হইবা-মাত্র চিৎ-প্রতিবিম্ব বা জ্ঞান স্বতঃই ভাসমান হইয়া উঠিবে, আবার জ্ঞান-দ্বারাই দূষিত বুদ্ধি সংস্কৃত হইয়া যাইবে। গুরুর উপদেশ বা তৎ-প্রদত্ত জ্ঞান এবং সৎ-সঙ্গ তৎকারণ অবহেলিত হইবার নহে। জ্ঞান যেখানেই সন্নিহিত থাকুক, পুস্তকেই থাকুক বা মানুষেই থাকুক, জ্ঞানের উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলেই দূষিতা বুদ্ধি সংস্কৃতা হইয়া থাকে।

বিনয়।—বুদ্ধি সংস্কৃত বা চেষ্টা-শূন্য হইলেই মন-দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক বিষয়-সংসর্গ পরিত্যাগ করাইবে; তখন ইন্দ্রিয়গণ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় অবস্থাপিত হইবে। উহাদের কোন একটী

---

(১৮০) কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। ৩৭
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌॥ ৪০
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্‌॥ ৪৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

নিরুদ্ধ হইয়া অন্তটীকে অবস্থাপিত হইলে, সকলেই যখন নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া যাইবে, তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া জীবের মোক্ষসাধন ঘটাইবে। বুদ্ধির সংস্কারই জীবাত্মার প্রধানতম প্রয়োজন। বুদ্ধিতেই জীবাত্মা অবস্থাপিত। (১৮১) মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা সূক্ষ্ম-ভূতেরই প্রবোধক, সুতরাং সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গণেরই প্রভু, কিন্তু বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-গণ বিষয় গ্রহণের জন্য জড়-যন্ত্রের অতিরিক্ত নহে বলিয়া উহারা নিজ নিজ কারণ-পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে। মন ব্যাকুল বা উদাসীন থাকিলে, কোন ইন্দ্রিয়ই বিষয়ে উপরত হয় না। নিত্য-চঞ্চল মনের নিশ্চলতা-সম্পাদনই পরম যোগ। (১৮২)

---

(১৮১) যদা নির্গুণমাপ্নোতি ধ্যানং মনসি পূর্ব্বজম্।
তদা প্রজ্ঞায়তে ব্রহ্ম নিকষং নিকষে যথা॥ ১২
মনসস্তুপঙ্গত' পূর্ব্বমিন্দ্রিয়ার্থনিদর্শকম্।
ন সমক্ষগুণাপেক্ষি নির্গুণস্য নিদর্শকম্॥ ১৩
সর্ব্বাণ্যেতানি সংবার্য্য দ্বারাণি মনসি স্থিতঃ।
মনস্যেকাগ্রতাং কৃত্বা তৎপরং প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৫ অঃ।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২
যচ্ছেদ্বা মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তৎযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩
কঠোপনিষৎ, ২ অঃ, ৩ বল্লী।

(১৮২) যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ৩০
কঠোপনিষৎ, ২ অঃ, ৩ বল্লী।

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্নভাব উপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জত প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ॥ ২৩
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কঃ, ২৬ অঃ।

পরোঽহি যোগোমনসঃ সমাধিঃ। ৪৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কঃ, ২৩ অঃ।

এতাবান্ যোগ আদিষ্টোমচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতোমন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥ ১৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কঃ, ১৩ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—মন বিষয়ে সংযুক্ত বা নিয়োজিত হইলেই ক্ষুব্ধ হয়। বিষয় শ্রুত বা দৃষ্ট না হইলে মনঃ-ক্ষোভ সংঘটিত হয় না। বুদ্ধি বিষয়ে উপরত হইতে ক্ষান্ত হইলে, মন বিষয়ে প্রেরিত হয় না। মন বিষয়ে প্রেরিত না হইলে, বিষয় শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। জীবের অদৃষ্ট বা পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্মানুসারে উদ্রিক্ত গুণ-গণ আকর্ষিত চিৎ-প্রতিবিম্বকে যে পরিমাণে সমাচ্ছাদিত বা অবরুদ্ধ রাখিবে, বিষয়ের প্রতি বুদ্ধির আসক্তিও সেই পরিমানে সমুৎপাদিত হইয়া বুদ্ধিকে দূষিত করিবে। দূষিত বুদ্ধির কার্য্য তৎকারণ ভগবৎ-প্রেরণানুসারে সম্পাদিত হয়, বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বুদ্ধির কার্য্যের সহিত জীবাত্মার কোন সংস্রব থাকে না, গুণাভিভূত জীবাত্মার বিমুক্ত প্রভাবের প্রাথর্য্যানুসারে স্বতঃই সম্পাদিত হয়-মাত্র। জীবাত্মা বা চিচ্ছক্তির অভাবে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের কোন তত্ত্বই যখন অভিব্যক্ত থাকিতে পারে না, তখন জীবাত্মায় কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইলে, তাহা সৃষ্টি-তত্ত্ব সহজ-বোধ্য করিবার জন্যই হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (১৮৩)

জীবাত্মা।

বিনয়।—পুরুষের সংযোজনায়, সম্মিলনে বা উত্তেজনায় সূক্ষ্মা প্রকৃতি সৃষ্টি-বিধানার্থে ক্রম-স্থূল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে পরিণত হইতে আরব্ধ হইলেই, জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ চিত্ত, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি-তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত বা অনুপ্রবিষ্ট হন। যতক্ষণ সেই পুরুষ-প্রতিবিম্ব অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, ততক্ষণই তিনি জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সূর্য্য-প্রতিবিম্বের সহিত সূর্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা বা পরম-পুরুষেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। তাঁহাদের মধ্যে যে ভেদ, তাহা ঔপাধিক, নাম-মাত্র। (১৮৪)

---

(১৮৩) প্রকৃতি বাস্তবেচ পুরুষস্যাধ্যাস সিদ্ধিঃ ॥ ৫—সংখ্যাসূত্র, ২ অঃ।

(১৮৪) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৭, ২২২, ৩০৩ অঃ।

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজম অবাসৃজৎ।—মনু-সংহিতা।

তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।৬

অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। ২

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬ প্রঃ, ৩ খঃ।

শ্রীহর্ষ।—চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত বিবিধ জীবদেহে পরমাত্মা বা পরম-পুরুষ বিবিধ অংশে বিভক্ত হইয়া, সূর্য্য-প্রতিবিম্ব যেমন বিবিধ দর্পণে, বিবিধ আকারে, প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বহু-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিবিধ ঘটস্থ জল বা আকাশ যেমন বিবিধ অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং ঘটের বিনাশে যেমন জলে জল, আকাশে আকাশ, মিলিয়া পুনরায় একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত বিবিধ দেহে পরম-পুরুষ বা পরমাত্মা জীবাত্মা-স্বরূপে আকৃষ্ট এবং রক্ষিত হইয়া বিবিধ অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকেন এবং দেহের বিনাশে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যথা-ক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া পুনরায় সূক্ষ্মা প্রাকৃতিতে আনীত হইলেই জীবাত্মা বা পুরুষ, পরমাত্মা বা পরম-পুরুষের সহিত সমগ্র-সংযোগ-বশতঃ একীভূত হইয়া যান। দর্পণস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব এবং ঘটস্থ জল বা আকাশ, দর্পণ এবং ঘটের সংখ্যানুসারে অসংখ্য বিবিধ-অস্তিত্বে বিবেচিত হওয়া সঙ্গত হইলে, দেহস্থ পুরুষও অসংখ্য বিবিধ-পৃথগস্তিত্বে বিবেচিত হইতে পারেন। (১৮৫)

বিনয়।—কর্ম্মবদ্ধ জীবাত্মা, জীবের কৃত কর্ম্মানুসারে, ফলভোগ-সাধন-জন্য, বিবিধ দেহে আশ্রয়-গ্রহণ করেন, কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলেই, যখন দেহের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয় এবং দেহ-রূপ ঘট বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন দেহের বিনাশে লিঙ্গ-শরীর-পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইলে, প্রতিবিম্ব-গ্রহণোপযোগী চিত্তরূপ-দর্পণের অভাবে, ভগবৎ-প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত বা সংহৃত হইয়া যায়, পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকে না, পরম-পুরুষের সহিত জীবাত্মা বা পুরুষ একীভূত হইয়া যান। পরম-পুরুষের সহিত পুরুষের পার্থক্য বস্তুতঃ নাই, তৎকারণ সাংখ্য-মতে তাহা গৃহীত হয় নাই,

(১৮৫) যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৪
কঠোপনিষৎ, ২ অঃ, ১ বল্লী।

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা।
আকাশে সংপ্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীবা ইহাত্মনি॥ ৪
মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, অদ্বৈতপ্রকরণ।

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে নহি ক্বচিৎ॥ ৭
পঞ্চদশী, ৬। ২৩৬।

তাঁহাদের ঔপাধিক ভেদ-মাত্র বিবেচিত হইয়াছে। জীবদেহে, পুরুষ-সংযোগে, জীবত্বের আবির্ভাব, স্থিতি এবং তিরোভাব প্রতিবিম্বিত পুরুষেরই অধীন এবং তাঁহারই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। (১৮৬)

শ্রীহর্ষ।—সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই নিত্য, অবিচল, অনাদি, অনন্ত, অলিঙ্গ ও অব্যক্ত, সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয়েই উভয়ে বিলীন হইয়া স্ব-স্বরূপে থাকেন। (১৮৭) সৃষ্টি-বিধানার্থে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার আরম্ভ হইলে, প্রকৃতি যথাক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু লক্ষণ-চতুষ্টয়-সম্পন্ন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিনির্ম্মিত যে দেহে পরিণত হন, তাহাই তাঁহার ব্যক্ত-ভাব। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যথাক্রমে বিলীন হইয়া জন্মাদিলক্ষণ-চতুষ্টয়-বর্জ্জিত হইলেই প্রকৃতি তাঁহার মৌলিক সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত ভাব ধারণ করেন। (১৮৮) যতদিন জীবদেহ

---

(১৮৬) প্রকৃতেশ্চ বিকারাণাং দ্রষ্টারমগুণান্বিতম্।
অগ্রাহ্যৌ পুরুষাবেতাবলিঙ্গত্বাদসংহতৌ ॥ ১০
সংযোগলক্ষণোৎপত্তিঃ কর্ম্মণা গৃহ্যতে তথা।
করণৈঃ কর্ম্মনির্বৃত্তিঃ কর্ত্তা যদযদ্বিচেষ্টতে ॥ ১১
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, অঃ ২১৭।

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত। ৭
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১ অঃ, ৪ ব্রাঃ।

(১৮৭) তং বিশেষমবেক্ষেত বিশেষেণ বিচক্ষণঃ।
অনাদ্যন্তাবুভাবেতাবলিঙ্গৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ৭
উভৌ নিত্যাববিচলৌ মহদ্ভ্যশ্চ মহত্তরৌ।
সামান্যমেতদুভয়োরেবং হ্যন্যদ্বিশেষণম্ ॥ ৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৭ অঃ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩ অঃ।

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥ ৭২—সাংখ্য-সূত্র, ৫ অঃ।

(১৮৮) প্রোক্তং তদব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্দ্ধতে চ যৎ।
জীর্য্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্বৃতম্ ॥ ৩০
বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্।
দ্বাবাত্মানৌ চ বেদেষু সিদ্ধান্তেষ্বপ্যুদাহৃতৌ ॥ ৩১

বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পুরুষ তদভ্যন্তরে চিৎ-প্রতিবিম্ব-স্বরূপে আকৃষ্ট থাকেন, ততদিন তিনি প্রকৃতির দূষিত সংসর্গে তমঃ-প্রধান স্থূল-তত্ত্বে গ্রস্ত হইয়া গুণাভিভূত বা অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন থাকেন, ততদিন তিনি স্বয়ং-কর্ত্তা-ভ্রমে কর্ত্তৃত্বাভিমান অনুভব করিয়া থাকেন। (১৮৯) বস্তুতঃ গুণ-ত্রয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব-সমুদয় জীবাত্মার আশ্রয় নহে, পরম-পুরুষ বা পরমাত্মাই জীবাত্মার নিত্য-সংযোগ-জনিত এক-মাত্র আশ্রয়।

বিনয়।—পরম-পুরুষ বিকার-প্রাপ্তা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই যখন জীবাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তখন পরম-পুরুষ-ব্যতিরেকে জীবাত্মার অন্য কোন আশ্রয় বা স্রষ্টা থাকিতে পারেন না। জীবদেহস্থ লিঙ্গ-শরীরে, বুদ্ধি বা চিত্তের সমুজ্জল ক্ষেত্রে, পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে, চিৎ-প্রতিবিম্ব ভাসমান থাকেন এবং উদাসীন দ্রষ্টা বা সাক্ষী-স্বরূপে, তৎ-প্রভাবে প্রকৃতি-কর্ত্তৃক প্রকটীকৃত বিশ্ব বা বিষয়-সমুদয় উদাসীন-ভাবে পর্যবেক্ষণ-মাত্র করেন; প্রকৃতির পরিণতাবস্থা বা বন্ধন-সংরক্ষণ-জন্য আবশ্যক প্রভাব-মাত্র বিস্তীর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ-দ্বারা যতক্ষণ না ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণই গুণ-ত্রয়ের সাম্য-ভঙ্গ রক্ষা করিবে, ততক্ষণই প্রকৃতি বিশ্লিষ্ট থাকিয়া চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণ করিতে থাকিবেন এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিনির্ম্মিত জীবদেহে কর্ম্মফলানুসারে সুখ-দুঃখ-স্বরূপ বিবিধ ভোগ উৎপাদন করিয়া লইবেন। জীবদেহে কর্ম্মফলানুসারে সমুৎপাদিত সুখ-দুঃখের ভোগ জীবাত্মা, তৎ-প্রভাবে উদ্রিক্ত

চতুর্লক্ষণজং ত্বাদ্যং চতুর্ব্বর্গং প্রচক্ষতে।
ব্যক্তমব্যক্তজং চৈব তথা বুদ্ধমচেতনম্॥ ৩২

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩৬ অঃ।

(১৮৯) স্বভাবাৎ সম্প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে তথৈবচ।
সর্ব্বে ভাবাস্তথাভাবাঃ পুরুষার্থোন বিদ্যতে॥ ১৫
পুরুষার্থস্য চাভাবে নাস্তি কশ্চিচ্চ কারকঃ।
স্বয়ং ন কুর্ব্বতস্তস্য জাতা মানোদ্ভবেদিহ॥ ১৬
যস্তু কর্ত্তারমাত্মানং মন্যতে সাধ্বসাধু বা।
তস্য দোষবতী প্রজ্ঞা অতত্ত্বজ্ঞেতি মে মতিঃ॥ ১৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২২২ অঃ।

চৈতন্য-স্বরূপে, অনুভব-মাত্র করিয়া থাকেন, স্বয়ং উপভোগ করেন না। (১৯০) পুনর্জ্জন্ম-লাভই দুঃখবিধায়ক নরক-ভোগ।*

শ্রীহর্ষ।— জীবাত্মা তত্ত্ব হইতে পৃথক্ হইলেও, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বে অবস্থান-পূর্ব্বক জীবদেহে জীবত্ব বা জীবের চৈতন্য উদ্রিক্ত বা প্রদান করেন বলিয়া, পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব-স্বরূপে বেদান্ত-দর্শনে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (১৯১) কর্ম্মবদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা লিঙ্গশরীর-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া, প্রকৃতি-সঙ্গ-বশতঃ গুণমুগ্ধ বা অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন হইয়া, কর্ম্মফলের ভোগ-সম্পাদনার্থে কর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট বিবিধ যোনি আশ্রয় করিয়া থাকেন। জীবাত্মা স্বয়ং গুণাতীত এবং সুখ-দুঃখ-বিহীন হইলেও গুণোদ্ভূত কর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট বা রুদ্ধ এবং কর্ম্মোদ্ভূত গুণ-দ্বারা অভিভূত বা সমাচ্ছন্ন হইয়া স্থূল-তত্ত্বে গ্রস্ত থাকেন, সমগ্র-ভাবে উদ্ভাসিত থাকেন না। স্থূল-দেহের প্রতি আকর্ষণ, মমতা, কর্তৃত্বাভিমান বা 'আমিত্ব' থাকিতে, অর্থাৎ স্থূল

(১৯০) ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষাচ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ॥ ২২
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপোবহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে॥ ২৩
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়িমানসম।
যুঞ্জতোনাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ॥ ২৪

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৭ অঃ।

যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততোভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥— স্মৃতিঃ।

* মহাভারত, অনুসাশনিক পর্ব্ব, ১১১ অঃ।

(১৯১) যন্মর্ত্ত্যমসৃজদ্ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্ত্যধিতিষ্ঠতি।
চতুর্ব্বিংশতিমোঽব্যক্তোহ্যমূর্ত্তঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ ৩৯
স এব হৃদি সর্ব্বাসু মূর্ত্তিষ্বাতিষ্ঠতেহত্মবান্।
কেবলশ্চেতনোনিত্যঃ সর্ব্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্॥ ৪০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০২ অঃ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥ ২২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩ অঃ।

দেহাভ্যন্তরে আকৃষ্ট থাকিতে, জীবাত্মার মুক্তি নাই; অধিকন্তু স্বয়ং নির্গুণ, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার ও অব্যক্ত হইয়াও সগুণ, বিশুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ, চৈতন্য-স্বরূপ হইয়াও জড়, জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও অজ্ঞান ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। (১৯২)

বিনয়।—জীবাত্মা চৈতন্য-প্রদাতার অতিরিক্ত নহেন, সুখ-দুঃখাদি-সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই, বন্ধন-মোক্ষের অধীনও তিনি নহেন। সুখ-দুঃখ-ভোগ, জন্ম-মৃত্যু-বন্ধন-মোক্ষ-প্রভৃতি প্রকৃতির প্রয়োজন-বশতঃ পুরুষের সান্নিধ্যে এবং প্রভাবে, চেতনাপ্রাপ্ত জড় জীব-দেহে প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে সাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মের ক্ষয় বা ভোগের অবসান-বশতঃ, অথবা সংযম-বশতঃ, বহির্ম্মুখীন পরিণাম অবরুদ্ধ হইলে, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যখন যথাক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতিতে উদ্রিক্তা চেতনা-শক্তি যখন বিলয়-প্রাপ্ত বা নিজস্ব অব্যক্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব পুনঃ-প্রাপ্ত হয়, গুণ-ত্রয় যখন সাম্যভাব ধারণ করে, জীব-দেহ যখন পুনরুদ্ভূত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন প্রকৃতি স্ব-স্বরূপতা-প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সঙ্গ-দোষ আর থাকে না, তখন উদ্রিক্ত জীব-রূপী আত্মার তিরোধান-বশতঃ জীবাত্মা সন্নিধি-প্রদান বা প্রভাব-বিস্তার-জন্য প্রকৃতি-কর্ত্তৃক আর আকৃষ্ট থাকেন না, তখন বিশ্ব-রচনার জন্য প্রকৃতিও আর নিযুক্ত থাকেন না; তখন আকর্ষণ-বিরহিত বিমুক্ত জীবাত্মা বা পুরুষ, সমগ্র-সংযোগ-বশতঃ, পরমাত্মা

---

(১৯২) পঞ্চবিংশোমহানাত্মা তস্যৈবা প্রতিবোধনাৎ।
বিমলস্য বিশুদ্ধস্য শুদ্ধাশুদ্ধনিষেবণাৎ ॥ ৯
অশুদ্ধ এব শুদ্ধাত্মা তাদৃগ্ভবতি পার্থিব।
অবুদ্ধসেবনাচ্চাপি বুদ্ধোঽপ্যবুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
তথৈবাপ্রতিবুদ্ধোঽপি বিজ্ঞেয়োনৃপসত্তম।
প্রকৃতেস্ত্রিগুণাত্ত সেবনাত্ত্রিগুণোভবেৎ ॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৪ অঃ।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশোভবত্যয়ং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২৮
পঞ্চদশী, ৩ অঃ।

বা পরম-পুরুষের সহিত একীভূত হইয়া যান; প্রকৃতি এবং পুরুষ. উভয়েই, মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকেন। (১৯৩)

শ্রীহর্ষ।—জীবাত্মা বা পুরুষ দেহাদির সংশ্রবে উপাধি-যুক্ত হইয়াই পরমাত্মা বা পরম-পুরুষ হইতে পৃথগ্‌ভূত হন, বস্তুতঃ উভয়ই এক, পৃথক্ নহেন। ত্রিগুণের বশবর্ত্তী কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি দেহাভিমান যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ তেজঃ-স্বরূপ, নিত্য এবং নিশ্চল জীবাত্মা দেহাভ্যন্তরে প্রতিভাত-মাত্র থাকেন। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ভূত ও গুণ সকল জীবদেহে বিদ্যমান থাকিলেও সকলেই জড়, বিষয়ানুভব করিবার শক্তি কাহারও নাই, চৈতন্য-স্বরূপ বা জ্ঞান-সম্পন্ন জীবাত্মারই বিষয়-বোধের জন্য যন্ত্রের কার্য্য-মাত্র করিয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপে জীবাত্মাই প্রকৃতির বৈকারিক ভাব বা বিশ্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন. জড়-রূপা প্রকৃতি অজ্ঞান বলিয়া কোন কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। জীবাত্মা যতকাল প্রকৃতিতে অবস্থান করিবেন বা প্রতিভাত থাকিবেন, ততকালই তিনি প্রকৃতির সহিত অভিন্ন-ভাবে অজ্ঞানাভিভূত হইয়াই রহিবেন, পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত বা তৎ-সহ একীভূত হইতে পারিবেন না; পরমাত্মার স্বরূপতা লাভের বা তৎসহ একীভূত হইয়া অপ্রতিহত সমগ্র-সংযোগ লাভের সুযোগও পাইবেন না। সুষুপ্তি-কালেও জীবাত্মা জীবদেহ ত্যাগ করেন না, জীবদেহের সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইয়া সমীরণের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে থাকেন। (১৯৪)

---

(১৯৩) অজস্রং জন্মনিধনং চিন্তয়িত্বা ত্রয়ীমিমাম্।
পরিত্যজ্য ক্ষয়মিহ অক্ষয়ং ধর্ম্মমাস্থিতঃ॥ ৫৪
যদানুপশ্যতেঽত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশমনুপশ্যতি॥ ৫৫
অন্যশ্চ শাশ্বতোঽব্যক্তস্তথাঽন্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ॥ ৫৬
তে নৈতান্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়োদ্‌যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ॥ ৫৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৮ অঃ।

(১৯৪) ইন্দ্রিয়াণ্যেব বুধ্যন্তে স্বদেহে দেহিনাং নৃপ।
কারণান্যাত্মনস্তানি সূক্ষ্মঃ পশ্যতি তৈস্তু সঃ॥ ৮৬
ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সুপ্তস্য দেহিনঃ শত্রুতাপন।
সূক্ষ্মশ্চরতি সর্ব্বত্র নভসীব সমীরণঃ॥ ৮৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০১ অঃ।

বিনয়।—বিকারযুক্ত প্রকৃতির সংশ্রবে উপস্থাপিত ভেদবুদ্ধি-হেতু ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন জীবাত্মা সংসারে নিমগ্ন থাকেন এবং পরমাত্মার উত্তেজনা, প্রেরণা বা নির্দ্দেশানুসারে, গুণাভিভূতাবস্থায়, বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্থূল-তত্ত্বে গ্রস্ত বা অন্তর্ধাবিত হইয়া যান, অধিকন্তু আপনাকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্রীকৃত পৃথগস্তিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। বৈকারিক-বিশ্ব বিনশ্বর ও অনিত্য হইলেও, জীবাত্মা অবিনশ্বর এবং নিত্য, পরমাত্মার অংশমাত্র। জীবাত্মা যখন প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মার অংশ-ব্যতীত অপর কিছুই নহেন, তখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ থাকিতে পারে না, অবস্থান্তর-মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পৃথগস্তিত্বে পৃথক্-ভাবে প্রতীয়মান-মাত্র হইয়া থাকেন। অবস্থান্তর-বিবর্জ্জিত হইলেই সমগ্র-সংযোগ-বশতঃ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যান।

শ্রীহর্ষ।—চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের প্রলয়-বশতঃ প্রকৃতি স্বকীয় নির্ব্বিকার, অব্যক্ত, ও মৌলিক-সূক্ষ্ম ভাব পুনঃ-প্রাপ্ত হইলেই, পুরুষ তদাকর্ষণ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বতঃই স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুরুষ যতক্ষণ জীবদেহে আকৃষ্ট থাকেন, ততক্ষণ কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই কারণ, প্রকৃতির গুণ-গণ ক্রিয়মান হইয়া স্বতঃই সর্ব্বকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ যতক্ষণ প্রকৃতির আকর্ষণ-বশতঃ জীব-দেহে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূল-তত্ত্বে গ্রস্ত থাকেন, ততক্ষণই তৎ-সম্বন্ধে জীব, ততক্ষণই তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার পৃথগস্তিত্ব বা পারতন্ত্র্য, ততক্ষণই তৎ-সংশ্রবে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান, স্বয়ং-কর্ত্তা-ভ্রম ও 'আমি'-জ্ঞান, ততক্ষণই তিনি উপস্থাপিত সর্ব্ব-বিষয়ের বা সুখ-দুঃখের ভোক্তা-স্বরূপ; বস্তুতঃ তিনি কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন।(১৯৫) প্রকৃতির যে যে বিশ্লিষ্টাংশে পুরুষ প্রতিবিম্বিত থাকেন, সেই সেই

(১৯৫) জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যৎ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গৌণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুজ্যতে॥ ১৪

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, অদ্বৈত-প্রকরণ।

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ ৬
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥ ৭

অংশেই পুরুষের পৃথগস্তিত্ব, জীবত্ব বা 'আমি'-ত্ব সমুৎপাদিত হইয়া থাকে।* প্রকৃতি তদীয় মৌলিক-সূক্ষ্মাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেই, পুরুষের যখন প্রতিবিম্বিত হইবার স্থানাভাব ঘটে, তখনই তাঁহার পৃথগস্তিত্ব, জীবত্ব বা 'আমি'ত্ব আর থাকে না, স্ব-স্বরূপতাই প্রাপ্ত হন। জীবত্ব বা 'আমি'-ত্ব, প্রতিবিম্বিত ভগবদ্বীর্য্য বা চিচ্ছক্তির প্রভাবে, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে বা স্বতঃই, প্রকৃতিতে উদ্রিক্ত, সমুৎপাদিত বা উপস্থাপিত হইয়া থাকে; সুতরাং কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব উভয়ই প্রকৃতির, পুরুষের নহে। সন্নিধি-মাত্র প্রদান করিলেই কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব-লাভ ঘটে না, ভোগোৎপাদনের হেতুমাত্র হইতে পারেন। (১৯৬)

বিনয়।—গগনস্থ সূর্য্য যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত এবং প্রতিফলিত হইয়া থাকেন, বিশ্লিষ্ট-প্রকৃতি-গঠিত দর্পণে বা বিশ্বে ভগবান্‌ও তদ্রূপ প্রতিবিম্বিত এবং প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। দর্পণের অভাব ঘটিলে যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্বের অভাব বা বিলোপ-সাধন ঘটে, বিশ্বের অভাব ঘটিলেও তদ্রূপ ভগবৎ-প্রতিবিম্বের অভাব বা বিলোপ-সাধন ঘটে। সূর্য্য-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইবার সুযোগ না পাইলে যেমন সরল-সমগ্রভাবে স্ব-স্বরূপেই অবস্থান করে, তদ্রূপ পরম-পুরুষ বা পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত না হইলেই সমগ্র-ভাবে স্ব-স্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। ভগবৎ-প্রতিবিম্বের অভাবই, সুতরাং, জীবাত্মার মোক্ষ-লাভ। মোক্ষ-লাভে জীবাত্মার বা জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকে না।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্। ৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৬ অঃ।

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং ক্রিয়ার্থ॥ ৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ৯ অঃ।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩ অঃ।

* Self, Life, Vitality induced by Divine influence.

(১৯৬) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৬, ২২৬, ২৯৯ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—ভগবৎ-প্রতিবিম্বই যখন জীবাত্মা, পরিণতা প্রকৃতিই যখন প্রতিবিম্ব-গ্রহণের বা জীবাত্মার পৃথগস্তিত্ব-লাভের দর্পণ-রূপ স্থান, তখন উভয়ের মধ্যে একটী স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেই, উভয়েই স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন, পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন অস্তিত্ব কাহারও আর থাকে না। তৎ-কারণ সংযম-দ্বারা প্রকৃতির পরিণাম অন্তর্মুখে বিলয়-প্রাপ্ত হইলেই, ভগবৎ-প্রতিবিম্ব অগত্যা সংহৃত হইয়া যায়। পরমেশ-শক্তির প্রভাবে গুণ-গণ ক্রিয়মান থাকিয়া যতকাল প্রকৃতির বিশ্লিষ্টভাব বা পরিণাম সংরক্ষণ করিবে, ততকাল জীবদেহে প্রতিবিম্বিত বা আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাকে চেতনায়মান করিয়া, জীবের চৈতন্য-স্বরূপ উপস্থাপিত শক্তি-দ্বারা জীবাত্মা, কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ, জীবদেহের ভোগ উপভোগ না করিলেও, স্বয়ং উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। সংযম-বশতঃ গুণ-সাম্য অবস্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হইলেই, জীবাত্মা নিরহঙ্কৃত বা গুণাতীত হইয়া পৃথগস্তিত্ব পরিহার-পূর্ব্বক পরম-পুরুষ পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যাইবেন।

বিনয়।—বেদান্ত-দর্শনের মায়া-বাদে ও বিবিধ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে দ্বিবিধ আত্মা, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সাংখ্য-মতে, পুরুষের অতিরিক্ত অপর কেহই আলোচিত হন নাই। বেদান্ত-দর্শনে বা যোগ-শাস্ত্রে জীবাত্মা পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব (১৯৭) এবং পরমাত্মা ষড়বিংশ-তত্ত্ব বা পরম-তত্ত্ব বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকেন; কিন্তু সাংখ্য-মতে পঞ্চবিংশই পরম-তত্ত্ব বা পরম-পুরুষ হইতেছেন। (১৯৮) ঔপাধিক-ভেদ-সমন্বিত জীবদেহে প্রতিবিম্বিত

(১৯৭) তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ।
সাংখ্যাঃ সহ প্রকৃত্যাতু নিস্তত্ত্বঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ ৪৩
পঞ্চবিংশোঽপ্রকৃত্যাত্মা বুধ্যমান ইতি স্মৃতঃ।
যদা তু বুধ্যতেঽত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ॥ ৪৪
সর্ব্বমেতদ্বিজ্ঞানন্তোন সর্ব্বস্য প্রবোধনাৎ।
ব্যক্তীভূতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তস্য বশবর্ত্তিনঃ॥ ৪৯
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৬ অঃ।

(১৯৮) এবং পরমসম্বোধাৎ পঞ্চবিংশোঽনুবুদ্ধমান্।
অক্ষরত্বং নিযচ্ছেত ত্যক্ত্বা ক্ষরমনাময়ম্॥ ৪০
পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানাং তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতম্॥ ৪৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৭ অঃ।

সাংখ্যের পুরুষই কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের জীবাত্মা। সুতরাং, উভয় মতই এক, ভেদ নাম মাত্র। জীবত্ব বোধগম্য করিবার জন্যই সাংখ্যের পরম-পুরুষই পরমাত্মা এবং প্রতিবিম্বিত পরম-পুরুষই পুরুষ বা জীবাত্মা বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। জলের প্রকম্প যেমন প্রতিবিম্বিত চন্দ্রেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, গগনস্থ চন্দ্রে পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ দেহাদির ধর্ম্ম-স্বরূপ কর্ম্ম-জনিত দুঃখ বা সাংসারিক তরঙ্গ, ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবাত্মাকেই সংক্ষোভিত করিয়া থাকে, বিমুক্ত পরমেশ[illegible] পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকম্পের নিবৃত্তি-বশতঃ [illegible] প্রতিবিম্ব যেমন প্রশান্ত-ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মন [illegible]র প্রসন্নতা-বশতঃ, জীবাত্মা বা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বও প্রশান্ত [illegible]িত হইয়া পরম-পুরুষ পরমাত্মায় সমগ্র-ভাবে সমাহিত হইয়া [illegible]। (১৯৯) জীবদেহের কর্ম্মজনিত ভোগ এবং-প্রকারেই পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। (২০০)

শ্রীহর্ষ।—পরমাত্মা বা পরমেশ-শক্তি মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইলে, সেই প্রতিবিম্বিত জীবাত্মা-স্বরূপ চিচ্ছক্তির প্রভাবে প্রকৃতিতে যে তুল্য-শক্তি উদ্রিক্ত, উত্তেজিত বা সমুত্থিত * হইয়া থাকে, তাহাও তৎ-তুল্য জ্ঞান-মাত্র; তাহাই জীব, তাহাই প্রাণ; তাহাই জীবদেহে কর্ত্তা এবং ভোক্তা; তাহারই আকর্ষণে চিৎ-প্রতিবিম্ব জীব-দেহে আকৃষ্ট থাকেন। সুতরাং, জীব-দেহে

(১৯৯) সেয়ং ভগবতোমায়া যন্নয়েন বিরুদ্ধতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্॥ ৯
যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতোগুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনোগুণঃ॥ ১১
স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥ ১২
যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্টাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ॥ ১৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ৭ অঃ।

(২০০) জীবস্তু গুণসংযুক্তোভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥ ৩০

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৩অঃ।

* Influenced by induction.

পরমাত্মা-স্বরূপ ভাসমান-জীবাত্মা এবং তৎপ্রভাবে উদ্রিক্ত চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা, উভয়ই বিদ্যমান থাকেন। এই উভবিধ আত্মা পৃথগ্-ভাবে বিবেচিত হইলে ব্রহ্ম এবং জীব, এক নহেন, পৃথক্; নতুবা জীবই ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-স্বরূপ। (২০১)

বিনয়।—চুম্বক এবং লৌহ যতক্ষণ আকৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ চুম্বকের প্রভাবে, তৎ-সান্নিধ্যে, + আকৃষ্ট-লৌহে তুল্য-রূপ শক্তিই উদ্রিক্তা হইয়া থাকে এবং উভয়েরই আকর্ষণ প্রগাঢ়-তর হইয়া উঠে। প্রতিবিম্বিত পরমেশ-শক্তির প্রভাবে জীবদেহে জীবত্ব বা চৈতন্য স্বরূপ তুল্য-শক্তিও তদ্রূপ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। সেই উদ্রিক্তা শক্তিই বাস্তব-পক্ষে পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব, তৎ-কর্তৃকই জীবাত্মা জীবদেহে আকৃষ্ট থাকিয়া প্রকৃতির বহির্ম্মুখীন পরিণাম সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। জীবদেহে সর্ব্বরূপ কর্ম্ম এবং ভোগ তৎ-কর্তৃক সমুৎপাদিত বা সাধিত হয় বলিয়া,

(২০১) ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।—ঋগ্বেদ-সংহিতা।

পুরুষ এবেদং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্।—ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ, পুরুষ-সূক্ত।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥—শঙ্করাচার্য্য।

বাস্তব বিরোধাভাবাদাত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্॥—ন্যায-মালা।

জীবাত্মনোরনন্যত্বং অভেদেন প্রশস্যতে।

নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্॥ ১৩—মাণ্ডুক্য-কারিকা, ৩ অঃ।

কোনোপাধিবিবক্ষয়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্। ৪১—পঞ্চদশী, ৩।

অংশোনানাব্যপদেশাৎ। ৪২—বেদান্ত-দর্শন, ২অঃ, ৩ পাঃ।

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ। ৪৫—বেদান্ত-দর্শন, ২অঃ, ৩ পাঃ।

ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদোব্যপদিশ্যতে।—বেদান্ততত্ত্ব-সার।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিন্ ত্রয়ং স্বপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতঞ্চ মত্বা। সর্ব্বপ্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তোজীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

যথা নির্ব্ব্যাপারস্যাপি অয়স্কান্তস্য সন্নিধানেন লৌহস্য ব্যাপারঃ

তথা নির্ব্ব্যাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারোযুজ্যতে।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ, মাধবাচার্য্য।

+ Magnetic induction compared.

তাহাই কর্ত্তা এবং ভোক্তা এবং তাহারই কারণ জীবাত্মায় কর্ত্তা-ভ্রম এবং অন্ত সর্ব্ববিধ ভ্রমই আরোপিত হইয়া থাকে। বাস্তব-পক্ষে জীবাত্মা সর্ব্ব-সময়েই উদাসীন, কোন কিছুই করেন না, উপভোগও করেন না। উদাসীন জীবাত্মার ভ্রমও থাকিতে পারে না।

শ্রীহর্ষ।—চুম্বকাকৃষ্ট লৌহ ভিন্ন-দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হইলে উদ্রিক্তা শক্তি যেমন তিরোহিতা হইয়া যায়, তদ্রূপ পরিণতা প্রকৃতির স্থূল-তত্ত্ব-সকল অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেই উদ্রিক্তা চেতনা শক্তি সংহৃতা হইয়া যায়; কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও তৎসংক্রান্ত ভ্রম-পর্য্যন্ত আর থাকে না এবং সেই সঙ্গে ভগবৎ-প্রতিবিম্ব-পর্য্যন্ত সংহৃত হইয়া পরমাত্মায় বা স্ব-স্বরূপে মিলিত হইয়া যায়।

বিনয়।—চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের স্থূল-তত্ত্ব-সকল-পর্য্যন্ত যতক্ষণ সম্যগ্-ভাবে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ চিৎ-প্রতিবিম্বের সমগ্র প্রভাব গৃহীত হয় না, উদ্ভাসিতও থাকে না, গ্রস্ত এবং অন্তর্ধাবিত হইয়া যায়; সুতরাং প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি সমগ্র-ভাবে কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে না। স্থূল-তত্ত্ব-সকল যতই অন্তর্মুখে বিলীন হইবে এবং প্রকৃতি যতই সূক্ষ্ম-তত্ত্বে আনীত হইবেন, প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি ততই অধিক পরিমাণে সংগৃহীত এবং উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে এবং মানুষ ততই শক্তিমান্ এবং জ্ঞানবান্ হইবে। চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতানুসারে উদ্ভাসিত-জীবাত্মার প্রভাবই মানুষের জ্ঞান ও শক্তির পরিমাপক। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, স্থূল-তত্ত্বের অভাবে, যখন চিত্ত-মাত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্বেই প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তির সমগ্র-প্রভাব একত্রীভূত-ভাবে উদ্ভাসিত রহিবে, তখনই মানুষ জ্ঞানের সমগ্র-প্রভাবে, সমগ্র-ভাবে, প্রভাবান্বিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ করিবেন এবং মোক্ষলাভে সমর্থ হইবেন। মানুষ-দেহে চিচ্ছক্তির সমগ্র-প্রভাব উদ্ভাসিত থাকা সম্ভব নহে, কারণ সম্পূর্ণভাবে জিতেন্দ্রিয় হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষ-রূপে একমাত্র কৃষ্ণই সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, চিচ্ছক্তির সমগ্র-প্রভাবই তাঁহাতে উদ্ভাসিত রহিত, তৎ-কারণ ভগবৎ-স্বরূপতাই তাঁহাতে নিরন্তর প্রতীয়মান হইত।

পরমাত্মা।

শ্রীহর্ষ।—ব্রহ্ম বা পরমাত্মার পরিচয় প্রদান করিবার শক্তি মানুষের নাই। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গণের গোচরীভূত এবং গ্রাহ্য নহেন, বাক্য-দ্বারা প্রকাশ করিবার নহেন, তিনি মনেরও অগোচর। পরম-পুরুষ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ সংস্থাপিত হইলে, আত্মা-দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একাগ্র-মনঃ-সমাধান-পূর্ব্বক ধ্যান করিতে সমর্থ হইলে, সূক্ষ্মদর্শন-সমন্বিত সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-দ্বারা আত্মসন্দর্শন-লাভ ঘটে। (২০২)

বিনয়।—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞানই ব্রহ্ম-জ্ঞান। ব্রহ্ম-জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, বোধগম্য হইবার নহে এবং বোধগম্য করিয়া দেওয়াও সুকঠিন। ভগবদ্ধ্যান-কালে বিষয়-সমূহ আত্মা হইতে পৃথক বোধে দর্শনীভূত না থাকিলে এবং জ্ঞান-সম্ভূত বুদ্ধি, বুদ্ধি-সম্ভূত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সম্ভূত ফল বা ভোগের ক্ষয় হইলে, যে দিব্য-জ্ঞান জন্মে, মনু বলিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। (২০৩)

---

(২০২) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮
মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩ খঃ, ১মঃ।

এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে। ৭—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। ১২—কঠোপনিষৎ, ৬ অঃ।

অন্যদেব তদবিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ৩—কেনোপনিষৎ, ১ অঃ।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপানিপাদম্ ॥ ৬
মুণ্ডকোপনিষৎ, ১খঃ, ১মঃ।

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২
কঠোপনিষৎ, ১অঃ, ৩বল্লী।

(২০৩) ফলং কর্ম্মাত্মকং বিদ্যাৎ কর্ম্ম জ্ঞেয়াত্মকং তথা।
জ্ঞেয়ং জ্ঞানাত্মকং বিদ্যাজ্‌ জ্ঞানং সদসদাত্মকম্ ॥ ৭
জ্ঞানানাং চ ফলানাং চ জ্ঞেয়ানাং কর্ম্মণাং তথা।
ক্ষয়ান্তে যৎ ফলং বিদ্যা জ্ঞানং জ্ঞেয় প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৬ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—বুদ্ধি যোগ-বলে নিশ্চলীভূত হইলে, যখন মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত-সকল নিশ্চলীভূত হইয়া যথাক্রমে বিলীন হইয়া যায়, তখন গুণসাম্য-বশতঃ গুণবৈষম্য-জনিত অজ্ঞানাবরণ বুদ্ধি-ক্ষেত্র বা চিত্ত হইতে উন্মোচিত বা অপসৃত হইয়া যায়, তখন অনাবৃত বা নির্ম্মল চিত্তে চিৎ-প্রতিবিম্ব-মাত্র বা চিচ্ছক্তিই ভাসমান হইয়া উঠে। সমগ্র-ভাবে ভাসমান জ্যোতিষ্মান্ চিৎ-প্রতিবিম্ব বা জীবাত্মাই দিব্য-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপ। বস্তুতঃ তৎ-প্রভাবে চিত্তে উদ্রিক্ত তুল্য-জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান।

বিনয়।—নির্ম্মল চিত্তে জীবাত্মা বা চিৎ-প্রতিবিম্ব-মাত্র অপ্রতিহত-প্রভাবে ভাসমান হইলেই, তাহা যে পরমাত্মার সহিত একীভূত বা সংযোজিতে রহিয়াছেন তাহাই অনুভূত হইয়া থাকে। তখনই সেই গুণাচ্ছাদন-বিরহিত, বিমুক্ত ও ভাসমান্ চিৎ-প্রতিবিম্বই জ্ঞান-মাত্র, পরমাত্মা, পরম-পুরুষ, পরম-ব্রহ্ম; তখনই আত্ম-সন্দর্শন; পরক্ষণই চিত্ত-পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া সূক্ষ্মা প্রকৃতি মাত্র এবং চিৎ-প্রতিবিম্ব সংহৃত হইয়া ব্রহ্ম-মাত্র স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব যতক্ষণ ভাসমান অবস্থায় থাকেন (২০৪) সংহৃত হইয়া না যান, ততক্ষণই জীব-দেহে জীবত্ব বা উদ্রিক্ত-চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই জীবের 'আমি'ত্ব বা পৃথগস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই আত্মদর্শন-লাভ রক্ষিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। যখনই চিৎপ্রতিবিম্ব সংহৃত হইবে, তখনই জীবাত্মা বা জীবের 'আমি' বিলুপ্ত বা অস্তিত্ব-বিরহিত হইবে; অনুভূতি-লাভের কর্ত্তা-পর্য্যন্ত আর থাকিবেন না, ব্রহ্মই স্ব-স্বরূপে বা স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বরূপে একাকীই অবস্থান করিবেন। আবার যতক্ষণ জীবের 'আমি' আত্ম-সন্দর্শন-

(২০৪) জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথক্ ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ২১
জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা ॥ ২৮

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ৩২ অঃ।

ব্রহ্ম তৎ পরমং জ্ঞানমমৃতং জ্যোতিরক্ষরম্।
যে বিদুর্ভাবিতাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৬ অঃ।

লাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না, যতক্ষণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোজনা রহিবে, যতক্ষণ প্রলয়োন্মুখী প্রকৃতির বিশ্লিষ্ট স্বচ্ছ নির্ম্মল চিত্ত-মাত্র নিশ্চল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণই জীব জীবন্মুক্তাবস্থায় অনন্ত সুখ বা পরম আনন্দ অনুভব করিবে। প্রকৃতির সঙ্গ-হেতু সমুদ্ভূত-দুঃখের অবসান ঘটিলেই সুখের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; দুঃখের অবসান বা অভাবই সুখ।

শ্রীহর্ষ।—জড়-রূপা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত থাকিয়া, পরিণতা প্রকৃতির নানা অংশে নানা-রূপে প্রতিভাত হইলেও, পরমাত্মার সেই নানা-ভাব ঔপাধিক-মাত্র। উপাধি-ভেদে বিভিন্ন জীবাত্মাই পরমাত্মার সেই নানা ভাব। যতক্ষণ প্রকৃতি বহু অংশে বিভক্ত থাকিবেন, ততক্ষণ প্রক্ষিপ্ত বিবিধ আকারের জলাংশে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত থাকেন, পরমাত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতির সেই বহু অংশে প্রতিভাত থাকিয়া বহু-ভাব ধারণ করিয়া থাকিবেন। অসংখ্য সূর্য্য-প্রতিবিম্ব লক্ষ্যীভূত হইলেও, একই সূর্য্য যেমন বিদ্যমান থাকেন, বস্তুতঃ বহুধা প্রাপ্ত হন না, তদ্রূপ পরমাত্মার সেই একত্বই বিদ্যমান থাকে, নানাত্ব তাঁহার ঔপাধিক ভেদ-মাত্র। বিক্ষিপ্ত জলাংশ একত্রীভূত বা নানাত্ব-বিহীন হইলে, যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বের নানাত্ব থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃতির নানাত্ব বিলুপ্ত হইলেই, চিৎ-প্রতিবিম্বেরও নানাত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। (২০৫)

বিনয়।—বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূত নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেই যোগি-গণ যখন সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হন, তখন তত্তদ্দেহস্থ চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব যথা-ক্রমে বিলীন হইয়া স্থিরীকৃত চিত্তে উপনীত হয়, তখন একমাত্র পরম-তত্ত্ব পরমাত্মাই তাঁহাদের

---

(২০৫) এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ ১২
ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩অঃ।

যমরীচিবলোদ্ভূতা জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।
সর্ব্বা এবোত্থিতা রাম ব্রহ্মণো জীবরাশয়ঃ॥ ২২
যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৯৪অঃ।

প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, তখন বিষয়-প্রতিবিম্বের অভাবে তত্তচ্চিত্ত প্রতিবিম্বিত আত্মাকারই ধারণ করিয়া থাকে, তখন জগতের নিমিত্ত-কারণ আত্মা-ব্যতীত অপর কিছুই আর তাঁহাদের দর্শনীভূত বা গোচরীভূত থাকে না। (২০৬) বেদান্ত-দর্শনে এই জন্য ব্রহ্মই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীহর্ষ।—যোগী এবং সাংখ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধ-দশায় যখন ব্রহ্ম-মাত্র প্রত্যক্ষীভূত বা নিরীক্ষিত হইয়া থাকেন, তখন উভয় শাস্ত্রে সম-তুল্য জ্ঞান-লাভই ব্যবস্থিত আছে। যোগীরা যোগ-বলে যাঁহার সন্দর্শন লাভ করেন, সাংখ্যবিদ্‌গণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (২০৭) সাংখ্য-জ্ঞানের সম-তুল্য জ্ঞান এবং যোগ-বলের সম-তুল্য বল বিদ্যমান নাই। সাংখ্য-মত যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টই হইতেছে। সাংখ্য-তত্ত্বই অক্ষর, সনাতন, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ব্বিকার, ধ্রুব, আদ্যন্ত-মধ্য-বিহীন, নিত্য, পূর্ণ-ব্রহ্মের মূর্ত্তি-স্বরূপ বলিয়া

---

(২০৬) যদা তু মন্যতেঽন্যোঽহমন্য এব ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি ॥ ৭৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৮ অঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম * * । ১

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩ প্রঃ, ১৪ খঃ।

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কংপশ্যেৎ,
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—শ্রুতিঃ।
জগদ্বাচিত্বাৎ। ১৬—বেদান্ত-দর্শন, ১অঃ, ৪পাঃ।

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৮
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানোদূরীভূতান্যদর্শনঃ ॥
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥ ৯
মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতোবন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যুতমদ্বয়ম্ ॥ ১০

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৭ অঃ।

(২০৭) যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদনুগম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৫ অঃ।

কীর্ত্তিত আছে। (২০৮) উভয় সাংখ্য-শাস্ত্রে এবং যোগ-শাস্ত্রে যখন তুল্য-জ্ঞানই প্রদান করিয়া থাকে, তখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে না উভয়ই এক, স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। (২০৯)

বিনয়।—সাংখ্য-যোগ ব্রহ্মজ্ঞান-সাপেক্ষ, সুতরাং মোক্ষপ্রদ। সাংখ্য-মত সন্দেহ-গ্রন্থিচ্ছেদক, ভেদজ্ঞানের তিরোধান ঘটাইয়া থাকে। কৃষ্ণ সাংখ্য-মতেরই ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং ভেদ-জ্ঞান বা আজ্ঞান-জনিত ভ্রম পরিবর্জ্জন করাইবার জন্য তিনি উদ্ধবকেও সাংখ্যযোগ-সম্বন্ধীয় উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন। (২১০) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধেই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, কারণ স্থিরীকৃত এবং অবলম্বিত হইলেই, কার্য্যের অনুগমন অনিবার্য্য; সুতরাং সাংখ্য-নির্দ্দিষ্ট পথই সুপ্রশস্ত এবং অভ্রান্ত। বিষয়-বাসনা-ত্যাগই মোক্ষ-লাভের নিদান এবং মূল-মন্ত্র। বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইলেই মোক্ষ-লাভ অনিবার্য্য। বিষয়-বাসনা-ত্যাগই সাংখ্যের নির্দ্দেশন।

---

(২০৮) জ্ঞানং মহদ্‌যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে॥
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র। ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্॥ ১০৯
শমশ্চ দৃষ্টঃ পরমং বলঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ যথাবদুক্তম্।
তপাংসি সূক্ষ্মাণি সুখানি চৈব সাংখ্যে যথাবদ্বিহিতানি রাজন্॥ ১১০
সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা নারায়ণোধারয়তেঽপ্রমেয়ম॥ ১১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০১ অঃ।

(২০৯) সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(২১০) অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যোজহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ২৪ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—সাংখ্য-মতে মোক্ষ-লাভ বিশ্বাত্মা জগদীশ্বরের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ নহে; তৎ-কারণ সাংখ্য-মত নিরীশ্বর-বাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সাংখ্য মতে ব্রহ্ম প্রত্যাখ্যাত হন নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসায় সাংখ্যেরই সম-তুল্য ব্যবস্থা আছে। পরম পুরুষের সহিত পুরুষের সমগ্র-সংযোগ বা একীভাব-করণই মোক্ষ-লাভের নিদান-স্বরূপ, যে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কখনও নিরীশ্বর-বাদ হইতে পারে না। বৈশেষিক-দর্শন, ন্যায় দর্শন এবং পাতঞ্জল-দর্শনও তৎসম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শনের প্রায় সমতুল্য। এই সকল দর্শন-শাস্ত্রে মোক্ষ-লাভের ব্যবস্থায় ব্রহ্ম-গন্ধ থাকিলেও, মোক্ষ-লাভের জন্য চিত্ত-নিরোধনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা নাই। সর্ব্ব-দর্শনে মোক্ষ-লাভের জন্য, চিত্ত-নিরোধনই ব্যবস্থিত আছে। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শনেই চিত্ত-নিরোধন বা যোগ-সাধনের জন্য, ব্রহ্মে একাগ্র-চিত্ত-সমাধানই ব্যবস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় উভয় মতই আদৃত এবং ব্যবস্থিত হইয়াছে।

বিনয়।—দুঃখ-নিবারণ, নির্ব্বাণ, শান্তি, মোক্ষ, সকলই দেহ-রূপ যন্ত্রের ক্রিয়া, চিত্ত-নিরোধন-সাপেক্ষ, ভগবদ্ভক্তিরই উপর নির্ভর করে না। যে কোন উপায়েই হউক, চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই যথেষ্ট হইল, তুল্য-ফল-লাভ অনিবার্য্য। ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় না লইলেই যে ব্রহ্ম প্রত্যাখ্যাত হইলেন, তাহারও কোন অর্থ নাই; ভগবৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা যাহাতে আছে, তাহা নিশ্চয়ই নিরীশ্বর বাদ নহে; ভগবৎ স্বরূপতায় ভগবদ্ভাবের অভাব থাকে না। ভগবদ্গীতায় নীরস ভক্তি-যোগ কীর্ত্তিত থাকিলেও, সাংখ্য-যোগ উপেক্ষিত হয় নাই, সাংখ্য-যোগের ভূয়সী প্রশংসাই আছে। বিশ্বই যখন ব্রহ্ম-প্রভাব-সম্ভূত, তখন মোক্ষলাভের ব্যবস্থায় নিরীশ্বর ভাব-মাত্র লক্ষিত হওয়ায়, সাংখ্যে নিরীশ্বরাপবাদ অকারণ আরোপিত হইয়া আসিতেছে। ভাগবৎ-স্বরূপতা-লাভ, ভক্তিযোগ-দ্বারাই সুলভ, এই-মাত্র স্বয়ং-কৃষ্ণ বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্তি-যোগ-ব্যতিরেকে যে ভগবৎ-স্বরূপতা-লাভ সম্ভব নহে, সে কথা তিনি বলেন নাই। ভক্তি-যোগের মধুর আস্বাদন গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাও কৃষ্ণ স্বয়ং করিয়া যান নাই। আসক্তি, কামনা, সংকল্প, বাসনা যথা-ক্রমে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা-লাভ ব্যবস্থিত হইলে, সেইরূপ ব্যবস্থায় মধুর-ভাব স্থান পায় না। সর্ব্বত্যাগ-সাপেক্ষ সংযম-মাত্রই যখন মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম, তখন মাধুর্য্যের প্রতি লোভই ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

শ্রীহর্ষ।—ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্ত-স্বরূপ। (২১১) যাহা সত্য নহে, তাহা ব্রহ্মও নহেন, জ্ঞানও নহেন, অনন্তও নহেন। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ, তাহাই সুখ বা দুঃখের অভাব। (২১২) ধর্ম্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। যাহা মিথ্যা, তাহাই বিকারজাত, বিনশ্বর, অন্ধকার-স্বরূপ, অধঃপতন ও দুঃখের কারণ এবং অজ্ঞান-প্রসারক। ব্রহ্ম, সত্য বা জ্ঞানেরই প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। (২১৩) প্রকৃতির বিকার যতই তিরোহিত হইতে থাকিবে, অজ্ঞানাবরণ যতই স্থূলতা-বিহীন হইতে থাকিবে, জীবাত্মা যতই সপ্রকাশ হইতে থাকিবেন, জ্ঞান ততই উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। সংযম-প্রভাবে, যথাক্রমে, বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন যখন অন্তর্মুখে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে এবং জীবাত্মা-মাত্র বিষয়-ছায়া-বিরহিত চিত্তে যখন ভাসমান হইয়া উঠিবেন, তখন জ্ঞানই উদ্ভাসিত হইবে, অজ্ঞান সম্যক্-প্রকারে বিনষ্ট হইবে, জীবের সর্ব্বজ্ঞতাই প্রস্ফুরিত রহিবে।

বিনয়।—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদ-মাত্র যখন তিরোহিত হইবে, জীবাত্মা যখন উপাধি বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, যখন জীবের 'আমি'-ত্ব বা

(২১১) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ১—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২।১
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। ২৮—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩অঃ, ৯ব্রাঃ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম। ৩—সর্ব্বোপনিষৎসার।
সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥ ১
অনৃতং তমসোরূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥ ২
তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মোযোধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি।
তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মোযোঽধর্ম্মস্তত্তমোযত্তমস্তদ্দুঃখমিতি॥ ৫
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯০ অঃ।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপর॥—শঙ্কর-ভাষ্য।

(২১২) স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬প্রঃ, ১৬খঃ।

(২১৩) তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্॥ ২৫—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধি-পাদ।

চৈতন্য আর প্রতীয়মান হইবে না, তখনই প্রকৃতির সঙ্গ বা আকর্ষণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শনের মতে পরমাত্মাই যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তখন সৎ ও অসৎ যাহা গোচরীভূত হইয়া থাকে, তাহা এক ব্রহ্মেরই অবস্থাভেদ-মাত্র বুঝিতে হইবে। (২১৪) পরমাত্মাই ভগবানের বিকার-বিহীন নিশ্চিত রূপ, সুতরাং পরমাত্মাই সত্য। যাহা সত্য, তাহাই এক; বহু নহেন। জীবের সিদ্ধ-দশায় যে একই প্রতীত এবং উপলব্ধ হন, যে একেরই সহিত সমগ্র-সংযোজনা ঘটিলে, যাবতীয় বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সাধ্যায়ত্ত হয়, সর্ব্ব-দুঃখের অবসান ঘটে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় আর গোচরীভূত হয় না, সেই একই পরমাত্মা, পরম-পুরুষ, ব্রহ্ম। তাঁহার পর অপর আর কিছুই নাই। (২১৫)

ত্রিগুণ।

শ্রীহর্ষ।—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকার গুণ সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী এবং স্থির, জীবদেহে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। বিশ্ব-নিস্মাণের সর্ব্ববিধ আয়োজনই এই গুণত্রয়-দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকে। এই গুণ-ত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। এই গুণত্রয়ের মিলিত শক্তি, জীবকে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে। জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে জীবদেহে গুণত্রয়ের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। জীবদেহে উহাদের একের আধিক্য

---

(২১৪) সচ্চাসৎ।—বৈশেষিকদর্শন।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।—ঐতরেয় উপনিষৎ।

(২১৫) যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্।—শঙ্করাচার্য্য।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন্। ১৯—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪অঃ, ৪ব্রাঃ।

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্। ৭—নৃসিংহতাপিনী।

যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ। ৯—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩ অঃ।

ঘটিলে অন্য দুইটার ন্যূনতা সংস্থাপিত হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের সমষ্টি-ফল সর্ব্ব-সময়েই সমান। (২১৬)

বিনয়।—দেবগণের দেহে সত্ত্ব-গুণের আধিক্য-বশতঃ রজঃ এবং তমোগুণের ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে। মানুষ দেহে রজোগুণের আধিক্য বশতঃ তমঃ এবং সত্ত্ব-গুণের স্বল্পতা লক্ষিত হইয়া থাকে। তির্য্যগ দেহে তমোগুণেরই আধিক্য থাকায়, সত্ত্ব এবং রজোগুণের হীনতা ঘটিয়া থাকে। (২১৭) পুরুষকার বা স্বকৃত-কর্ম্ম-প্রভাবে মানুষ স্বকীয় জীবদেহে কোন এক গুণের আধিক্য ঘটাইয়া অন্য গুণ-

---

(২১৬) তদব্যক্তমনুদ্রিক্তং সর্ব্বব্যাপী ধ্রুবং স্থিরং।
নবদ্বারং পুরং বিদ্যাত্রিগুণং পঞ্চধাতুকম্॥ ১

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৬অঃ।

নৈব শক্যা গুণা বক্তুং পৃথক্তে্বনৈব সর্ব্বশঃ।
অবিচ্ছিন্নানি দৃশ্যন্তে রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা॥ ১
অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে হ্যন্যোন্যং চার্থজীবিনঃ।
অন্যোন্যমাশ্রয়াঃ সর্ব্বে তথান্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ॥ ২
যাবৎ সত্ত্বং রজস্তাবদ্বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ।
যাবত্তমশ্চ সত্ত্বং চ রজস্তাবদিহোচ্যতে॥ ৩
সংহত্য কুর্ব্বতে যাত্রাং সহিতাঃ সঙ্ঘচারিণঃ।
সংঘাতবৃত্তয়ো হ্যেতে বর্ত্তন্তে হেত্বহেতুভিঃ॥ ৪
উদ্রেকব্যতিরিক্তানাং তেষামন্যোন্যবর্ত্তিনাম্।
বক্ষ্যতে তদ্যথাঽন্যূনং ব্যতিরিক্তং চ সর্ব্বশঃ॥ ৫
ব্যতিরিক্তং তমোযত্র তির্য্যগ ভাগবতং ভবেৎ।
অল্পং তত্র রজোজ্ঞেয়ং সত্ত্বমল্পতরং তথা॥ ৬
উদ্রিক্তং চ রজোযত্র মধ্যস্রোতোগতং ভবেৎ।
অল্পং তত্র তমোজ্ঞেয়ং সত্ত্বমল্পতরং তথা॥ ৭
উদ্রিক্তং চ যদা সত্ত্বমূর্দ্ধস্রোতোগতং ভবেৎ।
অল্পং তত্র তমোজ্ঞেয়ং রজশ্চাল্পতরং তথা॥ ৮

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৯ অঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

(২১৭) তমসশ্চ তথা সত্ত্বং সত্ত্বস্থাব্যক্তমেব চ।
অব্যক্তঃ সত্ত্বসংযুক্তোদেবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭

দ্বয়ের স্বল্পতা সাধন করিয়া লইতে পারে। গুণ-ত্রয়ের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ মানুষ-প্রবৃত্তির ইতর-বিশেষ ঘটিয়া থাকে; তদনুসারে মানুষ পাপ-পুণ্য বিভিন্ন-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিভিন্ন গুণকর্ম্মানুসারে মানুষ আবার বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ সত্ত্বগুণের আধিক্য-বশতঃ ব্রাহ্মণত্ব, রজোগুণের আধিক্য-বশতঃ ক্ষত্রিয়ত্ব এবং তমোগুণের আধিক্য-বশতঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। বর্ণের সংমিশ্রণে আবার বিবিধ ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া থাকে। (২১৮)

শ্রীহর্ষ।—তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ এবং রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্ব-গুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। রজোগুণই সৃষ্টির কারণ-স্বরূপ সর্ব্বভূতে বিদ্যমান থাকে। দৃশ্যপদার্থ সমুদয়ই রজোগুণ-সমুদ্ভূত হইতেছে। তমোগুণই মোহ, মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে। তমোগুণেরই প্রভাবে মানুষ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পশুর সমতুল্য হইয়া যায়। গুণানুসারে কর্ম্ম এবং কর্ম্মানুসারে ফল-ভোগ করিবার জন্য মানুষ নির্দ্দিষ্ট উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ বা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও নিস্তার নাই, কুকর্ম্ম করিলেই, ফলভোগের জন্য পুনরায় অপকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। কর্ম্ম-বন্ধন-বিচ্ছেদ-পূর্ব্বক গুণসাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে সমর্থ না হইলে, গুণ-বৈষম্য থাকিতে, পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের দায় হইতে নিষ্কৃতি-লাভের কোনরূপ উপায়ই নাই। (২১৯)

বিনয়।—গুণানুসারে মানুষ যেমন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, কর্ম্মানুসারে আবার তাহাকে বিভিন্ন গুণের অধিকারে যাইতে বাধ্য হইতে হয়। এইরূপে

রজঃসত্ত্বসমাযুক্তোমানুষেষু প্রপদ্যতে।
রজস্তমভ্যাং সংযুক্তস্তির্য্যগ্ যোনিষু জায়তে॥
রাজসৈস্তামসৈঃ সর্ব্বৈর্যুক্তোমানুষ্যমাপ্নুয়াৎ।
পুণ্যপাপবিযুক্তানাং স্থানমাহুর্মহাত্মনাম্॥ ৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৪ অঃ।

(২১৮) তমঃ শূদ্রে রজঃ ক্ষত্রে ব্রাহ্মণে সত্ত্বমুত্তমম্।
ইত্যেবং ত্রিষু বর্ণেষু বিবর্ত্তন্তে গুণাস্ত্রয়ঃ॥ ১১

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৯অঃ।

(২১৯) মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৬ অঃ।

গুণ, কর্ম্মে এবং কর্ম্ম, গুণে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবিনশ্বর-ভাবে বিদ্যমান থাকে। গুণের বিবিধ সংমিশ্রণে, বহুবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, বিভিন্ন গুণের অধিকারে যাইয়া, মানুষ বহুবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। সংযমে অভ্যস্ত হইলে, জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলে, মানুষ পরম পবিত্র নির্ম্মল সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। সত্ত্ব-গুণেরই প্রভাবে কর্ম্ম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে, মানুষের দুঃখের অবসান হয় এবং নির্ব্বাণ, ক্রমে মোক্ষ, লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের দায় হইতে মানুষ নিস্তার লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—গুণই কর্ম্মের সৃজন করে এবং জীব-গণ গুণ-সংযুক্ত হইয়াই ইন্দ্রিয়-দ্বারা কর্ম্ম-সম্পাদন-পূর্ব্বক কর্ম্মফল অগত্যা ভোগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা সংযম-ব্যতীত গুণ-গণ পরাভূত হইবার নহে; সুতরাং, জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই গুণাতীত হওয়া যায়। যতকাল গুণবৈষম্য থাকিবে, যতকাল বিশ্ব-বিধাতা জগদাকারে বিবর্ত্তিত থাকিবেন, ততকাল জীবাত্মার পারতন্ত্র্য বা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান হইবে, ত্রিধাভূত-গুণ-প্রভাবে অভেদ-জ্ঞান সমুদ্ভূত হইবার সুযোগ পাইবে না। (২২০)

বিনয়।—গুণ-ত্রয়ই দেহপ্রাপ্তির কারণ এবং বীজ-স্বরূপ। রজঃ এবং তমোগুণের পরাভব ঘটাইয়া এক-মাত্র সত্ত্বগুণের আশ্রয় না লইলে, ব্রহ্ম-সন্দর্শন-লাভের উপায় নাই। (২২১) ত্রিধা-ভূত গুণ-ত্রয়ের সম্যক্-পরিচয় চিত্তেই

(২২০) গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ ৩১
যাবৎস্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥ ৩৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১০ অঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৭, ২৪৮ অঃ।

(২২১) রাজসং তামসং চৈব শুদ্ধাত্মকমকল্মষম্।
তৎ সর্ব্বং দেহিনাং বীজং সত্ত্বমাত্মবতঃ সমম্ ॥ ২৮

আবির্ভূত হইয়া থাকে। যাহা প্রীতিকর, শান্তি-বিধায়ক, প্রকাশাত্মক, নির্ম্মল, তাহাই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক; যাহা কর্ম্মসঙ্গ-প্রদায়ক, তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুৎপাদক, দুঃখপ্রদ, সন্তাপ-জনক, তাহাই রজোগুণের পরিচায়ক; যাহা মোহ-বিজড়িত, অপ্রকাশ, অনবধারণীয়, অপরিজ্ঞেয় তাহাই তমোগুণের পরিচায়ক। (২২২)

শ্রীহর্ষ।—চিচ্ছক্তি বা জীবাত্মার প্রভাবে গুণ-গণ ক্রিয়মান হইয়া স্বতঃই বিষয়-সৃজন করিলেও এবং জীবাত্মা দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিলেও, জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইয়া সগুণ হইয়া থাকেন, কিন্তু গুণাত্মিকা প্রকৃতির দূষিত-সঙ্গ পরিত্যক্ত হইলেই আভাবিহীন হইয়া পুনরায় নির্গুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। (২২৩)

বিনয়।—যথাক্রমে স্থিতি, উৎপত্তি এবং নাশের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ প্রকৃতিরই হইতেছে, আত্মার নহে। গুণ-গণের ক্ষোভ-দ্বারাই বিকার-সম্পন্ন সৃষ্টি বা বিশ্ব সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট প্রলয়-কালের অবসানে, জীবের প্রারব্ধ বা অভুক্ত কর্ম্ম-বশতঃ গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, ভগবৎ-প্রভাবে

তস্মাদাত্মবতা বর্জ্জ্যং রজশ্চ তম এব চ।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তং সত্ত্বং নির্ম্মলতামিয়াৎ॥ ২৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১২ অঃ।

(২২২) তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব সংশুদ্ধং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥ ২০
যত্তু সন্তাপসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধার্য্যতাম্॥ ২১

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৬ অঃ।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

(২২৩) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৫ অঃ।

যখন গুণ-গণের সাম্যভঙ্গ সংস্থাপিত হয়, তখন প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃই তৎ-প্রভাবে সংঘটিত হইতে থাকে এবং জ্ঞান-স্বরূপ সত্ত্ব, কর্ম্ম-স্বরূপ রজঃ এবং অজ্ঞান-স্বরূপ তমঃ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, পুরুষের সহিত তাহাদের কোনরূপ সংস্রব থাকে না ; প্রকৃতি এবং পুরুষ ; উভয়ই, নির্লিপ্ত এবং পৃথগ্-ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। (২২৪) চিত্তস্থ জীবাত্মা বা পুরুষ তদ্দ্বারা অভিভূত বা আভাযুক্ত হইলেও গুণ-গণ পরম-পুরুষ পরমাত্মাকে স্পর্শ বা অভিভূত করিতে পারে না। (২২৫)

---

(২২৪) কালাৎ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণোজন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্‌ভূৎ ॥ ২২
শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্ক, ৫ অঃ।

অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্। ৬৫—সাংখ্য-সূত্র, ৬ অঃ।

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ। ১০—সাংখ্য-সূত্র, ৩ অঃ।

কর্ম্মাকৃষ্টের্বা নাদিতঃ। ৬২—সাংখ্য-সূত্র, ৩ অঃ।

কর্ম্মবৎ দৃষ্টে বা কালাদেঃ। ৬০—সাংখ্য-সূত্র, ৩ অঃ।

কর্ম্মনিমিত্তঃ, প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্বীজাঙ্কুরবৎ। ৬৭
সাংখ্য-সূত্র, ৬ অঃ।

প্রকৃতিগুর্ণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনোগুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥ ১২
সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ ॥ ১৩
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গোগুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥ ১৮
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২২ অঃ।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

(২২৫) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানোনিবধ্যতে ॥ ১২
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২৫ অঃ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহোদেহে দেহিনমব্যয়ম ॥ ৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সুখ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, বর্ণ, অবস্থা, আকৃতি, আহার, রুচি, দ্রব্য, দেশ, ফল প্রভৃতি সকলই গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। গুণ-গণের বিবিধ সংমিশ্রণে এবং-বিধ বৈষম্য-ভাব আবার অশেষ-বিধ হইয়া থাকে। (২২৬) জীব-মাত্রেই এই ত্রিগুণের অধীন এবং গুণ-গণই জীবাত্মাকে ভূতে আকৃষ্ট, অনুপ্রবিষ্ট বা বদ্ধ করিয়া রাখে। জিতেন্দ্রিয়তা-ব্যতিরেকে গুণ-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে এবং এই অশেষ-বিধ বৈষম্য-ভাবও বিদূরিত হইবার নহে।

বিনয়।—সত্ত্ব-গুণের আধিক্য-বশতঃ রজঃ এবং তমোগুণ হীনপ্রভ হইলে জীবাত্মা সুখ, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বসঙ্গ-প্রবর্ত্তক রজোগুণের আধিক্য-বশতঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণ হীনপ্রভ হইলে জীবাত্মা দুঃখ, কর্ম্ম, যশ এবং শ্রীর সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। বিবেকভ্রংশ-কারক তমোগুণের আধিক্য-বশতঃ সত্ত্ব এবং রজোগুণ হীনপ্রভ হইলে জীবাত্মা শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন। বিষয়-বাসনা বা সঙ্গ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেই জীবাত্মা নির্গুণ, গুণাতীত বা গুণাভা-বিরহিত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। (২২৭)

---

(২২৬) দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতিনিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যং সর্ব্ব এব হি॥ ৩০
সর্ব্বে গুণময়াভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুধ্যা বা পুরুষর্ষভঃ॥ ৩১

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২৫ অঃ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপ তথাদানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ।

(২২৭) যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥ ১৩
যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদাচলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া॥ ১৪

শ্রীহর্ষ।—পুরুষ বা জীবাত্মা শমাদি-দ্বারা সত্ত্ব-যুক্ত, কামাদি-দ্বারা রজোযুক্ত এবং ক্রোধাদি-দ্বারা তমোযুক্ত হইয়া থাকেন। (২২৮) বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ নিঃসঙ্গ, অপ্রমত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্ধ্যান-দ্বারা সত্ত্ব-গুণের আশ্রয়লাভ-পূর্ব্বক রজস্তমঃ পরাজয় করেন; তৎপরে সত্ত্ব-দ্বারা সত্ত্বকে পরাজয় করিয়া গুণাতীত হইয়া থাকেন। জীবাত্মা গুণাতীত হইলেই প্রকৃতির সঙ্গত্যাগ-বশতঃ আকর্ষণ-বিরহিত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যান (২২৯)

বিনয়।—মানুষ কখন কোন্ গুণ-দ্বারা অভিভূত থাকে, তাহা তাহার মানসিক অবস্থাই অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। সত্ত্ব-গুণ আবির্ভূত হইলেই, চিত্তে অকস্মাৎ বা কোন কারণ-বশতঃ, হর্ষ, সুখ, শান্তি প্রভৃতি প্রীতিকর ভাব, রজোগুণ আবির্ভূত হইলেই অসন্তোষ, লোভ, শোক, পরিতাপ, অক্ষমা প্রভৃতি অপ্রীতিকর ভাব এবং তমোগুণ আবির্ভূত হইলেই অবিবেক, মোহ, তন্দ্রা, স্বপ্ন, প্রমাদ প্রভৃতি অভাব-বিধায়ক ভাব সমুত্থিত এবং অনুভূত হইয়া থাকে। (২৩০)

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমোমূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া॥ ১৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২৫ অঃ।

(২২৮) পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভীরজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসাযুতম্॥ ৯
রজঃ ইতি কাম দ্বেষস্তম ইতি।—নিরুক্ত-পরিশিষ্ট।

(২২৯) নিঃসঙ্গোমাং ভজোদ্বিদ্বানপ্রমত্তোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ॥ ৩৪
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তোনৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।
সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তোজীবোজীবং বিহায় মাম্॥ ৩৫
জীবোজীববিনির্মুক্তোগুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরং চরেৎ॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ২৫ অঃ।

তদ্বৃত্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি। ১—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ২প্রঃ, ২৩ খঃ।

(২৩০) সাত্ত্বিকোরাজসশ্চাপি তামসশ্চাপি তে ত্রয়ঃ।
ত্রিবিধা বেদনা যেষু প্রসৃতাঃ সর্ব্বসাধনাঃ॥ ২৬

শ্রীহর্ষ।—আহারে রুচি-ভেদ নির্ণয় করিলেও, কোন্ মানুষ কোন্ গুণের অধীন, তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি যদ্দ্বারা বিবর্দ্ধিত হয় এবং যাহা পুষ্টিকর ও চিত্ত-প্রসাদক তাহাই সাত্ত্বিক আহার; যাহা কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দাহ-জনক ও রোগ-শোক-দুঃখপ্রদ, তাহাই রাজসিক আহার এবং যাহা পূর্ব্বরাত্রি-পক্ক, বিগত-রস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট ও অখাদ্য তাহাই তামসিক আহার। (২৩১)

বিনয়।—মানুষের নিত্য-কর্ত্তব্য যজ্ঞ, দান ও তপ, কর্ম্ম-ত্রয়ের মধ্যে তপস্যা, গুণভেদে ত্রিবিধা হইলেও, স্বতঃই আবার ত্রিবিধা,—শারীর, বাঙ্ময় এবং মানস। সর্ব্ববিধা তপস্যাই সংযম-সাপেক্ষ এবং সংযম-বিশেষ। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসাই শারীর তপ। অনু-দ্বেষকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাসই বাঙ্ময় তপ। প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব (অক্রূরতা), মৌন এবং আত্মবিনিগ্রহ প্রভৃতি সংশুদ্ধি-ভাবই মানস তপ। দম্ভ-সহকারে সম্পাদিতা তপস্যাই রাজসিক এবং আত্ম ও পরপীড়া সম্পাদনার্থ বুদ্ধি-বিবর্জ্জিতা তপস্যাই তামসিক। রাজসিক এবং তামসিক, উভয়বিধ তপস্যাই অনিশ্চিত এবং বিফল। শ্রদ্ধা ও যত্ন-সহকারে, একাগ্র-চিত্তে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিতাবস্থায় সম্পাদিতা ত্রিবিধা তপস্যাই

প্রহর্ষপ্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা।
অকুতশ্চিৎ কুতশ্চিদ্বা চিন্তিতঃ সাত্ত্বিকোগুণঃ ॥ ২৬
অতুষ্টিঃ পরিতাপশ্চ শোকোলোভোস্তথাক্ষমা।
লিঙ্গানি রজসস্তানি দৃশ্যন্তে হেত্বহেতুতঃ ॥ ২৭
অবিবেকস্তথা মোহঃ প্রমাদঃ স্বপ্ন তন্দ্রিতা।
কথঞ্চিদপি বর্ত্তন্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ॥ ২৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১১৯ অঃ।

(২৩১) আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ।

সাত্ত্বিক এবং সিদ্ধিপ্রদ। সাত্ত্বিক তপোবলই দুরতিক্রমনীয়; তদ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হয় এবং বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হয়। (২৩২)

শ্রীহর্ষ।—দান এবং যজ্ঞও গুণভেদে ত্রিবিধ। দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া, প্রত্যুপকার পাইবার আশা-মাত্র না রাখিয়া, অবশ্যকর্ত্তব্য-বোধে দান এবং মনঃসমাধান-পূর্ব্বক, নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত বিধি-বিহিত যজ্ঞই সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকার পাইবার আশায়, ফল-কামনায়, ক্লেশের সহিত দান এবং দম্ভের সহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞই রাজসিক। অদেশ, অকাল ও অপাত্রে অবজ্ঞা-সহকারে দান এবং বিধি অন্ন, মন্ত্র ও দক্ষিণা-বিহীন, শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞই তামসিক। রাজসিক ও তামসিক তপ, দান, যজ্ঞ এবং সর্ব্বকর্ম্ম ইহলোকে, কি পরলোকে, সিদ্ধিপ্রদ নহে। (২৩৩)

---

(২৩২) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানসমুচ্যতে॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ।

(২৩৩) অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

বিনয়।—জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ প্রভৃতি সকলই, গুণভেদ-বশতঃ ত্রিবিধ। (২৩৪) যাহা নিষ্কাম, নিস্পৃহ, সংযত, চিত্ত-প্রসাদক, রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, নির্ব্বিকার, একীভাব-সমুৎপাদক, নিশ্চল এবং স্থির, তাহাই সাত্ত্বিক। যাহা সকাম, আসক্তি-যুক্ত, হিংসাত্মক, স্বার্থ-বিজড়িত, দুঃখ-বিধায়ক, নানাভাব-সমন্বিত এবং চঞ্চল, তাহাই রাজসিক। যাহা বিপরীত-ভাব-যুক্ত, মোহোৎপাদক, পরিণাম-জ্ঞানশূন্য এবং উৎসাহ-বিহীন, তাহাই তামসিক। ২৩৫)

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসম্ স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নোইহ॥ ২৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অঃ।

(২৩৪) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণুতান্যপি॥ ১৯

মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(২৩৫) যৎ তু কৃতস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্॥ ২২
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫

মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

বিনয়।—বিশ্বই যখন ত্রিগুণ-বিনির্ম্মিত, তখন বিশ্বের সমুদয়ই ত্রিবিধ। গুণগণের মধ্যে সত্ত্বই মোক্ষ-সাধক; রজঃ এবং তমঃ, হেয় এবং জন্ম-মৃত্যু-বিধায়ক। রজস্তমঃ-নাশক কর্ম্ম ব্যতীত যোগানুষ্ঠানই সম্ভব নহে। রজস্তমঃ-নাশক কর্ম্মই যোগ। যোগের ফল সত্ত্ব-স্বরূপ জ্ঞান; জ্ঞানই মোক্ষ-সাধক। (২৩৬) রাত্রির প্রথম এবং শেষ ভাগে, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, নিশ্চল মনকে বুদ্ধির সহিত সংযোজিত রাখিলে, রজস্তমঃ-ত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বেরই আশ্রয়-লাভ ঘটে। (২৩৭) সত্ত্বেরই আশ্রয়ে ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপাদিত হয় এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সংঘটিত, সংস্থাপিত এবং সিদ্ধ করিয়া দেয়।

শ্রীহর্ষ।—রজস্তমঃই সত্ত্বের মল। উহারা বিষয়-বাসনা-ত্যাগ বা বৈরাগ্য-দ্বারাই অপনোদিত হইয়া থাকে। চিত্তের এবং-বিধ মল অপনোদিত হইলেই, চিত্ত স্বচ্ছতা-প্রাপ্ত হয়। বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেই, বিষয়ের অভাবে কোন বস্তুই চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না, ভগবৎ-প্রতিবিম্ব মাত্রই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। (২৩৮)

বিনয়।—ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব, গুণেরই পরিণাম-ভেদে, বহু-রূপ ধারণ করিয়া, বহু-রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং স্থিতি; গ্রহণ, ক্রিয়া এবং গ্রাহ্য, অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। গুণ-বৈষম্য যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই ভেদ, ততক্ষণই বিশ্ব। গুণ-গণের মধ্যে কোন একটীর প্রাধান্য ঘটিলে অপর দুইটীই তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়; সুতরাং, গুণ-ত্রয়ের পরিণাম-ফল একই রূপ, উহাদের ভেদ বৈকারিক, রূপান্তর-মাত্র। গুণ-ত্রয়ের মধ্যে একটী এবং-প্রকারে যখন অপরটীতে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহারা অভেদ এবং এক বলাও যাইতে পারে। গুণ-ত্রয়ের অভেদত্ব এবং-

---

(২৩৬) প্রকাশস্তপসোজ্ঞানং লোকে সংশব্দিতং তপঃ।
রজস্তমোঘ্নং যৎকর্ম্ম তপসস্তৎ স্বলক্ষণম্॥ ১৬
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৭ অঃ।

(২৩৭) মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ কৃত্বৈকাগ্র্যং সমাহিতঃ।
পূর্ব্বরাত্রাপরার্দ্ধেচ ধারয়েন্মন আত্মনি॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪০ অঃ।

(২৩৮) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ॥ ৪৯
পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ।

প্রকারে প্রতিপন্ন হইলেই, সাংখ্যের গুণ-গঠিতা প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয়ই পৃথগ্‌ভাবে, স্বয়ংই এক, অব্যক্ত, অনন্ত, নিরাকার এবং নির্ব্বিকার প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। (২৩৯)

শ্রীহর্ষ।—বিদ্যুৎ, আলোক এবং তাপ, যেমন একই শক্তি (energy), বিভিন্ন-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া বিভিন্ন কার্য্য (work) করিয়া থাকে, গুণ-ত্রয়ও তদ্রূপ একই শক্তি-স্বরূপ, রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ, আলোক এবং তাপের একটী অন্যটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, গুণ-ত্রয়েরও একটী তদ্রূপে অন্যটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সর্ব্বরূপিণী শক্তিই কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া, ভিন্নাকার ধারণ করে, গুণ-ত্রয়ও তদ্রূপ কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া ভিন্নাকারে বা জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। গুণ-ত্রয়ের পরিণাম ঘটিলেও গুণ-বৈষম্য যখন নামমাত্র, উহাদের একত্বই যখন সমতা বা সুপ্তশক্তি (potential energy), ভগবৎ-প্রভাবে ক্রিয়মান (kinetic) হইয়া জগতের সর্ব্ববিধ কার্য্যই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, তখন বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ এবং সর্ব্বরূপিণী শক্তিই গুণ-ত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে, তৎসকলই গুণ-ত্রয়ের বৈকারিক-ভেদ-মাত্র, তদতিরিক্ত কোন কিছুই নহে।

বিনয়।—গুণের সমতা বা একত্বই সত্ত্ব-স্বরূপ। জীবদেহে জ্ঞানের উদ্রেক (induction) যখন ভগবৎ-প্রভাবেই উপস্থাপিত হয়, তখন তাহার স্থায়িত্ব এবং পার্থক্য ভগবৎ-প্রভাবেরই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ঔপাধিক-ভেদে গুণ-গণ যখন রূপান্তরশীল, তখন তাহাদের উপস্থাপিত-ভেদ এবং পরস্পর-সংযোগ বা সংমিশ্রণের ইয়ত্তা বা শেষ নাই। তৎকারণ, বিশ্বের নানা-ভাব অশেষ-বিধই হইতেছে। জীবাত্মা, চিৎ-প্রতিবিম্ব বা ভগবৎ-প্রভাব-দ্বারা জীব-দেহে যে চৈতন্যের উদ্রেক হয়, তাহাই সত্ত্ব-স্বরূপ উদ্রিক্ত-জ্ঞান-মাত্র, তাহাই জীব, তদ্দ্বারাই জীবদেহ চেতনায়মান এবং কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। চৈতন্য এবং জীবাত্মার পৃথকৃত্ব এবং-প্রকারেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তি-দ্বারা উদ্রিক্ত-জ্ঞান তৎ-সমতুল্যই হইয়া থাকে; কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব, সুতরাং, তাহাতেই আরোপিত হওয়া বিধেয়।

---

(২৩৯) পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্। ১৪
পাতঞ্জলদর্শন, কৈবল্যপাদ।

শ্রীহর্ষ।—গুণ-ত্রয়ের মধ্যে, রজস্তমঃই বিকারাত্মক। জগৎ বা সৃষ্টির মূলীভূত আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক সর্ব্ববিধ পরিণাম এবং পরিবর্ত্তন, রজস্তমঃ-দ্বারাই যথা-ক্রমে সাধিত হইয়া থাকে। অপরিবর্ত্তনাত্মক প্রকাশ-বহুল সত্ত্ব-গুণই রজস্তমঃ-দ্বারা বিবিধ ক্রম-স্থূল অবস্থায় অভিব্যক্ত হইয়া নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল বিশ্বপ্রকটিত করিয়া লয়। (২৪০) গুণ-ত্রয়ের তমঃ-প্রধান পরিণামই স্থূল বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সুতরাং বিশ্বই প্রকৃতির তমঃ-প্রধান-বিকারে বিনির্ম্মিত। প্রকৃতির বহির্ম্মুখীন পরিণাম, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, যথা-ক্রমে তমঃ-প্রধান স্থূল অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রলয়-কালে পরিণত-প্রকৃতি যখন অন্তর্ম্মুখীন হন, তখন তাঁহার তমঃ-প্রধান বিকার যথা-ক্রমে বিলীন হইয়া সূক্ষ্ম-স্বরূপ শুদ্ধ-সত্ত্বে উপনীত হইয়া থাকে। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জগতের আবির্ভাব-তিরোভাব-রূপ নিত্য-পরিবর্ত্তন, ক্রম-সাপেক্ষ; প্রতিনিয়ত যথাক্রমে উপস্থাপিত হইতেছে এবং হইয়া থাকে।

বিনয়।—প্রকৃতির বহির্ম্মুখীন বিকার যতই তমঃ-প্রধান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ততই প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তির প্রভাব প্রতিফলিত বা উদ্ভাসিত করিয়া লইতে অশক্তা হইবেন, চেতনার উদ্রেকও তদনুক্রমে স্বল্পীভূত হইয়া আসিবে, জীবের অজ্ঞান ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, গুণ-ত্রয় সমধিক ক্রিয়াশালী থাকিয়া শক্তির ক্ষয়-সাধন বা কর্ম্মরূপ-পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়া লইতে থাকিবে, জীবের আসক্তিও ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে প্রকৃতির বিকার যখন অন্তর্ম্মুখীন হইবে, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব যথাক্রমে যখন বিলীন হইয়া আসিবে, রজস্তমঃ পরাভূত হইয়া যখন শুদ্ধ-সত্ত্বই প্রতিভাত হইতে থাকিবে, তখনই প্রতিবিম্বিতা চিচ্ছক্তি সমগ্র-ভাবে প্রতিফলিত বা ভাসমান হইয়া উঠিবে, কর্ম্মের পরিবর্ত্তে জ্ঞান-মাত্রই উদ্রিক্ত থাকিবে, মানুষ আসক্তি-বিহীন হইয়া মোক্ষ-লাভে সমর্থ হইবে, অধিকন্তু প্রতিবিম্বিত-চিচ্ছক্তির সমগ্র-প্রভাবে অসামান্য-শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

শ্রীহর্ষ।—সাম্য-ভঙ্গাবস্থায় ত্রিগুণ নিষ্ক্রিয় থাকিবার নহে, রাগ-দ্বেষ-জনিত কার্য্য করিতেই থাকিবে। গুণ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(২৪০) প্রাদুর্ভাববিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপদ্গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়োবিদুঃ॥
পতঞ্জলি, মহাভাষ্য।

দেহের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত গুণ-ভেদে পৃথগ্‌ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। গুণ-গণ কিন্তু স্বতন্ত্রীভূত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে না; যে গুণের প্রাধান্য জীব-দেহে উপস্থাপিত হয়, তদনুসারেই কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। জীবদেহে কোন ক্ষণেই সর্ব্ব-গুণের পৃথক্ পৃথক্ প্রাধান্য-লাভ ঘটে না; একের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে, অপর দুইটীর কার্য্য নিরুদ্ধ হইয়া আসে। গুণ-গণ অধিকন্তু সংক্রমণ-শীল, দেহান্তরে সংক্রমিত হইতেও পারে। তৎ-কারণ অসৎ-সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য এবং সৎ-সঙ্গই আকাঙ্ক্ষনীয় ও সিদ্ধি-প্রদ।

বিনয়।—সত্ত্ব-প্রধান অবস্থায় গুণ-ত্রয় জীব-দেহে জ্ঞানেরই পরিবর্দ্ধন-সাধন করে। রজঃ-প্রধান অবস্থায় গুণ-ত্রয় জীব-দেহে শারীর যন্ত্রের পরিচালন-ক্রিয়াই সমধিক উত্তেজিত করিয়া থাকে; সুতরাং তখন জীব-দেহ বহুবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তমঃ-প্রধান অবস্থায় গুণ-ত্রয় জীব-দেহের পোষণ-কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে এবং জীবদেহ যাহাতে বিলয়-প্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত না হয়, তৎকারণ মোক্ষ-লাভের পথ অবরোধ করিয়া রাখে।

শ্রীহর্ষ।—গুণ-প্রভাবে যাঁহারা পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বিমল-দেব-লোক; যাঁহারা পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মর্ত্ত্যলোক এবং যাঁহারা অধর্ম্ম-মাত্র অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অধম-স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তৎকারণ, সাত্ত্বিক-মানুষ উত্তম স্থান বা স্বর্গ-লোক, রাজস মানুষ মধ্যম-স্থান বা মর্ত্ত্য-লোক এবং তামস মানুষ অধম-স্থান বা তির্য্যক-যোনি লাভ করিয়া থাকেন। পুনর্জ্জন্ম-লাভের সময় সত্ত্ব-গুণের আশ্রয়ে দেব-যোনি, সত্ত্ব ও রজোগুণের আশ্রয়ে মানুষ-যোনি এবং রজস্তমোগুণের আশ্রয়ে তির্য্যগ্‌-যোনি লাভ হইয়া থাকে। মানুষ অধিকন্তু ত্রিগুণাভিভূতই থাকে। মৃত্যুকালে যাহার যে গুণ প্রবলতর থাকে, সে তদনুরূপ যোনিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২৪১) ডারউইনের জৈব ক্রমোন্নতি এবং-প্রকারে ব্যাখ্যাত হইলে, সহজ-বোধ্য হইতে পারে।

(২৪১) সাত্ত্বিকস্তোত্তমং স্থানং রাজসস্যেহ মধ্যমম্॥ ৩
তামসস্তাধমং স্থানং প্রাকরধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
কেবলেনেহ পুণ্যেন গতিমূর্দ্ধামবাপ্নুয়াৎ॥ ৪
পুণ্যপাপেন মানুষ্যামধর্ম্মেণাপ্যধোগতিম্। ৫

সাত্ত্বিকী বৃত্তি।

বিনয়।—গুণ আশ্রয়-ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত হয় না। পুরুষ প্রকাশাত্মক সত্ত্ব-গুণকেই আশ্রয়-দান করিয়া থাকেন। সত্ত্ব-গুণ উদ্রিক্ত হইবা-মাত্র পুরুষের আশ্রয়-লাভ করিয়া থাকে এবং পুরুষ সত্ত্বেই বা সত্ত্ব-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব বা চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (২৪২) পুরুষ সত্ত্বের সহিত অভিন্ন-ভাবে প্রতীয়মান হইলেও, সত্ত্বের সহিত অভিন্ন নহেন; উভয়েই পৃথক, এক নহে। পদ্ম-পত্রের

অব্যক্তঃ সত্ত্বসংযুক্তোদেবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭
রজঃসত্ত্বসমাযুক্তোমানুষেষু প্রপদ্যতে।
রজস্তমোভ্যাং সংযুক্তস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥ ৮
রাজসৈস্তামসৈঃ সত্ত্বৈর্যুক্তোমানুষ্যমাপ্নুয়াৎ।
পুণ্যপাপবিযুক্তানাং স্থানমাহুর্ম্মহাত্মনাম্॥ ৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৪ অঃ।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢযোনিষু জায়তে॥ ১৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪ অঃ।

পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্
উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্।—প্রশ্নোপনিষৎ, ৩।৭

(২৪২) এবং পূর্ব্বং প্রসন্নাত্মা লভতে যদ্‌যদিচ্ছতি।
অব্যক্তাং সত্ত্বমুদ্রিক্তমমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৫
সত্ত্বাৎ পরতরং নান্যং প্রশংসন্তীহ তদ্বিদঃ।
অনুমানাদ্বিজানীমঃ পুরুষং সত্ত্বসংশ্রয়ম্॥ ৬

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

সহিত জলবিন্দু যেরূপ নির্লিপ্ত-ভাবে সংসৃষ্ট থাকে, পুরুষ বা জীবাত্মাও তদ্রূপ সত্ত্ব-গুণের সহিত নির্লিপ্ত-ভাবে সংসৃষ্ট থাকেন। (২৪৩)

শ্রীহর্ষ।—সত্ত্ব-গুণ বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। পুরুষ-কর্ত্তৃক সত্ত্ব নিরন্তর উপভুক্ত বা অবস্থাপিত হইলেও, সত্ত্ব-গুণ স্বয়ং-চেতন এবং জ্ঞান-সম্পন্ন নহে বলিয়াই, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সত্ত্ব-গুণ সুখ-দুঃখাদি-সংযুক্ত, পুরুষ সর্ব্ব-সময়েই সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত এবং নির্গুণ। প্রদীপের সাহায্যে যেমন তিমিরাচ্ছন্ন দ্রব্যাদি দর্শনীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বেরই সাহায্যে পুরুষ সংসার-মধ্যে দর্শন-লাভ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব-গুণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ বা উদ্ভাসিত করিয়া দেয় এবং কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই বিনষ্ট বা জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পুরুষের কিন্তু ক্ষয়, বিকার বা বিনাশ নাই, নিত্য এবং অবিনশ্বর। (২৪৪)

---

(২৪৩) সমং সংজ্ঞানুগশ্চৈব স সর্ব্বত্র ব্যবস্থিতঃ।
উপভুঙ্‌ক্তে সদা সত্ত্বমপঃ পুষ্করপর্ণবৎ॥ ১১
সর্ব্বৈরপি গুণৈর্বিদ্বান্ ব্যতিষক্তোন লিপ্যতে।
জলবিন্দুর্যথা লোলঃ পদ্মিনীপত্রসংস্থিতঃ॥ ১২

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫০ অঃ।

(২৪৪) বিষয়োবিষয়িত্বঞ্চ সম্বন্ধোঽয়মিহোচ্যতে।
বিষয়ী পুরুষোনিত্যং সত্ত্বঞ্চ বিষয়ঃ স্মৃতঃ॥ ৮
ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বকল্পেন মশকোডুম্বরং যথা।
ভুজ্যমানং ন জানীতে নিত্যং সত্ত্বমচেতনম্॥
যস্ত্বেবং তং বিজানীতে যোভুঙ্‌ক্তে যশ্চ ভুজ্যতে॥ ৯
নিত্যং দ্বন্দ্বসমাযুক্তং সত্ত্বমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
নির্দ্বন্দ্বোনিষ্কলো নিত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞোনির্গুণাত্মকঃ॥ ১০
যথা প্রদীপমাদায় কশ্চিত্তমসি গচ্ছতি।
তথা সত্ত্বপ্রদীপেন গচ্ছন্তি পরমৈষিণঃ॥ ১৩
এবং কর্ম্মকৃতং চিত্রং বিষয়স্থং পৃথক্ পৃথক্।
যথা কর্ম্ম কৃতং লোকে তথৈতানুপপদ্যতে॥ ৩১

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫০ অঃ

বিনয়।—সত্ত্ব-গুণ আবির্ভূত হইলেই মানুষ আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকেই অকিঞ্চিৎকর এবং অলীক বিবেচনা করেন। (২৪৫) সত্ত্ব-গুণই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রদান করে এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বিষয়-সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেয়। ধর্ম্ম-কার্য্যে সত্ত্ব-গুণই প্রধানতম সহায়। (২৪৬) ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদৃষ্টি, সত্য, সরলতা, জ্ঞান এবং সন্ন্যাস সত্ত্ব-গুণেরই প্রধানতমা বৃত্তি। (২৪৭) এই সকল প্রধানতমা বৃত্তির অংশীভূতা অপরা বহুবিধা বৃত্তিও আছে, তৎ-সমুদয়ই জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের সহায়। আবার জিতেন্দ্রিয়তা-লাভে সমর্থ হইলেই, তৎসমুদয় সাত্ত্বিকী বৃত্তি স্বতঃই সম্যক্-স্ফুরিতা হইয়া উঠে।

শ্রীহর্ষ।—সত্ত্ব-গুণ হইতে সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, সদাচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্ট-বিয়োগে নিরপেক্ষতা, লোক-রক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থে অর্থোপার্জ্জন-প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বভূতে দয়া সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। (২৪৮)

---

(২৪৫) প্রসাদে চৈব সত্ত্বস্য প্রসাদং সমবাপ্নুয়াৎ।
লক্ষণং হি প্রসাদস্য যথা স্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্॥ ৩৬
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫১ অঃ।

(২৪৬) সত্ত্বং বৈকারিকী যোনিরিন্দ্রিয়াণাং প্রকাশিকা।
ন হি সত্ত্বাৎ পরোধর্ম্মঃ কশ্চিদন্যোবিধীয়তে॥ ৯
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩৯ অঃ।

(২৪৭) ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
জ্ঞানং ত্যাগোঽথ সন্ন্যাসঃ সাত্ত্বিকং বৃত্তমিষ্যতে॥ ৭
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ১৪৮ অঃ।

(২৪৮) সত্ত্বমানন্দ উদ্রেকঃ প্রীতি প্রকাশ্যমেব চ।
সুখং শুদ্ধিত্বমারোগ্যং সন্তোষঃ শ্রদ্ধধানতা॥ ১৭
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ ক্ষমা ধৃতিরহিংসতা।
সমতা সত্যমানৃণ্যং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ১৮
শৌচমার্জ্জবমাচারমলৌল্যং হৃদ্যসম্ভ্রমঃ।
ইষ্টানিষ্টবিয়োগানাং কৃতানামবিকত্থনা॥ ১৯

বিনয়।—বদান্যতা, অভয়, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, পরাক্রম, বিশ্বাস, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, (পাপকার্য্যে) নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মলতা, নিরহঙ্কার, ফল-ত্যাগ, নিত্যধর্ম্মানুশীলন প্রভৃতি সত্ত্ব-গুণের প্রধানতমা বৃত্তির অনুগমন করিয়া থাকে। (২৪৯) মানুষের সমুদয় সৎপ্রবৃত্তিই সত্ত্ব-গুণ-সমুদ্ভূত

দানেন চান্নগ্রহণমস্পৃহত্বং পরার্থতা।
সর্ব্বভূতদয়া চৈব সত্ত্বস্যৈতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৩ অঃ।

(২৪৯) আনন্দঃ প্রীতিরুদ্রেকঃ প্রাকাশ্যং সুখমেব চ।
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ শ্রদ্ধধানতা ॥ ২
ক্ষমাধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
অক্রোধশ্চানসূয়া চ শৌচং দাক্ষ্যং পরাক্রমঃ ॥ ৩
মুধা জ্ঞানং মুধা বৃত্তং মুধা সেবা মুধা শ্রমঃ।
এবং যোযুক্তধর্ম্মঃ স্যাৎ সোঽমুত্রাত্যন্তমশ্নুতে ॥ ৪
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারোনিরাশীঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
অকামভূত ইত্যেব সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫
বিশ্রম্ভোহ্রীস্তিতিক্ষা চ ত্যাগঃ শৌচমতন্দ্রিতা।
আনৃশংস্যমসংমোহোদয়া ভূতেষপৈশুনম্ ॥ ৬
হর্ষস্তুষ্টিবিস্ময়শ্চ বিনয়ঃ সাধুবৃত্তিতা।
শান্তিকর্ম্মাণি শুদ্ধিশ্চ শুভা বুদ্ধির্বিমোচনম্ ॥ ৭
উপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যং চ পরিত্যাগশ্চ সর্ব্বশঃ।
নির্ম্মমত্বমনাশীষ্ট্বমপরিক্ষতধর্ম্মতা ॥ ৮
মুধা দানং মুধা যজ্ঞোমুধাধীতং মুধা ব্রতম্।
মুধা প্রতিগ্রহশ্চৈব মুধা ধর্ম্মোমুধা তপঃ ॥ ৯
এবং বৃত্তাস্তু যে কেচিল্লোকেঽস্মিন্ সত্ত্বসংশ্রয়াঃ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থাস্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥ ১০

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩৮ অঃ।

শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীদয়াদিঃ স্বনির্বৃত্তিঃ ॥ ২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২৫ অঃ।

হইতেছে। সত্ত্ব-গুণ উদ্রিক্ত হইলেই রাজাসিক ও তামসিক কার্য্যে মানুষের আর প্রবৃত্তি থাকে না, নিবৃত্তি বা ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া মানুষ বিষয়-রাগ-বিহীন হইতে সমর্থ হয়। সত্ত্ব-গুণের সাহায্যেই মানুষের কর্ম্মক্ষয়-বশতঃ কর্ম্ম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। (২৫০)

শ্রীহর্ষ।—সত্ত্ব-গুণের সাহায্য-ব্যতীত মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সহিষ্ণুতা, স্বধর্ম্মবর্ত্তিতা, ন্যায়শীলতা, বৈরাগ্য, দান এবং আত্মরতি প্রভৃতি মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। সঙ্গ-হীনতা বা অনাসক্ত ভাব, আত্মারই প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবজ্-জ্ঞান, ফল-ত্যাগ প্রভৃতি সকলই সত্ত্বগুণ-সাপেক্ষ। সত্ত্ব-গুণেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে, রজস্তমোগুণের স্বল্পতা-বশতঃ, চিত্ত নির্ম্মলতা-প্রাপ্ত হয় এবং চিৎ-প্রতিবিম্ব তমোজনিত অজ্ঞানাবরণ-বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মলীভূত-চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব যতই তমসাচ্ছাদন-বিরহিত হইতে থাকিবে, মানুষ ততই সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ করিতে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে সমর্থ হইবে।

রাজসী বৃত্তি।

বিনয়।—নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ-দ্বারা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তৎ-সমুদয়ই রাজসিক। রজো-গুণাভিভূত মানুষ ধর্ম্মার্থকাম-ত্রিবর্গের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তা করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মফল-ভোগের জন্য বার-বার জন্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। রাজস মানুষ কল্যাণ-কামনায় যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং আসক্তি-পরিশূন্য হইতে কোন-রূপেই সমর্থ হন না। (২৫১)

শ্রীহর্ষ।—বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিবার সামর্থ্য থাকে না বলিয়াই, রাজস মানুষের কামনা, চেষ্টা, দর্প, আকাঙ্ক্ষা, দম্ভ, সুখ-কামনায় দেবারাধনা, ভেদ-বুদ্ধি,

---

(২৫০) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫১ অঃ।

(২৫১) ভূতভব্যভবিষ্যাণাং ভাবনাং ভুবি ভাবনাঃ।
ত্রিবর্গনিরতা নিত্যং ধর্ম্মোঽর্থঃ কাম ইত্যপি॥ ১৫
কামবৃত্তাঃ প্রমোদন্তে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিভিঃ।
অর্ব্বাক্ স্রোতস ইত্যেতে মনুষ্যা রাজসাবৃতাঃ। ১৬

সুখ, মদ, উৎসাহ, যশ, প্রীতি, হাস্য, বীর্য্য এবং বলোদ্যম সকল কর্ম্মেই লক্ষিত হইয়া থাকে। (২৫২) এই সকল বৃত্তি অধিকন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, চরিতার্থ হইবার নহে।

বিনয়।—রজোগুণ হইতে রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, অকরুণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, চিন্তা, অসম্মান, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্য-বৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ এবং অতিবাদ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। (২৫৩) স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে সকল বৃত্তির প্রয়োজন, তৎসমুদয়ই রজোগুণ-সম্ভূত হইতেছে।

শ্রীহর্ষ।—একটী প্রদীপ যেমন অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির এক একটী গুণ হইতে পুরুষের অসংখ্য গুণ প্রদীপিত হইয়া থাকে। (২৫৪) বিস্তার-পূর্ব্বক নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, রজোগুণ হইতেই

অস্মিন্ লোকে প্রমোদন্তে জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রেত্যভাবিকমীহন্তে ঐহলৌকিকমেব চ।
দদতি প্রতিগৃহ্ণন্তি তর্পয়ন্ত্যথ জুহ্বতী॥ ১৭

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩৭ অঃ।

(২৫২) কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা দম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহোযশঃ প্রীতির্হাস্যংবীর্য্যং বলোদ্যমঃ॥ ৩

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ২৫অঃ।

(২৫৩) রজোগুণানাং সঙ্ঘাতোরূপমৈশ্বর্য্যবিগ্রহৌ।
অত্যাগিত্বমকারুণ্যং সুখদুঃখোপসেবনম্॥ ২১
পরাপবাদেষু রতির্ব্বিবাদানাং চ সেবনম্।
অহঙ্কারমসৎকারশ্চিন্তা বৈরোপসেবনম্॥ ২২
পরিতাপোঽভিহরণং হ্রীনাশোঽনার্জবং তথা।
ভেদঃ পরুষতা চৈব কামঃ ক্রোধোমদস্তথা॥ ২৩
দর্পোদ্বেষোঽতিবাদশ্চ এতে প্রোক্তা রজোগুণাঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৩ অঃ।

(২৫৪) যথা দীপসহস্রাণি দীপান্মর্ত্ত্যাঃ প্রকুর্ব্বতে।
প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্য গুণান্ বহূন্॥ ১৬

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৩ অঃ।

সন্তাপ, রূপ-দর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতি-মমতা, পরিবার-পোষণেচ্ছা, বধ-বন্ধন-ক্লেশ-ক্রয়-বিক্রয়-ভেদ-ছেদ-বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্ম-পীড়ন, নিষ্ঠুরতা, আক্রোশ, পরছিদ্রানুসন্ধান, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ, লাভের আশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি; প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞা-পালন, সেবা, বিষয়-তৃষ্ণা, পরাশ্রয়-গ্রহণ, ব্যবহার, রচনা-কৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী-পুরুষ-দ্রব্য-গৃহাদি-সংস্কার, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাদি ফল-দায়ক কর্ম্ম, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, নমস্কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্য-কর্ম্ম, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রি-জাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষ-ক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (২৫৫)

---

(২৫৫) সন্তাপোরূপমায়াসঃ সুখদুঃখে হিমাতপৌ।
ঐশ্বর্য্যং বিগ্রহঃ সন্ধির্হেতুবাদোঽরতিঃ ক্ষমা ॥ ২
বলং শৌর্য্যং মদোরোষোব্যায়ামকলহাবপি।
ঈর্ষ্যেপ্সা পিশুনং যুদ্ধং মমত্বং পরিপালনম্ ॥ ৩
বধবন্ধপরিক্লেশাঃ ক্রয়োবিক্রয় এব চ।
নিকৃন্তচ্ছিন্ধিভিন্ধীতি পরমর্ম্মাবকর্ত্তনম্ ॥ ৪
উগ্রং দারুণমাক্রোশঃ পরচ্ছিদ্রানুশাসনম্।
লোকচিন্তানুচিন্তা চ মৎসরঃ পরিপালনম্ ॥ ৫
মৃষাবাদোমৃষাদানং বিকল্পঃ পরিভাষণম্।
নিন্দা স্তুতিঃ প্রশংসা চ প্রতাপঃ পরিধর্ষণম্ ॥ ৬
পরিচর্য্যানুশুশ্রূষা সেবা তৃষ্ণা ব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্যূহোনয়ঃ প্রমাদশ্চ পরিবাদঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৭
সংস্কারা যে চ লোকেষু প্রবর্ত্তন্তে পৃথক্ পৃথক্।
নৃষু নারীষু ভূতেষু দ্রব্যেষু শরণেষু চ ॥ ৮
সন্তাপোঽপ্রত্যয়শ্চৈব ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
আশীর্যুক্তানি কর্ম্মাণি পৌর্ত্তানি বিবিধানি চ ॥ ৯

বিনয়।—রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও লয়ের নিদান এবং কারণ। রজোগুণ রুদ্ধ বা পরাভূত না হইলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবার নহে। স্ত্রী-দেহ সূক্ষ্ম-রূপে রজোগুণেই অবস্থিত এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়াংশ-দ্বারাই বিনির্ম্মিত। সতীত্ব-সংরক্ষণ-রূপ ব্রহ্মচর্য্যই তৎকারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রেষ্ঠতমা তপস্যা। সতীত্বরূপ-তপঃপ্রভাবেই স্ত্রীলোক অসামান্যা শক্তি-শালিনী হইয়া থাকেন। স্ত্রী-লোক-দ্বারাই জীব-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে এবং জীব সংসারে আবদ্ধ ও বিমোহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযম-জন্য রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের লোভনীয় সংসর্গ পরিবর্জ্জন করাই বিধেয়। (২৫৬) রজোগুণ রুদ্ধ হইলেই তৃষ্ণা এবং দুঃখ, উভয়ই নিবারিত হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন অবস্থায় বিষয়-সংসর্গ করিলেও বিষয়ে আসক্তি জন্মায় না। (২৫৭) অনল-দগ্ধ বা ভর্জ্জিত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ রজোগুণ-সম্ভূত ক্লেশ-সমুদয় জ্ঞানাগ্নিতে

স্বাহাকারোনমস্কারঃ স্বধাকারোবষট্‌ক্রিয়া।
যাজনাধ্যাপনে চোভে যজনাধ্যায়নে অপি ॥ ১০
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তানি মঙ্গলম্।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাৎ স্নেহোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ১২
অভিদ্রোহস্তথা মায়া নিকৃতির্ম্মান এব চ।
স্তৈন্যং হিংসা জুগুপ্সা চ পরিতাপঃ প্রজাগরঃ ॥ ১২
দম্ভোদর্পোঽথ রাগশ্চ ভক্তিঃ প্রীতিঃ প্রমোদনম্।
দ্যূতঞ্চ জনবাদশ্চ সম্বন্ধাঃ স্ত্রীকৃতাশ্চ যে ॥ ১৩
নৃত্যবাদিত্রগীতানাং প্রসঙ্গা যে চ কে চ ন।
সর্ব্ব এতে গুণা বিপ্রা রাজসাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪

মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩৭ অঃ।

(২৫৬) তৃষ্ণাভিভূতৈস্তৈর্ব্বদ্ধস্তানেবাভিপরিপ্লবন্।
সংসারতন্ত্রবাহিন্যস্তত্র বুধ্যেত যোষিতঃ ॥
কৃত্যা হ্যেতা ঘোররূপা মোহয়ন্ত্যবিচক্ষণান্।
রজস্যন্তর্হিতা মূর্ত্তিরিন্দ্রিয়াণাং সনাতনী ॥ ৮

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৩ অঃ।

(২৫৭) ইন্দ্রিয়াণাং রজস্যেব প্রলয়প্রভাবাবুভৌ।
পরীক্ষ্য সঞ্চরেদ্বিদ্বান্ যথাবচ্ছাস্ত্রচক্ষুষা ॥ ২০

দগ্ধ হইলে, তৃষ্ণা-ক্ষয়-বশতঃ আর তাহা জীবাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে না। (২৫৮)

শ্রীহর্ষ।—চিত্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা পরিধাবিত হইলে অধিকতর রজঃ-পূরিত এবং অসন্নিষ্ট হইয়া থাকে। (২৫৯) রজঃ-প্রভাবেই অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কর্ম্মের ফল-লাভ হইয়া থাকে। রজঃ-প্রভাবেই দুঃখ-যুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয় এবং তন্নিবন্ধন তৃষ্ণা, আসক্তি বা বিষয়-বাসনা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতা হইতে থাকে।

তামসী বৃত্তি।

বিনয়।—তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, মোহ বলিয়াই পরিচিত। তমোগুণের প্রভাবে মানুষের জ্ঞানের অভাব ঘটিয়া থাকে এবং অজ্ঞানতা-নিবন্ধন তাহারা পাপ-কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহাদের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট ও অপ্রশস্ত, তাহারাই তমোগুণাভিভূত। তমোগুণাভিভূত মানুষই জন্মান্তরে তমোগুণের আধিক্য বা স্বল্পতা অনুসারে স্থাবর, সর্প, ক্রিমি, কীট, পক্ষী, চতুষ্পদ-জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও বহুবিধ পাপ-রোগাক্রান্ত মানুষ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থান্নোপসর্পন্ত্যতর্ষুলম্।
হীনৈশ্চ করণৈর্দেহী ন দেহং পুনরর্হতি॥ ২১
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৩ অঃ।

বীতরাগোজিতক্রোধঃ সম্যগ্ ভবতি যঃ সদা।
বিষয়ে বর্ত্তমানোঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে॥ ১০
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৯ অঃ।

(২৫৮) বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্ত যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ১৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১১ অঃ।

(২৫৯) যদর্পিতং তদ্বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
রজঃস্বলকাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যয়ম্॥ ২৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৯ অঃ।

থাকে। পাপের ফলভোগ-জন্য তমোগুণের অধিকারে যাইয়া, পর-জন্মে অপকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া, মানুষ নরক-ভোগ করিয়া থাকে। (২৬০)

শ্রীহর্ষ।—তমঃ-প্রভাবে মানুষ ক্রোধ, লোভ, অনৃত, হিংসা, যাজ্ঞা, দম্ভ, ক্লান্তি, শোক, মোহ, বিষাদ, দুঃখ, নিদ্রা, আশা ও ভয়ের নিতান্ত-বশবর্ত্তী হইয়া থাকে (২৬১) তমঃ-প্রভাবেই মানুষ বিবেক-ভ্রষ্ট, বুদ্ধিহীন, উদ্যম-বিহীন এবং হিংসাত্মক হইয়া থাকে। নীচাশয়তাই তামস মানুষের পরিচায়ক।

বিনয়।—মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষ্যে লালসা পান-ভোজনে অপরিতৃপ্তি এবং উৎকট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসনাদি, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অধিকন্তু অজ্ঞাত-নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি এবং ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ তমোগুণ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। (২৬২) তামস মানুষ অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অধোগত হইয়া থাকে।

---

(২৬০) এবংবিধাশ্চ যে কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পাপকর্ম্মিণঃ।
মনুষ্যা ভিন্নমর্য্যাদাস্তে সর্ব্বে তামসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১
তেষাং যোনীঃ প্রবক্ষ্যামি নিয়তাঃ পাপকর্ম্মিণাম্।
অবাঙ্ নিরয়ভাবাঃ যে তির্য্যঙ্ নিরয়গামিনঃ ॥ ২২
স্থাবরাণি চ ভূতানি পশবোবাহনানি চ।
ক্রব্যাদা দন্দশূকাশ্চ ক্রিমিকীটবিহঙ্গমাঃ ॥২৩
অণ্ডজা জন্তবশ্চৈব সর্ব্বে চাপি চতুষ্পদাঃ।
উন্মত্তা বধিরা মূকা যে চান্যে পাপরোগিণঃ ॥ ২৪
মগ্নাস্তমসি দুর্ব্বৃত্তাঃ স্বকর্ম্মকৃতলক্ষণাঃ।
অবাক্স্রোতস ইত্যেত মগ্নাস্তমসি তামসাঃ ॥ ২৫

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৩৬ অঃ।

(২৬১) ক্রোধোলোভোঽনৃতং হিংসা যাচ এগা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২৫ অঃ।

(২৬২) মোহোঽপ্রকাশস্তামিস্রমন্ধতামিস্রসংজ্ঞিতম্।
মরণং চান্ধতামিস্রং তামিস্রং ক্রোধ উচ্যতে ॥ ২৫
তমসোলক্ষণানীহ ভক্ষণাদাভিরোচনম্।
ভোজনানামপর্য্যাপ্তিস্তথাপেয়েষ্বতৃপ্ততা ॥ ২৬

শ্রীহর্ষ।—বিস্তার-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য-দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্-বিবেক-রাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্য-জ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা-চিন্তা, অসরলতা, কু-বুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচ-কর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান এবং অতিথির অগ্রে ভোজন প্রভৃতি সমুদয় সাত্ত্বিক-সদ্গুণের অভাব, অধিকন্তু অসৎ-কর্ম্ম তমঃ-প্রভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। (২৬৩) জীব-দেহে তমোগুণের প্রাধান্য-লাভ ঘটিলে, প্রতিবিম্বিতা চিচ্ছক্তি উদ্ভাসিত না হইয়া তমোগ্রস্ত হইয়া যায়, সুতরাং তৎ-কর্তৃক উদ্রিক্তা সর্ব্ববিধা শক্তিই হীনপ্রভ হইয়া থাকে। তমোগুণাভিভূত জীব আবশ্যক-পরিমিতা শক্তির উত্তেজনা-লাভে বঞ্চিত হইয়া, শক্তির অভাবে, সাত্ত্বিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, অগত্যা পাপেই নিমগ্ন হইয়া যায়।

গন্ধাবাসোবিহারেষু শয়নেষ্বাসনেষু চ।
দিবাস্বপ্নোঽতিবাদেষু প্রমাদেষু চ বৈ রতিঃ॥ ২৭
নৃত্যবাদিত্রগীতানামজ্ঞানাচ্ছ্রদ্ধধানতা।
দ্বেষোধর্ম্মবিশেষাণামেতে বৈ তামসা গুণাঃ॥২৮

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৩ অঃ।

(২৬৩) সম্মোহোজ্ঞানমত্যাগঃ কর্ম্মণামবিনির্ণয়ঃ।
স্বপ্নঃ স্তম্ভোভয়ং লোভঃ স্বতঃ সুকৃতদূষণম্॥ ১২
অস্মৃতিশ্চাবিপাকশ্চ নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
নির্ব্বিশেষত্বমন্ধত্বং জঘন্যগুণবৃত্তিতা॥ ১৩
অকৃতে কৃতমানিত্বমজ্ঞানে জ্ঞানমানিতা।
অমৈত্রী বিকৃতাভাবোহাশ্রদ্ধা মূঢ়ভাবনা॥ ১৪
অনার্জ্জবমসংজ্ঞত্বং কর্ম্ম পাপমচেতনা।
গুরুত্বং সন্নভাবত্বমবশিত্বমবাগ্গতিঃ॥ ১৫
সর্ব্বে এতে গুণা বৃত্তাস্তামসাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৩৬ অঃ।

বিনয়।—তামসী প্রকৃতি বহুধা হইতেছে। শাস্ত্রে অবিবেক-রূপ তমঃ, চিত্ত-বিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তি-রূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র এবং মৃত্যু-সংজ্ঞক অন্ধতামিস্র, উল্লেখ আছে। এই পঞ্চবিধা তামসী প্রকৃতিতেই জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। উদ্ভাসিত-চিচ্ছক্তি বা জ্ঞানের অভাবে সাত্ত্বিকী বৃত্তির বিপরীত ভাবই তামসী প্রকৃতিতে নিরন্তর প্রতীয়মান হইয়া থাকে। (২৬৪)

কর্ম্ম।

শ্রীহর্ষ।—গুণ-ত্রয় সাম্যাবস্থায় যত-ক্ষণ নিষ্ক্রিয় এবং সুপ্ত থাকে, তত-ক্ষণ তদ্দ্বারা কোন কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয় না, তত-ক্ষণ তাহারা একীভূতা অবস্থায় অব্যক্ত-ভাবেই অবস্থান করে। গুণ-ত্রয়ের সাম্য-ভঙ্গ হইলেই, ভগবৎ-প্রতিবিম্ব-প্রভাবে যখন তাহারা স্বতঃই ক্রিয়মান হইয়া উঠে, তখনই অচেতন জীবদেহ প্রতিবিম্বিত-চিচ্ছক্তি-প্রভাবে চেতনায়মান হইয়া গুণসংযুক্ত-ইন্দ্রিয়াগণ-দ্বারা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়; তখনই, গুণ-ত্রয় ব্যক্ত-ভাব ধারণ করে। গুণ-ত্রয় প্রারব্ধ-কর্ম্ম-রূপে জীবকে যে পরিমানে অভিভূত রাখে, কর্ম্ম-বদ্ধ জীব-গণ শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে সেই পরিমাণেই সমর্থ হয়।

বিনয়।—জীবাত্মা স্বয়ং যখন কোন কর্ম্মই করেন না, তখন, কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-ফলের সহিত তাঁহার কোন সংস্রবই থাকে না, তৎসমুদয় স্বভাব বা প্রকৃতি-

---

(২৬৪) তমোমোহোমহামোহস্তামিস্রঃ ক্রোধসংজ্ঞিতঃ।
মরণং ত্বন্ধতামিস্রস্তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে ॥ ৩৩
বর্ণতোগুণতশ্চৈব যোনিতশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
সর্ব্বমেতত্তমোবিপ্রাঃ কীর্ত্তিতং বোযথাবিধি ॥ ৩৪
কোন্বেতদ্ব্ধ্যাতে সাধু কোন্বেতৎ সাধু পশ্যতি।
অতত্ত্বে তত্ত্বদর্শী যস্তমসস্তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ৩৫
তমোগুণা বহুবিধাঃ প্রকীর্ত্তিতা যথাবদুক্তঞ্চ তমঃ পরাবরম্।
নরোহি যোবেদ গুণানিমান্ সদা স তামসৈঃ সর্ব্বগুণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৬
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৩৬ অঃ।

কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত বা সৃষ্ট হইয়া থাকে। (২৬৫) অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীব আপনাকেই কর্ত্তা-ভ্রমে কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রকাশ করিলেও, জীবাত্মা বাস্তব-পক্ষে কোন-রূপ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত থাকেন না; প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে চেতনায়মান জীব-দেহে সমুদয় কর্ম্ম স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। (২৬৬) কর্ম্ম সম্পাদিত হইলেই ফল অবশ্যম্ভাবী, কর্ত্তা যে জন্মেই হউক, সেই ফল-ভোগের সময় উপস্থিত হইলেই, তাহা ভোগ করিতে বাধ্য হন। জীব পূর্ব্ব-জন্মেই হউক, আর ইহ-জন্মেই হউক, কায়িক শ্রম-দ্বারা কোন-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকিলে, যে কোন জন্মেই হউক, তাহার ফলোদয় হইবেই হইবে এবং সেই ফল তখন তিনি স্বয়ং ভোগ করিতে বা জীবদেহে সমুৎপাদিত-ভোগ স্বয়ং অনুভব করিতে অগত্যা বাধ্য হইবেন। (২৬৭)

শ্রীহর্ষ।—সর্ব্ববিধ শারীরিক শ্রম, চেষ্টা বা কর্ম্ম, অর্থাৎ কায়-কৃত ব্যাপার, পুরুষকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুরুষকার-ব্যতিরেকে কার্য্য-সিদ্ধির উপায় নাই। পুরুষকার কোন মতে অবহেলা করা উচিত নহে। পুরুষকার

---

(২৬৫) ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(২৬৬) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭
কর্ম্মযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ৩০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩ অঃ।

(২৬৭) যেন যেন শরীরেণ যদ্‌যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎফলমুপাশ্নুতে॥ ৩
যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥ ৪
মহাভারত, অনুশাসনিক-পর্ব্ব, ৭ অঃ।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।—স্মৃতিঃ।

বা উদ্যোগ-ব্যতীত লক্ষ্মীলাভ হয় না। (২৬৮) ইহ-জন্মের পুরুষকারই দেহান্তে কর্ম্ম-ফল, প্রারব্ধ কর্ম্ম বা দৈবে পরিণত হইয়া থাকে। পুরুষকার কখনও নিষ্ফল হয় না। ইহ-জন্মে পুরুষকার-প্রভাবে ফলোদয় না হইলে তাহা পর-জন্মের পুরুষকারের সহিত দৈব-স্বরূপে মিলিত হইয়া, সমবেত-শক্তির বলে কার্য্য-সিদ্ধির সংঘটন করিয়া দেয়। (২৬৯)

বিনয়।—পুরুষকারই শুভাশুভ কর্ম্মের নিদান। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল ইহ-জন্মে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই, তৎকারণ উহা অদৃষ্ট বা দৈব বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ কার্য্যসিদ্ধির জন্য শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। আবশ্যক পরিমিতা শক্তির অভাব হইলে, অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হইবার নহে। এক-জন্মের চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহা বহু-জন্মের চেষ্টা বা পুরুষকারের সমবেত-বলে নিষ্পন্ন হইতে পারে। দৈব অনুকূল হইলে, অর্থাৎ কার্য্য-সিদ্ধির উপযোগিনী পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতা শক্তি যথেষ্ট থাকিলে, ইহ-জন্মের পুরুষকার-প্রভাবে কষ্ট-সাধ্য কর্ম্মও অনায়াসে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দৈব-বলই মানুষকে ক্ষমতা-সম্পন্ন করে, তাহাই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বীজ-স্বরূপ* কর্ম্মে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত বা ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, গুণে পুনঃ-পরিবর্ত্তিত হইয়া, পুনরায় তাহা সেই কর্ম্মে বা কর্ম্মান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—শক্তি সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকিলেও, সর্ব্ব-সময়েই কর্ম্ম করিতে সক্ষমা। দৈব বা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতা শক্তির কার্য্যের জন্য, আবশ্যক অনুষ্ঠান করিয়া দিলে, সেই দৈব কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তৎকারণ পুরুষকার ক্ষেত্র এবং দৈব বীজ বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং-বিধ ক্ষেত্র

---

(২৬৮) উদ্‌যোগিনঃ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীম্।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি॥

(২৬৯) দৈবে পুরুষকারেচ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতাঃ।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥—বৃহস্পতি।
দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্॥ ৫।
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৮ অঃ।

* Potential energy.

আপনারই হউক বা পরেরই হউক, যাহারই শ্রমে বা চেষ্টায় যেখানে প্রস্তুত হউক না কেন, প্রস্তুত-ক্ষেত্রে দৈব বীজ-স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া যথা-সময়ে নির্দ্দিষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। পরের চেষ্টায়, এইজন্য, অনেক শিশুকেও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে দেখা যায়।

বিনয়।—একতা বা বহুজনের সমবেত-শক্তির প্রভাবে, একের বা বহু-জনের অসাধ্য-কার্য্যও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। একতার প্রভাবে বহু-জনের পুরুষকার এবং দৈবের সমাবেশ ঘটিলে, প্রভূত-শক্তি সংগৃহীতা বা সঞ্চিতা হইতে পারে। শক্তি সংগৃহীত বা সঞ্চিত হইলেই, নিয়োগানুসারে, তদ্দারা একের বা বহু-জনের এক-জন্মের বা বহু-জন্মের অসাধ্য কার্য্যও ইহ-জন্মে সাধিত হইতে পারে। শক্তি, স্বাধীন বা সমবেত অবস্থায়, কর্ম্মে নিযুক্তা থাকিলে, সহসা বিচ্যুতা হইবার নহে; সুতরাং, কর্ম্মের জন্য একতা সংস্থাপিতা হইলে, একতা-পাশে আবদ্ধ-মানুষ সহসা স্বতন্ত্রীভূত হয় না।

শ্রীহর্ষ।—পুরুষকার-প্রভাবে দৈব কার্য্যক্ষম হয় বলিয়াই, তদ্দারা প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় বা ভোগের অবসান সংঘটিত হয়। প্রারব্ধ-কর্ম্ম বা দৈব ইহ-জন্মে পুনরনুষ্ঠিত হইয়া ফল-দান করিবার জন্য মানুষকে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু স্বকীয় বা পরকীয় পুরুষকার-প্রভাবে সেই দৈব-রূপিণী শক্তি শুভ-কার্য্যে নিয়োজিত হইলে, শুভ-ফলই প্রদান করিতে সক্ষম হয়। শক্তি অপচয় হইবার নহে, সর্ব্ব-সময়েই ফলদায়িকা থাকে এবং নিয়োগানুরূপ-ফল সামর্থ্যানুসারে উৎপাদন করিয়া দেয়।

বিনয়।—পৌর্ব্বদেহিক পুরুষকার ফল-দান করিবার সুযোগ না পাইয়া দৈবে পরিণত হইলে, তাহা তদনুরূপ গুণ-বৈষম্য-স্বরূপে জীবকে অভিভূত করিয়া রাখে এবং গুণের প্রাধান্যানুসারেই তাহাকে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম, দৈব বা সংরক্ষিত গুণ-বৈষম্য, শুভফল-প্রদায়ক না হইলে, অশুভ-ফলই প্রদানার্থে জীবকে তদাবশ্যক পুরুষকার অবলম্বন করাইবার জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু, মানুষ তৎ-প্রেরণা অবহেলন-পূর্ব্বক, ভিন্ন-রূপিণী প্রেরণায় বাধ্য হইয়া, শুভ-ফলোৎপাদক পুরুষকার অবলম্বন করিতে সক্ষম হইলে, সেই অশুভ-ফলদায়ক দৈব বা গুণ-বৈষম্য, শুভ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, শুভ-ফলই প্রদান করিতে বাধ্য হয়। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এবং-প্রকারে মানুষ-দ্বারা আচরিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—দৈব বা অদৃষ্টই মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ। (২৭০) ইহ-জন্মে কর্ম্মের প্রতি রাগ বা অনুরাগ এবং দ্বেষ বা বিরাগ, রজস্তমঃ হইতে যথা-ক্রমে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। জগতের নিত্য-পরিবর্ত্তন বা ভাবান্তর-গ্রহণ রাগ-দ্বেষ-দ্বারাই সমুৎপাদিত হয়। প্রত্যেক কর্ম্মই যখন ভাবান্তর উৎপাদন করিয়া থাকে, তখন জগতের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই কর্ম্ম; রাগ, তৃষ্ণা বা গ্রহণ এবং দ্বেষ, বিরাগ বা ত্যাগ তাহার কারণ। নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল জগৎ, বিশ্ব বা সংসার, তৎকারণ, রজস্তমঃ বা রাগদ্বেষ-সম্ভূত কর্ম্মময়। (২৭১)

বিনয়।—মিথ্যা-জ্ঞানই রাগ-দ্বেষের পরিচায়ক। (২৭২) রজস্তমঃ, বা রাগদ্বেষ-সম্ভূত অজ্ঞানাবরণ, বা মিথ্যাজ্ঞান, যতক্ষণ প্রতিবিম্বিতা চিচ্ছক্তিকে সমাচ্ছাদিতা রাখে, ততক্ষণই অবরুদ্ধা চিচ্ছক্তির ক্ষীণতর প্রভাবে রাগ বা আসক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই, রজস্তমঃ-রূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে, উদ্ভাসিত-জ্ঞান বা সমুদিত-সত্ত্বের অপ্রতিহত-প্রভাবে, প্রকৃতির পরিণাম-স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং গুণ-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষকে পরলোক-বিজয়ের বা মোক্ষ-লাভের জন্য সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে। (২৭৩) ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ থাকিলেই, অধর্ম্ম বা মিথ্যাজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ উপস্থাপিত হইয়া থাকে, রজস্তমঃও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কর্ম্ম-ক্ষয়ের সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত আর থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-মূলক রজোগুণ এবং মোহোৎপাদক তমোগুণ উপযুক্ত পুরুষকার-দ্বারা জ্ঞান-স্বরূপ সত্ত্ব-গুণে পরিবর্ত্তিত এবং পরিণত হইতেও পারে। সেই আবশ্যক পুরুষকার সাধারণতঃ জ্ঞান-সাপেক্ষ। শক্তিমান্ গুরু বা সৎ-সঙ্গের প্রভাবে প্রতিকূল-দৈব বা গুণের পরাভব ঘটাইবার, বা তাহা শুভকর্ম্মের অনুকূলে নিযুক্ত রাখিবার, শক্তি উদ্রিক্তা হইতে পারে। প্রতিকূল-দৈব বা গুণের কার্য্য

(২৭০) অদৃষ্টাচ্চ।—বৈশেষিক-দর্শন।

(২৭১) রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ। ৯—সাংখ্য-দর্শন, ২ অঃ।

(২৭২) যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি।—বাৎস্যায়ন।

(২৭৩) শক্যতে কর্ত্তুং শক্যতে নানয়া পরলোকং জেতুম্।—নিরুক্ত-ভাষ্য।
দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।—ন্যায়দর্শন।

অবরুদ্ধ হইলেই, বা দৈব শুভ-কর্ম্মাভিমুখে প্রেরিত হইলেই, তাহা জ্ঞান বা সত্ত্বে পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রতিকূল-প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় সংঘটিত করিয়া লয়। গুণ বা শক্তি-মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল, বিনষ্ট হইবার নহে; ইহাই জগতের চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। প্রারব্ধ-কর্ম্ম বা দৈব ফল-দান বা কর্ম্মোৎপাদনের জন্য নিরন্তর পুরুষকারের অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় থাকে। দৈব এবং পুরুষকার, শুভাশুভ-কর্ম্মের অনুকূল এবং প্রতিকূল, বিপরীত-ভাবাপন্ন হইলে, অথবা উভয়েই শুভাশুভ-কর্ম্মের অনুকূল হইলে, তাহাদের সমষ্টি-ফল-দ্বারাই তদনুরূপ কর্ম্ম সাধিত বা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—মহারথ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থমাকে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ দৈব এবং পুরুষকার-সাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ থাকে। এক-মাত্র দৈব বা এক-মাত্র পুরুষকার-প্রভাবে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না; উভয়ের একত্র-সমাবেশ না হইলে সিদ্ধি-লাভ, হওয়া সুকঠিন। উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট সমুদয় কর্ম্মই পুরুষকার-সাপেক্ষ। দৈব-হীন পুরুষকার এবং পুরুষকার-শূন্য দৈব উভয়ই নিষ্ফল। দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে, সিদ্ধি-লাভ সহজ-সাধ্য হয়। পুরুষকার-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, দৈববল-সংযোগে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পৌরুষ প্রকাশ-পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, যদ্যপি তাহা সুসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহা দৈবের প্রতিবন্ধকতা-প্রযুক্তই হইতেছে না, বুঝিতে হইবে। (২৬৪)

---

(২৭৪) আবদ্ধা মানুষাঃ সর্ব্বে নিবদ্ধাঃ কর্ম্মণোদ্বয়োঃ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে॥ ২
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্ম্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ॥ ৩
তাভ্যামুভাভ্যাং সর্ব্বার্থা নিবদ্ধা হ্যধমোত্তমাঃ।
প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ৪
তয়োর্দ্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং চৈব প্রবর্ত্ততে।
প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারে তু বর্ত্তন্তে দাক্ষ্যমাশ্রিতাঃ॥ ৮
তাভ্যাং সর্ব্বে হি কার্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্ষভ।
বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাস্তু তথৈব চ॥ ৯
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোঽপি দৈবেন সিদ্ধ্যতি।
তথাস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুরভিনির্ব্বর্ত্ততে ফলম্॥ ১০

শ্রীহর্ষ।—ব্রহ্মা মহর্ষি বশিষ্টকে বলিয়াছিলেন যে, বীজ-ব্যতীত কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না এবং কোন ফলও লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপণ করে, তাহারা সেই-রূপ ফলই লাভ করিয়া থাকে; তদ্রূপ মানুষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে যে-রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই-রূপ ফলই লাভ করিয়া থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্র-ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপণ করিলে, তাহাতে যেমন কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার-ব্যতীত দৈব কখনও সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র এবং বীজ, এই উভয়ের একত্র-সমাগম হইলেই, ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, ফল-লাভের কিছু-মাত্র সম্ভাবনা থাকে না। কেবল দৈব-বল অবলম্বন করিলেও কিছুই লাভ হয় না। পুরুষকার-প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মের অনুষ্ঠান-ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখনও কিছু-মাত্র প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা হইলেও, দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈবই মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ, তথাপি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সাধ্যানুসারে পুরুষকার অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহ-লোকে কর্ম্ম-বিহীন মানুষ দৈব-বলে কখনও তৃপ্তি-লাভে সমর্থ হয় না। যাহারা দৈবের দুষ্ট-প্রেরণায় কুপথে পদার্পণ করে, পুরুষকারের সাহায্য-ব্যতীত তাহাদের দৈব কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে; সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। শিষ্য যেমন গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুগমন

হীনং পুরুষকারেণ যদি দৈবেন বা পুনঃ।
কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুত্থানমফলং ভবেৎ॥ ১৯
হীনং পুরুষকারেণ কর্ম্ম ত্বিহ ন সিধ্যতি।
দৈবতেভ্যোনমস্কৃত্য যস্ত্বর্থান্ সম্যগীহতে।
দক্ষোদাক্ষিণ্যসম্পন্নোন স মোঘং বিহন্যতে॥ ২০
কৃতে পুরুষকারে চ যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩৩

মহাভারত, সৌপ্তিক পর্ব্ব, ২ অঃ।

করিতে হয়। পূর্ব্ব-কৃত কর্ম্ম-জনিত দৈবের অনুকূলতা-প্রভাবে এবং ইহ-লোক-কৃত সৎকর্ম্ম-প্রভাবে স্বর্গলোক-পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৭৫)

বিনয়।—দৈব-বলের অভাব থাকিলেও, দেবগণের সকাম আরাধনা করিলে, মানুষের কামনা-সিদ্ধির জন্য, দেবগণ অগোচরীভূত-ভাবে মানুষের অবলম্বিত পুরুষকারের সহায়তা করিয়া থাকেন। যজ্ঞাদি-দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাও নিষ্ফল হয় না। দেবগণ আবার রুষ্ট হইলে প্রতিকূলাচরণ-দ্বারা মানুষের অবলম্বিত পুরুষকার ব্যর্থ করিয়াও দেন। কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্ব-সময়েই শক্তির সমাবেশ আবশ্যক। দেবতা, মানুষ বা অন্যের পুরুষকার বা সাহায্য যতই একত্রীভূত হইবে, সমবেত-শক্তির প্রভাব কার্য্য-সিদ্ধির জন্য ততই উপযোগী হইবে। স্বকীয় পুরুষকার-ব্যতিরেকে, পরের পুরুষকার বা সাহায্য, দৈব-স্বরূপই কার্য্য করিয়া থাকে।

---

(২৭৫) নাবীজং জায়তে কিঞ্চিন্ন বীজেন বিনা ফলম্।
বীজাদ্বীজং প্রভবতি বীজাদেব ফলং স্মৃতম্॥ ৫
যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং লভতে ফলম্॥ ৬
যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং প্রভবতি নিষ্ফলম্।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি॥ ৭
ক্ষেত্রং পুরুষকারস্তু দৈবং বীজমুদাহৃতম্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাত্ততঃ শস্যং সমৃদ্ধ্যতে॥ ৮
কর্ম্মণঃ ফলনির্ব্বৃত্তিং স্বয়মশ্নাতি কারকঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে কৃতস্যাপকৃতস্যচ॥ ৯
শুভেন কর্ম্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্ম্মণা।
কৃতং ফলতি সর্ব্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে কচিৎ॥ ১০
তথা স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ নিষ্ঠা যা চ মনীষিতা।
সর্ব্বং পুরুষকারেণ কৃতেনেহোপলভ্যতে॥ ১৩
স্বং চেৎ কর্ম্মফলং ন স্যাৎ সর্ব্বমেবাফলং ভবেৎ।
লোকোদৈবং সমালক্ষ্য উদাসীনোভবেন্নন্নু॥ ১৯
অকৃত্বা মানুষং কর্ম্ম যোদৈবমনুবর্ত্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সম্প্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা॥ ২০

শ্রীহর্ষ।—শুভাশুভ কর্ম্ম বহুবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক-ভাবে সম্পাদিত যজ্ঞ, তপ এবং দানই মানুষের করণীয় কর্ম্ম বা ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় এবং শুদ্ধি-লাভ সাধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যখন কর্ম্মের অতিরিক্ত নহে, তখন ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের মধ্যে ভেদ-সংস্থাপন না করিয়া, করণীয় কর্ম্ম-মাত্র কর্ত্তব্য-বোধে, অনাসক্ত-ভাবে, সম্পাদন করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হইবে। যদ্দ্বারা মানুষের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি ঐহিক উন্নতি সাধিত হয়, তৎসমুদয়ই করণীয় কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পৃথক্ বুঝিয়া, আসক্তি-যুক্ত হইয়া, কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, বন্ধন অনিবার্য্য।

বিনয়।—সাত্ত্বিক-ভাবে কর্ম্ম করিলেই প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় বা কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ফলকামনায় আসক্তি থাকে, আসক্তি থাকিলেই ভোগের বাসনা পরিবর্দ্ধিতা হয়, বাসনা পরিবর্দ্ধিতা হইলেই অতিরিক্ত ভোগ-সম্পাদনার্থে অতিরিক্ত কর্ম্ম আবশ্যক হয়; তাহাই কর্ম্ম-বন্ধন, মোক্ষলাভের প্রতিরোধক। যাহারা মোক্ষ-লাভে উদাসীন থাকিয়া, ভোগ-লালসায়, বন্ধন-সাধক কর্ম্মেই প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের প্রারব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না, যথাক্রমে সম্পাদিত ইহ-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং, বন্ধন উত্তরোত্তর

ন তথা মানুষে লোকে ভয়মস্তি শুভাশুভে।
যথা ত্রিদশলোকে হি ভয়মন্তেন জায়তে॥ ২১
কৃতঃ পুরুষকারস্তু দৈবমেবানুবর্ত্ততে।
ন দৈবমকৃতে কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্দাতুমর্হতি॥ ২২
ন চ ফলতি বিকর্ম্মা জীবলোকে ন দৈবং ব্যপনয়তি
বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্।
গুরুমিব কৃতমগ্র্যং কর্ম্ম সংযাতি দৈবং নয়তি পুরুষকারঃ
সঞ্চিতস্তত্র তত্র॥ ৪৭
অভ্যুত্থানেন দৈবস্য সমারব্ধেন কর্ম্মণা।
বিধিনা কর্ম্মনা চৈব স্বর্গমার্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৯

মহাভারত, অনুশাসনিক-পর্ব্ব, ৬ অঃ।

স্থূলীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইতেই থাকে, ক্ষয়-সাধক কর্ম্ম-ব্যতিরেকে দৈব বা প্রারব্ধ-কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবার নহে। (২৭৬)

শ্রীহর্ষ।—পুরুষে আরোপিত কর্ম্মের ফল-ভোগ সম্পাদনার্থেই প্রকৃতির আকর্ষণ, পরিণাম এবং সঙ্গ-দান। কর্ম্মের ভোগ প্রকৃতি-বিনির্ম্মিত জীব-দেহেই সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহ-নির্ম্মাণোপযোগী চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব উপস্থাপিত করিবার জন্য পুরুষকে প্রকৃতি-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট থাকিতে হয়। পুরুষ-প্রভাব-প্রাপ্ত-মাত্রে প্রকৃতি স্বতঃই পরিণতা হইয়া পুরুষকে আকৃষ্ট রাখিলেও, প্রকৃতির পরিণাম অন্তর্মুখে বিলীন হইলেই, পুরুষের মোক্ষ সাধিত হইয়া থাকে। তৎ-কারণ, ভোগ-সাধনার্থে প্রকৃতির পরিণাম পরের হিতার্থে, বা পুরুষের অর্থ-সিদ্ধির জন্য, স্বতঃই উপস্থাপিত হইয়া থাকে। বাস্তব-পক্ষে পুরুষ নির্লিপ্ত-ভাবেই অবস্থান করেন এবং সর্ব্ব-সময়েই মুক্ত; প্রকৃতিই কর্ম্মের ভোগ-সম্পাদনার্থে স্বয়ং পরিণতা হইয়া বন্ধন-যুক্তা থাকেন। সঞ্চিত ক্লেশ-কর্ম্মাদি-দোষবীজ বৈরাগ্য-প্রভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলেই, প্রকৃতির কর্ম্ম-বন্ধন যখন ক্ষয়ীভূত বা বিচ্ছিন্ন হয়, পরিণামের বিলয়-বশতঃ প্রকৃতি যখন বন্ধন-বিরহিতাবস্থায় স্ব-স্বরূপতা পুনঃ-প্রাপ্ত হন, তখন পুরুষও আকর্ষণ-বিরহিত হইয়া প্রকৃতির দূষিত-সঙ্গ-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপতা, কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। (২৭৭)

---

(২৭৬) যথাগ্নিঃ পবনোদ্ধূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ।
তথা কর্ম্মসমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবর্দ্ধতে॥ ৪৩
যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি।
তথা কর্ম্মক্ষয়াদ্দৈবং প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি॥ ৪৪
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ৬ অঃ।

(২৭৭) প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃ।—সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র, ৩ অঃ।
তস্মান্ন বধ্যতেঽসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি পুরুষঃ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ। ৮২
সাংখ্যকারিকা।
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥—গৌড়পদাচার্য্য।

বিনয়।—বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ এবং অন্য-বিধা শক্তি কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া যেমন ভিন্ন-রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ গুণ-গণও আসক্তি-বিহীন কর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। (২৭৮) আসক্তি-মূলক বন্ধন-সাধক পাপ-কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলেই, নির্ম্মল-চিত্তে জ্ঞান স্বতঃই সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। (২৭৯) প্রারব্ধ বা অভুক্ত কর্ম্ম, দৈব বা গুণ-বৈষম্য প্রতিকূল-পুরুষকার-প্রভাবে অবরুদ্ধ হইলেও জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যজ্ঞ বা আসক্তি-বিহীন কর্ম্ম বহুবিধ হইলেও, জ্ঞান-যজ্ঞ বা জ্ঞানোৎপাদক কর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, যে উপায়েই হউক, উদ্রিক্ত হইলেই চিত্তের অজ্ঞানাবরণ বা তমসাচ্ছাদন স্বতঃই উন্মোচিত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন চিত্ত বিমলীভূত হইয়া নিজস্ব নির্ম্মলতা এবং স্বচ্ছতা পুনঃ-প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহর্ষ।—রজস্তমঃ বা তজ্জনিত রাগ-দ্বেষই প্রকৃতির দূষিত-সঙ্গ, তদ্দ্বারাই অজ্ঞান প্রসারিত হইয়া জ্ঞানের অভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের অভাব বা মিথ্যা-জ্ঞান যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণই আসক্তি, ততক্ষণই ফল-কামনা, ততক্ষণই বিষয়-বাসনা, ততক্ষণই কর্ম্ম-বন্ধন, ততক্ষণই অধোগমন। মানুষের অধোগমন আরম্ভ হইলে, তাহার প্রতিরোধ-সাধন অসাধ্য হইয়া উঠে। আসক্তি যতক্ষণ অপ্রতিহত-প্রভাবে মানুষের উপর অধিকার-বিস্তার করিতে

বাস্তবৌ বন্ধনমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্ ॥ ২৩৪

পঞ্চদশী, ৬ অঃ।

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। ৪

পাতঞ্জল-দর্শন সমাধিপাদ।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০

পাতঞ্জল-দর্শন, ৩ বিভূতিপাদ।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ১৪—পাতঞ্জল-দর্শন, ৪ পাঃ।

(২৭৮) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

জ্ঞানযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

(২৭৯) জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।—স্মৃতি।

থাকিবে, ততক্ষণই মানুষ ফল-কামনায় কর্ম্ম অন্বেষণ করিবে, ততক্ষণই কর্ম্ম-সম্পাদনার্থে গুণ-বৈষম্য সংরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণই প্রকৃতির পরিণাম বহির্ম্মুখীন থাকিবে। আসক্তিই যত অনর্থের মূল, জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের বিষম অন্তরায়। আসক্তিই সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য; আসক্তি ত্যাগ যদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

বিনয়।—আসক্তি, ফলকামনা বা বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইলে, রাগ-বিরাগ অন্তর্হিত হইলে, রজঃস্তম পরাভূত হইয়া সত্ত্ব-মাত্র উদ্রিক্ত হইতে থাকিলে, প্রকৃতির পরিণাম যখন অন্তর্মুখে বিলীন হইতে থাকে, তখন সেই অন্তর্ম্মুখীন বিলয় সহসা প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে। বহির্ম্মুখীন বিলয়ও আরম্ভ হইলে, তাহারও প্রতিরোধ-সাধন আর সাধ্যায়ত্ত থাকে না। প্রকৃতি প্রলয়োন্মুখীই হউন, আর পরিণামোন্মুখীই হউন, প্রলয় বা পরিণাম-স্রোতের অবরোধ-সম্পাদন সহজ-সাধ্য থাকে না। প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রলয়, উভয়ই যখন প্রতিবিম্বিত ভগবৎ-প্রভাব-সাপেক্ষ, উভয়ই যখন চিত্তস্থিত চিৎ-প্রতিবিম্ব বা ভগবৎ প্রভাবের প্রাখর্য্যানুসারেই স্রোতবান্ হইয়া থাকে, মানুষের শুভাশুভ কর্ম্ম যখন তদনুসারে ক্রিয়মান-গুণ-দ্বারা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে, তখন শুভাশুভ কর্ম্ম ভগবৎ-প্রেরণানুসারেই সম্পাদিত হইতেছে, অনুমান করা যাইতে পারে। মানুষের শুভাশুভ কর্ম্ম ভগবৎ-প্রেরণায় বা ভগবৎ-প্রভাবের উত্তেজনায় সম্পাদিত হইলেও, বস্তুতঃ, ভগবান্ সর্ব্ব-সময়ে, সর্ব্ব-ভাবে উদাসীন। (২৮০)

শ্রীহর্ষ।—ভগবৎ-প্রতিবিম্ব-প্রভাবে, ক্রিয়মান-গুণ-সংযোগে, উদ্রিক্ত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা স্বতঃই যখন সর্ব্ব-কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে, তখন জীব ক্ষণ-মাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, গুণ-সাম্য যত-ক্ষণ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত না হইবে, গুণ-বৈষম্য যতক্ষণ সংরক্ষিত থাকিবে, তত-ক্ষণই কর্ম্মবদ্ধাবস্থায় জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে। কর্ম্ম-ব্যতিরেকে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার

(২৮০) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

উপায় নাই। (২৮১) সাত্ত্বিক যজ্ঞ, তপ এবং দান ব্যতিরেকে অন্য সর্ববিধ কর্ম্মই বন্ধন-সাধক এবং পাপ। প্রারব্ধ-কর্ম্মই হউক, আর ইহজন্ম-কৃত বন্ধন-সাধক কর্ম্মই হউক, কর্ম্মের ক্ষয় বা কর্ম্ম-বন্ধনের ছেদন, যতক্ষণ না সাধিত হইবে, ততক্ষণই জীবের নিস্তার নাই, কর্ম্ম করিতেই হইবে। গুণ-বৈষম্যই সর্ব্ব-কর্ম্মের নিদান।

বিনয়।—কর্ম্মই যজ্ঞ, কিন্তু যদ্বারা আসক্তি পরিবর্দ্ধিতা হয়, তাহা যজ্ঞ নহে। যজ্ঞ-দ্বারাই সকাম-ধর্ম্ম সম্যক্ আচরিত হইয়া থাকে। আসক্তি-শূন্য হইয়া, ভগবদুদ্দেশ্য-সাধনার্থে, বা ভগবানেরই জন্য যেন কর্ত্তব্য-বোধে, কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইলে, তাহা যজ্ঞার্থেই সম্পাদন করা হয়, তদ্দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। আসক্তি-বিহীন কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ভোগাবসানে বা সম্পাদনান্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত বা জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আসক্তি-বিহীন কর্ম্ম-দ্বারা রজস্তমঃই পরাভূত হইয়া সত্ত্বে বা জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহাই কর্ম্ম-ক্ষয়। পরিবর্ত্তনই ক্ষয়-সাধক, নতুবা কর্ম্ম বা কারণভূতা শক্তির ক্ষয় নাই। কর্ম্ম-সন্ন্যাস, বৈরাগ্য বা যোগ-দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম সত্ত্বে বা জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত হইলেও, তাহা কষ্ট-সাধ্য। কর্ম্ম-সম্পাদন-দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষয়ই সহজ-সাধ্য। আসক্তি-পরিবর্দ্ধক বন্ধন-সাধক কর্ম্মানুসারেই বর্ণ এবং যোনি-বিশেষে পুনর্জ্জন্ম ব্যবস্থিত আছে। (২৮২) আজ এই পর্য্যন্ত। (উঠিয়া) এস।

---

(২৮১) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫
নিয়তঃ কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

কর্ম্মযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

(২৮২) ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

বর্ণ।

ইডেন-উদ্যানে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, যথাপূর্ব্ব আসন-গ্রহণ করিয়া, শ্রীহর্ষ বলিল ;—

শ্রীহর্ষ।—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ভগবান্ চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং, মানুষ চারি বর্ণের অধীন। গুণের বিভাগ, কর্ম্মের বিভাগ, কর্ম্ম-ফলের ভিন্নতা, সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিরোহিত হইবার নহে এবং হয় না। মানুষ যত-ক্ষণ গুণ-কর্ম্মের অধীন থাকিবে, তত-ক্ষণ তদনুক্রমে বর্ণেরও অধীন থাকিবে। (২৮৩)

বিনয়।—সৃষ্টির সময় বর্ণাশ্রিত বিভিন্ন মানুষ সৃষ্ট হয় নাই, বর্ণ-মাত্রই সৃষ্ট

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

কর্ম্মযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

আহ দেবোবৈ ক্ষয়োদেবেভ্যা এব যজ্ঞং প্রাহ প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা
ধর্ম্মজিনেত্যাহ মনুষ্যা বৈ ধর্ম্মঃ।—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরং
বদন্তি।—তৈত্তিরীয় আরণ্যকোপনিষৎ।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

জ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

অবিদ্যাকর্ম্মতৃষ্ণা চ কেচিদাহুঃ পুনর্ভবে।
কারণং লোভমোহৌ তু দোষাণাং তু নিষেবণম্ ॥ ৩২
অবিদ্যাং ক্ষেত্রমাহুর্হি কর্ম্মবীজং তথা কৃতম্।
তৃষ্ণাসঞ্জননং স্নেহ এষ তেষাং পুনর্ভবঃ ॥ ৩৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৮ অঃ।

(২৮৩) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

জ্ঞানযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

হইয়াছে। (২৮৪) মানুষ কর্ম্মবদ্ধাবস্থায় স্বভাব-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মানুসারে স্বতঃই বর্ণাশ্রিত হয়; তাহাই ব্রহ্ম-ময় জগতের চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। সৃষ্টির সময়, গুণসংস্রব-বিরহিতাবস্থায় ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট মানুষ ব্রাহ্মণ-সমতুল্যই ছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা কৃত-কর্ম্মানুসারে গুণাভিভূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ রজোগুণ-প্রভাবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগ-প্রিয়, ক্রোধ-পরতন্ত্র, সাহসী এবং তীক্ষ্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজঃ এবং তমঃ-প্রভাবে পশু-পালন ও কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমঃ-প্রভাবে হিংসা-পরায়ণ, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই যখন কর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, তখন সকল বর্ণেরই নিত্য-ধর্ম্মে এবং নিত্য-যজ্ঞে অধিকার আছে। (২৮৫)

শ্রীহর্ষ।—শম-দমাদি সত্ত্ব-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম; শৌর্য্য, বীর্য্যাদি রজঃ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম; কৃষি-বাণিজ্যাদি রজস্তমঃ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম এবং শুশ্রূষাদি তমঃ-প্রবর্ত্তিত

---

(২৮৪) অসৃজদ্ব্রাহ্মণানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনির্ব্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্॥ ১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে॥ ৪

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অঃ।

(২৮৫) ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥ ১০
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ ১১
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ ১২
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥ ১৪

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অঃ।

কর্ম্ম, যথা-ক্রমে সৃষ্টি-বিধাতা প্রজাপতির মুখ, বাহু, উরু এবং পদ-দেশ-স্বরূপে বাখ্যাত হওয়ায়, তত্তদ্দেশ হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য যথা-ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। (২৮৬) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, প্রকৃতি-সম্ভূত-গুণানুসারেই, প্রবিভক্ত হইয়াছে, কর্ম্ম-বদ্ধ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিষ্পন্ন হইবার নহে। (২৮৭) আবার, বর্ণের সংমিশ্রণে, কর্ম্মের সংমিশ্রণে, অসংখ্য মিশ্র-বর্ণ বা জাতি আবির্ভূত হইয়াছে এবং হইতেছে। (২৮৮)

বিনয়।—শম, দম, তপ, শুচি, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, ব্রাহ্মণের ; শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধ-তৎপরতা, দান, প্রভুত্ব, ক্ষত্রিয়ের ; কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যের এবং পরিচর্য্যা শূদ্রের, স্বভাজ-কর্ম্ম। (২৮৯)

---

(২৮৬) ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ১১

শুক্লযজুর্ব্বেদ, ৩১ অঃ।

ঋগ্বেদসংহিতার ঐটাই অথর্ব্ববেদসংহিতায় কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে বর্ণিত আছে।

ততঃ কৃষ্ণো মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩১
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্যানামূরতঃ শতম্।
পদ্ভ্যাং শূদ্রশতং চৈব কেশবো ভরতর্ষভ॥ ৩২
স এবং চতুরো বর্ণান্ সমুৎপাদ্য মহাতপাঃ।
অধ্যক্ষং সর্ব্বভূতানাং ধাতারমকোরৎ স্বয়ং॥ ৩৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৭ অঃ।

(২৮৭) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

ভক্তিযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(২৮৮) মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

(২৮৯) শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন কর্ম্ম স্বতঃই গুণ-প্রভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং সর্ব্ব-রূপিণী রুচিই যখন ত্রিগুণের অধীন, তখন তদনুসারে বর্ণ-নির্দ্দেশন স্বতঃ-সিদ্ধই বলিতে হইবে। গুণাতীত হওয়া যখন যোগ-সাপেক্ষ, ইচ্ছাধীন বা সহজ-সাধ্য নহে, তখন বর্ণাশ্রমের অধীনতা ত্যাগ করা গুণাধীন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

শ্রীহর্ষ।—দেব-লোকে বা মর্ত্ত্য-লোকে এমন কেহ নাই, যিনি কোন না কোন গুণের অধীন নহেন। (২৯০) দেবগণের মধ্যেও কর্ম্ম-বিভাগ এবং বর্ণ-বিভাগ বিদ্যমান আছে। দেব-গণের মধ্যে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধর-গণ ব্রাহ্মণ, আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয় শূদ্র। এবং-প্রকারে দেব-গণও চারি-বর্ণে বিভক্ত রহিয়াছেন। (২৯১) গুণানুসারে বর্ণ এবং কর্ম্ম বিভক্ত হওয়ায়, জীবের প্রকৃতিও তদনুরূপ গঠিত হইয়াছে। শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ভগবদ্ভক্তি, দয়া, সত্য, ব্রাহ্মণের; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণের হিতার্থে অনুরাগ, ঐশ্বর্য্য, ক্ষত্রিয়ের; আস্তিকতা, দান-নিষ্ঠা, দম্ভ-রাহিত্য, ব্রহ্ম-সেবন, অর্থোপার্জ্জনে তুষ্টিহীনতা, বৈশ্যের; ব্রাহ্মণ, গো ও দেবগণের

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(২৯০) ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুণৈঃ॥ ৪০

মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(২৯১) এবমেতে সমাম্নাতা বিশ্বদেবাস্তথাশ্বিনৌ।
আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা॥ ২৩
অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমন্বিতৌ।
স্মৃতাস্ত্বঙ্গিরসো দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪
ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। ২৫

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৮ অঃ।

শুশ্রূষা এবং তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে সন্তোষ-লাভ, শূদ্রের স্বভাব-সিদ্ধ হইতেছে। (২৯২)

বিনয়।—বর্ণ-মাত্রই যখন ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে, তখন সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে; অধিকন্তু, বিশ্বই যখন ব্রহ্ম-ময়, তখন সকল বর্ণেরই বেদপাঠে এবং সর্ব্ব-যজ্ঞে অধিকার আছে। (২৯৩) বেদ-পাঠ যাহাতে সার্থক হয়, অকারণ এবং নিরর্থক প্রতিপন্ন না হয়, তৎকারণ, ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, চারি বর্ণের মানুষকে বেদ শ্রবণ করাইতে কোন বাধা নাই। বেদাধ্যয়নই মানুষের প্রধানতম কার্য্য। ফল-কামনায় দেবারাধনার জন্যই ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। (২৯৪) বেদে কর্ম্ম-ত্যাগই শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্ণীত থাকিলেও, সাধারণতঃ বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডেই মানুষ, ধর্ম্মার্থকামের চরিতার্থ-সাধনার্থে, মনোনিবেশ করিয়া থাকে।

---

(২৯২) শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৬
তেজোবলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৭
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠাচ অদম্ভোব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈ বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৮
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ১৭ অঃ।

(২৯৩) সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম।
তত্ত্বং শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ব্রবীমি সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সমস্তম্॥ ৮৯
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৮ অঃ।
অযজন্নিহ সত্রৈস্তে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সমাহিতাঃ।
সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ॥ ৪২
দেবানামপি যে দেবা যদ্ব্রূয়ুস্তে পরং হিতম্।
তস্মাদ্বর্ণৈঃ সর্ব্বযজ্ঞাঃ সংসৃজ্যন্তে ন কাম্যয়া॥ ৪৩
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অঃ।

(২৯৪) শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎস্মৃতম্॥ ৪৯

শ্রীহর্ষ।—সর্ব্ব-বর্ণের বেদ-পাঠে অধিকার থাকিলেও, ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন বা অধ্যাত্মবিৎ হইতে না পারিলে, বেদ কাহারও বোধ-গম্য হইবার নহে। শিষ্যের চরিত্র, কুল ও গুণাদি উত্তম-রূপে পরীক্ষা করিয়া, তাহার সামর্থ্যানুসারে, তাহাকে শিক্ষা-প্রদান করাই উচিত, নতুবা বিদ্যা-দানে ফলোদয় হইবার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা নাই। (২৯৫) সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, সদাচার ও চিত্ত-শুদ্ধির অভাব থাকিলে, বেদ আয়ত্তীভূত হইবার নহে। মানুষের মধ্যে অবয়বের সম-সাদৃশ্য থাকিলেও, সকলেই সমতুল্য-জ্ঞানসম্পন্ন নহে, সুতরাং, যাহা জ্ঞান-মাত্র, তাহা অজ্ঞানের আয়ত্তীভূত হইবার নহে। বুদ্ধি-ভেদে বেদে প্রবেশাধিকার-লাভে বঞ্চিত থাকিলে, বেদ-পাঠে অধিকার থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান।

বিনয়।—সর্ব্ব বর্ণের স্বাভাবিক কর্ম্মই, বর্ণ-বিশেষের ধর্ম্ম। অহিংসা, অনৃশংসতা সত্য, সরলতা, ক্ষমা, অপ্রমাদ, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-হীনত্ব, অতিথি-সৎকার, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, সম্যক্ ধন-বিভাগ, পবিত্রতা, ভৃত্য-ভরণ, পোষ্য-পালন, সর্ব্বভূতের হিতসাধনের জন্য বলবতী ইচ্ছা, আত্ম-জ্ঞান ও তিতিক্ষা, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ণের সংমিশ্রণে যে সকল অন্ত্যজ-নীচজাতি বা অন্ত্যাবসায়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদেরই প্রকৃতি নিতান্ত দূষণীয়। শৌচ-হীনতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অকারণ-বিবাদ, কাম, ক্রোধ, লোভেই

স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
যোনির্ব্বদেত সম্মোহাদ্ব্রাহ্মণং বেদপারগম্॥ ৫০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২৭ অঃ।

(২৯৫) তবস্ত্বোবহুলাঃ সন্ত বেদোবিস্তাধ্যতাময়ম্॥ ৪৪
নাশিষ্যে সম্প্রদাতব্যোনাব্রতে নাকৃতাত্মনি।
এতে শিষ্যগুণাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞাতব্যা যথার্থতঃ॥ ৪৫
নাপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা দেয়া কথঞ্চন।
যথাহি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিঘর্ষণৈঃ॥ ৪৬
পরীক্ষেত তথা শিষ্যানীক্ষেৎ কুলগুণাদিভিঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২৭ অঃ।

নহ্যনধ্যাত্মবিদ্বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ।—মনু।

তাহাদের মত অনুরাগ। (২৯৬) মৌলিক বর্ণের স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্ম কর্ত্তব্য-বোধে, অনাসক্ত-ভাবে, নিষ্পন্ন হইলে, তাহাতে পাপ নাই, কর্ম্মক্ষয়-বশতঃ তদ্দ্বারাই সিদ্ধি-লাভ অনিবার্য্য। (২৯৭)

শ্রীহর্ষ।—ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যেমন শূদ্রত্ব-পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শূদ্র-বর্ণ-সম্ভূত মানুষও তদ্রূপ ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়ম-নিষ্ঠ হইলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন। (২৯৮) পুণ্য কর্ম্ম-দ্বারাই মানুষ বর্ণের স্বতঃ-সিদ্ধ উৎকর্ষ-সাধন করিয়া লইতে পারে। পাপ বা তামস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ যখন উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হয়, তখন পাপাত্মারা কখনও পুণ্যোৎপাদ্য দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। (২৯৯) অধমকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া উত্তম-কুলের অধিকার-লাভ ইহ-জন্মে সম্ভব নহে;

---

(২৯৬) অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্॥ ২০
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥ ২৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ১৭ অঃ।

অক্রোধঃ সত্যবচনং সম্বিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ॥ ৭
আর্জ্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সর্ব্ববর্ণিকাঃ। ৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অঃ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৬ অঃ, ২৩।২৪ শ্লোঃ।

(২৯৭) স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ৪৫
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(২৯৮) শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রোব্রাহ্মণোব্রাহ্মণোন চ॥ ৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৯ অঃ।

(২৯৯) উৎকর্ষার্থং প্রযতেত নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা॥ ৩
বর্ণেভ্যোহি পরিভ্রষ্টোন বৈ সম্মানমর্হতি।
ন তু যঃ সংক্রিয়াৎ প্রাপ্য রাজসং কর্ম্মসেবতে॥ ৪

পুরুষকার-প্রভাবে উত্তম-কুলের অধিকার লাভ সম্ভব হইলে, তাহা জন্মান্তরে সংঘটিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—যাঁহারা পুরুষকার-প্রভাবে ক্রমোন্নতি-লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি-সংযোগ-দ্বারা যথা-ক্রমে বিগত-পাপ হইয়া, বহু-জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকেন। (৩০০) যাঁহারা যোগ-ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মে সংযমে অভ্যস্ত থাকায়, পর-জন্মে তাঁহারা সুপবিত্র উত্তম কুলেই জন্ম-লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু, যাহারা পাপ-পরায়ণ, তাহাদের অধোগমন অপ্রতিহত-ভাবেই সংঘটিত হইতে থাকে। মানুষ আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু, আপনিই আপনাকে উদ্ধার করে, আপনিই আপনাকে অবসন্ন করে এবং আপনারই কর্ম্মের জন্য আপনারই নিকট আপনিই দায়ী। (৩০১) যোগ সিদ্ধ হইলে মোক্ষ-লাভই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ—অর্থ-লোভ, কাম এবং অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে এবং হইতেছে। সবর্ণা বা স্বজাতীয়া স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করাই পুরুষের পক্ষে শ্রেয়স্কর। অসবর্ণা বা বিজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতাকে নিতান্ত অবসন্ন করে। মাতা কি পিতা নীচ-জাতীয় হইলে, যোনি-সঙ্কর-সমুৎপন্ন মানুষ নীচত্বই প্রাপ্ত হয় এবং

বর্ণোৎকর্ষমবাপ্নোতি নরঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
দুর্লভং তমলব্ধা হি হন্যাৎ পাপেন কর্ম্মণা॥ ৫

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯১ অঃ।

(৩০০) তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

(৩০১) উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

সেই নীচত্ব সে কোন-রূপেই প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। যোনি-সঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সে আর্য্যের স্থায় আচার-নিরত এবং রূপ-বেশাদি-সম্পন্ন হইলেও, তাহার জাতি-স্বভাব তাহার নিকৃষ্টতাই সর্ব্ব-সময়ে, সর্ব্ব-ভাবে, প্রকাশ করিয়া দেয়।* (৩০২)

বিনয়।—উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে, অপকৃষ্ট বর্ণের পুরুষের ঔরসে, অতি-গোপনেও কেহ সমুৎপন্ন হইয়া আর্য্যের স্থায় রূপ-বেশাদি-সম্পন্ন হইলেও, তাহার অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা, যজ্ঞরাহিত্য এবং তাহার অর্য্যো লোক-বিরুদ্ধ সর্ব্ব-বিধ কর্ম্মই তাহার নীচ-জাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া দেয়। যোনি-সঙ্কর-সমুৎপন্ন মানুষ পিতা বা মাতা বা উভয়েরই স্বভাব প্রাপ্ত হইলেও, সে বীজগুণ পরিত্যাগ করে না। (৩০৩) নীচের নীচত্ব শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারাও অপকর্ষিত হইবার নহে। নীচ স্বীয়-স্বভাবানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও, কদাচ ক্ষোভ প্রকাশ করে না। কুল,

(৩০২) অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ১
যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাসু নরঃ প্রজায়েত বিচার্য্য বুদ্ধিমান্।
নিহীনযোনিহি সুতোঽবসাদয়েত্তিতীর্ষমাণং হি যথোপলোজলে॥ ৩৬
কুলে স্রোতসি সংছন্নে যস্য স্যাদযোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথবা বহু॥ ৪৪
আর্য্যরূপসমাচারং চরন্তং কৃতকে পথি।
স্ববর্ণমন্যবর্ণং বা স্বশীলং শাস্তি নিশ্চয়ে॥ ৪৫
মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

(৩০৩) যোনিসঙ্কলুষে জাতং নানাভাবসমন্বিতম্।
কর্ম্মভিঃ সজ্জনাচীর্ণৈর্ব্বিজ্ঞেয়া যোনিশুদ্ধতা॥ ৪০
অনার্য্যত্বমনাচারঃ ক্রূরত্বং নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥ ৪১
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥ ৪২
যথৈব সদৃশোরূপে মাতাপিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষঃ স্বাং নিযচ্ছতি॥ ৪৩
মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

শীল ও কর্ম্ম দ্বারা মানুষ, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, সর্ব্বরূপিণী রুচি, ক্ষমতা এবং দক্ষতাই তাহার কুলের পরিচায়ক। (৩০৪)

শ্রীহর্ষ।—যোনিসঙ্কর-সমুৎপন্ন নর-নারী আবার জাতীয় নিয়ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজাতীয়ের সহিত ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হওয়ায়, মূল চারি বর্ণ হইতে অশেষ-বিধ জাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যোনি-সঙ্কর-সম্ভূত নর-নারী স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি এবং জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩০৫) সকলেই যখন একই-রূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে এবং একই-রূপ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না, সর্ব্ব-রূপ কর্ম্ম যখন সকলেরই দ্বারা সম্পন্ন হয় না এবং হইতেও পারে না, সকলেই যখন একই-রূপ রুচির বশবর্ত্তী নহে, কর্ম্মানুসারে গুণ-বিভাগ অতিক্রম করিবার শক্তি যখন মানুষের নাই, তখন মানুষ-মাত্রেই সমান, সর্ব্ব-বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে। মানুষ-কল্পিত-ব্যবস্থা-দ্বারা মানুষের শক্তি, দক্ষতা, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও রুচির পরিবর্ত্তন বা একীকরণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মৌলিক বর্ণের মানুষ বর্ণ-ভেদের জন্য কখনও সন্তাপ প্রকাশ করে না, নিজস্ব বর্ণাভিমান ত্যাগও করে না।

বিনয়।—কর্ম্ম-বদ্ধ জীবাত্মা কর্ম্মানুসারে বর্ণ-লাভানন্তর, প্রস্তুত-ক্ষেত্রে সমুৎপাদিত রেত আশ্রয় করিয়া, গর্ভ-কোষে প্রবেশ-পূর্ব্বক, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবের মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলেই, তাহার লিঙ্গ-শরীর স্থূল-দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এবং-প্রকারে লব্ধ-নব-দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। (৩০৬)

---

(৩০৪) ইতোহন্যে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৯
মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

(৩০৫) যদৃচ্ছয়োপসম্পন্নৈর্যজ্ঞসাধুবহিষ্কৃতৈঃ।
বাহ্যা বাহ্যৈশ্চ জায়ন্তে যথাবৃত্তি যথাশ্রয়ম্ ॥
স্বভাবশ্চৈব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থং ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৮
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অঃ।

(৩০৬) জীবঃ কর্ম্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং রেতস্ত্বমাগতঃ।
স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য সূতে কালেন ভারত ॥
মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ১১১ অঃ।

জীব-দেহে সমুৎপাদিত রেতই, বীজ-স্বরূপ-প্রবিষ্ট লিঙ্গ-শরীরের আশ্রয়-স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। (৩০৭) ইহ-লোকে কৃত-কর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রিত হইয়া, জীব যখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য, অর্জ্জিত-বর্ণানুরূপ -প্রস্তুত-ক্ষেত্রে, বীজ-স্বরূপ প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়, তখন যোনি-সঙ্কর-জন্ম-লাভার্থী জীবাত্মা, যাহাতে কাহারও বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্ম-গ্রহণ করিবার সুযোগ না পায়, তৎকারণ শ্রেয়োলাভার্থী মানুষকে নিরন্তর সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। মাতা, পিতা বা উভয়ের কর্ম্ম-দোষে, তৎপ্রস্তুত দূষিত-ক্ষেত্রে, কর্ম্ম-দুষ্ট জীবই আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করে, সুতরাং তাহাদের দূষিত-সংসর্গে বিবিধ ব্যাধি-গ্রস্ত বা নীচাশয় পুত্রই সমুৎপাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—যোনি-সঙ্কর-সমুৎপাদক ক্ষেত্র যাহাতে স্বীয় নির্ম্মল কুলে প্রস্তুত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা মানুষের সাধ্যাতীত নহে। বংশ-পরম্পরা-ক্রমে বর্ণ-বিচার চলিয়া আসিতেছে, কুল নিষ্কলঙ্ক এবং সুবিমল থাকিলে, মৌলিক বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। গুণের সংমিশ্রণে, বর্ণের সংমিশ্রণে, কর্ম্মের অভাবে, অথবা অকর্ম্মের প্রভাবে, যখন বর্ণ-সঙ্কর সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তখন বংশানুসারে বর্ণ-বিচার নিশ্চয়ই নির্ভুল নহে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, বংশ-পরম্পরা-ক্রমে, কুল নিষ্কলঙ্ক রাখিতে না পারিলে, বর্ণের বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত হইবার নহে। সুতরাং, কোন মৌলিক বর্ণের বংশে যে বর্ণ-ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তাহা নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নহে।

বিনয়।—বর্ণের মৌলিকতা সংরক্ষিত থাকিলে, জাতিভেদ-জনিত মনস্তাপ উপস্থাপিত হয় না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, স্বকর্ম্ম-নিরত থাকিয়া, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলে, যখন সিদ্ধি-লাভের ব্যবস্থা আছে, (৩০৮) তখন জাতি-ভেদ-জনিত মনস্তাপের কোন কারণই নাই। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের সম-তুল্য

(৩০৭) আসন্নমাত্রঃ পুরুষস্তৈস্তু তৈরভিভূয়তে।
বিপ্রযুক্তশ্চ তৈস্তু তৈঃ পুনর্যাত্যপরাং গতিম্॥ ৩২
সর্ব্বভূতসমাযুক্তঃ প্রাপ্নুতে জীব এব হি।
ততোঽস্য কর্ম্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্॥ ৩৩
মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ১১১ অঃ।

(৩০৮) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ, ৪৫—৪৮ শ্লোঃ।

হইবার বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিত্য-মহিমা, সর্ব্বজ্ঞতা, (৩০৯) লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের সমতুল্য হইবার শক্তি কয় জনের আছে? স্বভাবজ-কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকিয়া, অবশ হইয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তৎ-কর্ম্ম করিতে জীব-মাত্রেই যখন বাধ্য, তখন স্বভাবজ-কর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘটান নিশ্চয়ই সহজ-সাধ্য নহে। (৩১০) সুতরাং, অধম-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, উত্তম-কুলের অধিকার-লাভ, সহসা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

শ্রীহর্ষ।—উত্তম-কুলের অধিকার-লাভে বঞ্চিত থাকিলেও, অধম-কুল-সম্ভূত মানুষ উত্তম-কুলের শিষ্টাচার অভ্যাস করিতে পারেন এবং আর্য্যের সম্মান লাভ করিতেও পারেন; কিন্তু, উত্তম-কুলের সমগ্র-গুণ কখনও সমগ্র-ভাবে তাঁহাতে প্রতিভাত হয় না। কর্ম্মফল-ভোগের জন্য উত্তম-কুল-সম্ভূত মানুষ অধম-কুলে পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ করিলে এবং দৈব তাঁহার অনুকূল থাকিলে, পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ, উত্তম-কুলের অসাধ্য কার্য্যও তিনি নিষ্পন্ন করিতে পারেন। পৌর্ব্বদেহিক-পুরুষকার-জনিতা সঞ্চিতা-শক্তি কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। অধম-কুল-সম্ভূত মানুষের সৎ-প্রবৃত্তি এই-রূপেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

বিনয়।—মানুষ যে বংশেই জন্ম-গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার প্রকৃতি কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না; প্রকৃত-জাত্যনুরূপা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তাঁহার সর্ব্ব-কর্ম্মেই লক্ষীভূত হইয়া থাকে। লব্ধ-বর্ণানুসারেই মানুষ শক্তিমান্ হইয়া থাকে, লব্ধ-বর্ণানুসারেই মানুষ অধিকার লাভ করিয়া থাকে, লব্ধ-বর্ণানুসারেই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। লব্ধ-বর্ণানুসারে প্রাপ্ত-ভোগাধিকার হইতে, মানুষকে বিচ্যুত করিবার শক্তি, কাহারও নাই; তাহা অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য, অবশ্য-ভোক্তব্য এবং অবশ্য-প্রাপ্তব্য।

---

(৩০৯) প্রাপ্য সর্ব্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্।
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে॥ ৮৫
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, অলাতশান্তি-প্রকরণ।

(৩১০) স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০
মোক্ষযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—ভিন্ন ভিন্ন জীব যেমন জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানুষ পৃথিবীর স্থান-বিশেষে বাস করিয়া থাকে। যাহারা এক-রূপ, এক-শ্রেণী, সম-ভাব-সম্পন্ন, তাহারাই এক জাতীয়। (৩১১) এক জাতীয় মানুষ, এক জাতীয় জীব, পরস্পর পরস্পরের সহিত একই স্বার্থে সংনিবদ্ধ, সুতরাং একত্র-বসবাসেই তাহারা অনুরাগ প্রকাশ করে। মানুষ যখন গুণাতীত হন, তখনই তাঁহার কর্ম্মও থাকে না, বর্ণও থাকে না; নতুবা, বর্ণ-ভেদ বা জাতি-ভেদ ইচ্ছা-মাত্র পরিবর্জ্জিত হইবার নহে।

যোগ।

বিনয়।—যোগ-ব্যতিরেকে গুণাতীত হইবার উপায় নাই। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধন-ব্যতিরেকে যোগ সিদ্ধ হয় না। (৩১২) একাগ্র-মনঃ-সমাধান বা একাগ্রতাই যোগ। প্রকৃতির পরিণাম যতক্ষণ সংরক্ষিত থাকে, তত্ত্ব-গণ যতক্ষণ বহির্ম্মুখীন থাকে, ততক্ষণ তাহাদের নিত্য-স্পন্দন বা স্বভাব-চঞ্চল-ভাব স্থিরীভূত হইবার নহে। মন চঞ্চল থাকিলে, কর্ম্ম-জনিত গুণ-বৈষম্যানুসারে রাগ-দ্বেষ-বশতঃ, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট হইতে থাকিলে, স্বভাব-চঞ্চল চিত্তও স্থির থাকে না, অনুক্ষণ অস্থিরই থাকে। অনিত্য বিষয় হইতে মনকে সঙ্কুচিত বা সংযমিত করিয়া, এক ভগবানেরই উপর বিনিবিষ্ট রাখিতে পারিলে, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতাবস্থায়, যথা-ক্রমে, একাগ্রতা বা যোগ সিদ্ধ হইয়া আসে।

শ্রীহর্ষ।—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু মনকে সংযত বা বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল, একাগ্রতা সিদ্ধ হইয়া আসিবে। (৩১৩) একাগ্রতাই পরম তপস্যা, জিতেন্দ্রিয়তা-লাভের একমাত্র উপায়; সুতরাং,

(৩১১) সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।—ন্যায়-দর্শন।

(৩১২) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ২—পাতঞ্জল-দর্শন, ১ পাদ।
বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৩১—সাংখ্য।

(৩১৩) বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্॥ ৩৭—পাতঞ্জল-দর্শন, সমাধি-পাদ।

সর্ব্ব-ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৩১৪) প্রত্যেক তপশ্চরণ, সংযম বা ত্যাগই যোগের অঙ্গ বা যোগ। সংযমে অভ্যস্ত হওয়াই অভ্যাস-যোগ, সর্ব্ববিধ যোগের প্রধান-তম সহায়।

বিনয়।—মন বিষয়-সংসর্গে লিপ্ত থাকিলে, কামের বশবর্ত্তী হইয়া, নানা-ভাব-সমন্বিত স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়েই বিনিবিষ্ট বা আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃতির পরিণাম বহির্মুখেই ধাবিত থাকে, চিত্তস্থ চিৎ-প্রতিবিম্বও উদ্ভাসিত হইবার সুযোগ পায় না, স্থূল-তত্ত্বেই অবরুদ্ধ বা অন্তর্ধাবিত হইয়া থাকে। বিষয়-সংসর্গ-পরিহার-পূর্ব্বক, একাগ্রতার প্রভাবে, মন নিশ্চলীভূত বা স্থিরীভূত হইয়া আসিলে, ইন্দ্রিয়গণ ও বিষয়-রূপ স্থূল-তত্ত্ব-সকলও নিশ্চলীভূত হইয়া আসিবে। স্থূল তত্ত্ব-সকল যতই নিত্য-স্পন্দন-বিরহিত হইয়া অন্তর্মুখে বিলীন হইতে থাকিবে, সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-সকল ততই পরিবৰ্দ্ধিত এবং স্বচ্ছতা-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এবং-প্রকারে পরিবর্দ্ধিত বুদ্ধি-রূপ সূক্ষ্মতম-স্বচ্ছ-তত্ত্বে বা নির্ম্মল-চিত্তে জীবাত্মা ভাসমান হইয়া উঠিলে, পরমাত্মার সহিত তাঁহার অপ্রতিহত সমগ্র-সংযোগ যথা-ক্রমে সাধিত হইয়া আসিবে। (৩১৫) সাংখ্য-মতে এবং-প্রকারেই স্বতঃসিদ্ধ জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

(৩১৪) মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্রং পরমং তপঃ।—স্মৃতিঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্রং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পরঃ উচ্যতে ॥ ৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৯ অঃ।

যোগকৃত্যং তু যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্ ॥ ৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০৬ অঃ।

(৩১৫) যততোহহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
সাংখ্য যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥
বশ্যতা পরমা তেন জায়তে নিশ্চলাত্মনা।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ।
মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব্ব, ১৩৯ অধ্যায়।

শ্রীহর্ষ।—বিষয়-বাসনা-ত্যাগই সাংখ্য-যোগ। বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইলেই, মন নানা-বিষয় গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না, একেরই উপর সমগ্র-ভাবে বিনিবিষ্ট হইয়াই একাগ্রতা-সম্পন্ন হয়। একাগ্রতা-ব্যতিরেকে জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হয় না। জীবন্মুক্তাবস্থাতেই দুঃখের অবসান ঘটে। দুঃখের অভাবই বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ। দুঃখের ভোগ জীব-দেহেই সাধিত হয় এবং ইন্দ্রিয়-গণ-দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং, ইন্দ্রিয়-গণ যোগ-দ্বারা নিশ্চলীভূত বা নিষ্ক্রিয় হইলেই দুঃখের অনুভূতি আর থাকে না, বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবন্মুক্তাবস্থা যে উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে উপায়ে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সমগ্র-সংযোগ বা জীবাত্মার মোক্ষোন্মুখ-ভাব সাধিত হইয়া থাকে, তাহাই যোগ। (৩১৬) জীবাত্মা সর্ব্ব-সময়ে পরমাত্মার আশ্রয়ীভূত থাকিলেও, সর্ব্ব-সময়ে মোক্ষোন্মুখ থাকেন না, স্থূল-তত্ত্বে যত-ক্ষণ অনুধাবিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার মোক্ষ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষের জীবন্মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা যখন নির্ম্মল-চিত্তে উদ্ভাসিত হন, তখনই তিনি মোক্ষোন্মুখ হইয়া থাকেন।

বিনয়।—যোগ বা একাগ্রতার প্রভাবেও বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হয়। একাগ্র-মনঃসংযোগ-বশতঃ নিশ্চলীভূত মন-দ্বারাই ইন্দ্রিয়-গণ নিশ্চলীভূত বা জিত হইয়া আসে এবং মানুষ স্বতঃই জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়া থাকে। একাগ্রতা-জনিত জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে জীবাত্মা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেই, মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা এবং অপ্রতিহত-শক্তি স্বতঃই লাভ করিয়া থাকেন; তখন কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য থাকে না, অসাধ্য বা সাধিতব্য থাকে না এবং অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও থাকে না। একাগ্র-চিত্ত মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ, সুতরাং, বিদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করে না, স্বতঃই আয়ত্তীভূত

(৩১৬) তাবত্তদঙ্গেষু বিশুদ্ধভাবঃ সংযম্য পঞ্চেন্দ্রিয়রূপমেতৎ ॥ ৫৪

শুদ্ধাং গতিং তাং পরমাং পরৈতি শুদ্ধেন নিত্যং মনসা বিচিন্বন্।

ততোঽবাগং স্থানমুপৈতি ব্রহ্ম দুষ্প্রাপমভ্যেতি স শাশ্বতং বৈ ॥ ৫৫

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৯ অঃ।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥—যাজ্ঞবল্ক্য।

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।

তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২১

বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭

হইয়া আসে। তৎকারণ সংযম-অভ্যাসই স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই কর্ত্তব্য। সংযম-ব্যতীত শিখিবার বিশেষ কিছুই নাই। সংযমই শিক্ষনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ।—সঙ্কল্প-সম্ভূত কাম্য-বিষয় ত্যাগ-পূর্ব্বক, স্থিরীকৃত বুদ্ধির সাহায্যে, মন-দ্বারা ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়া, দেহাভ্যন্তরে মনকে আত্মায় সংস্থাপন-পূর্ব্বক যথা-ক্রমে চিন্তা-শূন্য হইতে পারিলেই, একাগ্র-ভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়। ধীরে ধীরে নিয়ত-পরিভ্রমণ-শীল চঞ্চল মনকে আত্মবশে আনয়ন-পূর্ব্বক আত্মায় সমাধান করিতে পারিলেই, মনোবুদ্ধি সকলই নিশ্চলীভূত হইয়া আসে। বিষয়ে আসক্তি থাকিতে, বিষয়-গ্রহণে সামর্থ্য থাকিতে, মনের নিত্য-পরিভ্রমণ অবরুদ্ধ হইবার নহে; সুতরাং, স্বভাবজ-কর্ম্ম যেন বাধ্য হইয়াই করিতে হইতেছে বুঝিয়া, কর্ত্তব্য-বোধে, অনাসক্ত-ভাবে, কলের ন্যায় চালিত হইয়া, সম্পাদন করাই বিধেয়। (৩১৭) এবং প্রকারে বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হইলে, চিত্ত-বৃত্তি ক্রমেই নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। (৩১৮) ইহাই অভ্যাস-যোগ। অভ্যাস-দ্বারা যথা-ক্রমে সর্ব্ব-চিন্তা পরিত্যক্ত হইলেই, মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

---

(৩১৭) সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬
কঠোপনিষৎ, ৩ বল্লী।

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্॥ ৩২।
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, অদ্বৈত-প্রকরণ।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ। ১১
পাতঞ্জল-দর্শন, ৩ বিভূতিপাদ।

(৩১৮) অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ ১২
পাতঞ্জল-দর্শন, সমাধিপাদ।

বিনয়।—বিষয় এবং বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেই, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রেরণ করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না, অলস অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই স্থির এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে; বুদ্ধি, তৎকারণ, পরিবর্দ্ধিতা হইয়া উঠিবে। প্রাণায়ামের সাহায্যে চঞ্চল মন স্বল্পায়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগই একাগ্রতা-লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। ত্যাগে অভ্যস্ত হইতে অশক্ত হইলে, একের উপর মনঃ-সমাধান কখনও সম্ভবপর হয় না। (৩১৯) এক যাহাই হউক, আত্মাই হউন, কল্পিত মূর্ত্তিমান্ ভগবানই হউন, আর কোন চেতন বা অচেতন লক্ষ্যই হউক, মনঃ-সমাধান একেরই উপর করিতে পারিলে, একাগ্রতা সিদ্ধ হইয়া যায়। একাগ্রতায় সিদ্ধ হইলে, তত্ত্ব-সকলের নিত্য-স্পন্দন নিশ্চলীভূত হইয়া আসে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-গ্রহণে অশক্ত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত-ভাব প্রাপ্ত হইলেই, অনুভূতি-লাভের অভাবে, সর্ব্ব-দুঃখের অবসান ঘটে, অবিরাম অনন্ত-সুখ-ভোগই অনিবার্য্য হইয়া থাকে। ইহাই সাংখ্য-যোগ।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনন্যচেতা হইয়া তাঁহারই উপর মনঃ-সমাধান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। (৩২০) তাহাই ভক্তি-যোগ। মন যখন

স্থিতার্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ।
তত্র তন্নিশ্চলীভূতং সূক্ষ্মেঽপি স্থিরতাং ব্রজেৎ।

গরুড় পুরাণ।

(৩১৯) শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌। ১২।

ভক্তি যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

তৎপ্রতিষেধার্থং একতত্ত্বাভ্যাসঃ। ৩২—পাতঞ্জল-দর্শন, ১ পাদ।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ২৩ পাতঞ্জল-দর্শন, ১ পাদ।

(৩২০) ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৪

ভক্তি যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ অঃ।

নিযুক্ত অবস্থায় থাকিবার নহে, কোন না কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবেই থাকিবে, তখন মনকে নানা-ভাব-সমন্বিত অনিত্য বিষয়ে নিযুক্ত না রাখিয়া, নিত্য, এক এবং স্থির আত্মাকেই বিষয়ীভূত করিয়া লইয়া, তাঁহাতেই নিত্য-নিযুক্ত রাখা বিধেয়। আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া লওয়া যখন সাধারণতঃ সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ কল্পনা করিয়া লইয়া, যথা-ক্রমে, একাগ্রতায় অভ্যস্ত হওয়াই বিধেয়।

বিনয়। —শ্রীমদ্ভাগবতে সুতীব্র ধ্যান-দ্বারা চিত্ত-যোজন করিবার যে উপদেশ আছে, তাহাও নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য নহে। প্রথমতঃ, প্রাণায়াম-দ্বারা প্রাণ বায়ু আয়ত্তীভূত রাখিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তৎপরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে আকর্ষণ করিয়া, বিশুদ্ধীভূত বুদ্ধির সাহায্যে মনকে কৃষ্ণের মনোহারিণী মূর্ত্তিরই উপর বিনিবেশন করিতে হইবে, ক্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সংহরণ-পূর্ব্বক সেই মন কেবল-মাত্র কৃষ্ণের সুস্মিত মুখ-খানিরই উপর সংস্থাপন করিতে হইবে, অপর কোন অঙ্গের চিন্তা পর্য্যন্ত আর থাকিবে না। এইরূপে যথা-ক্রমে স্বল্পীভূত এক-মাত্র লক্ষ্যের উপর একাগ্র-মনঃ সমাধান করিতে অভ্যস্ত এবং সমর্থ হইলে, তথা হইতে সংহরণ-পূর্ব্বক সেই মনকে শুদ্ধ ব্যোম বা আকাশে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাহাতে অভ্যস্ত এবং সমর্থ হইলে, তখন, সেই মনকে অধিকতর সংহরণ-পূর্ব্বক শুদ্ধ পরমাত্মায় সন্নিবেশন বা অবস্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেই, জ্যোতির সহিত জ্যোতিঃ-সংযোগের ন্যায় পরমাত্মায় জীবাত্মা সমাহিত হইয়া যাইবেন। ভগবদ্গীতোক্ত অভ্যাস-যোগও এবং-প্রকারে সিদ্ধ হয়। (৩২১) ধ্যান-দ্বারাই একাগ্র-চিত্ত হওয়া যায়, ধ্যান-দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণের

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮
ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

(৩২১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম॥ ৩৯
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনোদধৎ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যোমনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ। ৪০

ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তৎকারণ, একাগ্র ধ্যান-দ্বারাই সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবারিত হইয়া থাকে। (৩২২) ধ্যান-যোগ অভ্যাস-সাপেক্ষ, অভ্যাস-যোগের নামান্তর মাত্র। অভ্যাস দ্বারা যে যোগই সিদ্ধ হয়, তাহাই অভ্যাস-যোগ।

শ্রীহর্ষ।—নিষ্কাম-জপ-দ্বারাও একাগ্রতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া নিঃশব্দে অবিরাম হরি, গোবিন্দ বা কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক জপ করিলেও, তত্ত্ব-সকলের নিশ্চলতা উপস্থাপিত হইয়া থাকে। জপেও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বিশুদ্ধ আহার, পরিমিত ভোজন, ধ্যান, তপ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা,

---

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম॥ ৪১
তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহোন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৪২
এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মনমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষিসংযুতম্॥ ৪৩
ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতোযোগিনোমনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ॥ ৪৬

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৪ অঃ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০
শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিতমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃসংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

অভ্যাসযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

(৩২২) ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ॥ ১১

পাতঞ্জল-দর্শন, ২ সাধনপাদ।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৫ অঃ।

নিরহঙ্কার, কাম-ক্রোধ-লোভের পরাভব প্রভৃতি আবশ্যক। নিষ্কাম জপে অধিকন্তু বিষয়-বাসনা-ত্যাগ, কর্ম্ম-ত্যাগ, ফল-ত্যাগ, আত্মাতে মনঃ-সমাধান প্রভৃতিও আবশ্যক। আত্মসন্দর্শন-লাভের পর, জীবন্মুক্তাবস্থায়, আর জপের প্রয়োজন থাকে না। (৩২৩)

বিনয়।—অর্জ্জুন-সকাশে স্বীয় বিভূতি বর্ণনা করিবার সময় স্বয়ং কৃষ্ণই বলিয়াছেন যে, যজ্ঞের মধ্যে জপ-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠতম। (৩২৪) ধ্যান-নিমগ্নাবস্থায় অবিরাম ভগবানের নাম-মাত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলে, কোন-রূপ আসক্তি বা কামনার নাম-গন্ধ-পর্য্যন্ত থাকে না, ইন্দ্রিয়গণও কোন কার্য্য করিবার সুযোগ পায় না এবং সর্ব্ববিধ ত্যাগ ও তপ স্বতঃই অভ্যস্ত হইয়া আসে; সুতরাং, জপেও একাগ্রতা-লাভ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। নিষ্কাম-জপ-দ্বারা রজোগুণ পরাভূত হইলে, আত্মায় মনঃ-সমাধান সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। অপূর্ণাঙ্গ জপানুষ্ঠান করিলে কিন্তু, পুনর্জ্জন্ম-লাভ বা নরক-ভোগ অনিবার্য্য। (৩২৫)

---

(৩২৩) যথা সংশ্রূয়তে রাজন্ কারণং চাত্র বক্ষ্যতে।
মনঃসমাধিরত্রাপি তথেন্দ্রিয়জয়ঃ স্মৃতঃ॥ ৯
সত্যমগ্নিপরিচারোবিবিক্তানাঞ্চ সেবনম্।
ধ্যানং তপোদমঃ ক্ষান্তিরণসূয়া মিতাশনম্॥ ১০
বিষয়প্রতিসংহারোমিতজল্পস্তথা শমঃ।
এব প্রবর্ত্তকোযজ্ঞোনিবর্ত্তকমথোশৃণু॥ ১১
যথা নিবর্ত্ততে কর্ম্ম জপতোব্রহ্মচারিণঃ।
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ যথোক্তং পরিবর্জ্জয়েৎ। ১২
নিবৃত্তং মার্গামসাদ্য ব্যক্তাব্যক্তমনাশ্রয়ম্॥ ১৩
বিষয়েভ্যোনমস্কৃর্য্যাদ্বিষয়ান্ন চ ভাবয়েৎ।
সাম্যমুৎপাদ্য মনসা মনস্তেব মনোদধৎ॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৯৬ অঃ।

(৩২৪) যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ। ২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০ অঃ।

(৩২৫) ধ্যান ক্রিয়া পরোযুক্তোধ্যানবান্ ধ্যাননিশ্চয়ঃ।
ধ্যানে সমাধিমুৎপাদ্য তদপি ত্যজতি ক্রমাৎ॥ ২৫
স বৈ তস্যামবস্থায়াং সর্ব্বত্যাগকৃতঃ সুখম্।
নিরিচ্ছস্ত্যজতি প্রাণান্ ব্রাহ্মীং সংবিশতে তনুম্॥ ২৬

শ্রীহর্ষ।—মন যে বিষয় বা বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়, তাহারই আকার-মাত্র চিত্ত তৎকালে ধারণ করে; ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া সেই বিষয়-আকার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বিষয়ে মনঃ-সংযোগ-দ্বারা বিষয়-প্রতিবিম্ব এবং-প্রকারে চিত্তস্থ হইলে বিষয়ের অনুভূতি-লাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। (৩২৬) মন বিষয় ত্যাগ করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণ তৎ-কারণ সংযত হইয়া আসিলে, কোন-রূপ বিষয়াকারই চিত্তকে ধারণ করিতে হয় না; তখন বুদ্ধি-ক্ষেত্রস্থ প্রতিবিম্বিত-আত্মারই উপর মনঃ-সমাধান করিলে, আত্মাকার-মাত্রই চিত্ত যথাক্রম-স্থিরভাবে ধারণ করিতে থাকিবে, ক্রমে আত্মসন্দর্শন সংঘটিত হইবে এবং তাহারই অপ্রতি-হত প্রভাবে জীবদেহে অসামান্য বল, বীর্য্য, দক্ষতা এবং জ্ঞান সঞ্চারিত এবং উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। প্রকরণ-ভেদে যোগ বিবিধ উপায়ে সিদ্ধ হয়; যে উপায়েই হউক, কোনটীই একাগ্র-মনঃ-সমাধানের অতিরিক্ত নহে।

বিনয়।—দেশ, কাল, পাত্র এবং ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষ একাগ্রতার ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি যে উপায়েই হউক, যে পরিমাণ একাগ্রতা লাভ

আত্মবুদ্ধ্যা সমস্থায় শান্তিভূতোনিরাময়ঃ।
অমৃতং বিবক্ষুঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৬ অঃ।

যথোক্তপূর্ব্বং পর্ব্বং যোনাস্তিষ্ঠতি জাপকঃ।
একদেশক্রিয়শ্চাত্র নিরয়ং স চ গচ্ছতি॥ ৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৭ অঃ।

(৩২৬) তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতোহ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ১৪ অঃ।

যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ। ৫

কেনোপনিষৎ, ৪ খঃ।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা। ৩৮
যথাভিমতধ্যানাদ্ বা। ৩৯
ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু
তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ॥ ৪১

পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ।

করিবেন, তিনিই উপায়-নির্ব্বিশেষে তৎপরিমাণ ফল-লাভ করিবেন। উপায় বহুবিধ থাকিলেও বা কল্পিত হইলেও, যদ্দ্বারা অতিরিক্ত ফলোদয় হয়, শ্রম অপচয় এবং ব্যর্থ হইয়া না যায়, একাগ্রতা লাভের জন্য তাহাই সুপ্রশস্ত। সাধারণ মানুষের অসাধ্য যে কোন কর্ম্ম যিনিই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তিনিই একাগ্রতার বলে বা অলক্ষিত তপঃ-প্রভাবেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। একাগ্রতার ফলে স্বীয় লিঙ্গ-শরীর আয়ত্তীভূত হইলেই, মন যেরূপ ধারণ করিতে যখনই ইচ্ছা করিবে, যে রূপে যে দেহে যখনই প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে যখনই যাহাই ইচ্ছা করিবে, যে কোন দ্রব্য বা বিষয়ের প্রাপ্তি যখনই ইচ্ছা করিবে, সঙ্কল্প-মাত্র বা তখনই অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদিত এবং অভিলষিত বিষয় আয়ত্তীভূত হইবে, অভাব-বোধ আর থাকিবে না। একাগ্রতা-সম্পন্ন মানুষের ইচ্ছা এবং আজ্ঞা ব্যর্থ হইবার নহে। তপঃ-প্রভাব সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সময়ে দুরতিক্রমনীয় এবং অব্যর্থ। তপঃ-প্রভাবে অসাধ্য কিছুই থাকে না। চিৎ-প্রতিবিম্বের অপ্রতিহত সমগ্র-প্রভাবে মানুষ অনিমাদি অষ্টৈশ্চর্য্যের অধিকারী হইয়া ভগবৎ-স্বরূপতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৩২৭) লিঙ্গ-শরীর-পরিচালন-দ্বারাই তৎসমুদয় সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—একাগ্র-চিত্ত উদ্যোগী ব্যক্তিকে শ্রী কখনও পরিত্যাগ করে না। আস্তিক্য, উদ্যোগ, নিরহঙ্কার, উপযুক্ত উপায় এবং সংস্কৃত বুদ্ধি-দ্বারা কর্ম্ম

---

(৩২৭) যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্‌রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদযোগবলমাশ্রয়ঃ॥ ২২
যোবৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্ব্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম॥ ২৭
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনোমুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥ ৩২
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৫ অঃ।

যদ্দুরাপং দুরান্নায়ং দুরাধর্ষং দুরন্বয়ম্।
তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥ ১৭
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫১ অঃ।

অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না। (৩২৮) একাগ্রতার প্রভাবে দেহীর দেহে বিদ্যমান কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা এবং শ্বাস, এই পঞ্চ-দোষ, বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্ষমা-দ্বারা ক্রোধ, সংকল্প-ত্যাগ বা ধৈর্য্য-দ্বারা কাম, সত্ত্ব-গুণাবলম্বন-দ্বারা নিদ্রা, অপ্রমাদ-দ্বারা ভয় এবং অল্পাহার-দ্বারা শ্বাস নিরন্তর পরাভূত হইয়া থাকে। (৩২৯) একাগ্রতা-জনিত জিতেন্দ্রিয়ত্তা-প্রভাবে কর্ম্ম-জনিত সর্ব্ব-দোষই বিনষ্ট হইয়া যায়; ইন্দ্রিয়-গণ নিশ্চলীভূত হইলে, প্রকৃতি-সম্ভূত কোন দোষই আর থাকে না, প্রকৃতি-সঙ্গ সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যক্ত হইয়া যায়।

বিনয়।—একাগ্র-ধ্যান-দ্বারা ধ্যেয়-বস্তুর স্বরূপতা বা তন্ময়তা লাভ হইয়া থাকে। একাগ্র-চিন্তা যথা-ক্রমে সিদ্ধ হইলে, শত্রু-মিত্র, চেতন-অচেতন, সাকার-নিরাকার, কৃত্রিম-অকৃত্রিম, দূর-অদূর, সৎ-অসৎ বিচার্য্য নহে; একাগ্র-ধ্যানের ফলে, অবিচারে, মনঃ-কল্পিত ধ্যেয়-বস্তুর তন্ময়তা-লাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। (৩৩০) সাংখ্য-মতে, তৎকারণ, ভগবানের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন মোক্ষ-লাভের নিদান নহে, বিষয়-বাসনা-ত্যাগই মোক্ষ-লাভের নিদান। (৩৩১)

(৩২৮) অন্বেষমনসং যুক্তং স্বরং ধীরং বিপশ্চিতম্।
ন শ্রীঃ সন্ত্যজতে নিত্যমাদিত্যমিব রশ্ময়ঃ॥ ৪৩
আস্তিক্যব্যবসায়াভ্যামুপায়াদ্বিস্ময়াদ্ধিয়া।
সমারভেদনিন্দ্যাত্মা ন সোঽর্থঃ পরিষীদতি॥ ৪৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৮ অঃ।

(৩২৯) পঞ্চদোষান্ প্রভোদেহে প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
মার্গজ্ঞাঃ কাপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণু তানরিন্দন॥ ৫৪
কামক্রোধৌ ভয়ং নিদ্রা পঞ্চমঃ শ্বাস উচ্যতে॥ ৫৫
এতে দোষাঃ শরীরেষু দৃশ্যন্তে সর্ব্বদেহিনাম্।
ছিন্দন্তি ক্ষময়া ক্রোধং কামং সঙ্কল্পবর্জ্জনাৎ॥ ৫৬
সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রামপ্রমদাদ্ভয়ং তথা॥
ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসমল্পাহারতয়া নৃপ॥ ৫৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০১ অঃ।

(৩৩০) জন্মত্রয়ানুগুণিত বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবোহি ভবকারণম্॥ ৪৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্ক, ৭৪ অঃ।

(৩৩১) বদন্তি কারণং চেদং সাংখ্যাঃ সম্যগ্ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায়েহ গতীঃ সর্ব্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ॥

শ্রীহর্ষ।—অত্যুগ্র যোগ-প্রভাবে, জীবদেহের উপাদান-স্বরূপ তত্ত্ব-সমুদয়ের স্বভাব-সিদ্ধ নিত্য-স্পন্দন স্থিরীভূত হইলে, যখন তাহারা যথা-ক্রমে অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মা প্রকৃতিতে আনীত হয় এবং যখন মোক্ষ-লাভ তৎকারণ সংঘটিত হইয়া যায়, তখন মৃত্যু যোগীর ইচ্ছাধীন। জীব-দেহে প্রতিষ্ঠিত চিৎ-প্রতিবিম্বের সংহরণ সংঘটিত হইলেই, তৎপ্রভাবে উদ্রিক্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, জীব-দেহ চৈতন্যের অভাবে আর চেতনায়মান থাকিবে না, তখন মৃত্যুই অনিবার্য্য। কৃষ্ণ-বলরামের দেহ-ত্যাগ এবং ব্রহ্ম-কায়-প্রবেশ অত্যুগ্র-যোগ-প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। (৩৩২)

ত্যাগ।

বিনয়।—একাগ্রতা-লাভ যখন ত্যাগ-সাপেক্ষ, তখন ত্যাগই মোক্ষ-লাভের উপায় এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূল। বিষয়-বিরাগ-সম্পন্ন নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী বা ত্যাগী না হইলে, প্রকৃতির দূষিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়

ঊর্দ্ধং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা।
এতদাহুর্ম্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্॥ ৫
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০০ অঃ।

(৩৩২) মেনে ততঃ সংক্রমণস্য কালং ততশ্চকারেন্দ্রিয়সন্নিরোধম্।
তথা চ লোকত্রয়পালনার্থমাত্রেয়বাক্যপ্রতিপালনায়॥ ২০
দেবোঽপি সন্দেহবিমোক্ষহেতোর্নির্ণীতমৈচ্ছৎ সকলার্থতত্ত্ববিৎ।
স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্মনাস্তু শিশ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ॥ ২১
মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, ৪ অঃ।

ধ্যানক্রিয়াপরোযুক্তোধ্যানবান্ ধ্যাননিশ্চয়ঃ।
ধ্যানে সমাধিমুৎপাদ্য তদপি ত্যজতি ক্রমাৎ॥ ২০
স বৈ তস্যামবস্থায়াং সর্ব্বত্যাগকৃতঃ সুখম্।
নিরিচ্ছস্ত্যজতি প্রাণান্ ব্রাহ্মীং সংবিশতে তনুম্॥ ২১
অথবা নেচ্ছতে তত্র ব্রহ্মকায়নিষেবণম্।
উৎক্রামতি চ মার্গস্থো নৈব ক্বচন জায়তে॥ ২২
আত্মবুদ্ধ্যা সমাস্থায় শান্তিভূতোনিরাময়ঃ।
অমৃতং বিরজঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৩
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৬ অঃ।

যোঽকামোনিষ্কাম আপ্তকামোন তস্য প্রাণা
উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে॥—শ্রুতিঃ।

নাই। (৩৩৩) বিষয়ে আসক্তি থাকিতে আত্ম-শুদ্ধি সাধিত হয় না। আসক্তি, এমন কি সর্ব্ব-সঙ্কল্প-পর্য্যন্ত, ত্যাগ না করিলে, যোগী হওয়া যায় না। আত্ম-শুদ্ধির জন্ম উপযুক্ত পুরুষকার বা ত্যাগ অবলম্বন না করিয়া, প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারেই চালিত হইয়া, আসক্তি-যুক্ত স্বভাব-নিরত কর্ম্মই করিতে থাকিলে, মানুষ নিজেই নিজের শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। (৩৩৪)

শ্রীহর্ষ।—কাম্য-কর্ম্ম-ত্যাগ, ত্যাগই নহে; সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই ত্যাগ। আসক্তি-পরিশূন্য হইয়া, ফলত্যাগ-পূর্ব্বক, কর্ত্তব্য-বোধে, সাত্ত্বিক-ভাবে, নিত্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিলেই, কর্ম্মক্ষয়-জনিতা পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; তাহাই সন্ন্যাস, তাহাই যোগ। তৎকারণ, যজ্ঞ, তপ ও দান, করণীয় কর্ম্ম-সকল, সঙ্গ বা আসক্তি ও ফল-ত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করাই বিধেয়। (৩৩৫) জিতেন্দ্রিয়তা-লাভ-কল্পনায় অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান,

---

(৩৩৩) গতিরেষা তু মুক্তানাং যে জ্ঞানপরিনিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তয়শ্চ যাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যন্তি পরিণামজাঃ॥ ৩৭
এষা গতির্বিরক্তানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
এষা জ্ঞানবতাং প্রাপ্তিরেতদ্বৃত্তমনিন্দিতম্॥ ৩৮
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫১ অঃ।

(৩৩৪) যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ॥ ৫
অভ্যাসযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

(৩৩৫) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। ২
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥ ৯
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই শ্রেয়ঃ। ত্যাগে সিদ্ধ হইলে, একাগ্র-চিত্ত-জনিত শান্তি-লাভ বা নির্ব্বাণই অনিবার্য্য। (৩৩৬)

বিনয়।—তপস্যা-ব্যতিরেকে একাগ্রতা সিদ্ধ হয় না। সেই তপস্যা আবার ফল-ত্যাগ-ব্যতীত শক্তিদায়িনী হয় না। ত্যাগ যখন কর্ম্ম-বিশেষ, তখন তাহাও নিশ্চয়ই ত্রিগুণাধীন, সুতরাং ত্রিবিধ। সঙ্গ এবং ফল-ত্যাগ-পূর্ব্বক অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য-কর্ম্ম সম্পাদন করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। সাত্ত্বিক ত্যাগই ত্যাগ। মোহ বা অজ্ঞান-বশতঃ অথবা দুঃখ-বোধে এবং কায়ক্লেশ-ভয়ে কর্ম্ম-ত্যাগ, তামসিক এবং রাজসিক ত্যাগ হইতেছে; এবং-বিধ ত্যাগ, ত্যাগই নহে। (৩৩৭)

শ্রীহর্ষ।—সর্ব্ব-ত্যাগ-ব্যতীত দুঃখ-নিবারণের অন্য উপায় নাই। সর্ব্ব-ত্যাগই ত্যাগের শেষ। জিতেন্দ্রিয়তা, সংযম বা যোগ-ব্যতীত সর্ব্ব-ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে এবং মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিতে অবস্থাপন-পূর্ব্বক

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(৩৩৬) শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। ৫

মহানারায়ণোপনিষৎ, ১০ অঃ।

(৩৩৭) নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ॥ ১৭
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

মনোবুদ্ধির সংযম, নিশ্চলতা বা নিরোধন সাধন-পূর্ব্বক সর্ব্ব-ত্যাগে অভ্যস্ত হইতে হয়। (৩৩৮)

বিনয়।—বৈরাগ্য-দ্বারাই মোক্ষ-লাভ সাধিত হইয়া থাকে। বিষয়-বাসনায় বিরাগ বা সর্ব্ব-ত্যাগই বৈরাগ্য। কর্ম্ম-ক্ষয় বা জ্ঞান-দ্বারাই বৈরাগ্য-লাভ ঘটিয়া থাকে। বিষয়-বাসনা-রূপ বীজ জ্ঞান-দ্বারা ভর্জ্জিত বা দগ্ধীকৃত হইয়া সলিল-সিক্ত ক্ষেত্রে নিপতিত হইলেও, অর্থাৎ তদবস্থায় বিষয়-ভোগ করিলেও, তাহা অঙ্কুরিত হয় না; আসক্তি-রূপ অঙ্কুরের অভাবে তদ্দ্বারা বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। (৩৩৯) ইন্দ্রিয়-গণ জিত বা সংযত হইলে, ইন্দ্রিয়-গণের স্বভাব-প্রবর্ত্তিত নিত্য-স্পন্দন তৎকারণ স্থিরীভূত হইয়া আসিলে, সুপ্ত ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা বিষয় উপভুক্ত হইলেও, ভোগ-জনিত সুখের অনুভূতি সমুৎপাদিত হয় না। সুতরাং, তাহাতে রাগ, অনুরাগ বা আসক্তির লেশ-মাত্র থাকে না, বিষয়-ভোগ নাম-মাত্রই হয়, বৈরাগ্যই যথা ক্রমে সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাও ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়া যায়; সুতরাং, ব্রহ্মচর্য্যই মানুষের প্রধান আশ্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যে কেবলই সংযম,

---

(৩৩৮) ত্যাগ এব হি সর্ব্বেষাং যুক্তানামপি কর্ম্মণাম্।
নিত্যং মিথ্যাবিনীতানাং ক্লেশোদুঃখবহোমতঃ॥ ১৭
দ্রব্যত্যাগে তু কর্ম্মাণি ভোগত্যাগে ব্রতান্যপি।
সুখত্যাগে তপোযোগং সর্ব্বত্যাগে সমাপনম্॥ ১৮

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৯ অঃ।

বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ।
পরার্থং বিস্তরাঃ সর্ব্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ॥ ৩৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৮৯ অঃ।

(৩৩৯) বৈরাগ্যং পুনরেতস্য মোক্ষস্য পরমোবিধিঃ।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জায়তে যেন মুচ্যতে॥ ২৯
যথা ক্ষেত্রং মৃদূভূতমদ্ভিরাপ্লাবিতং যথা।
জনয়ত্যঙ্কুরং কর্ম্ম নৃণাং তদ্বৎ পুনর্ভবম্॥ ৩২
যথা চোত্তাপিতং বীজং কপালে যত্র তত্র বা।
প্রাপ্যাপ্যঙ্কুরহেতুত্বমবীজত্বান্ন জায়তে॥ ৩৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২০ অঃ।

ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাই আত্মার বিশুদ্ধি এবং পবিত্রতা সংসাধিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্যতিরেকে সদাচার-সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা-মাত্র নাই। মানুষ ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাই জিতেন্দ্রিয়া-লাভে সমর্থ হয়। সংস্কার, নিয়ম, তপ, ব্রত, বিনয়, পবিত্রতা, শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুভক্তি,* সকলই ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গীভূত। ব্রহ্মচর্য্যই মানুষকে অন্যান্য আশ্রম-জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। (৩৪০) ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবেই একাগ্রতা-সম্পন্ন এবং কামচারী হওয়া যায়। (৩৪১) ব্রহ্মচর্য্যই প্রধানতম যজ্ঞ বা করণীয় কর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবেই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। (৩৪২) ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, একাগ্রতা এবং যোগ, মোক্ষ-লাভের ক্রম-মাত্র।

মিতাচার।

বিনয়।—ত্রিগুণের পরাজয় যোগ-সাপেক্ষ, যোগ ত্যাগ বা সংযম-সাপেক্ষ এবং সংযম আবার মিতাচার-সাপেক্ষ। যাহারা অপরিমিত আহার, বিহার, নিদ্রা বা জাগরণে আসক্ত, তাহাদের পক্ষে যেমন যোগ অসম্ভব, তদ্রূপ যাঁহারা

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজাঙ্কুরং প্রসূযতে তত্ত্বজ্ঞান-
নিদাঘনিপীতসকলসলিলায়ামূসরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানাং অঙ্কুর প্রসবঃ ॥
বাচস্পতিমিশ্র।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবং বিদি পাপং
কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে। ১৩—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪প্রঃ, ৪ খঃ।

(৩৪০) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ।

(৩৪১) তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং
সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি।৩
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮ প্রঃ, ৪ খঃ। ঐ, ৮ প্রঃ, ৬ খঃ, ৫ শ্লোক।

(৩৪২) অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যে জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ
যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে। ১
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮ প্রঃ, ৫ খঃ।

আহার-বিহারাদি ত্যাগ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও যোগ সম্ভব নহে। পরিমিত আহার, পরিমিত কর্ম্মানুষ্ঠান, পরিমিত নিদ্রা এবং পরিমিত জাগরণ-দ্বারাই দুঃখ-নিবারক যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৩৪৩)

শ্রীহর্ষ।—অপরিমিত আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগরণ এবং শ্রম-দ্বারা আয়ুঃ-ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে। আয়ুঃ-ক্ষয়-সাধক কর্ম্মই পাপ। আয়ুঃ-ক্ষয়-বশতঃ কর্ম্মের ক্ষয়-সাধন করিবার উপযোগী পুরুষকার অবলম্বন করিবার অবসর পাওয়া যায় না, বার-বার কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া নরক ভোগ করিতে হয়। মানুষ তৎকারণ, আপনিই আপনার বন্ধু, অপনিই আপনার শত্রু, আপনিই আপনাকে উদ্ধার করে, আপনিই আপনাকে অবসন্ন করে; স্ব-কৃত কর্ম্মের জন্য আপনিই আপনার নিকট সর্ব্ব-ভাবে দায়ী। (৩৪৪)

বিনয়।—প্রত্যেক বন্ধন-সাধক কর্ম্মই আয়ুঃ-ক্ষয়-সাধক; কিন্তু, প্রত্যেক ক্ষয় তৎ-পরিমিত আহার-দ্বারা পূরিত হইতে পারে। ক্ষয় এবং পূরণ জীব-দেহে নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। শ্বাস-জনিত পেশীর নিত্য-ক্ষয় সমগ্র-ভাবে পূরণ করিয়া লইতে পারিলে, আয়ুঃ চির-রক্ষিত না হইলেও, অন্ততঃ নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ অনায়াসে ভোগ করা যাইতে পারে; অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত থাকে না। মানুষের দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিত্য-ক্ষয়ের পরিমাণ বিবিধ কারণে নির্ণয় করিয়া লওয়া সুকঠিন; সুতরাং, তৎ-পরিমিত পূরণ সম্ভবপর নহে। অতিরিক্ত ক্ষয় যেমন কল্যাণ-সাধক নহে, অতিরিক্ত পূরণও তদ্রূপ কল্যাণ-বিধায়ক নহে; উভয়ই অনিষ্ট-সাধক। পরিমিত পূরণ-দ্বারা শারীরিক কফ, পিত্ত, বায়ু এবং মানসিক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সাম্য-ভাবে রক্ষিত হইলেই মানুষ সুস্থ থাকে, নতুবা

(৩৪৩) নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাবধোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥ ১৭
অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

(৩৪৪) উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ॥ ৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

ব্যাধির আক্রমণ অনিবার্য্য। এতৎ-সমুদয়ের সমতা সংরক্ষণ করিবার চেষ্টাই মানুষের নিত্য-কর্ত্তব্য। (৩৪৫)

শ্রীহর্ষ।—উষ্ণ-দ্বারা শীতের আধিক্য, শীত-দ্বারা উষ্ণের আধিক্য, হর্ষ-দ্বারা শোকের আধিক্য, শোক-দ্বারা হর্ষের আধিক্য নিবারিত হইয়া বায়ু-পিত্ত-কফ এবং সত্ত্বরজস্তমঃ গুণের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ক্ষয়ের অতিরিক্ত আহার-দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, শরীরে সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় না, নিরন্তর দুঃখই সমুৎপাদিত হইয়া থাকে; অধিকন্তু চিত্ত স্থির থাকে না, মন চঞ্চল হইয়া উঠে। সংযত বা স্থিরীভূত চিত্ত-ব্যতিরেকে নিষ্কাম এবং নিস্পৃহ হইবার উপায় নাই। (৩৪৬) ক্ষয়ের পরিমাণ-নির্দ্দেশন অসাধ্য হইলেও, যদ্দ্বারা শরীরের সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং মনের সুপ্রসন্নতা নিরন্তর রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাই পরিমিত পূরণ বুঝিতে হইবে। যোগের ফলে, রুদ্ধ-শ্বাস-বশতঃ, পেশী-ক্ষয় অবরুদ্ধ হইলেও দীর্ঘায়ু-লাভ সংঘটিত হইয়া থাকে।

বিনয়।—দীর্ঘায়ু-লাভ বিবিধ কারণে অসম্ভব, বাধাও অনেক, অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। ভক্ষ্য-দ্রব্য-ভোজন-দ্বারা ক্ষয়-নিবারিত হইলেও,

---

(৩৪৫) শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শরীরজা গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্॥ ১১
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে॥ ১২
সত্ত্বং রজস্তম ইতি মনসা স্যুস্ত্রয়োগুণাঃ।
তেষাং গুণাণাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্॥ ১১
তেষামন্যতমোৎসেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকোহর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৬ অঃ।

(৩৪৬) যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্ত ইত্যুচ্যতে সদা॥ ১৮
অভ্যাসযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্॥
রোগস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোজীবিতস্য চ॥
চরক-সংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অঃ।

তদ্দ্বারা জরা-মৃত্যু প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। শাক, মূল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি আহার করিলে, শিরাভ্যন্তরে এরূপ পদার্থ সংগৃহীত হইতে থাকে, যদ্দ্বারা শিরা-সকল ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসে; সুতরাং, জরা, ক্রমে মৃত্যু, অনিবার্য্য এবং স্বভাব-সিদ্ধ। নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল জগতে আবির্ভাব, কিয়ৎকাল-জন্য স্থিতি, তৎপরে তিরোভাবই নিয়ম। প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ প্রতিকূল কর্ম্ম-দ্বারাও আবার ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার, সংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তার ফলেই মানুষ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ।—কর্ম্ম-ফল ভোগের জন্য, নির্দ্দিষ্ট প্রস্তুত ক্ষেত্রে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট গ্রহ-প্রভাবের অধীনে, কর্ম্মবদ্ধ-জীবাত্মা স্বভাব-প্রবর্ত্তিত অসংখ্য অনুকূল ও প্রতিকূল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, যখন বীজ-স্বরূপ প্রবেশ করিতে বাধ্য, তখন যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুরুষকার-প্রভাবে মোক্ষ সাধিত হয়, সেই যোনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আকাঙ্ক্ষনীয়। ভূলভিতব মানুষ-দেহেই কর্ম্ম-বদ্ধ জীবের মোক্ষ-সাধন ঘটিয়া থাকে। (৩৪৭) বিভিন্ন যোনিই বিভিন্ন নরক। কাম, ক্রোধ, লোভ, সেই নরকের ত্রিবিধ দ্বার। (৩৪৮) স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্মই দোষে আবৃত; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, মিতাচার-অবলম্বন-পূর্ব্বক, অনাসক্ত-ভাবে, সম্পাদন-দ্বারা ক্ষয় করিয়া লওয়াই বিধেয়, তাহাতে পাপ নাই। (৩৪৯) বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিলে আবার বিভিন্ন কাল-স্থায়ী আয়ুঃ লাভ হইয়া থাকে।

(৩৪৭) উপভোগৈরপি ত্যক্তং নাত্মানং সাদয়েন্নরঃ।
চণ্ডালত্বেঽপি মানুষ্যং সর্ব্বথা তাত শোভনম্॥ ৩১
ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতীপতে।
আত্মা বৈ শক্যতে ত্রাতুং কর্ম্মভিঃ শুভলক্ষণৈঃ॥ ৩২
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৭ অঃ।

(৩৪৮) ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬ অঃ।

(৩৪৯) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

বিনয়।—অহিংসার প্রভাবেও দীর্ঘায়ু-লাভ ঘটে। অহিংসার ফল অসীম। অহিংসায় আসক্তির লেশ-মাত্র থাকে না। অহিংসাই মানুষের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য এবং পরম জ্ঞান অহিংসার প্রভাবেই ত্যাগ-শীল হওয়া যায়। হিংসা করিলেই হিংসিত হইতে হয়, সুতরাং অহিংসার প্রভাবে সকলেরই মিত্রতা অনায়াস-লভ্য হইয়া থাকে। (৩৫০) অহিংসা ত্যাগ- সাপেক্ষ, সুতরাং সংযম-সাপেক্ষ।

শ্রীহর্ষ।—দীর্ঘায়ু-লাভ আবার সদাচার-সাপেক্ষ। সদাচারই ধর্ম্মের লক্ষণ। সদাচার-প্রভাবে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়। (৩৫১) মিতাচার-ব্যতিরেকে সদাচার অনুষ্ঠিত হয় না। মিতাচার-দ্বারাই মানুষ নিয়ম-নিষ্ঠ বা সংযত হইয়া

---

(৩৫০) ঘাতকোবধ্যতে নিত্যং তথা বধ্যতি ভক্ষিতা।
আক্রোষ্টা ক্রুধ্যতে রক্তস্তু দ্বেষ্টারমাপ্নুতে ॥ ৩৬
যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎকর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ, তত্তৎফলমুপাশ্নুতে ॥ ৩৭
অহিংসা পরমোধর্ম্মস্তথাহিংসা পরোদমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥ ৩৮
অহিংসা পরমোযজ্ঞস্তথাহিংসা পরং ফলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্ ॥ ৩৯
অহিংসা পরমং সত্যমহিংসা পরমং শ্রুতম্।
সর্ব্বযজ্ঞেষু বা দানং সর্ব্বতীর্থেষু বাপ্লুতম্ ॥
সর্ব্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া ॥ ৪০

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১১৬ অঃ।

দানেন ভোগী ভবতি মেধাবী বৃদ্ধসেবয়া।
অহিংসয়া চ দীর্ঘায়ুরিতি প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১২

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৬৩ অঃ।

(৩৫১) আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্।
আচারাৎ কীর্ত্তিং লভতে পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ৬
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
যস্মাত্ত্রসন্তি ভূতানি তথা পরিভবন্তি চ ॥ ৭

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

থাকে। মানুষ নিয়মনিষ্ঠ হইলেই জিতেন্দ্রিয়তা-লাভে সমর্থ হয়। জিতেন্দ্রিয়তার ফলে কাম, ক্রোধ, লোভ সমুদয়ই নিত্য-পরাভূত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয়তার সমতুল্য নহে, শুভফল-প্রদান-জন্য তৎসমুদয়ই নিরন্তর জিতেন্দ্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে সর্ব্ববিধ ক্লেশই অপনোদিত হইয়া যায়। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, দুঃখের অভাবে, সুখই নিরন্তর অনুভূত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়তাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম এবং যাবতীয় ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ। অহিংসা-পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয়তা-সাপেক্ষ।

বিনয়।—জিতেন্দ্রিয়তা-প্রভাবেই মানুষ দীর্ঘায়ু-লাভে সমর্থ হয়। সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষা-পরিশূন্য, দয়াশীল, হিংসা-বিমুখ, ক্রোধ-বিহীন, সত্য-নিষ্ঠ এবং সরল নিত্য-স্বভাব জিতেন্দ্রিয়তার ফলেই লাভ করিয়া মানুষ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। অনিয়ম স্ত্রী-সম্ভোগ, দিবা-নিদ্রা এবং সূর্য্যোদয় হইলেও শয়ন, নিঃসংশয়-রূপে আয়ুঃ-ক্ষয়-সাধক। (৩৫২) মাংস-ভোজনে অনুরাগ থাকিলে দীর্ঘায়ু এবং রোগ-বিহীন হওয়া সম্ভবপর নহে। মাংসাহার-দ্বারা অচিরাৎ বল-পুষ্টি লাভ হইলেও, মাংসাহার পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দুর্ব্বল, কৃশ, স্ত্রীসম্ভোগ-পরায়ণ এবং পরিশ্রান্ত মানুষের পক্ষে মাংস সদ্য-বল-পুষ্টিকর সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যের মাংস-দ্বারা নিজের মাংস পরিবর্দ্ধন করিয়া লওয়া নিতান্ত নীচাশয় ও নিষ্ঠুরের কার্য্য। (৩৫৩)

(৩৫২) মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

(৩৫৩) ন মাংসাৎ পরমং কিঞ্চিদ্রসতো বিদ্যতে ভুবি ॥ ৭
ক্ষতক্ষীণাভিতপ্তানাং গ্রাম্যধর্ম্মরতাত্মনাম্।
অধ্বনা কর্শিতানাং চ ন মাংসাদ্বিদ্যতে পরম্ ॥ ৮
সদ্যোবর্দ্ধয়তি প্রাণান্ পুষ্টিমগ্র্যাং দধাতি চ।
ন ভক্ষ্যোঽভ্যধিকঃ কশ্চিন্মাংসাদস্তি পরন্তপ ॥ ৯
বিবর্জ্জিতে তু বহবো গুণাঃ কৌরবনন্দন।
যে ভবন্তি মনুষ্যাণাং তান্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১০
স্বমাংসং পরমাংসেন যোবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ ॥ ১১

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১১৬ অঃ।

শ্রীহর্ষ। – অনশন-ব্রতানুষ্ঠান-দ্বারাও দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। নিত্য-উপবাস করিলে যজ্ঞের সমতুল্য ফল-লাভ হইয়া থাকে। (৩৫৪) প্রাতঃ-কাল এবং সায়ং-কালই ভোজনের উপযুক্ত সময়। এই দুই সময়ের মধ্যে আহার না করিলেই, উপবাস করা হয়। উপযুক্ত সময়ে দিবসে এক-বার ও রজনী-যোগে এক-বার আহার করিলে এবং তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে আহার না করিলে, অনশন-ব্রত পালন করা হয়। (৩৫৫) এবং-বিধ অনশন-ব্রতানুষ্ঠান করিলে, মিতাহার-প্রযুক্তই স্বাস্থ্য-লাভ হইয়া থাকে। অনশন-ব্রতও নিয়ম-নিষ্ঠা-বিশেষ; সুতরাং, সংযম বা ত্যাগ-সাপেক্ষ।

বিনয়। – স্নান ও স্বাস্থ্য-প্রদ। স্নান-ব্যতীত শরীর পবিত্রীকৃত হয় না। দেহ সলিল-দ্বারা ক্ষালিত হইলেও শাস্ত্র-সম্মত স্নান সম্পাদিত হয় না। যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত এবং বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি-সম্পন্ন। আভ্যন্তরিক স্নান-ব্যতিরেকে শুদ্ধি-লাভ সিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-জনিত জ্ঞান, বিষয়-নিস্পৃহতা, মনঃ-প্রসাদ, পুণ্যশীলতা, সদাচর এবং তীর্থস্নান-দ্বারা দেহের বহির্ভাগ এবং অভ্যন্তর, উভয়ই, শুদ্ধীভূত হইয়া থাকে। (৩৫৬)

শ্রীহর্ষ। — মানস-তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ সলিল-দ্বারা স্নানই তত্ত্ব-দর্শিগণের মতে নিতান্ত প্রশস্ত। জ্ঞান-মাত্রই পরম শৌচ। সম্যক্-সংনিরুদ্ধ চিত্ত-স্বরূপ ধৃতি-রূপ হ্রদের অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্য-স্বরূপ সলিলে স্নান করিলেই, মানস-তীর্থে স্নান করা হয়। মানস-তীর্থে স্নাত হইলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, সংযম এবং শান্তি সকলই লাভ হইয়া থাকে। স্নান ও সলিলের তেজঃ-

(৩৫৪) ইদমঙ্গিরসা প্রোক্তমুপবাসফলাত্মকম্।
বিধিং যজ্ঞফলৈস্তুল্যং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৫

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১০৭ অঃ।

(৩৫৫) সায়ং প্রাতর্ম্মনুষ্যাণামশনং দেবনির্ম্মিতম্।
নান্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসবিধির্হি সা ॥ ৪০

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৬২ অঃ।

(৩৫৬) নোদকক্লিন্নগাত্রস্ত স্নাত ইত্যভিধীয়তে।
স স্নাতোযোদমস্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। ৯

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৮ অঃ।

প্রভাব-বশতঃ এবং সাধুগণের গমনাগমন-নিবন্ধন পৃথিবীর স্থান-বিশেষও পবিত্র তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পার্থিব এবং শারীর, এই উভয়-বিধ তীর্থে স্নান করিলে, সমবেত-ফলেই, মানুষ শুদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। (৩৫৭) অসংযত-চিত্তে তীর্থ-ভ্রমণ নিতান্ত নিষ্ফল।

বিনয়।—যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতা-শূন্য, অহঙ্কার-বিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া যথাবশ্যক ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য-দ্বারা দিনপাত করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সমদর্শী, ত্যাগ-শীল, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সদাচার-সম্পন্ন, ভক্তি-যুক্ত, নিস্পৃহ ও গুণাতীত, তাঁহারাও পবিত্র-তীর্থ-স্বরূপ। এবং-বিধ ব্যক্তি-বিশেষ-রূপ পবিত্র-তীর্থে স্নান করিলে, অর্থাৎ সৎ-সঙ্গের ফলেও মানুষ শুদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। (৩৫৮) তৎ-কারণ, পতিত ব্যক্তির মুখাবলোকন-পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। পৌর্ব্বদেহিক

(৩৫৭) অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্॥ ৩
তীর্থশৌচমনর্থিত্বমার্জ্জবং সত্যমার্দ্দবম্।
অহিংসা সর্ব্বভূতানামানৃশংস্যং দমঃ শমঃ॥ ৪
মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ।
স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎ স্নানং তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ১২
পরিগ্রহাচ্চ সাধূনাং পৃথিব্যাশ্চৈব তেজসা।
অতীবপুণ্যভাগাস্তে সলিলস্য চ তেজসা॥ ১৮
মনসশ্চ পৃথিব্যাশ্চ পুণ্যাস্তীর্থাস্তথাপরে।
উভয়োরেব যঃ স্নানাৎ স সিদ্ধিং শীঘ্রমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৮ অঃ।

(৩৫৮) নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
শুচয়স্তীর্থভূতাস্তে যে ভৈক্ষমুপভুঞ্জতে॥ ৫
রজস্তমঃ সত্ত্বমথো যেষাং নির্ধৌতমাত্মনঃ।
শৌচাশৌচসমাযুক্তাঃ স্বকার্য্যপরিমার্গিণঃ॥ ৭
সর্ব্বত্যাগেষভিরতাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
শৌচেন বৃত্তশৌচার্থাস্তে তীর্থাঃ শুচয়শ্চ যে॥ ৮
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৮ অঃ।

ধর্ম্ম-বল বা শুভকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দৈবও সৎসঙ্গ-স্বরূপ, মানুষ-হৃদয়ে ধর্ম্ম-সংযুক্ত সংকল্প আবির্ভূত করিয়া দেয়।

শ্রীহর্ষ।—নিয়ম-নিষ্ঠ হইয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাই আয়ুষ্কর এবং মঙ্গল-বিধায়ক। প্রিয় বাক্য-বিন্যাস, অতিথি-সৎকার, অতিথি ও পরিজন-বর্গের ভোজনের পর আহার; পরিস্কৃত আবাসে অবস্থান; সরলতায় অনুরাগ; প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান, দন্তধাবন ও কেশ-বিন্যাস; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া এবং আলোকে শয্যা-পরীক্ষা করিয়া শয়ন; পূর্ব্বাস্য, আর্দ্র-পাদ ও মৌনী হইয়া, অন্নের নিন্দা না করিয়া, উপবেশন-পূর্ব্বক ভোজন; ভোজনান্তে অগ্নিস্পর্শ-পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ, নাভি, পাণিতল ও ইন্দ্রিয়াদির সলিল-প্রোক্ষিত-করণ; দিবা-ভাগে উত্তরাস্য এবং রাত্রি-যোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্র-পুরীষ-পরিত্যাগ, পর্ব্ব-কালে ব্রহ্মচর্য্য; পান-ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও বর্জ্জন; রাত্রি-যোগে অসম্পূর্ণ আহার; পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া, সমাহিত চিত্তে ক্ষৌর-কার্য্য সমাধানান্তর স্নান; উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ; পরম-যত্ন-সহকারে ভার্য্যাকে পালন এবং রক্ষণ; গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারিত-চিত্তে প্রতি-পালন প্রভৃতি মিতাচার সর্ব্ব-বর্ণেরই অনুষ্ঠেয় এবং কর্ত্তব্য। (৩৫৯)

বিনয়।—বর্ণ-নির্ব্বিশেষে পাদোপরে পাদ-নিধান; পর-পাদুকা-ব্যবহার; মলিন-দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব-দর্শন; গর্ভিণী বা ঋতুমতী-স্ত্রী-সম্ভোগ, দিবা-বিহার; উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন; ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন; বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন; রাত্রি-কালে স্নান; স্নানান্তর গাত্র-মর্দ্দন; আর্দ্র-বস্ত্র-পরিধান; গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ-ত্যাগ; সলিল-মধ্যে মূত্র-ত্যাগ; পরের অবস্নাত-জল-স্পর্শ; গমন-কালে ভোজন; দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র-ত্যাগ; আর্দ্রপাদ হইয়া উপবেশন ও শয়ন; ভগ্ন-আসনে উপবেশন; ভগ্ন কাংস্য-পাত্র ব্যবহার; নগ্নাবস্থায় শয়ন; অশুচি হইয়া উপবেশন; স্নানের সময় সলিল-মধ্যে নিরন্তর মস্তক-নিমজ্জন; স্নানান্তর দেহে তৈল-প্রদান; বাসগৃহের নিকট পাদ-প্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট-বস্তু-নিক্ষেপ; পরের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র-পরিধান; পরের সহিত এক-পাত্রে ভোজন; উদ্ধৃত-সার দুগ্ধাদি-পান; পর্য্যু‍ষিতান্ন ভোজন;

(৩৫৯) মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১০৪।১৪১ অঃ।

অভক্ষ্য-ভক্ষণ; শঙ্কা-সহকারে বা শঙ্কিত-মনে ভোজন; ভুক্তাবশেষ অপরকে প্রদান; ভোজনান্তে বা রাত্রি-কালে দধি-পান ও কেশ-বিন্যাস; স্বীয় বা পরের গ্লানি; সায়ং-কালে শয়ন, ভোজন ও অধ্যয়ন; দন্ত-দ্বারা নখ-চ্ছেদন; রাত্রি-কালে অশুচি-অবস্থায় শয়ন; পরের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, প্রতি ঈর্ষা-প্রদর্শন; অনিমন্ত্রিত হইয়া পর-গৃহে গমন নিষিদ্ধ বুঝিয়া, নিয়ম-নিষ্ঠ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। (৩৬০)

শ্রীহর্ষ।—দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে পুরুষের পক্ষে স্ব-দার-নিরত এবং স্ত্রীর পক্ষে পতি-পরায়ণা হওয়াই অবশ্য-কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও ভর্ত্তার চরিত্র সম-ভাবে বিশুদ্ধ এবং উভয়ে সম-ভাবে সদাচার ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন হইলেই পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ রাখাই ভার্য্যার কর্ত্তব্য। (৩৬১) শৌচ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক নিয়ম-নিষ্ঠ না হইলে, পতি-পত্নীর সমশীলত্ব-লাভ সম্ভব নহে এবং ঘটেও না। নিয়ম-নিষ্ঠ না হইলে ধর্ম্ম-মাত্রই আচরিত হইবার নহে। নিয়ম-নিষ্ঠ হইলেই বিশ্বের নানা ভাব দর্শনীভূত থাকে না, একাগ্র-ভাবই সংস্থাপিত হইয়া থাকে। নিয়ম-নিষ্ঠায় আসক্তির বিলোপ-সাধন ঘটে। নিয়ম-নিষ্ঠ ভাব-মাত্রই সংযম এবং একাগ্রতা-লাভের অনুকূল।

বিনয়।—ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন, পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন, ধর্ম্মলব্ধ-অর্থ-দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ, সকলকেই মধুর বাক্যে স্বাগত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, সকলেরই সহিত বন্ধুত্ব-সংস্থাপন-জন্য যত্ন-প্রদর্শন, সৎপাত্রেই দান, সদনুষ্ঠানে অধ্যবসায়-প্রদর্শন, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান; প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা পূজনীয় এবং আদরণীয় হইবার জন্য আগ্রহ-প্রদর্শন, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, শুভাশুভ বিচার-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি মানুষের নিত্য-কর্ম্ম, নিয়ম-নিষ্ঠারই উপর নির্ভর করিতেছে। নিয়ম-নিষ্ঠ মানুষই নিত্য-সন্তুষ্ট এবং জিতেন্দ্রিয়। (৩৬২)।

শ্রীহর্ষ।—নিত্য-সন্তুষ্টি জিতেন্দ্রিয়তার উপরই নির্ভর করে। বিষয়-বাসনা বা তৃষ্ণা থাকিতে সন্তোষ-লাভ হয় না। জিতেন্দ্রিয়তার ফলে বিষয়-বাসনা থাকে

(৩৬০) মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

(৩৬১) দম্পত্যোঃ সমশীলত্বং ধর্ম্মঃ স্যাৎ গৃহমেধিনঃ। ৪৩
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৪১ অঃ।

(৩৬২) মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৫৩।১৫৪ অঃ।

না। অকিঞ্চনতাই তৎকারণে নিরাপদ এবং সুখলাভের নিদান। (৩৬৩) অপারতৃপ্তা অর্থ-লালসাই নিতান্ত ক্লেশকর; আশাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী এবং দুঃখ-বিধায়িনী। তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখই সুখ, তাহাই দুঃখের অবসান। আশা-ত্যাগ বা তৃষ্ণা-ক্ষয় অকিঞ্চনতা-ব্যতিরেকে সহসা সাধ্যায়ত্ত হয় না। তৎকারণ, একাকী বিচরণ করাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। (৩৬৪) একাগ্র-মনে, অবি-চলিত-চিত্তে, ভগবানের শরণ লইলে, অকিঞ্চন-মানুষের অভাব-মাত্র থাকে না; কোথা হইতে, কেমন করিয়া, কে যেন, সর্ব্ব-অভাবই বিমোচন করিয়া দেন। বিশুদ্ধমনা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমতুল্য সুখী ত্রিভুবনে দেখা যায় না। (৩৬৫)

বিনয়।—একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মধ্বজী হওয়া মানুষের কর্ত্তব্য নহে। ফল-কামনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মের বণিক বলিয়াই পরিগণিত হয়। (৩৬৬) ছল-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্ম-ভেদী পরুষ-বাক্য উচ্চারণ, অভিমান-সম্ভূত লোভের একান্ত-বশবর্ত্তী হইয়া

---

(৩৬৩) অকিঞ্চনঃ পরিপতন্ সুখমাস্বাদয়িষ্যসি।
অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুত্তিষ্ঠতি চৈব হ ॥ ৭
আকিঞ্চন্যং সুখং লোকে পথ্যং শিবমনাময়ম্।
অনমিত্রপথোহ্যেষ দুর্লভঃ সুলভোমতঃ ॥ ৮
অকিঞ্চনস্য শুদ্ধস্য উপপন্নস্য সর্ব্বতঃ।
অবেক্ষমাণস্ত্রিলোকান্ন তুল্যমিহ লক্ষয়ে ॥ ৯
আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্ ॥ ১০
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৬ অঃ।

(৩৬৪) আশা বলবতী রাজন্নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
আশাং নিরাশাং কৃত্বা তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা ॥৮
বহূনাং কলহোনিত্যং দ্বয়োঃ সঙ্কথনং ধ্রুবম্।
একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীশঙ্খকো যথা ॥১৩
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৮ অঃ।

(৩৬৫) মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৭৬ অঃ, ৯ শ্লোক।

(৩৬৬) মানসং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ধর্ম্মমেব সমাসতে ॥৬১

বিপ্রিয়ানুষ্ঠান, মান্য-ব্যক্তির অবমাননা, অসৎ-পাত্রে দান করিয়া পাপের প্রশ্রয়-সাধন, আত্ম-তৃপ্তির জন্য সুখাদ্য-ভোজন, সর্ব্বাগ্রে ভোজন, সুখাদ্য-দানে অনভ্যাস, মানুষকে নির্ম্মল-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া থাকে। একাকী বিচরণ করিলে এবং-বিধ কর্ম্মে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা-মাত্র থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—পরস্বাপহরণ, পর-ছিদ্রানুসন্ধান, পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা, আত্ম-শ্লাঘায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, কৃতঘ্নতা, নৃশংসতা, পরুষতা, বাচালতা, দাম্ভিকতা, শঠতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, কপটতা, সেবা এবং সম্মান-প্রদর্শনে কৃপণতা, অপরকে বঞ্চিত করিয়া উত্তম আহারে আত্ম-তৃপ্তি-সম্পাদন, পরের মঙ্গল-দর্শনে অসন্তুষ্টি ও অমঙ্গল-দর্শনে সন্তুষ্টি-প্রদর্শন, অনিষ্ট-সাধনে অনুরাগ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, আশান্বিত করিয়া নৈরাশ্য-সম্পাদন, প্রতিহিংসা-সাধনে তৎপরতা, কুপথ-গমনে সহায়তা প্রভৃতি পাশবিক আচরণ একাকী-বিচরণ-শীল মানুষ-দ্বারা আচরিত হয় না এবং হইবার সুযোগ-পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় না। প্রারব্ধ-কর্ম্ম-জনিত রজস্তমঃ-প্রভাবে যাহারা অধর্ম্মাচরণে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহারা একাকী-বিচরণ-দ্বারা তাহাদের অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অনায়াসে পরাভূতা করিয়া লইতে পারে। একাকী-বিচরণে অগত্যা-অবলম্বিত মিতাচার-প্রভাবে মানুষ ক্রমেই নিয়ম-নিষ্ঠ হইয়া আসে, তখন তাহাদের অভক্ষ্য-ভক্ষণে লালসা, শৌচানুষ্ঠানে অনাস্থা, নাস্তিকতা প্রভৃতি সর্ব্ব-বিধ দোষ স্বতঃই তিরোহিত হইয়া যায়।

বিনয়।—মিত বা পরিচ্ছিন্ন আচার সংযম বা ত্যাগ-সাপেক্ষ। যাহা স্বধর্ম্ম নহে, যাহা আয়ুষ্কর নহে, যাহা দুঃখ-নাশক নহে, যাহা শান্তি-বিধায়ক নহে, যাহা মোক্ষ-সাধক নহে, তাহার পরিবর্জ্জনই মিতাচার। নিত্য-সাবধান-ভাবই মিতাচারের পরিচায়ক। মিতাচার কোন ক্রমেই উপেক্ষনীয় নহে। পরিণতা প্রকৃতিই যখন নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীলা, বহু-প্রভাব-বশগা এবং বিকারোন্মুখী,

---

এক এব চরেদ্ধর্ম্মং ন ধর্ম্মধ্বজিকো ভবেৎ।
ধর্ম্মবাণিজকা হ্যেতে যে ধর্ম্মমুপভুঞ্জতে ॥৬২
অর্চ্চেদ্দেবানদম্ভেন সেবেতামায়য়া গুরূন্।
নিধিং নিদধ্যাৎ পারত্র্যং যাত্রার্থং দানশব্দিতম্ ॥ ৬৩

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৬২ অঃ।

মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ১৯৩ অঃ।

তখন গুণ-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিরাপদ নহে, তাহার সংরক্ষণ নিত্য-সাবধান-সাপেক্ষ। অসাবধানতা, নিতান্ত-সামান্য হইলেও, ঘটিলেই, গুণ-গণের সাম্য-ভঙ্গ হয়। সংযম, ত্যাগ, মিতাচার প্রভৃতি তুল্যফল-দায়ক, নামান্তর-মাত্র, জিতেন্দ্রিয়তায় পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে; আবার, জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিলেই তৎসমুদয় তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া যায়। জিতেন্দ্রিয় হইলেই হিংসা থাকে না, হিংসা না থাকিলে কপটতাচরণও থাকে না। জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই মানুষ নিতান্ত-সরল-স্বভাব, দয়াশীল, দানশীল, হিংসা-পরিশূন্য হইয়া থাকে। (৩৬৭) জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবেই মানুষ একাগ্রতা-সম্পন্ন হইয়া নিত্য-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, অভাব অনুভূত হয় না, আকাঙ্ক্ষাও থাকে না, নিবৃত্তি-বশতঃ ক্লেশের লেশ-মাত্রও থাকে না। যজ্ঞ, তপ, দান ও পৌরুষ-দ্বারা মানুষের দুঃখ যে পরিমাণে দূরীভূত হইয়া যায়, এক-মাত্র জিতেন্দ্রিয়তাই তৎ-পরিমাণ দুঃখ, দূর করিয়া দেয়। জিতেন্দ্রিয়তার অঙ্গীভূত শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, সাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান প্রভৃতি যোগ-স্বরূপ। (৩৬৮)

---

(৩৬৭) আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মোজিহ্ম উচ্যতে।
আর্জ্জবেনেহ সংযুক্তোনরোধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥২৮
আর্জ্জবে তু রতোনিত্যং বসত্যমরসন্নিধৌ।
তস্মাদার্জ্জবযুক্তঃ স্যাদ্ য ইচ্ছেদ্ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥২৯
ক্ষান্তোদান্তোজিতক্রোধোধর্ম্মভূতোবিহিংসকঃ। ৩০
ধর্ম্মে রতমনা নিত্যং নরোধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৪২ অঃ।

(৩৬৮) দমস্য তু ফলং রাজন্ শৃণু ত্বং বিস্তারেণ মে।
দান্তাঃ সর্ব্বত্র সুখিনোদান্তাঃ সর্ব্বত্র নির্বৃতাঃ ॥১১
যত্রেচ্ছাগামিনোদান্তাঃ সর্ব্বশত্রুনিসূদনাঃ।
প্রার্থয়ন্তি চ যদ্দান্তা লভন্তেতন্ন সংশয়ঃ ॥১২
দানৈর্যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈস্তথা দান্তাঃ ক্ষমান্বিতাঃ।
দানাদ্দমোবিশিষ্টোহি দদৎ কিঞ্চিদ্দ্বিজাতয়ে ॥১৪

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ৭৫ অঃ।

শৌচ সন্তোষতপঃস্বধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। ৩২

যোগসূত্র, ২অঃ।

সকাম ধর্ম্ম।

শ্রীহর্ষ।—ফলের উদ্দেশ্যে, ফল-লাভ-সঙ্কল্প করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলে, সকাম-ধর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। সকাম-ধর্ম্ম মোক্ষপ্রদ এবং বিষয়-নিবৃত্তি-মূলক নহে। সকাম-ধর্ম্ম বিষয়-প্রবৃত্তি-মূলক। সকাম-ধর্ম্মে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-পর্য্যন্ত কর্ম্মফল নির্দ্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মূল হইলেও, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়; পুনর্জ্জন্মের দায় হইতে নিস্তার-লাভ ঘটে না। (৩৬৯)

বিনয়।—ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতার্থে, ধর্ম্মানুষ্ঠান-কল্পনায়, চারি আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন;—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং প্রব্রজ্যা বা ভৈক্ষ্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়। গার্হস্থ্যাশ্রম, সকল আশ্রমেরই মূল। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য এবং সদাচার অবলম্বন-পূর্ব্বক সপত্নীক সহধর্ম্মচর্য্য-ফললাভে অভিলাষী হন, তাঁহাদের পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রমই প্রশস্ত। (৩৭০)

---

(৩৬৯) ব্যক্তং মৃত্যুমুখং বিদ্যাদব্যক্তমমৃতং পদম্।
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মমৃষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥২
তত্রৈবাবস্থিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মমব্যক্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৩
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
প্রবৃত্তিঃ পুনরাবৃত্তির্নিবৃত্তি পরমা গতিঃ ॥ ৪
মহাভারত, শান্তি-পর্ব্ব, ২১৭ অঃ।
স্বর্গকামোযজেত।—শ্রুতিঃ।
সোঽয়ং ধর্ম্মোযদুদ্দিশ্য বিহিতস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মানস্তদ্ধেতুঃ।
ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।—লৌগাক্ষি-ভাস্কর।

(৩৭০) পূর্ব্বমেব ভগবতা ব্রহ্মণা লোকহিতমনুতিষ্ঠতা ধর্ম্মসংরক্ষনার্থমাশ্রমাশ্চত্বারোঽভিনির্দ্দিষ্টাঃ ৮। ৮ সমাবৃত্তানাং সদাচারাণাং সহধর্ম্মচর্য্যাফলার্থিনাং গৃহাশ্রমোবিধীয়তে। ধর্ম্মার্থকামাবাপ্তির্হ্যত্র ত্রিবর্গসাধনমপেক্ষ্যাগর্হিতেন কর্ম্মণা ধনান্যাদায় স্বাধ্যায়োপলব্ধপ্রকর্ষেণ বা ব্রহ্মর্ষিনির্ম্মিতেন বা অদ্রিসাগরগতেন বা হব্যকব্যনিয়মাভ্যাসদৈবতপ্রসাদোপলব্ধেন বা ধনেন গৃহস্থোগার্হস্থ্যং বর্ত্তয়েৎ। তদ্ধি সর্ব্বাশ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি। ১০।
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ।

গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মার্থকাম, ত্রিবর্গ, লাভ হইয়া থাকে। তৎকারণ, উহাই অন্য তিন আশ্রমেরই সমতুল্য, অতি পবিত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অনেকেই বলিয়া থাকেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই শ্রেষ্ঠতম তপস্যা; তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সিদ্ধি-ক্ষেত্র গৃহাশ্রমে থাকিয়া যিনি রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগ-শীল। গৃহাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, দেব-সেবা, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি সকলই অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। গৃহাশ্রমে দেব-গণের প্রসাদ-লব্ধ ধন-দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। (৩৭১) গৃহাশ্রমে গৃহিণীই গৃহ। (৩৭২) গার্হস্থ্যাশ্রমেও সংযম বা নিষ্ঠা আবশ্যক। সংযম-ব্যতীত সকাম-ধর্ম্মও নিষ্পন্ন হয় না এবং হইবারও নহে। ধর্ম্ম মাত্রই সংযম-সাপেক্ষ।"

---

(৩৭১) আশ্রমাংস্তুলয়া সর্ব্বান্ ধৃতানাহুর্ম্মনীষিণঃ।
একতশ্চ ত্রয়োরাজন্ গৃহস্থাশ্রম একতঃ॥ ১২
সমীক্ষ্য তুলয়া পার্থ কামং স্বর্গঞ্চ ভারত।
অয়ং পন্থা মহর্ষীণামিয়ং লোকবিদাং গতিঃ॥ ১৩
ইতি যঃ কুরুতে ভাবং স ত্যাগী ভরতর্ষভ।
ন যঃ পরিত্যজ্য গৃহান্ বনমেতি বিমূঢ়বৎ॥ ১৪
শমোদমস্তথা ধৈর্য্যং সত্যং শৌচং মথার্জ্জবম্।
যজ্ঞোধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ নিত্যমার্ষোবিধিঃ স্মৃতঃ॥১৭
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সমারম্ভোঽত্র শস্যতে।
অত্রৈব হি মহারাজ ত্রিবর্গং কেবলং ফলম্॥ ১৮

মহাভারত, শান্তি-পর্ব্ব ১২ অঃ।

ঈহন্তে সর্ব্বভূতানি তদিদং কর্ম্মসঙ্গিতম্।
সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং পুণ্যমমমেবাশ্রমোমহান্॥ ১৫
দেবা বৈ দুষ্করং কৃত্বা বিভূতিং পরমাং গতাঃ।
তস্মাদ্গার্হস্থ্যমুদ্বোঢ়ুং দুষ্করং প্রব্রবীমি বঃ॥১৯
তপঃ শ্রেষ্ঠং প্রজানাং হি মূলমেতন্ন সংশয়ঃ।
কুটম্ববিধিনানেন যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২০

মহাভারত, শান্তি-পর্ব্ব; ১১ অঃ।

(৩৭২) ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥—মনু।

শ্রীহর্ষ।—স্বর্গাদি-লাভ-কামনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান-পর্য্যন্ত, চিত্ত-সংযম, মনঃ-সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপোঽনুষ্ঠান, ধ্যান, পরিমিত ভোজন, সদাচার, বিশুদ্ধাহার প্রভৃতি সর্ব্ব-রূপ সংযম-সাপেক্ষ। (৩৭৩) সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে সর্ব্ব-বিষয়েই, সর্ব্ব-সময়ে সংযমের প্রয়োজন। স্বয়ং নিঃসহায় অবস্থায় বিধি-মাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক, একাকী-একাগ্র-মনঃ-সমাধান-ব্যতীত ধর্ম্ম আচরিত হইবার নহে।

বিনয়।- ধর্ম্ম-কর্ম্মে সঞ্চয় এবং আশা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। (৩৭৪) গার্হস্থ্যাশ্রমে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি বিবিধ দ্রব্য, নৃত্য, গীত, সুন্দর পরিচ্ছদ ও মাল্যাভরণাদির উপভোগ-দ্বারা অসীম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ত্রিবর্গ-সাধন এবং ত্রিগুণের চরিতার্থতা-সম্পাদন বা সাম্য-সংস্থাপন করিতে পারিলে, কর্ম্ম-ক্ষয়-বশতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমেই সাধুজনোচিত গতি-লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকাম-ত্রিবর্গের সমগ্র-সাধন-ব্যতিরেকে পুণ্য-সঞ্চয়ের উপায় নাই। ধর্ম্মই আবার ত্রিবর্গ-লাভের উপায়-স্বরূপ। (৩৭৫)

---

(৩৭৩) তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্। ৮

কেনোপনিষৎ, ৪খণ্ডঃ।

(৩৭৪) আশয়া সঞ্চিতং দ্রব্যং দুঃখেনৈবোপভুজ্যতে।
তদ্বুধা ন প্রশংসন্তি মরণং ন প্রতীক্ষতে॥ ৩০
মানসং সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ॥ ৩১
এক এব চরেদ্ধর্ম্মং নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
কেবলং বিধিমাসাদ্য সহায়ঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩২
ধর্ম্মোযোনির্মনুষ্যাণাং দেবানামমৃতং দিবি।
প্রেত্যভাবে সুখং ধর্ম্মাচ্ছশ্বত্তৈরুপভুজ্যতে॥ ৩৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯৩ অঃ।

(৩৭৫) অপি চাত্র মাল্যাভরণবস্ত্রাভ্যঙ্গনিত্যোপভোগ নৃত্যগীতবাদিত্রশ্রুতিসুখ-নয়নাভিরামদর্শনানাং প্রাপ্তির্ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়চোষ্যাণামভ্য বহার্য্যাণাং বিবিধানামুপভোগঃ স্ববিহারসন্তোষঃ কামসুখাবাপ্তিরিতি॥ ১৬
ত্রিবর্গগুণনির্ব্বৃত্তির্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে স সুখান্যনুভূয়েহ শিষ্টানাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ।

মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব্ব, ১২৩ অধ্যায়।

শ্রীহর্ষ।—যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে; ভোগ বা অপব্যয়ের জন্য অর্থ সৃষ্ট হয় নাই। (৩৭৬) শ্রদ্ধার সহিত ধন-দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই অর্থের সদ্ব্যয়। সৎপাত্রে দানই যখন পরম ধর্ম্ম, তখন অর্থের সঞ্চয় নিতান্ত দূষণীয়। অর্থের সদ্ব্যয় না করিলে অর্থোপার্জ্জন সার্থক নহে, প্রত্যবায় আছে। ধন কাহারও নিজস্ব নহে; যজ্ঞার্থে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ধনের রক্ষক-মাত্র। তৎকারণ, ধনের প্রতি মমতা-প্রকাশ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয় (৩৭৭) সৎ-কার্য্যে অর্থ ব্যয়িত হইলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিনয়।—দরিদ্রতা পৌর্ব্বদেহিক পাপের পরিচায়ক। ইহ-জন্মে ধন কাহারও ইচ্ছানুগমন করে না। ধন-লাভের সময় উপস্থিত না হইলে, ধন-লাভ সংঘটিত হইবার নহে। যে বস্তু যে সময়ে, যে ভাবে, যাহারা প্রাপ্য, সেই বস্তু সেই সময়েই, সেই ভাবে, তাহার লাভ হইয়া থাকে। সৌভাগ্য কাল-সাপেক্ষ, সময় উপস্থিত হইলে, স্বতঃই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। (৩৭৮) অর্থ দৈবাধীন হইলেও, পুরুষকার উপেক্ষনীয় নহে।

---

(৩৭৬) যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা যজ্ঞোদ্দিষ্টঃ পুরুষোরক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং ধনং ততোঽনন্তর এব কামঃ॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০ অঃ।

(৩৭৭) এতৎ স্বার্থে চ কৌন্তেয় ধনং ধনবতাং বরঃ।
ধাতা দদাতি মর্ত্ত্যেভ্যোযজ্ঞার্থমিতি বিদ্ধি তৎ॥ ২৬
তস্মাদ্ বুধ্যন্তি পুরুষঃ নহি তৎ কস্যচিদ্ধ্রুবম্।
শ্রদ্দধানস্ততোলোকোদদ্যাচ্চৈব যজেত চ॥ ২৭
লব্ধস্য ত্যাগমিত্যাহুর্ন ভোগং ন চ সংক্ষয়ম্।
তস্য কিং সঞ্চয়েনার্থঃ কার্য্যে জ্যায়সি তিষ্ঠতি॥ ২৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৬ অঃ।

(৩৭৮) ন কর্ম্মণা লভতে চেজ্যয়া বা নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ।
পর্য্যায়যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্ব্বং লভতে মনুষ্যঃ॥
ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে।
মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্ কালে হি কার্য্যং প্রতিনির্ব্বিশেষাঃ॥ ৬
নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি।
তান্যেব কালেন সমাহিতানি সিধ্যন্তি বর্দ্ধন্তি চ ভূতিকালে॥ ৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—ধর্ম্মার্থকাম এক-কালে, সংস্পৃষ্ট-ভাবে, অনুশীলিত হওয়াই বিধেয়। অর্থ ধর্ম্ম-মূলক, কাম* অর্থ-মূলক, ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গই সংকল্প-মূলক, সংকল্প বিষয়-মূলক। বিষয়-প্রবৃত্তি ত্রিবর্গের মূল এবং বিষয়-নিবৃত্তি মোক্ষ-লাভের উপায়। ত্রিবর্গই আবার রজোগুণ-প্রবর্ত্তিত। অনাসক্ত-চিত্তে ত্রিবর্গের অনুশীলন-দ্বারা রজোগুণ সত্ত্বে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া কর্ম্মের ক্ষয়-সাধন করিতে পারিলেই, মানুষ স্বতঃই মোক্ষ-লাভার্থী বা মোক্ষোন্মুখ হইয়া থাকে। ইহাই কর্ম্ম-যোগ। ফল-কামনা ধর্ম্মের মল-স্বরূপ, দান-ভোগাদি-বর্জ্জন অর্থের মল-স্বরূপ এবং প্রমোদ-পরিত্যাগ-বাসনা কামের মল-স্বরূপ; সুতরাং গৃহাশ্রমে থাকিয়া, আসক্তি-পরিশূন্য হইয়া, ত্রিবর্গের চরিতার্থতা-সম্পাদন করাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। (৩৭৯)

(৩৭৯) যদা তে স্যাঃ সুমনসোলোকে ধর্ম্মার্থনিশ্চয়ে।
কালপ্রভাবসংস্থাসু সজ্জন্তে চ ত্রয়স্তদা॥ ৩
ধর্ম্মমূলঃ সদৈবার্থঃ কামোঽর্থফলমুচ্যতে।
সংকল্পমূলাস্তে সর্ব্বে সংকল্পোবিষয়াত্মকঃ॥ ৪
বিষয়াশ্চৈব কাৎস্ন্যেন সর্ব্ব আহারসিদ্ধয়ে।
মূলমেতৎ ত্রিবর্গস্য নির্বৃত্তির্মোক্ষ উচ্যতে॥ ৫
ধর্ম্মাচ্ছরীরসংগুপ্তির্ধর্ম্মার্থং চার্থ উচ্যতে।
কামোরতিফলশ্চাত্র সর্ব্বে তে চ রজঃস্বলাঃ॥ ৬
সন্নিকৃষ্টাংশ্চরেদেতান্ন চৈতান্মনসা ত্যজেৎ।
বিমুক্তস্তপসা সর্ব্বান্ ধর্ম্মাদীন্ কামনৈষ্ঠিকান্॥ ৭
শ্রেষ্ঠে বুদ্ধিস্ত্রিবর্গস্য যদয়ং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
কর্ম্মণা বুদ্ধিপূর্ব্বেণ ভবত্যর্থী ন বা পুনঃ॥ ৮
অর্থার্থমন্যদ্ভবতি বিপরীতমথাপরম্।
অনর্থার্থমবাপ্যার্থমন্যত্রাদ্যোপকারকম্।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধিরিহার্থেন তদজ্ঞাননিকৃষ্টয়া॥ ৯
অপধ্যানোমলোধর্ম্মোমলোঽর্থস্য নিগূহনম্।
সম্প্রামোদমলঃ কামোভূয়ঃ স্বগুণবর্জ্জিতঃ॥ ১০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১২৩ অঃ।

* শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাং চতুর্ব্বিধা।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতঃস্পৃহা॥

বিনয়।—স্বর্গ এবং অন্য-রূপ অভীষ্ট-লাভ কিন্তু ক্ষণ-কাল স্থায়ী ; সঞ্চিত পুণ্য-পরিমিত-মাত্র। পুণ্য ক্ষয় হইলেই স্বর্গাদি স্থান বা দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। কেহ কেহ অশুভ কর্ম্মের ফল ইহ-জন্মে, কর্ম্মভূমি ইহলোকেই, ভোগ করেন এবং কেহ বা অতিরিক্ত পুণ্য-বলে স্বর্গারোহন করিয়া তথায় বিবিধ ভোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অশুভ বা পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরক-ভোগ অনিবার্য্য। নরকে এক-বার নিপতিত হইলে, নিস্তার-লাভ নিতান্ত সুকঠিণ। যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে বা নিকৃষ্ট যোনিতে বার-বার জন্ম-গ্রহণ করিতে না হয়, তদ্রূপ পুরুষকার-অবলম্বন বা চেষ্টাই মানুষের কর্ত্তব্য। (৩৮০) মনুষ্য-যোনি হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, উপযুক্ত পুরুষকারের অভাব হয়, কর্ম্মের ক্ষয় ঘটাইবার সুযোগ-পর্য্যন্ত থাকে না, ভোগের অবসানই প্রতীক্ষা করিতে হয়।

শ্রীহর্ষ।—প্রজাপতি যজ্ঞ-সহ প্রজা-সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, অভীষ্ট-সিদ্ধি যজ্ঞেরই অধীন রাখিয়াছেন। যজ্ঞ-দ্বারা দেব-গণ সম্বৰ্দ্ধিত এবং পরিতুষ্ট হইয়া মানুষের সম্বৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন। পরস্পরের সম্বৰ্দ্ধনে বহুবিধ ইষ্ট এবং ভোগ্য সমুৎপাদিত এবং লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফল কামনা করিলে, দেব-গণেরই আরাধনা করিতে হয়। (৩৮১) মনুষ্য লোকে কর্ম্মজ সিদ্ধি বা ফল দেব-গণের প্রসাদে শীঘ্রই লাভ হইয়া থাকে। (৩৮২)

---

(৩৮০) মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ১৭ অঃ।

(৩৮১) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২
কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

(৩৮২) কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২,
জ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

বিনয়।—বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠাবস্থায় এক; কিন্তু, তাহা ভোগৈশ্বর্য্য-কামনায় জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদা যজ্ঞাদি-বহুল-ক্রিয়ায় নিযুক্তা থাকিলে, বহু-শাখা সমন্বিতা এবং অনন্ত-রূপিণী হইয়া থাকে। স্বর্গাদি-লাভের লোভ লুব্ধ-চেতা ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে সুমধুর হইলেও, তাহা অনিত্য। কামিগণের অনন্ত-রূপিণী নিত্য-চঞ্চলা অস্থিরা বুদ্ধি যোগ-মার্গে সমাধি-লাভের উপযোগিনী নহে। বেদে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সকাম-ধর্ম্ম ত্রিগুণের চরিতার্থ-সাধনার্থেই কল্পিত; সুতরাং, তাহা ত্রিগুণাতীত হইবার সহায় নহে। নিত্যসত্ত্বাবস্থায় অবস্থিত মোক্ষার্থীর মোক্ষ-বিধানার্থে নিষ্কাম-ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে, তৎ-কারণ, মোক্ষ-ধর্ম্মই উপদেশ করিয়াছিলেন। (৩৮৩)

শ্রীহর্ষ।—দেব-গণ ভগবানের সৃষ্ট, অত্যুগ্র-তপোবল-প্রভাবেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর জীব। (৩৮৪) দেব-গণ সৃষ্ট জীব বলিয়াই তাঁহাদের বাসস্থানের প্রয়োজন; স্বর্গই তাঁহাদের বাসস্থান। পৃথিবীতে যেমন মনুষ্যাদি বহু বিভিন্ন জীব বাস করে, অন্যান্য গ্রহাদিতেও তদ্রূপ বহু বিভিন্ন জীব বাস করে। যোগ-লব্ধ সর্ব্বজ্ঞতা

(৩৮৩) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থোনির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
সাংখ্য-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(৩৮৪) সৈসা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টির্যচ্ছ্রেয়সোদেবান্ সৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত * *। ৬
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১ অঃ, ৪ ব্রাঃ।

তপঃপরায়ণা নিত্যং সিদ্ধ্যন্তে তপসা সদা।
তথৈব তপসা দেবা মহাত্মানো দিবং গতাঃ॥ ২০
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ৫১ অঃ।

বা দিব্য-চক্ষুর অভাবে, বর্ত্তমান-কালে, অতিরিক্ত শক্তি-সম্পন্ন দূরবীক্ষণের বা যান্ত্রিক-চক্ষুর সাহায্যে, মঙ্গল-গ্রহে জীবের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে। তত্রস্থ মানুষ-রূপী জীব, মনুষ্যাপেক্ষা দীর্ঘ এবং দীপ্তি-শ্রী-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে। পুরুষকার-প্রভাবে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মানুষ দেব-যোনি লাভ করিতে পারে।

বিনয়।—আকাশ-মণ্ডল অনন্ত, রমণীয় চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্যের রশ্মি যথায় উপনীত হয় না, নভোমণ্ডলের সেইরূপ স্থানে, কোন ভুবনে, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেব-গণ বাস করিয়া থাকেন। অসীম আকাশে কত শত স্বয়ং-প্রভ তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর দেবতা বাস করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। (৩৮৫) অধর্ম্ম-জনিত ফল-স্বরূপ ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যা-বিজড়িত মানুষ মর্ত্ত্য-লোকে যে সকল ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, তাপ, শীত, শোক ও বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, দেব-লোকে তৎ-সমুদয় দুঃখ অনুভূত হয় না। তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত এবং সুখোদ্দীপক সুগন্ধ সঞ্চারিত থাকে। তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশ-মাত্র নাই। দেব-লোকে প্রতি-নিয়তই সুখ, নরকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ; সংসারে সুখ ও দুঃখ, উভয়ই, বিদ্যমান আছে। দেব-গণ রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত, তৎ-কারণ, তাঁহারা নিত্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। (৩৮৬)

---

(৩৮৫) অনন্তমেতদাকাশং সিদ্ধদৈবতসেবিতম্।
রম্যং নানাশ্রয়াকীর্ণং যস্যান্তো ন বিগম্যতে॥ ২৩
ঊর্দ্ধং গতেরধস্তাত্তু চন্দ্রাদিত্যৌ ন দৃশ্যতঃ।
তত্র দেবাঃ স্বয়ংদীপ্তা ভাস্বরাভাগ্নিবর্চ্চসঃ॥ ২৪
তে চাপ্যন্তং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ।
দুর্গমত্বাদনন্তত্বাদিতি মে বিদ্ধি মানদ॥ ২৫
উপরিষ্টোপরিষ্টাত্তু প্রজ্বলদ্ভিঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ।
নিরুদ্ধমেতদাকাশমপ্রমেয়ং সুরৈরপি॥ ২৬

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮২ অঃ

(৩৮৬) সুসুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভিস্তথা।
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমো নাস্তি ন জরা ন চ পাপকম্॥ ১৩

শ্রীহর্ষ।—দেব-গণ ভগবান্ বা পর-ব্রহ্ম নহেন; চাতুর্ব্বর্ণ্যাধীন, সুতরাং ত্রিগুণাধীন, কর্ম্ম-বদ্ধ সৃষ্ট জীবের অতিরিক্তও নহেন। দেব-লোকে দেব-গণও মানুষের ন্যায় গৃহাশ্রমে সপত্নীক বাস করেন। পৃথিবীতে যখন কোটি কোটি জীব বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন দেব-লোকে তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকাও অসম্ভব নহে। মর্ত্ত্য-লোকে আজ কাল বিধি-বিহিত যজ্ঞ-দ্বারা কেহই দেব-গণকে সম্বর্দ্ধনা করে না, সুতরাং দেবগণও মানুষকে আর সম্বর্দ্ধনা করেন না। ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখিলে, যজ্ঞের প্রয়োজন। দেব-গণের অনুগ্রহে যে অন্ত-বিশিষ্ট বা অনিত্য ফল (৩৮৭) লাভ হয়, তাহা ভগবদ্বিহিত কাম্য-ফল হইলেও, জগতের চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাহা দেব-গণ-কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা আছে। দেব-গণ ভগবৎ-প্রভাব-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিভূতি-মাত্র, তাঁহারই তেজাংশ-সম্ভূত, মানুষের অভীষ্ট-বিধাতৃ-মাত্র। ভগবদ্ভক্ত-গণের মধ্যে যাঁহারা যে দেবতা শ্রদ্ধা-সহকারে অর্চ্চনা করেন, স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সেই দেব-মূর্ত্তিতেই তাঁহাদিগকে অচলা ভক্তি বা নিত্য-একাগ্রতা প্রদান করেন। (৩৮৮) জগতের চির-নির্দ্দিষ্ট নিয়মই এইরূপ।

নিত্যমেব সুখং স্বর্গে সুখং দুঃখমিহোভয়ম্।
নরকে দুঃখমেবাহঃ সুখং তৎ পরমং পদম্॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯০ অঃ।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২
কঠোপনিষৎ, ১ বল্লী।

রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ॥—মহাভারত, বনপর্ব্ব।

(৩৮৭) স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩
জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ অঃ।

(৩৮৮) যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০ অঃ।

বিনয়।—মানুষের করণীয় যজ্ঞ, তপ এবং দান সকাম-ভাবে নিষ্পাদন করিলে, যজ্ঞ বা হোম-দ্বারা পাপ-ক্ষয়, স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়ন-দ্বারা শান্তিলাভ, দান-দ্বারা ভোগ এবং তপস্যা-দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, যশ, দীর্ঘায়ু, ভোগ্য, আরোগ্য, রূপ, ধন, সৌভাগ্য এবং স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। দান যে ভাবে নিষ্পন্ন হইবে, ফলও তদনুরূপ লাভ হইবে। সৎ-পাত্রে দান করিলে পারত্রিক এবং অসৎ-পাত্রে দান করিলে ঐহিক সুখ লাভ হইয়া থাকে। (৩৮৯) দানের মধ্যে অন্ন-দানই প্রত্যক্ষ-ফল-দায়ক, সুতরাং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অন্ন-দানের সম-তুল্য দান আর কিছু নাই। অন্ন-দানে দাতা এবং ভোক্তা, উভয়েই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্ন-দাতার বল, তেজ, যশ এবং কীর্ত্তি সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতিথিকে শ্রদ্ধা-সহকারে অন্ন দান করিলে, প্রাণ এবং তেজ প্রদান করাই হয়। (৩৯০) সক্ষম হইলে, অকাতরে অন্ন-দান করাই সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। স্বয়ং ভোজন না করিয়াও, সমাহিত চিত্তে, আপনার ভক্ষ্য অন্ন-পর্য্যন্ত,

---

যোযোযাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ অঃ।

(৩৮৯) হুতেন শাম্যতে পাপং স্বাধ্যায়ৈঃ শান্তিরুত্তমা।
দানেন ভোগানিত্যাহুস্তপসা স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২
দানন্তু দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরত্রার্থমিহৈব চ।
সদ্ভ্যোযদ্দীয়তে কিঞ্চিত্তৎ পরোত্রাপতিষ্ঠতে ॥ ৩
অসদ্ভ্যোদীয়তে যত্তু তদ্দানমিহ ভুজ্যতে।
যাদৃশং দীয়তে দানং তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ৪

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ

তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ।
আয়ুঃপ্রকর্ষাভোগাশ্চ লভ্যন্তে তপসা বিভো ॥ ৮
জ্ঞানং বিজ্ঞানমারোগ্যং রূপং সম্পত্তথৈব চ।
ধনং প্রাপ্নোতি তপসা মৌনেনাজ্ঞাং প্রগচ্ছতি।

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ৫৭ অঃ।

(৩৯০) প্রত্যক্ষং প্রীতিজননং ভোক্তৃর্দাতুর্ভবত্যুত।
সর্ব্বাণ্যন্যানি দানানি পরোক্ষফলবন্ত্যুত ॥ ২৯

অতিথিকে প্রদান করাই উচিত। যথা-সাধ্য দানই সকলের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শ্রীহর্ষ।—অসৎ-পাত্রে দান করিলে কিন্তু পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অসৎ-পাত্রে দান কদাপি কর্ত্তব্য নহে। দানের ফলে মানুষ যদ্যপি অলস, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ এবং অধার্ম্মিক হইয়া যায়, তাহা হইলে, দাতাকে অনুতপ্ত হইতে হয়। অকাতরে দান করিলে, ধর্ম্ম-বলে, পর-জন্মে, অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। মানুষের নিত্য-করণীয় কর্ম্ম বা সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম মানুষেরই মধ্যে পরিভ্রমণ করে; অন্যান্য জীবে ধর্ম্মাধর্ম্মের লেশ-মাত্র নাই, কর্ম্ম-ফলের ভোগ-মাত্রই তত্তদ্দেহে স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে। (৩৯১) অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই নিরন্তর ব্যাধি, শ্রান্তি, জরা, বধ, বন্ধন, ক্ষুধা, পিপাসা, বর্ষা, তাপ, শীত, বন্ধু ও ধন-নাশ-জনিত দুঃখ মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখে। (৩৯২) কাহাকেও প্রতি-নিয়ত সুখ বা প্রতি-নিয়ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। পুণ্য বা পাপের ক্ষয়-জন্য ভোগ-কাল ব্যবস্থিত আছে। দুঃখ-ভোগের সময় সুখ আচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে। দুঃখের অবসান ঘটিলেই সুখ-ভোগ এবং সুখের অবসান ঘটিলেই দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য। এক-জনের পুণ্য বা পাপ অপরকে ভোগ করিতে হয় না; নিজ-নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল জীব নিজেই ভোগ করিয়া থাকে। তৎ-কারণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ, ধর্ম্মার্থই সুখের মূল। (৩৯৩)

অন্নদস্য মনুষ্যস্য বলমোজোযশাংসি চ।
কীর্ত্তিশ্চ বর্দ্ধতে শশ্বত্রিষু লোকেষু পার্থিব॥ ৩৫
প্রাণান্ দদাতি ভূতানাং তেজশ্চ ভরতর্ষভ।
গৃহমভ্যাগতায়ার্থ যোদদ্যাদন্নমর্থিনে॥ ৪২
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ৬৩ অঃ।

মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ৫৭।১৩৮ অধ্যায়।

(৩৯১) মানুষেষু মহারাজ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততঃ।
ন তথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ॥ ২৯
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৪ অঃ।

(৩৯২) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯০ অঃ।

(৩৯৩) নিরন্তরং চ মিশ্রং চ লভতে কর্ম্ম পার্থিব।
কল্যাণং যদি বা পাপং ন তু নাশোঽস্য বিদ্যতে॥ ১৭

বিনয়।—জ্ঞানীর জন্য কর্ম্ম-ত্যাগ বা জ্ঞান-নিষ্ঠা এবং কর্ম্মীর জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্ম-নিষ্ঠা বেদে ব্যবস্থিত আছে। কর্ম্ম-ত্যাগ নিবৃত্তির এবং কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তির লক্ষণ। নিবৃত্তি-প্রভাবে মোক্ষ-লাভ এবং প্রবৃত্তি-প্রভাবে সংসার-পাশে বন্ধন-লাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি-মূলক সকাম-ধর্ম্ম কাম্য-বস্তু-মাত্র প্রদান করে, সুতরাং শ্রেয়ঃ বা প্রীতিকর। যজ্ঞ-দ্বারা দেব-গণ পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট বা কাম্য-বস্তুই দান করেন, তৎ-কারণ, দেবার্চ্চনাই মানুষের পক্ষে প্রীতিকর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অভীষ্ট-দানের অতিরিক্ত দেব-গণের সাধ্যায়ত্ত নহে। যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা পর-কালে স্বর্গ-লাভ হয়, যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে কিন্তু ইহ-লোকে বা পর-লোকে, কোথাও সদ্গতি-লাভ ঘটে না। (৩৯৪)

কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥ ১৮
ততো দুঃখক্ষয়ং কৃত্বা সুকৃতং কর্ম্ম সেবতে।
সুকৃৎক্ষয়াদ্দুষ্কৃতঞ্চ তদ্বিদ্ধি মনুজাধিপ॥ ১৯
দুষ্কৃতে সুকৃতে চাপি ন জন্তুর্নিয়তো ভবেৎ।
নিত্যং মনঃসমাধানে প্রযতেত বিচক্ষণঃ॥ ২১
নায়ং পরস্য সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি সেবতে।
করোতি যাদৃশং কর্ম্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে॥ ২২
সুখদুঃখে সমাধায় পুমানন্যেন গচ্ছতি।
অন্যেনৈব জনঃ সর্ব্বঃ সঙ্গতো যশ্চ পার্থিবঃ॥ ২৩
পরেষাং যদসূয়েত ন তৎকুর্য্যাৎ স্বয়ং নরঃ।
যো হ্যসূয়ুস্তথাযুক্তঃ সোঽবহাসং নিযচ্ছতি॥ ২৪

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯০ অঃ।

(৩৯৫) দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তৌ চ সুভাষিতঃ॥ ৬
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ৭
কর্ম্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্ত্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ।
বিদ্যয়া জায়তে নিত্যমব্যক্তং হ্যব্যয়াত্মকম্॥ ৮

শ্রীহর্ষ।—দেবারাধনা এবং বিধি-বিহিত-কর্ম্ম একত্রেই অনুষ্ঠেয়। কর্ম্ম-রূপ অবিদ্যা-দ্বারা প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয়-বশতঃ চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। দেবারাধনা-রূপ বিদ্যা-দ্বারা অমৃত বা দেবতার স্বরূপত্ব লাভ হইয়া থাকে। (৩৯৫) কাম্য-কর্ম্ম মৃত্যু-জনক, মোক্ষ-লাভের প্রতিকূল-সাধক। দেবারাধনার সহানুষ্ঠিত আসক্তি-বিহীন কর্ম্মের ফলে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান উপস্থাপিত হইলে, তদ্দ্বারাই মোক্ষ সাধিত হইয়া থাকে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান ব্রহ্ম-জ্ঞানের দীপ-স্বরূপ। (৩৯৬)

বিনয়।—দেবারাধনায় ফল-লাভ অনিবার্য্য, অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য-পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। মৃত্যু-কালে ব্রহ্ম যে ভাবে উপাসিত হইয়া থাকেন, মৃত্যুর পর তাঁহাকে সেই ভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩৯৭) নিষ্কাম-ধর্ম্ম যখন নিত্য এবং নিষ্কাম-ধর্ম্মে যখন ব্রহ্ম-মাত্রই লক্ষ্যীভূত থাকেন, তখন সকাম-ধর্ম্ম প্রেয়ঃ হইলেও জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তি তাহা অনিত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না; যাহা শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ-প্রদ এবং নিত্য, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। (৩৯৮)

শ্রীহর্ষ।—চাতুর্ব্বর্ণ্যাধীন মানুষের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন করিলেই, তাঁহারা তুল্য-ফল লাভ করিয়া থাকেন। পঞ্চ-ভূতাত্মক

কর্ম্মত্বেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতা নরাঃ।
তেন তে দেহজালানি রময়ন্ত উপাসতে॥ ৯

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪০ অঃ।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ।—শ্রুতিঃ।

(৩৯৫) বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ ১১

ঈশোপনিষৎ।

(৩৯৬) যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৫

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ২অঃ।

(৩৯৭) তং যথা যথা উপাসতে ইতঃ প্রেত্য তথা ভবতি।—শ্রুতিঃ।

(৩৯৮) শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোহভি প্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাৎ বৃণীতে॥ ২

কঠোপনিষৎ, ১ অঃ, ২ বল্লী।

দেহ এবং জীবাত্মা সকল জীবেরই পক্ষে সম-সদৃশ হইলেও, পৌর্ব্বদেহিক কর্ম্ম বা পূর্ব্বদেহার্জ্জিত ধর্ম্ম, গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সদসৎ-কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মে নিযুক্ত বা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্রীভূত-ভাবে সুখ-দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে। ধর্ম্ম এক হইলেও কামনানুসারে পৃথক্-ফল প্রদান করিয়া থাকে। সকাম-ধর্ম্মে স্বর্গাদি অনিত্য-ফল প্রদান করে; কিন্তু, নিত্য, সনাতন, নিষ্কাম-ধর্ম্মে জীবের পৃথগ্-ভাবের বিলোপ-সাধন ঘটাইয়া তাহাদিগকে একীভূত করিয়া লয়। (৩৯৯) মোক্ষ-লাভে জীবের পৃথগস্তিত্বই থাকে না, বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বিনয়।—সকাম-ধর্ম্ম কিন্তু নিষ্কাম-ধর্ম্মের সোপান-স্বরূপ। সকাম-ধর্ম্ম যখন কর্ম্ম-নিষ্ঠা-ব্যতিরেকে আচরিত হয় না, তখন নিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলে, ক্রমেই একাগ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আসে। একাগ্রতায় অভ্যস্ত হইলে যথা-ক্রমে বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইয়া যায় এবং কাম-স্পৃহা-বিবর্জ্জিতাবস্থায় মানুষ মোক্ষোন্মুখ হইয়া থাকে। কামনানুসারে নিষ্ঠারও ইতর-বিশেষ ঘটে; কাম্য-ফল-লাভ নিষ্ঠারই উপর নির্ভর করে। মানুষ নিষ্ঠাবান্ হইলে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই বলবত্তর হইয়া উঠে। নিষ্ঠার ফলে রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই, রজস্তমঃ সত্ত্বে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং সত্ত্বাধিক্য-বশতঃ মানুষ দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা মোক্ষ-লাভার্থী নহেন, তাঁহারা সকাম-ধর্ম্মই আচরণ করিয়া স্বর্গ-ফল লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফলে জ্ঞান-স্বরূপ পরিবর্ত্তিত স্থিরীভূত-সত্ত্ব-দ্বারা ক্রিয়মান সত্ত্ব-পর্য্যন্ত পরাভূত, স্থিরীভূত, নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত হইলে, গুণ-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয় বা গুণ-গণ ক্রিয়মান-ভাব বিরহিত হয়; তখনই মানুষ মোক্ষোন্মুখ বা মোক্ষোপযোগী হইয়া থাকেন।

(৩৯৯) লোকধর্ম্মে চ ধর্ম্মে চ বিশেষকরণং কৃতম্।
যথৈকত্বং পুনর্যাতি প্রাণিনস্তত্র বিস্তরঃ॥ ১২
অধ্রুবোহি কথং লোকঃ স্মৃতোধর্ম্মঃ কথং ধ্রুবঃ।
যত্র কালোধ্রুবস্তাত তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩
সর্ব্বেষাং তুল্যদেহানাং সর্ব্বেষাং সদৃশাত্মনম্।
কালোধর্ম্মেণ সংযুক্তঃ শেষ এব স্বয়ং গুরুঃ॥ ১৪
এবং সতি ন দোষোঽস্তি ভূতানাং ধর্ম্মসেবনে।
তির্য্যগ্‌যোনাবপি সতাং লোক এব মতোগুরুঃ॥ ১৫
মহাভারত, অনুশাসন-পর্ব্ব, ১৬৪ অঃ।

নিষ্কাম-ধর্ম্ম।

শ্রীহর্ষ।—বিষয়-নিবৃত্তি-মূলক, মোক্ষ-প্রদ বা পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি-রূপ-ফল-দায়ক ফল-কামনা-বিরহিত ধর্ম্মই নিষ্কাম-ধর্ম্ম। (৪০০) বিষয়-বাসনাই জীবাত্মার মল-স্বরূপ। অগ্নি-দ্বারা সুবর্ণ বিমলীকৃত হইয়া যেমন স্ব-রূপত্ব প্রাপ্ত হয়; কর্ম্ম-ক্ষয় বা জ্ঞানের সাহায্যে, বা যে কোন উপায়েই হউক, বিষয়-বাসনা ভস্মীভূতা হইলেই, জীবাত্মাও তদ্রূপ বিমলীকৃত হইয়া পরম-পুরুষ বা পরমাত্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। সাংখ্য-মতের মোক্ষ-লাভ এবং-প্রকারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। (৪০১)

বিনয়।—যোগি-গণ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কৃপা-ব্যতিরেকে মোক্ষ-লাভের উপায় নাই বলেন; সুতরাং, যোগি-গণের মতে ভগবদ্ধ্যান-ব্যতীত মোক্ষ-লাভ সম্ভব নহে। সাংখ্য-মতাবলম্বি-গণ বলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; বিষয়-বিমুক্ত হইতে পারিলে বা বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইলেই, মোক্ষ-লাভ অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী। এই উভয়-বিধ মতই যথার্থ, সাধু-সম্মত এবং নিশ্চয়ই মোক্ষ-প্রদ। (৪০২) মোক্ষ-লাভ মানুষের আয়ত্তীভূত এবং সহজ-সাধ্য হইবার জন্য, মানুষ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ভগবদ্গীতোক্ত মোক্ষ-বিধায়ক ধর্ম্ম মানুষের পক্ষে সুলভ করিয়া দিয়াছেন।

---

(৪০০) অয়ং তু পরমোধর্ম্মোযদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।—যাজ্ঞবল্ক্য।

(৪০১) যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথোমাম্॥ ২৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ১৪ অঃ।

(৪০২) অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং শত্রুকর্ষণ।
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং যোগাঃ সম্যঙ্ মনীষিণঃ॥ ৩
বদন্তি কারণং চেদং সাংখ্যাঃ সম্যগ্ দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায়েহ গতীঃ সর্ব্বা বিরক্তোবিষয়েষু যঃ॥ ৪
উর্দ্ধং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা।
এতদাহুর্ম্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্॥ ৫
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩০০ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—বিষয়-বাসনা-ত্যাগই মোক্ষ-লাভের মূলীভূত কারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদনই মোক্ষ-লাভের এক-মাত্র উপায়। একাগ্রতা-লাভের জন্য কেহ বা ভক্তি-যোগ, কেহ বা জ্ঞান-যোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, সকলই এক। বিষয়-বাসনা হইতে বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-ভ্রংশ, স্মৃতি-ভ্রংশ হইতে বুদ্ধি-ভ্রংশ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। (৪০৩) বুদ্ধি-ভ্রষ্ট বা বিষয়াসক্ত হইলে, মন এবং ইন্দ্রিয়-গণ চঞ্চলীভূত এবং নিতান্ত-অস্থির হইয়া নিরন্তর অতৃপ্ত-ভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইতে থাকে, একাগ্র-বিনিবেশন আর থাকে না, বিশ্লিষ্ট-তত্ত্ব-গণের অন্তর্মুখীন বিলয় সাধিত হইবার উপায় থাকে না, প্রকৃতির বহির্মুখীন পরিণামই বিস্তৃতি-লাভ করিতে থাকে, সুতরাং মোক্ষ সুদূর-পরাহত হইয়া যায়। (৪০৪) বিষয়াসক্তিই তৎকারণ সর্ব্বাগ্রে পরিত্যজ্য।

বিনয়।—নিয়ত বিষয়-সংসর্গ করিলে আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে থাকে, বিষয়-তৃষ্ণা তিরোহিতা হয় না; বন্ধন-সাধক-কর্ম্ম বা পাপের নাশও হয় না। বিষয়-লাভে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিলেই দুঃখ। পাপ বা কর্ম্ম-বন্ধন থাকিতে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারিতা হইবারও নহে। বিষয়-বাসনার পরিতৃপ্তি-সাধন-জন্য জীব কর্ম্ম-বদ্ধাবস্থায় বার-বার জন্ম-গ্রহণ করে। ভোগ-দ্বারা পাপ-ক্ষয় বা কর্ম্ম-ক্ষয় হইলেই, উদ্ভাসিত-জ্ঞান-প্রভাবে তৃষ্ণারও ক্ষয় হয়; নতুবা ইহ-জন্মের অনুষ্ঠিত-কর্ম্ম-দ্বারা

(৪০৩) ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩
সাংখ্য-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

(৪০৪) অবুদ্ধিরজ্ঞানকৃতা অবুদ্ধ্যা কৃষ্যতে মনঃ।
দুষ্টস্য মনসঃ পঞ্চ সম্প্রদুষ্যন্তি মানসাঃ॥ ৪
অজ্ঞানতৃপ্তোবিষয়েষ্ববগাঢ়োন তৃপ্যতে।
অদৃষ্টবচ্চ ভূতাত্মা বিষয়েভ্যোনিবর্ত্ততে॥ ৬
তর্ষচ্ছেদোন ভবতি পুরুষস্যেহ কল্মষাৎ।
নিবর্ত্ততে তদা তর্ষঃ পাপমন্তগতং যদা॥ ৭
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৪ অঃ।

বিবিধ শুভাশুভ কর্ম্মই সঞ্চিত হইতে থাকে। (৪০৫) আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্য বা আশা-বিহীন ভাবই পরম সুখ। (৪০৬) আশা থাকিতে বিষয়াসক্তি-রূপ চিত্ত-দোষ পরিপাক হইবার নহে; অধিকন্তু দূষিত মন রজোগুণের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা-হইতে ইন্দ্রিয়-পর্য্যন্ত সকলকেই দুঃখের হস্তে সমর্পণ করে। (৪০৭)

শ্রীহর্ষ।—মন নিশ্চলীভূত বা বশীভূত না হইলে, আশার নিবৃত্তি-সাধন এবং শান্তি বা নির্ব্বাণ-লাভের উপায় নাই। একাগ্রতার অভাবে, অযুক্তাবস্থায়, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যতক্ষণ স্থির, নিশ্চল, প্রতিষ্ঠিত বা শান্ত হইতে না পায়, ততক্ষণ শান্তি-লাভের ইচ্ছা ফলবতী হইবার নহে। অশান্ত অবস্থায় দুঃখই অনিবার্য্য, সুখ-লাভের

---

(৪০৫) বিষয়েষু তু সংসর্গাচ্ছাশ্বতস্য তু সংশ্রয়াৎ।
মনসা চান্যথা কাঙ্ক্ষন্ পরং ন প্রতিপদ্যতে॥ ৭
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মনমাত্মনি॥ ৮
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৪ অঃ।

বর্ত্তমানস্য ধর্ম্মেণ শুভং যত্র যথা তথা।
সংসারতারণং হ্যস্য কালেন মহতা ভবেৎ॥ ২২
এবং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম নিত্যং জন্তুঃ প্রপদ্যতে।
সর্ব্বং তৎকারণং যেন বিকৃতোঽয়মিহাগতঃ॥ ২৩
মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব, ১৮ অঃ।

(৪০৬) আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥ ৪৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ৮অঃ।

(৪০৭) পৌরাশ্চাপি মনস্তস্তাস্তেষামপি চলা স্থিতিঃ।
যদর্থং বুদ্ধিরধ্যাস্তে সোঽনর্থঃ পরিষীদতি॥ ১২
যদর্থং পৃথগধ্যাস্তে মনস্তৎ পরিষীদতি।
পৃথগ্ভূতং মনোবুদ্ধ্যা মনো ভবতি কেবলম্॥ ১৩
তত্রৈনং বিধৃতং শূন্যং রজঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।
তন্মনঃ কুরুতে সখ্যং রজসা সহ সঙ্গতম্।
তঞ্চাদায় জনং পৌরং রজসে সম্প্রযচ্ছতি॥ ১৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৩ অঃ।

সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত থাকে না। ইন্দ্রিয়-গণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, যখন বিষয়-বাসনা আর থাকে না, তখনই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা বা স্থিরীভূতা হইয়া যায়; তখনই 'আমি'-জ্ঞান-বিরহিত, আসক্তি-বিহীন, স্থির নিরহঙ্কার-ভাব সহজ-সাধ্য হইয়া যায়; তদবস্থা বা তদ্রূপ জীবন্মুক্তাবস্থা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সংসারে বিচরণ করিলেও, সাংখ্য মতে, শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। (৪০৮)

বিনয়।—একাগ্রতা বা মনঃ-সংযম এবং নিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয়-সংযম, সাংখ্য-মতে জ্ঞান-যোগ-দ্বারা এবং যোগ-মতে কর্ম্ম-যোগ-দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। (৪০৯) যাঁহারা জ্ঞান-সম্পন্ন বা যাঁহারা কর্ম্ম-ক্ষয়-জনিত জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান-প্রভাবেই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে সক্ষম হন। জ্ঞান উদ্ভাসিত হইলে বিষয়-বাসনা থাকে না এবং বিষয় তিরোহিত হইলেই একাগ্র-মনঃ-সংযোগ-বশতঃ জ্ঞান স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র এবং পবিত্রতা-বিধায়ক, কোন কিছুই নাই। জ্ঞান-দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধীভূত এবং প্রারব্ধ সর্ব্ব-কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবার সর্ব্ব-কর্ম্মই ভোগ-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত বা নিষ্কাম পুরুষকার-প্রভাবে

---

(৪০৮) নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬
তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১
সাংখ্য-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪
কঠোপনিষৎ, ২ অঃ, ৩ বল্লী।

বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরক্তঃ কো বা বিমুক্তো বিষয়ে বিরক্তঃ।
কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি॥—শঙ্করাচার্য্য।

(৪০৯) লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩
কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহা জ্ঞানে পরিসমাপ্ত বা পরিণত হইয়া থাকে। (৪১০) কর্ম্ম, তখন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের শুদ্ধি-সম্পাদন-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-জ্ঞান ও মোক্ষ-লাভের উপায়-স্বরূপ হইয়া যায়। (৪১১) ইহাই কর্ম্মযোগের ফল।

শ্রীহর্ষ।—ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় হইতে, মন-দ্বারা, ইন্দ্রিয়-গণকে কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় সংহরণ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিলেই, তদ্দ্বারা, অভ্যাস-বশতঃ, বিষয়-বাসনা ত্যাগ বা কামের পরাজয় সধিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-গণ এবং-প্রকারে নিগৃহীত বা বশীভূত হইলেই আসক্তির তিরোধান ঘটিবে, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি ক্রমে প্রতিষ্ঠিতা বা স্থিরীভূতা হইয়াও আসিবে। (৪১২) বুদ্ধিকে নিশ্চলীকৃত বা স্থিরীকৃত

---

(৪১০) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭ (স্মৃতিঃ)
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯
জ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা॥ ২৫—ব্রহ্মোপনিষৎ।
তদ্যথেষীকাতূলং অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫।২৪।৩

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। ৮
মুণ্ডকোপনিষৎ, ২খঃ, ২মঃ।

(৪১১) শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি॥ ৩৮
আনৃশংস্যং ক্ষমা শান্তিরহিংসা সত্যমার্জ্জবম্।
অদ্রোহোঽনভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষাশমস্তথা॥ ৩৯
পন্থানো ব্রহ্মণস্ত্বেতে এতৈঃ প্রাপ্নোতি যৎপরম্।
তদ্বিদ্বাননুবুধ্যেত মনসা কৃতনিশ্চয়ম্॥ ৪০
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৬৯ অঃ।

(৪১২) যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

করিবার সহজ-সাধ্য অন্য উপায় নাই। প্রারব্ধ-কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-লাভ করিয়া মানুষ যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়, তখন অভ্যাস-যোগ-দ্বারা ক্ষয়-সাধন-পূর্ব্বক সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া লইতে পারিলেই, জ্ঞান-যোগ সিদ্ধ হয়। আসক্তি-বিহীন হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বা স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম, কর্ত্তব্য-বোধে, ফলের আশা-মাত্র না রাখিয়া, সম্পাদন করিলে, বা স্বতঃই সম্পাদিত হইতে দিলে, কর্ম্ম-যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলের আশা না রাখিয়া, সঙ্কল্প-পর্য্যন্ত না করিয়া, স্বতঃই উপস্থিত-কর্ম্ম, যন্ত্র বা কলের ন্যায় সম্পাদন করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করিলে, যোগী এবং সন্ন্যাসী, উভয়েই সমান। (৪১৩)

বিনয়।—কর্ম্মে আসক্তি থাকিলে, কল্পিত সুখের আশায়, অতিরিক্ত ভোগ বা বন্ধন-সাধক কর্ম্মের জন্য বিষয় অন্বেষণ করিতে হয়; কিন্তু, কর্ম্মে আসক্তি না থাকিলে, প্রারব্ধ কর্ম্ম-মাত্র-দ্বারা চালিত হইয়া, তৎপরিমাণ কর্ম্ম-মাত্র সম্পন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যায়, অতিরিক্ত ভোগ বা কর্ম্মের জন্য বিষয় অন্বেষণ করিবার আর প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং, কর্ম্মের ক্ষয় বা ভোগের অবসান এবং জ্ঞানের পরিস্ফুরণ স্বতঃই সংঘটিত হইয়া থাকে। আসক্তি-ত্যাগ-জন্যই যত যোগের ব্যবস্থা। কর্ম্মযোগ-দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয়-সাধন সহজ-সাধ্য হয়। যাহারা ফল-কামনায় আসক্তি-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা আসক্তি-জনিত কামনা-বশতঃ কর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া যায়। আসক্তি-বিহীন হইয়া স্বভাব-প্রবর্ত্তিত

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১
সাংখ্য-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭
কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ ১২—পাতঞ্জল-দর্শন, ১ পা।

(৪১৩) অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২
অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়-দ্বারা স্বতঃই সম্পাদিত হইতে দিলে, কর্ম্ম-ক্ষয়-বশতঃ বদ্ধ হইবার আর আশঙ্কা থাকে না। ফল-কামনা পরিত্যক্ত হইলেই, জিতেন্দ্রিয়তা-জনিত একাগ্রতার ফলে, পরমা শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। (৪১৪)

শ্রীহর্ষ।—সাংখ্য বা জ্ঞান-যোগ অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই যে সহজ-সাধ্য, স্বয়ং কৃষ্ণই তাহা বলিয়াছেন। কর্ম্ম-যোগ-দ্বারাই জ্ঞান-যোগ অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্ম-ত্যাগ, সন্ন্যাস, বা বৈরাগ্য-দ্বারা জ্ঞান-যোগ সিদ্ধ হইলেও, তাহা কষ্ট-সাধ্য। যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, আসক্তি নাই; যিনি রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, দ্বন্দ্ব-জ্ঞান-পরিশূন্য এবং নিষ্কাম, তিনি কর্ম্মী হইলেও, নিত্য-সন্ন্যাসী। (৪১৫) তৎকারণ-অসক্ত বা ফল-সঙ্গ-বিরহিত হইয়া একাগ্র-মনঃ-সন্নিবেশ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার জন্যই কৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন। (৪১৬) কর্ম্ম-ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্য-তৃপ্ত বা সন্তত-সন্তুষ্ট এবং নিরবলম্বন হইয়া কর্ম্ম করিলে, তদ্দ্বারা বদ্ধ হইতে

---

(৪১৪) কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিবধ্যতে॥ ১২
কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(৪১৫) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে॥ ২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যোন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহোসুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহোদুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬
কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(৪১৬) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। ১৯
কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

আর হয় না; সুতরাং কর্ম্ম করিলেও, কিছুই করা হয় না, বুঝিতে হইবে; কর্ম্ম করা, আর না করা, উভয়ই সমান হইয়া যায়। (৪১৭)

বিনয়।—কর্ম্ম-বদ্ধ জীব সহসা আসক্তি-বিহীন হইতে পারে না; কিন্তু পরের কর্ম্ম, পরেরই জন্য, পরেরই ইচ্ছানুসারে, তৎপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায় বাধ্য হইয়া, সম্পাদন করিতে হইলে, যেমন 'আমি'-জ্ঞান এবং স্বার্থ থাকে না, আসক্তি থাকে না, ফল-কামনা থাকে না, কর্ত্তব্য-বোধে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বাধ্য হইয়া সম্পন্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়; তদ্রূপ সর্ব্ব কর্ম্ম কৃষ্ণেরই কর্ম্ম বুঝিয়া, কৃষ্ণেরই জন্য, যেন কৃষ্ণেরই ইচ্ছা ও প্রেরণানুসারে, কৃষ্ণেরই ভৃত্যের ন্যায়, কর্ত্তব্য-বোধে বাধ্য, তৎপরায়ণ এবং একাগ্র হইয়া সম্পাদন করিলে, কামনা, বাসনা, আসক্তি, মমতা, আশা, ক্রোধ, লোভ, সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, প্রারব্ধ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-মাত্রই সম্পন্ন করিয়া, পুনরর্জ্জিত কর্ম্মের অভাবে, নৈষ্কর্ম্ম্য, নির্ব্বাণ বা শান্তি স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে। দুঃখের অবসান বা নির্ব্বাণ-লাভের জন্য আসক্তি-বিহীন কর্ম্ম সম্পাদন করিবার এবং-বিধ সুলভ উপায় বা সহজ-সাধ্য প্রকরণ কৃষ্ণ স্বয়ংই উপদেশ করিয়াছেন। এরূপ উপদেশ ভগবানের স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি-কল্পনায় প্রদত্ত হয় নাই, প্রকরণ-ভেদে সুলভ ব্যবস্থা-মাত্রই বুঝিতে হইবে। নির্গুণ ভগবানের কর্ম্মও নাই, স্বার্থও নাই, ভৃত্যেরও প্রয়োজন নাই। (৪১৮)

---

(৪১৭) ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
জ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

(৪১৮) ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০
কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫
অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬
কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

শ্রীহর্ষ।—বুদ্ধদেবের উপদেশও "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্।" ভগবদ্গীতার ভাগবত ধর্ম্ম, বেদান্ত ও উপনিষদের সার এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূল-সূত্র, তদতিরিক্ত নহে। (৪১৯) পুনর্জ্জন্ম যখন দুঃখ-ভোগেরই জন্য, তখন যাহাতে দুঃখের অবসান ঘটে, পুনর্জ্জন্ম উপস্থাপিত না হয়, তাহারই উপায় মানুষ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব ব্রহ্মকে সংযতেন্দ্রিয় ও সমদর্শী হইয়া এবং সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া উপাসনা করিলে, তদ্দ্বারা মোক্ষ-লাভ অনিবার্য্য হইলেও, দেহাভিমানীর পক্ষে তাহা যে নিতান্ত ক্লেশ-সাধ্য, স্বয়ং কৃষ্ণ তাহাও বলিয়াছেন। (৪২০) তৎকারণ, তাঁহাকে সুলভ করিয়া, স্বয়ং কৃষ্ণই উপদেশ করিয়াছেন যে, নির্দ্দেশ্য এবং মূর্ত্তিমান্ ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহারই উপর পরমা বা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার সহিত নিত্য-যুক্তাবস্থায়, অনন্যচিত্তে, ধ্যান-বলে, একাগ্র-মনঃ-সমাধান করিলে এবং সর্ব্ব-কর্ম্ম তাঁহাতেই সমর্পিত রাখিয়া, তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই নিমিত্ত নিষ্পন্ন হইতেছে বুঝিয়া, কর্ত্তব্য-বোধে সম্পাদন করিতে থাকিলে, মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে, সঙ্গ-বর্জ্জিত ভক্তগণকে, তিনি অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকেন, বা পুনর্জ্জন্ম-লাভের দায় হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। (৪২১)

---

(৪১৯) নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ। ১০—যোগতত্ত্বোপনিষৎ।
চূড়ানির্ব্বাণমণ্ডলম্। ১৪—মুক্তিকোপনিষৎ।
স্বার্থনাশই সুখ।—উদান-বগ্‌গ।
নির্ব্বাণানুশাসনম্ বেদানুশাসনম্। তন্নির্ব্বাণমনুশাসনম্।
আরুণেয়োপনিষৎ।

(৪২০) যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫
ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

(৪২১) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। ১৩
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ অঃ।

বিনয়।— উহাই ভক্তি-যোগ। ভক্তি-যোগও অভ্যাস-সাপেক্ষ, প্রকরণ-ভেদে অধিকন্তু কর্ম্ম-যোগ-বিশেষ। ভক্তি-যোগ-যুক্তাবস্থায় শ্রেষ্ঠতম যোগী হওয়াও যায়। (৪২২) ভক্তি-যোগও জ্ঞান-যোগে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। সকল যোগই সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞান-যোগে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত নির্দ্দেশ্য ভগবানের ভজনা বা ধ্যানই ভক্তি। ভক্তির প্রভাবেও কর্ম্ম-বাসনা বা বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হইয়া যায় এবং যাবতীয় পাপ বা বন্ধন-সাধক কর্ম্ম

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরং পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম॥ ৭

ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ১৮
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনোময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ৪১

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্ক, ২৫ অঃ।

যদ্যনীশোধারয়িতুং মনোব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ২২

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অঃ।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৪২২) ময্যাবেশ্য মনোযে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥ ৪৭

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

ভস্মসাৎ হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। (৪২৩) ভক্তি-প্রভাবেও চিত্ত বিশুদ্ধীভূত হইয়া মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ বা কৃষ্ণেই অতিশয়-রূপে বিলীন হইয়া যায়। মরণশীল মানুষ স্বার্থ-প্রণোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অন্য সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃষ্ণকে নিবেদন-পূর্ব্বক তৎসমুদয় তাঁহারই কর্ম্ম-স্বরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলে, স্বতঃ-সিদ্ধ একাগ্রতা-প্রযুক্ত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার স্বরূপত্ব বা তাঁহার সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া থাকেন। (৪২৪)

শ্রীহর্ষ।—ভক্তি-যোগে নাম-মাত্র এই পার্থক্য আছে যে, নির্দ্দেশ্য মূর্ত্তিমান্ ভগবানেরই উপর মনঃ-সমাধান করিতে হয়। অন্য যোগে পরমাত্মা বা পর-ব্রহ্মই লক্ষ্যীভূত থাকেন। তৎকারণ শান্তি বা নির্ব্বাণ-লাভের উপায়, সর্ব্ব-ভাবে সর্ব্বভূতস্থ ভগবান্ বা ঈশ্বরের শরণ-গ্রহণ-স্বরূপ গুহ্যাপেক্ষা গুহ্যতর জ্ঞান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াও, কৃষ্ণ সর্ব্ব-গুহ্যতম উপদেশ এই-রূপে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই প্রতি একাগ্র-মনঃ-সমাধান-পূর্ব্বক ভজনা এবং তদ্ভক্ত হইয়া তাঁহাকেই পূজা ও নমস্কার করিলে, নিঃসংশয়-রূপে তাঁহাকেই বা নিত্য-একাগ্রতা লাভ হইবে। সুতরাং, সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহারই শরণ লইলে, তিনিই সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং মোক্ষ-লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, বা তাঁহারই চির-নির্দ্দিষ্ট-ব্যবস্থানুসারে, একাগ্রতার প্রভাবে, স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। (৪২৫) কৃষ্ণের "সোঽহং" মানুষের অনুকরণ-সাধ্য নহে।

---

(৪২৩) যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৯
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ১৪ অঃ।

(৪২৪) মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৩৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ২৯ অঃ।

(৪২৫) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

বিনয়।—নির্দ্দেশ্য ভগবান্ প্রভু, বৎস, সখা, কান্ত বা যে কোন-ভাবেই কল্পিত হউন, তদুপরি সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্ব-প্রকারে মনঃ-সমাধান নিষ্পন্ন হইলে, একাগ্র-মনোযোজনার ফলে, জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে, শান্তি বা নির্ব্বাণ স্বতঃই লাভ হইতে পারে। (৪২৬) ভগবানের শরণ-গ্রহণ কিন্তু দাস্যভাব-সাপেক্ষ। দাসের 'আমি' নাই; দাস সর্ব্বতোভাবে প্রভুতেই নিত্য-সমর্পিত এবং নিমজ্জিত। যাহার 'আমি' নাই, তাহার আসক্তিও নাই। দাসের প্রভু-ব্যতীত অপর কেহ নাই, দাস অনন্য-চিত্তে প্রভু-সেবায় নিযুক্ত থাকে। মানুষ দাস্য-ভাবেই ভক্তি-প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ দাস্য-ভাবেই আত্ম-নিবেদন করিবার জন্য উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। দাস প্রভুর সমান নহে; অধিকন্তু, দাসের জ্ঞানে প্রভুই অসীম, কান্ত কিন্তু সম-ভাবেই সন্নিবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ। কান্তার অন্তর্নিহিত দাস্য-ভাবই ভক্তি স্ফুরিতা করিয়া দেয়, কিন্তু তাহা অন্যান্য-ভাবের অবশ্য-সংমিশ্রণে হীন-প্রভ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কান্ত-প্রসাদ-লাভার্থিনী কান্তার 'আমি' তিরোহিত বা বিলুপ্ত হয় না, মধুর আস্বাদন উপভোগ করিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারে না।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মতি স্ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৪২৬) যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ অঃ।

যোযোযাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭অঃ।

শ্রীহর্ষ।—কান্তে একাগ্র-মনঃ সমাধান সম্ভব হইলেও, তাহা জ্ঞান-মাত্র উদ্ভাসিত করিবার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কান্তার একাগ্রতায় জগৎ ভুলিয়া, কান্তগত-প্রাণ হইয়া, সীমাবদ্ধ কান্তসীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, একাত্মতা-লাভে সমর্থ হইলেও, সর্ব্বত্র-সমদর্শী হইয়া, সমগ্র-জগতের সহিত একীভূত এবং সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া, স্থিরীভূত চিত্তে অনন্তের সহিত মিলিয়া, অনন্ত সুখের অনুভূতি-লাভ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বাৎসল্য ও সখ্য ভাবও তদনুরূপ। এতদ্দ্বারা অনাসক্ত, জিতাত্মা, বিগতস্পৃহ হইতে পারিলে, বৈরাগ্য-সহকারে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বা কর্ম্ম-ক্ষয়-জনিত আত্মশুদ্ধি-পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। অনন্ত-ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তি কিন্তু বিমুক্ত-সমগ্র-জ্ঞান-সাপেক্ষ। (৪২৭) একাগ্র-মনোযোজনায় যখন 'আমি' জ্ঞান আর থাকে না, সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যক্ত হয়, তখন কোনরূপ ভাবেরও অনুভূতি-পর্য্যন্ত আর থাকে না, সর্ব্বভাব-বিরহিতাবস্থায় অনন্তের সহিত মিলিয়া যাইতে হয়।

বিনয়।—কান্ত-ভাব মোক্ষ-লাভের সোপান-স্বরূপ। মমতা থাকিতে, আমি'ত্ব পরিহার করিতে অশক্ত হইলে, মোক্ষ-লাভ সিদ্ধ হইবার নহে। আমার কান্ত, 'আমার সখা,' 'আমার বৎস্য,' এরূপ ধারণা ভগবদ্ধারণায় সঙ্গত এবং প্রশস্ত নহে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ-মাত্র ; জীবাত্মা কেন, বিশ্বই সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মায়, পরমাত্মা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে জীবাত্মায় নহেন। 'অহং'-মাত্রই 'সঃ' বা তিনি, 'সঃ' কিন্তু অহং-মাত্র বা 'অহং'ই নহেন। মোক্ষ বা সোঽহং সিদ্ধ হইবা-মাত্র, 'সঃ' এবং 'অহং' একীভূত হইয়া যান। তখন, 'অহং' আর

---

(৪২৭) অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ৪৭

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ৩ অঃ।

স্বতন্ত্রীভূত ভাবে থাকেন না, তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, 'সঃ'ই সমগ্র-ভাবে যথা-পূর্ব্ব বিদ্যমান থাকেন।

শ্রীহর্ষ।—'অহং', থাকিতে 'সোঽহং' সিদ্ধ হইবার নহে। যত-ক্ষণ অহং, তত-ক্ষণই চিৎ-প্রতিবিম্ব; তত-ক্ষণই পরমাত্মা হইতে অহমের পৃথক্ ভাব, পৃথগস্তিত্ব। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ এবং তদ্ভাব-সম্পন্ন হইলেও, পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বত্র-পরিব্যপ্ত নহেন; জীব-দেহে আকৃষ্ট বা প্রতিবিম্বিত থাকিয়া, মানুষের নির্লিপ্ত 'অহং'-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষ-পর্য্যন্ত সসীম পৃথক্‌ভাবেই অবস্থান-মাত্র করেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব সংহৃত হইলেই 'অহং' আর নাই, সকলই "সঃ"। ভগবানকে 'আমার' করিয়া লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'আমাকে'ই ভগবানের করিয়া লইবার জন্য যোগ। ভগবানের সহিত একীভূত হইবার জন্যই 'আমাকে' প্রস্তুত হইতে হয়, 'আমার'ই শুদ্ধি-সাধনের প্রয়োজন হয়।

বিনয়।—যিনি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী বা উদাসীন দর্শক-মাত্র, আশ্রয়, রক্ষক, সুহৃৎ, আধার, নিধান ও অব্যয় বীজ-স্বরূপ; যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, দেবদেব জগৎপতি; যিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, নির্ব্বিকার; যাঁহার একাংশে সমগ্র জগৎ অবস্থান করিতেছে; যিনি সুবিমল জ্যোতিঃ-স্বরূপ; তাঁহাকে দেহাভিমানী স্বতঃ-সিদ্ধ স্থূল ও অশুদ্ধ 'আমার' করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনা-মাত্র। (৪২৮) কান্ত-সোহাগিনী বা কান্তেরই হইবার জন্য আত্ম-সংস্কারের

(৪২৮) পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেবচ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯অঃ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥ ৪১
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০অঃ।

তুরীয়ার্দ্ধেন তস্তেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্।
তুরীয়ার্দ্ধেন লোকাং স্ত্রীন্ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্॥ ৬২
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৭অঃ।

প্রয়োজন হইলেও, কান্ত আমারই এরূপ ভাব নিশ্চয়ই মোক্ষ-লাভের উপযোগী নহে। মোক্ষ-লাভে 'আমি' ও 'আমার' কোন কিছু আর থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—ভগবৎ-প্রসাদ-লাভার্থী মানুষের পক্ষে দাস্য-ভাবে আত্ম-নিবেদনই কৃষ্ণের উপদেশ। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত হইলে, প্রমাদ-জনিত প্রণয়-প্রযুক্ত কৃষ্ণের মহিমা না জানিয়া বা বিস্মিত হইয়া, সখ্য-ভাবে, পরিহাস-ছলে, কৃষ্ণের সহিত তিরস্কার এবং অনাদর-সূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন বুঝিয়া, কায়-প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, অর্জ্জুন তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্ষমা-ভিক্ষা-কালে অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণকে চরাচর লোকের বা জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুতর এবং ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সমানই যখন কেহ নাই, তাঁহার অধিক আর কোথায় কে থাকিবেন, বলিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণের স্তবও করিয়াছিলেন। (৪২৯) অর্জ্জুনের এবং-বিধ স্তব শুদ্ধ দাস্য-ভাবেরই পরিচায়ক। অবিচারিত চিত্তে, একাগ্র-মনে, শরণ-গ্রহণ নিঃসংশয়-রূপে দাস্য-ভাব-সাপেক্ষ। (৪৩০) সুতরাং, কৃষ্ণের গরীয়সী এবং মহীয়সী মূর্ত্তিতেই কৃষ্ণকে পূজা এবং ধ্যান করা উচিত; তাহাতেই জীবন্মুক্তাবস্থা সহজ-লভ্য হইয়া থাকে।

বিনয়।—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ বা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের কার্য্য উপস্থিত হইলেই, যিনি তৎপর হইয়া সম্পাদন করেন; কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ

---

(৪২৯) সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ! হে দেব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা পি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভবঃ॥৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪
বিশ্বরূপদর্শন-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১অঃ।

(৪৩০) মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলোভাপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ ৩৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক ১১অঃ।

প্রকাশ করেন না, নিবৃত্ত থাকিবার আকাঙ্ক্ষাও করেন না, স্বয়ং বিচলিত না হইয়া, উদাসীন-ভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক, গুণ-গণ-দ্বারাই উপস্থিত কর্ম্ম ক্ষয়-সাধনার্থে সম্পাদিত হইতে দেন; যিনি সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র, শীত-উষ্ণ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, লোষ্ট্র-কাঞ্চন প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-মধ্যে ভেদ দেখিতে পান না, সমজ্ঞানই করিয়া থাকেন; যিনি সর্ব্বত্র-সমদর্শী, সর্ব্ব-সংকল্প-বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী; তিনিই গুণাতীত এবং জীবন্মুক্ত। (৪৩১)

শ্রীহর্ষ।—যোগ-যুক্তাবস্থায় পরমাত্মার সহিত সংযোগ-বশতঃ, জীবাত্মা তাঁহাতে বিলীন হইলে, অনুভূতি-লাভের যন্ত্রের অভাবে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দুঃখ-ক্লেশ পর্য্যন্ত কোন কিছুই আর অনুভূত হয় না, দ্বন্দ্ব-বোধ স্বতঃই তিরোহিত হইয়া যায়, মানুষ একাগ্রতা-সম্পন্ন, গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মায় সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। (৪৩২) দ্বন্দ্ব-বোধ বা ভেদ-জ্ঞান গুণ-বৈষম্য-দ্বারাই উপস্থাপিত হইয়া থাকে। ত্রিগুণের অধিকার-বহির্ভূত বা জীবন্মুক্ত মানুষ

---

(৪৩১) প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪অঃ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অভ্যাস-যোগ, ৬অঃ, ১-১০ শ্লোঃ।

(৪৩২) যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি মদ্গুণৈঃ॥ ১৪
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ১১অঃ।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫অঃ।

সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্বেষ, মিত্র এবং করুণ-ভাব প্রদর্শন এবং আত্ম-বোধে সর্ব্ব-ভূতের হিত-সাধন করিয়া থাকেন, ; তিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, তাঁহাকেও কেহ উদ্বিগ্ন করে না ; তিনি মমতা এবং অহঙ্কার-পরিশূন্য ; ক্ষমাশীল ; সতত-সন্তুষ্ট ; সংযতাত্মা ; সমাহিত-চিত্ত ; দৃঢ়-নিশ্চয় ; ভক্তিমান্ ; শত্রু-বিহীন ; হর্ষ-বিষাদ-ভয়-উদ্বেগে ব্যথা-বিহীন; নিরপেক্ষ ; শুচি ; দক্ষ ; উদাসীন ; সর্ব্ব-সংকল্প-বিরহিত ; শুভাশুভ-পরিত্যাগী ; দ্বন্দ্ব-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত; নিঃসঙ্গ ; মৌনী ; স্থিরবুদ্ধি এবং নিত্য-ব্যবস্থিত-চিত্ত। গৃহ-বর্জ্জিত, অকিঞ্চন, জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তই কৃষ্ণের প্রিয়, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বয়ংই বলিয়াছিলেন। (৪৩৩) মানুষ ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভ করিলে বা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সমগ্র-সংযোগ সাধিত হইলেই, ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন।

তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধোমুক্ত ইত্যুচ্যতে।

ব্যাস-ভাষ্য (পাতঞ্জল-দর্শন, ১ পাদ, ৫ সূত্র।)

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

(৪৩৩) অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ।
নির্ম্মমোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনোগতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬
যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ।
অনিকেতনঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥ ১৯

ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

বিনয়।—জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, গুণ-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত না হইলে, গুণ-গণ ক্রিয়মান থাকিতে, এবং-বিধ ভাব মানুষে লক্ষ্যীভূত হইবার নহে। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলই সমান, মুখের কথা নহে; স্বেচ্ছাচারের অনুকূল-প্রদত্ত নহে; গুণের অধীনতা থাকিতে প্রতীয়মান হইবারও নহে। (৪৩৪) সমদর্শিতা-লাভ জিতেন্দ্রিয়তা-সাপেক্ষ। যোগ-যুক্তাবস্থায়, যখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অপ্রতিহত-সংযোগ সিদ্ধ হয়, যখন বিশ্ব দর্শনীভূত থাকে না, যখন ব্রহ্ম-মাত্রই দর্শনীভূত থাকেন, তখন বিশ্বের নানা-ভাব আর গোচরীভূত থাকে না, তখন সর্ব্বভূতই আত্মায়, আত্মাই সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূতস্থিত আত্মাই অভিন্ন, সংযুক্ত এবং একই, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-ময় এবং ব্রহ্ম-মাত্র প্রতীয়মান হইয়া থাকে, (৪৩৫) তখন সকলই সম-ভাবে একই ব্রহ্ম-স্বরূপ স্বতঃই অনুভূত হইয়া থাকে; তখন সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের অতিরিক্ত

---

(৪৩৪) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯
কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

(৪৩৫) যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬—ঈশোপনিষৎ।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২
অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥ ১০—কৈবল্যোপনিষৎ।

অপর কোন কিছুই আর প্রত্যক্ষীভূত হয় না। প্রকৃতির পরিণাম-জনিত বৈকারিক ভাব-মাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; যাঁহাতে প্রকৃতির পরিণাম অন্তর্মুখে বিলীন হইয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়-গণ নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বৈকারিক নানা-ভাব বা বহির্জগৎ আর তাঁহার গোচরীভূত থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—গুণের প্রভাব নিতান্ত দুরতিক্রমনীয়। গুণের প্রভাবে অনিত্য এবং মিথ্যাই নিত্য এবং সত্য-স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। গুণের কার্য্য অবরুদ্ধ হইলে, বৈকারিক বিশ্বের পরিবর্ত্তে, আত্মা-মাত্রই প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকিলে, ভেদ-জ্ঞান, অভাব-বোধ, মোহ, দুঃখ, শোক সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, অনন্ত-একত্বই অনুভূত এবং উপলব্ধ হইতে থাকে। (৪৩৬)

বিনয়।—গুণেরই প্রভাবে, অভাব-বোধে, মানুষ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম, স্থির-নিশ্চয় জানিয়াও, জীব মরিতে চায় না; নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জগতে জন্ম-মৃত্যু প্রতি-নিয়তই সংঘটিত হইতেছে দেখিয়াও, গুণ-প্রভাবে, সমুৎপাদিত মোহ-বশতঃ, স্থিতিই কামনা করে, মৃত্যু যে অনিবার্য্য তাহা যেন ভুলিয়া যায়। (৪৩৭) গুণাতীত হইবা-মাত্র অভাব-বোধ তিরোহিত হইয়া যায়, দুঃখ-শোক আর অনুভূত হয় না; ভয়ও

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৫

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্ক, ২অঃ।

সর্ব্বজীব একই সন্তান।—ললিতা-বিস্তর।

অন্যের জন্য তাঁহার জীবন-ধারণ।—মিলিন্দ-প্রশ্ন।

(৪৩৬) যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭—ঈশোপনিষৎ।

(৪৩৭) জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

সাংখ্য-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২ অঃ।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাস্তু স্থিতিমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১২ অঃ।

থাকে না। দুঃখের অবসানে, জীবন্মুক্তাবস্থায়, নিত্য-সুখই ব্যবস্থিত আছে। জীবন্মুক্তাবস্থাই মোক্ষ-লাভের সোপান-স্বরূপ।

মোক্ষ-যোগ।

শ্রীহর্ষ।—যোগ-মাত্রই মোক্ষ-সাধক এবং দুঃখ-নিবারক। দুঃখের অভাবই সুখ। আনন্দ দুঃখাভাব-ভাবের অতিরিক্ত নহে। সুখের পরিচয় নাই, দুঃখের অবসানেই সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। মানুষ-জীবনে প্রতিনিয়তই দুঃখ; জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে যে পরিমাণ দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়, তৎপরিমাণ সুখই অনুভূত হইয়া থাকে। জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী জীব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীবকে স্বভাবজ দুঃখ ভোগ করিতেই হয়। সেই অনিবার্য্য দুঃখের দূরীকরণ-কল্পনায় মানুষ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু যোগ-ব্যতীত দুঃখ-নিবারক অন্য উপায় নাই। দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনই জীবের পুরুষার্থ-সাধন। (৪৩৮) যোগই সেই দুঃখ-নিবারণের এক-মাত্র উপায়।

বিনয়।—বিষয়-ভোগ-জনিত সুখই মানুষ কামনা করিয়া থাকে। বিষয়-ভোগে কিন্তু নিরন্তর সুখ-ভোগের সম্ভাবনা নাই, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর-প্রাপ্তির জন্য চিত্ত স্বভাবতঃই বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কোন এক বিষয়ে চিত্ত অনুক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, বিষয়ান্তর গ্রহণের জন্য বহির্মুখে ধাবমান হয়। কাম্য-বিষয়-প্রাপ্তির সময়, তদুপরি একাগ্র-ভাবে নিবিষ্ট হইবার জন্য যখন চিত্ত অন্তর্মুখে বিলীন হইতে থাকে, তৎসাময়িক একাগ্রতার ফলে ক্ষণিক সুখ-মাত্র তখনই অনুভূত হইয়া থাকে। তৎকারণ, নিত্য-একাগ্রতা বা যোগই যে সুখ-

---

(৪৩৮) ত্রিবিধং দুঃখম্। ২৫—তত্ত্বসমাস।

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ। ১—সাংখ্য-সূত্র, ১ অঃ।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।

লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ ৫৫—সাংখ্যকারিকা।

ঊর্দ্ধাধোগতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাং এব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্।—বিজ্ঞান-ভিক্ষু।

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্। ৫৩—সাংখ্য-সূত্র, ৩ অঃ।

বিধায়ক, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। একাগ্র-মনঃ-সন্নিবেশ কোন এক বিষয়ে স্থায়ী-ভাবে সম্ভব নহে। চিত্ত পরমাত্মায় সমাহিত হইলেই, নিত্য-একাগ্রতার ফলে, দুঃখের সমগ্র-অভাবে, নিরন্তর সুখই অনুভূত হইতে থাকে।

শ্রীহর্ষ।— চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ যান্ত্রিক ক্রিয়া-বিশেষ। যান্ত্রিক ক্রিয়া পুষ্পিত বচনে বা বিকৃত-ভাব-সমন্বিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার কল্পিত প্রভাবে নিষ্পাদিত হইবার নহে। যেরূপ প্রকরণে যান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার ব্যবস্থা আছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে, ব্যবস্থিতা ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না এবং হইবারও নহে। ভগবৎ-প্রভাবে, প্রকৃতির বহির্ম্মুখীন পরিণামে, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-বিনির্ম্মিত দেহ-রূপ যন্ত্র, ক্রিয়মান-গুণ-গণ-দ্বারা চালিত হইয়া, বিষয়-ভোগ-রূপ দুঃখ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরূপা প্রাপ্ত-শক্তির, ক্রিয়মান গুণ-গণের ক্রিয়া, ভোগ-সম্পাদন-দ্বারা ক্ষয়-প্রাপ্ত বা পরিসমাপ্ত হইলেই, অথবা কঠোরতর যোগ-দ্বারা ক্রিয়মান গুণ-গণের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া গুণ-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেই, যখন প্রকৃতির অন্তর্ম্মুখীন প্রলয় সাধিত হইয়া প্রকৃতি তদীয় মৌলিক সূক্ষ্মাবস্থা পুনঃ-প্রাপ্ত হন, তখন প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই মোক্ষ-লাভ করেন এবং দুঃখ-ভোগের যন্ত্র বিলয় প্রাপ্ত হয়। (৪৩৯)

বিনয়।— কাম্য-বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া অভ্যাস-দ্বারা যোগ-যুক্ত হইতে পারিলেই, যখন চিত্ত আত্মায় নিবিষ্ট হইয়া নিরুদ্ধ বা স্থিরীভূত হইয়া যায়; যখন জ্যোতির্ সহিত জ্যোতিঃ-সংযোগের ন্যায় নিশ্চলীভূত নির্ম্মল-চিত্তে উদ্ভাসিত জীবাত্মা পরমাত্মায় সমাহিত হইয়া যান; তখন তাহাই আত্ম-সন্দর্শন-লাভ। আত্ম-সন্দর্শন সংস্থাপিত হইলেই, আত্মতুষ্টি অনিবার্য্য। (৪৪০) নির্ম্মল

---

(৪৩৯) যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদ্‌যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ। ৪৬
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ৩ অঃ।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥ ৬৮—সাংখ্যকারিকা।

(৪৪০) যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যোযুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

জলে বা আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব নয়ন-গোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গণের নিশ্চেষ্টতা এবং প্রসন্নতা-প্রযুক্ত বুদ্ধি নিরুদ্ধ বা নিশ্চলীভূত, সংস্কৃত এবং বিমলীকৃত হইলে, বুদ্ধি-রূপ নির্ম্মল আদর্শে বা চিত্তে আত্ম-সন্দর্শন উপস্থাপিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কলুষিত জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়ন-গোচর হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গণ আকুলিত থাকিলে, আত্ম-সন্দর্শন-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। (৪৪১)

শ্রীহর্ষ।—পরমাত্মা যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়-গণের গোচরীভূত হইবার নহেন; নিরাকার, নির্ব্বিকার, অব্যক্ত এবং অনন্ত, তখন স্থূল ইন্দ্রিয়-গণ নিশ্চলীভূত এবং অন্তর্ম্মুখে বিলীন হইয়া নির্ম্মল চিত্ত-মাত্র অবস্থাপিত হইলেই, তদুপরি উদ্ভাসিত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সংস্থাপিত হয়; সেই আত্ম-সংযোগই আত্ম-সন্দর্শন; তাহাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ-কার-লাভ; তন্নিবন্ধনই পরমাত্মা দর্শনীভূত, প্রত্যক্ষীভূত বা অনুভূত হইয়া থাকেন। তাবার অভাবে, শব্দের অভাবে, দর্শন-শব্দ দ্বারাই আত্ম-সংযোগ উক্ত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ চক্ষু-দ্বারা পরমাত্মাকে যখন দর্শনীভূত করিয়া লইবার

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ১৯
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২০

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥ ৪৪

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১৫ অঃ।

(৪৪১) যথাম্ভসি প্রসন্নে তু রূপং পশ্যতি চক্ষুষা।
তদ্বৎ প্রসন্নেন্দ্রিয়ত্বাজ্জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি॥ ২
স এব লুলিতে তস্মিন্ যথা রূপং ন পশ্যতি।
তথেন্দ্রিয়াকুলীভাবে জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি॥ ৩

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৪ অঃ।

মহাভারত, উদ্যোগ-পর্ব্ব, ৪১ অধ্যায়।

উপায় নাই, তখন সাধারণ ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার-লাভের চেষ্টা বা ইচ্ছা ফলবতী হইবার নহে। (৪৪২)

বিনয়।—জ্ঞান বা বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের সম-তুল্য তপ নাই, রাগ বা আসক্তির তুল্য দুঃখ নাই এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। (৪৪৩) মনের একাগ্রতা-সম্পাদনই ধর্ম্মের সার। একাগ্রতাই পরম ধর্ম্ম, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্ম নাই। বিষয়-চিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক, বুদ্ধি-দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-গণকে বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া ব্রহ্মে অবস্থাপিত রাখিতে সমর্থ হইলে, প্রদীপ্ত-দীপ-স্বরূপ উদ্ভাসিত চিত্তস্থ জ্ঞান-মাত্র আত্মা-দ্বারা বা জ্ঞান-চক্ষু-দ্বারা পরমাত্মার দর্শন-লাভ, বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সর্ব্ব-পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া মানুষ, মোক্ষ-লাভের অপেক্ষায়, জীবন্মুক্তাবস্থায়, ইহ-লোকে যতকাল অবস্থান করেন, তাবৎ-কাল শাশ্বত পর-ব্রহ্মের দর্শন-লাভ করিয়া, বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার

---

(৪৪২) ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমাত্মনো ন পশ্যতি স্পর্শনমিন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্।
ন শ্রোত্রলিঙ্গং শ্রবণেন দর্শনং তথাকৃতং পশ্যতি তদ্বিনশ্যতি॥ ৪
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ সর্ব্বজ্ঞস্তানি পশ্যতি॥ ৫
তদ্বক্তেষু ভূতাত্মা হৃদ্যোজ্ঞানাত্মবানসৌ।
অদৃষ্টপূর্ব্বশ্চক্ষুর্ভ্যাং ন চাসৌ নাস্তি তাবতা॥ ৭
রূপবন্তম্‌রূপত্বাদুদয়াস্তমনে বুধাঃ।
ধিয়া সমনুপশ্যন্তি তদ্গতাঃ সবিতুর্গতিম্॥ ৯
তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন দূরস্থং সুবিপশ্চিতম্।
প্রত্যাসন্নং নিনীষন্তি জ্ঞেয়ং জ্ঞানাভিসংহিতম্॥ ১০

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৩ অঃ।

(৪৪৩) নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥ ৩৫

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৫ অঃ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩ অঃ।

অপ্রতিহত-সংযোগ-সাধন পূর্ব্বক-ভগবৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া, সমাহিত চিত্তে, পরমানন্দ বা দুঃখের সমগ্র-অবসান-জনিত পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। (৪৪৪)

শ্রীহর্ষ।—একাগ্র-মনোযোজনার ফল অব্যর্থ। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অনন্য-মনে, অভ্যাস-যোগ-যুক্তাবস্থায়, দিব্য পরম পুরুষকে বা তাঁহাকেই যিনি যে ভাবে নিয়ত চিন্তা করেন, অথবা যিনি মৃত্যু-কালে নিরন্তর নিশ্চলীভূত মনের সাহায্যে, যে ভাবেই হউক, তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি

---

(৪৪৪) মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্রং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে ॥ ৪
তানি সর্ব্বাণি সন্ধায় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া।
আত্মতৃপ্ত ইবাসীত বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ৫
গোচরেভ্যো নিবৃত্তানি যদা স্থাস্যন্তি বেশ্মনি।
তদা ত্বমাত্মনাত্মানং পরং দ্রক্ষ্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬
জ্ঞানদীপেন দীপ্তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি।
দৃষ্ট্বা ত্বমাত্মনাঽত্মানং নিরাত্মা ভব সর্ব্ববিৎ ॥ ১০
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মুক্তত্বচ ইবোরগঃ।
পরাং বুদ্ধিমবাপ্যেহ বিপাপ্মা বিগতজ্বরঃ ॥ ১১

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৯ অঃ।

স যাবদেবাস্তি সশেষভুক্তে প্রজাশ্চ দেব্যৌ চ তথৈব শুক্রে।
তাবত্তদঙ্গেষু বিশুদ্ধভাবঃ সংযম্য পঞ্চেন্দ্রিয়রূপমেতৎ ॥ ৫৪
শুদ্ধাং গতিং তাং পরমাং পরৈতি শুদ্ধেন নিত্যং মনসা বিচিন্বন্।
ততোহব্যয়ং স্থানমুপৈতি ব্রহ্ম দুষ্প্রাপমভ্যেতি স শাশ্বতং বৈ ॥ ৫৫

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৭৯ অঃ।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য। ১০

মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ খঃ, ২মঃ।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫

কঠোপনিষৎ, ২অঃ, ৩ বল্লী।

তৎস্বরূপতাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৪৪৫) যোগ-সিদ্ধ না হইলেও, যোগ-ভ্রষ্ট মানুষ সঞ্চিত পুণ্য-ফলে, বা কষ্টার্জ্জিত ধর্ম্মানুকূল দৈব-বলে, বহুকাল স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিয়া, মর্ত্ত্য-লোকে ধনশালী মানুষের অথবা যোগীর সুপবিত্র কুলে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। (৪৪৬) ভগবানের প্রতি একাগ্র-মনোযোজনা জ্ঞান-যোগে সহজ-সাধ্য না হইলে, অভ্যাস-যোগ-দ্বারা তাহাতে সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাহাতেও অসমর্থ হইলে, তৎ-পরায়ণ হইয়া, তাঁহারই কর্ম্ম বুঝিয়া, তদর্থে কর্ম্ম-সম্পাদন-পূর্ব্বক সিদ্ধি-লাভের জন্য কৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে, তাঁহারই শরণ লইয়া, সংযত ভাবে তচ্চিত্ত হইয়া, সর্ব্ব-কর্ম্মফল-ত্যাগ করিবার জন্যই অর্জ্জুনকে তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন। অভ্যাস অপেক্ষা

জ্ঞানান্মুক্তিঃ। ২৩—সাংখ্য-সূত্র, ৩ অঃ।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫ অঃ।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

(কঠোপনিষৎ, ২।৩) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ সংযোগঃ। ১৭

বৈশেষিক-দর্শন, ৫ অঃ, ২আঃ।

(৪৪৫) অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ অঃ।

(৪৪৬) প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২

অভ্যাস-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ।

জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। ত্যাগই শান্তি, নির্ব্বাণ বা মোক্ষ-বিধায়ক। (৪৪৭) সর্ব্ব-রূপ যোগেই সংযম এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রয়োজন। আবার জিতেন্দ্রিয়তা যোগেরই ফল।

বিনয়।—স্বকর্ম্ম-নিরত, আসক্তি-বিহীন, নিরহঙ্কৃত, নিষ্কাম এবং নিস্পৃহ মানুষ, স্বভাব-প্রবর্ত্তিত সদোষ কর্ম্ম ফলত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া, সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য-প্রভাবে পরমা আত্মশুদ্ধি বা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিলে, তাঁহাদের সুখ-দুঃখ-বিরহিত ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তি বা কৈবল্য-লাভ যে ভাবে সিদ্ধ হয়, কৃষ্ণ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। বিশুদ্ধীভূতা বুদ্ধির সাহায্যে যোগ-যুক্ত হইয়া, প্রসন্নীভূত নির্ম্মল-চিত্তে উদ্ভাসিত জীবাত্মাকে নিশ্চল-ভাবে অবস্থাপন-পূর্ব্বক বিষয়-সঙ্গ-ত্যাগ, রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জন, সুপবিত্র নির্জ্জন-বাস, লঘু আহার, কায়-মন-বাক্-সংযম, নিত্য-ধ্যান-যোগ এবং নিত্য-বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ম্মম এবং শান্ত হইতে পারিলে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সমগ্র-সংযোগ-জনিত ভগবৎ-স্বরূপতা বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ক্রমে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্যবস্থিত সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। (৪৪৮)

---

(৪৪৭) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ২০
ভক্তি-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ।

(৪৪৮) যে যে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

শ্রীহর্ষ।—নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে মানুষ-মাত্রেই যখন কর্ম্ম করিতে বাধ্য এবং স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিলেও যখন মোক্ষ-লাভের ব্যবস্থা আছে, তখন স্বধর্ম্মে থাকিয়া, বর্ণানুসারে কর্ম্ম-সম্পাদন-পূর্ব্বক পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া, মোক্ষ-লাভের জন্য যত্নবান হওয়াই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। সদোষ-স্বধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণই কল্যাণপ্রদ। পর-ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণ অনুষ্ঠান-যুক্ত হইলেও, তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং, পর-ধর্ম্মের অবলম্বন বা আশ্রয় কখনও নিরাপদ নহে। সকল ইন্দ্রিয়েরই বিষয়-বিশেষে রাগ বা আকর্ষণ এবং দ্বেষ বা বিরাগ আছে; তদনুসারে তাহারা বিষয়-বিশেষে স্বতঃই প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রেয়োলাভার্থী মানুষের পক্ষে তাহাদের বশীভূত হওয়া নিরাপদ নহে। (৪৪৯)

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তোযথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তোধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৪৪৯) সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥ ৩৫

কর্ম্ম-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ।

তৎকারণ, অনাসক্ত-ভাবে তদ্দ্বারা কর্ম্ম-সম্পাদন করাইয়া কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই নিরাপদ।

বিনয়।—জীবন্মুক্তাবস্থায় প্রারব্ধ-কর্ম্মের সমগ্র-ক্ষয়ের অপেক্ষায়, প্রকৃতি-বিরচিত নির্ম্মল চিত্তে, যতক্ষণ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সংরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণই দুঃখের সমগ্র-অবসান, ততক্ষণই দুঃখের অভাবে আনন্দের অনুভূতি; কিন্তু, প্রারব্ধ-কর্ম্মের সমগ্র-ক্ষয়-বশতঃ যখনই চিত্ত-পর্য্যন্ত অন্তর্মুখে বিলীন হইয়া যাইবে, প্রকৃতি তদীয় মৌলিক অব্যক্ত-সূক্ষ্ম-ভাব পুনঃ-প্রাপ্ত হইবেন, তখনই জীবাত্মা সংহৃত হইয়া যাইবেন, স্ব-স্বরূপে পরম-পুরুষ পরমাত্মা-মাত্র অবস্থান করিতে থাকিবেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব-গ্রহণোপযোগী চিত্ত-রূপ আদর্শের অভাব ঘটিলেই, প্রতিবিম্বেরও অভাব ঘটিবে, জীবত্ব সংহৃত বা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয়েই বিমুক্ত হইয়া নিজ নিজ অব্যক্ত স্ব-স্বরূপতা বা মোক্ষ লাভ করিবেন। মোক্ষ-লাভের পর জীবের পৃথগস্তিত্ব আর থাকে না।

শ্রীহর্ষ।—জীবন্মুক্তাবস্থায় অনন্ত সুখ বা আনন্দের নিত্য-উপভোগ আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা। জীবন্মুক্তাবস্থা হইতে বঞ্চিত হওয়া আকাঙ্ক্ষনীয় না হইলেও, জীবন্মুক্তাবস্থায় অনন্ত-কাল অবস্থান করিবার উপায় নাই। প্রকৃতির অন্তর্মুখীন বিলয় সমগ্র-ভাবে আরম্ভ হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মার অভিমুখীন হইলে, আর নিস্তার নাই, মৌলিক অব্যক্ত-সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত না হইয়া আর ক্ষান্ত থাকিবেন না। জীবন্মুক্তাবস্থায়, প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নিও ক্রমেই উজ্জ্বলীভূত হইতে থাকে, নির্ব্বাপিত হইবার আর সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত থাকে না। জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্ত থাকিতে কর্ম্মাবশেষ-পর্য্যন্ত থাকিবার নহে, কর্ম্ম-মাত্রই জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত বা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কর্ম্ম ক্ষয়ীভূত হইলেই, মোক্ষ-লাভ অনিবার্য্য।

বিনয়।—জগতের নিত্য-পরিবর্ত্তন যখন যথা-ক্রমে সংঘটিত হয়, তখন জীবের মোক্ষ-লাভও যথা-ক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে। মানুষ জীবন্মুক্ত হইলেই

আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকং অন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ।
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসোনিবৃত্ত্যা তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে ॥ ৩৫
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্ক, ২৮ অঃ।

মোক্ষ লাভ করেন না; যতক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম্মের সমগ্র-ক্ষয় না হইবে, যতক্ষণ গুণ-সাম্য সমগ্র-ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততক্ষণ মোক্ষ ঘটিবে না, জীব মোক্ষের অভিমুখেই ধাবমান রহিবে। প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ীভূত হইবার পর, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সমগ্র-সংযুক্ত হইলেই, মোক্ষ সংঘটিত হইয়া যাইবে। (৪৫০) সকাম-ধর্ম্মে জন্মান্তর-ক্রমে মুক্তি এবং নিষ্কাম-ধর্ম্মে দেহ-ত্যাগে মোক্ষ-লাভই ব্যবস্থিত আছে। (৪৫১) সকাম-ধর্ম্মে ফল-ভোগের জন্য লিঙ্গ-শরীর দেহান্তর অনুসন্ধান করে; সুতরাং, তাহা উৎক্রান্ত হইয়া থাকে। নিষ্কাম-ধর্ম্মে লিঙ্গ-শরীর উৎক্রান্ত না হইয়া বিলীন হইয়া যায়। (৪৫২) নিষ্কাম-ধর্ম্মে, দেহ-ত্যাগ-মাত্র, জীবাত্মা ঐকান্তিকী কৈবল্য-সিদ্ধি লাভ করেন বা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (৪৫৩)

---

(৪৫০) তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ॥ ১৩
ইতরস্যাপ্যেবং অসংশ্লেষঃ পাতে তু॥ ১৪
অনারব্ধ কার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥১৫—বেদান্ত-দর্শন, ৪ অঃ, ১ পাঃ।
তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে।—শ্রুতিঃ
গৃহীত্বাষ্টোত্তরশতং যে পঠন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রারব্ধক্ষয়পর্য্যন্তং জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে॥ ৩৯
ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধেতু ক্ষয়ং গতে।
বৈদেহীং মামকীং মুক্তিং যান্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৪০
মুক্তিকোপনিষৎ, ১ অঃ।

(৪৫১) যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি।
অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হন্তি॥—বেদান্ত-দর্শন, ৪।৪।১৭, শঙ্কর-ভাষ্য।
নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ।
বেদান্ত-দর্শনের শ্রীভাষ্য।

(৪৫২) যোঽকামোনিষ্কাম আপ্তকামোন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে।
—শ্রুতিঃ।

(৪৫৩) বিদুষ ঐকান্তিকী কৈবল্যসিদ্ধিঃ। ৩৩—বেদান্ত দর্শন, ৩ অঃ, ৩ পাঃ।
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ। ২—বেদান্ত দর্শন, ৪ অঃ, ৪ পাঃ।
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। ১৬
কঠোপনিষৎ, ২ অঃ, ১ বল্লী।
মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নম্। ৪—ন্যায়মালা, ৪।৪

শ্রীহর্ষ।—সূর্য্য-রশ্মি যেমন সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত এবং পদার্থ-বিশেষের উপর নিপতিত হইয়া কোথাও সম্পূর্ণ-রূপে, কোথাও বা অসম্পূর্ণ-রূপে, প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত, বিক্ষিপ্ত, গ্রস্ত বা অন্তর্ধাবিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল পদার্থের অভাব ঘটিলেই, সেই সকল রশ্মি যেরূপ অনাকৃষ্ট সরল বিকীর্ণ-ভাব পুনঃ-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত ভগবৎ-প্রভাবও পরিণত-প্রকৃতি-বিগঠিত বিশ্বে আকৃষ্ট থাকেন এবং বিশ্বের অভাবে অনাকৃষ্ট স্ব-স্বরূপতা পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্য-রশ্মি স্ব-স্বরূপে থাকিলে যেমন প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব থাকে না, ভগবৎ-প্রভাবও তদ্রূপ স্ব-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে, চিৎ-প্রতিবিম্বের আর অস্তিত্ব থাকে না।

বিনয়।—যতক্ষণ চিৎ-প্রতিবিম্ব, ততক্ষণই পৃথগস্তিত্ব, ততক্ষণই জীব; চিৎ-প্রতিবিম্ব সংহৃত হইলেই প্রতিবিম্বও নাই, পৃথগস্তিত্বও নাই, জীবও নাই। বেদান্ত-দর্শনের মতে ভূমি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতির এই অষ্টবিধ পরিণামই জড়ত্ব-বশতঃ ভগবানের অষ্ট-বিধা নিকৃষ্টতরা অপরা প্রকৃতি এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা জীবভূতা অন্যা যে পরা প্রকৃতি আছে, তাহাই জগৎকে ধারণ বা প্রকটন করিয়া রহিয়াছে। (৪৫৪) এই উভয়-বিধা প্রকৃতিই মায়ায় অভিব্যক্ত হয় এবং প্রলয়-কালে মায়ায় বিলীন হইয়া যায়, পৃথগ্ভূত কোন কিছুই আর থাকে না। জীবের লিঙ্গ-শরীর যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, জীব ততক্ষণ বার-বার জন্ম-লাভ করেন, পৃথগস্তিত্ব হারাণ না; কিন্তু, মোক্ষ-কাল উপস্থিত হইলে, লিঙ্গ-শরীরের যখন অভাব ঘটে, তখন জীবোপাধি পৃথগ্ভূত অস্তিত্ব আর থাকে না। জীবোপাধির বিলোপ-সাধনই জীবাত্মার মোক্ষ।

(৪৫৪) ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫
জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭অঃ।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ৫
মুণ্ডকোপনিষৎ, ১অঃ, ১মঃ।

শ্রীহর্ষ।—জীবোপাধি-সংরক্ষণ-জন্ত অকারণ দুঃখ-ভোগের আর প্রয়োজন কি?

বিনয়।—বিশ্ব-সংরক্ষণ-জন্ত বিস্তৃতীভূতা গুণময়ী দৈবী ভগবন্মায়া নিশ্চয়ই নিতান্ত দুস্তরা; তাহার অজ্ঞান-সমুৎপাদক প্রভাব অতিক্রম করা সহজ-সাধ্য নহে। (৪৫৫)

শ্রীহর্ষ।—স্বয়ং-শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুরত্যয়া ভগবন্মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার সুলভ উপায় কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন। অনন্য-মনে তাঁহারই শরণ লইলে, সর্ব্ব-কর্ম্ম তৎ-পরায়ণ হইয়াই সম্পাদন করিলে, তাঁহারই প্রসাদে বা প্রভাবে শাশ্বত অব্যয়-পদ বা ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪৫৬)

বিনয়।—ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মানুষের দুঃখও নাই, শোকও নাই; তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও নাই, অভাবও নাই; তাঁহার হিংসাও নাই, দ্বেষও নাই; সর্ব্ব-ভূতেই তাঁহার সম-জ্ঞান; পরমা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াই তিনি নিত্য-সন্তুষ্ট। (৪৫৭)

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণ মানুষ-রূপে, স্বকীয় ভগবৎ-প্রভাব-দ্বারা, অনেকেরই মোক্ষ-লাভে সহায়তা করিয়া থাকিবেন। অবতীর্ণ ভগবান্, মানুষ-রূপে, ভক্ত-গণের

---

(৪৫৫) দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪
জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ অঃ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬
মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৪৫৬) সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬
মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

(৪৫৭) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪
মোক্ষ-যোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অঃ।

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকোধাতু প্রসাদাম্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০
কঠোপনিষৎ, [illegible]।

প্রতি যে-ভাবে কৃপা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম-রূপে সেই অতিরিক্ত ভাবে কৃপা-প্রদর্শন করেন না; স্বকীয় চেষ্টায় মোক্ষ-সাধন করিয়া লইতে হয়।

বিনয়।—ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, উদাসীন এবং অনন্ত-পরিব্যাপ্ত ভাবেই নিরন্তর অবস্থান করেন; একাগ্রতা-প্রভাবে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অপ্রতিহত-সংযোগ-সাধন করিয়া লইতে না পারিলে, মোক্ষ-লাভের উপায় নাই। মানুষ-রূপে অবতীর্ণ ভগবান্, মানুষী মূর্ত্তিতে, অসামান্য তপঃ-প্রভাবে, মানুষের নিত্য-চঞ্চল চিত্ত স্থিরীভূত করিয়া লইতে পারেন; সুতরাং, তৎ-প্রসাদে মোক্ষ সুলভ হইয়া থাকে; তদভাবে, মোক্ষ-লাভ কষ্ট-সাধ্য যোগ-সাপেক্ষ।

শ্রীহর্ষ।—কৃষ্ণের ভগবৎ-সঙ্গ-মাহাত্ম্যে ব্রজাঙ্গনাগণের পক্ষে মোক্ষ অনায়াস-লভ্য হইয়া থাকিলেও, মধুর রসাস্বাদন-লোভে তদনুকরণেই মোক্ষ-লাভ ইচ্ছা করিলে, সেরূপ ইচ্ছা ফলবতী হইবার ততদূর সম্ভাবনা নাই।

বিনয়।—মানুষী মূর্ত্তিতে, অবতীর্ণ ভগবানের মানুষী ইচ্ছায় সংস্থাপিত, তপঃ-প্রভাবের অভাব থাকিলে, ব্রজাঙ্গনার অনুকরণ-মাত্র সাক্ষাৎ-ভগবৎ-সঙ্গ-বিরহিত সহায়-বিহীন মানুষের পক্ষে তত-দূর সিদ্ধি-প্রদ নহে।

শ্রীহর্ষ।—অবতীর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপায় কিন্তু ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইবার উপায়ের অভাব নাই।

বিনয়।—ভগবদ্গীতায় মোক্ষ-লাভের সুপ্রশস্ত সর্ব্ব-রূপ উপায়ই প্রকটিত রহিয়াছে। ভগবদ্গীতোক্ত উপায় অবহেলন-পূর্ব্বক বিভিন্ন উপায় কল্পিত এবং অনুসৃত হইলে, অকারণ অনেক শ্রম বা পুরুষকার অপচয় এবং ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুবিস্তীর্ণ মায়ারূপ-ভবার্ণব-তরণে ভগবদ্গীতাই তরণী।

শ্রীহর্ষ।—তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥
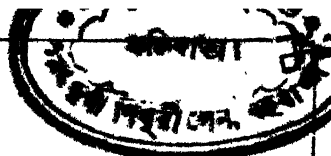
মুদ্রাঙ্কনের শুদ্ধি-সাধন।

অনিবার্য্য ত্রুটি-বশতঃ এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে অশেষ ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে। নিম্ন-প্রদর্শিত ব্যবস্থানুসারে ভ্রম-সংশোধন-পূর্ব্বক পুস্তক পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়। মূলের সহিত একত্রে উদ্ধৃত শ্লোকের ছত্রাদি-পর্য্যন্ত গণিত হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
২	২২	কংসাদ্ধি চ	কংসাদ্ধি
৬	২০	বত্মানু	বর্ত্মানু
৬	২৫	সর্ব্বশং	সর্ব্বশঃ
৬	২৭	সংবাধ্যন্তে	স বধ্যন্তে
৯	১	লক্ষীভূত	লক্ষ্যীভূত
৯	১৪	লক্ষী	লক্ষ্যী-
১৩	৯	সাধ্যায়াত্ত	সাধ্যায়ত্ত
১৬	১৭	অবগাহমান	অবগাহমানা
১৯	২	নিশ্চরই	নিশ্চয়ই
২২	২০	তম্মাস্তবৎ	তস্মাস্তবৎ
২৩	২৬	ইত্যচ্যুতে	ইত্যচ্যুতে
২৪	৫	সম্ভব	সম্ভব
২৫	১১	শ্রীমদ্ভাবতে	শ্রীমদ্ভাগবতে
২৬	১৮	শ্রীমদ্ভাগাত	শ্রীমদ্ভাগবত
২৭	৯	করণেই	কারণেই
২৮	৪	মহে	নহে
২৮	১৯	দাস্যম	দাস্যম্
২৮	২৮	কূলস্ত্রিয়াঃ	কুলস্ত্রিয়াঃ
২৯	১৯	মায়হা	মায়য়া
২৯	২০	কল্যাণঃ	কল্যাণ্যঃ
৩০	১১	অপনাদিগকে	আপনাদিগকে

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
৩২	৫	যথাসময়ে	যথাসময়ে
৩৬	১১	বসুদেব	বাসুদেব
৩৬	১৪	বসুদেব	বাসুদেব
৩৬	১৬	সাব্যসাচী	সব্যসাচী
৩৬	১৯	কাহারও সাধ্যায়ও	কাহারও সাধ্যায়ও
৩৭	১৭	পৃষ্টি	পুষ্টি
৩৭	২০	স্পষ্টঃ	স্পৃষ্টঃ
৩৭	২১	লোহিতক্তাক্ষ	লোহিতরক্তাক্ষ
৩৮	১	আনাথা	অনাথা
৩৮	১৯	পাথিবান্	পার্থিবান্
৩৮	২৭	কর্তুং	কর্ত্তুং
৪৩	১১	পবহত	পর-হিত
৪৩	১৫	দূবীকবণ	দুরীকরণ
৪৩	২৯	দচমিতি	দৃঢ়মিতি
৪৯	২২	বধুনাং	বধূনাং
৫৩	২৫	বক্তু ম	বক্তু ম
৫৫	২৭	বীর্য্যস্য	বীর্য্যস্য
৫৬	২৫	ঈষোপনিষৎ	ঈশোপনিষৎ
৫৮	২৪	ভূষা	ভূষা
৬৬	১১	উরু-ভঙ্গ	উরু ভঙ্গ
৬৯	৮	বিষয়ে	বিষয়
৭০	১৮	পিদ্ধিলাভ	সিদ্ধিলাভ
৭০	২৩	আবদ্ধ	আবদ্ধ
৭২	১১	হইতেছে	হইতেছেন
৭৩	২০	ক্ষুত্তিতর্ম্মিণ্যাং	ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং
৭৫	২১	সংশৃয়ম্	সংশয়ম্
৭৯	১৯	পরিব্যাপ্ত	পরিব্যাপ্ত

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
৭৯	২৫	গাত্মভুতেন.	গাত্মভূতেন
৮২	২২	ঋতেহর্থং	ঋতেহর্থং
৮৫	৮	কর্ত্তাত্মা	কর্ত্তা ত্মা
৮৫	২৪	প্রকৃতিন	প্রকৃতিন
৮৭	১৪	সংখ্য	সাংখ্য
৯২	১০	মহতত্ত্ব-রূপে	মহত্তত্ব-রূপে
৯২	১০	মহতত্ত্বের	মহত্তত্ত্বের
৯৩	১৭	পর্য্যন্তম্	পর্যন্তম্
৯৪	১০	তাহার	তাহা
৯৭	২৭	বিপর্য্যা	বিপর্য্যা
৯৯	১৭	তামসাচ্ছাদন	তমসাচ্ছাদন
১০১	২১	বিকুর্ব্বাণা	বিকুর্ব্বাণা
১০৩	১	অন্তটীকে	অন্তটীতে
১০৩	২৩	বুদ্ধিশ্চ	বুদ্ধিশ্চ
১০৬	২১	স্থূন্যাদ্বিশেষণম্	স্থূলাদ্বিশেষণম্
১০৬	২৯	সিদ্ধান্তেষ	সিদ্ধান্তেষ
১০৭	২৫	জাতা	জাতু
১১৭	১৫	নিস্কলং	নিষ্ফলং
১১৮	৯	সংযোজিতে	সংযোজিত
১২০	১৩	স্তোহংমন্ত্র	স্তোহংমন্ত্র
১২০	২৫	দ্বায়ম্	দ্বয়ম্
১২৪	২২	কিঞ্চন্	কিঞ্চন
১২৭	২২	নামাত্ত্ব	নানাত্ব
১৩১	১৮	(সর্ব্বশেষে বসিবে)	ঐ
১৩১	২০	ভজোদ্ধি	ভজেদ্ধি
১৩২	২৪	আয়ুঃ	আয়ুঃ
১৩৩	১	তদ্বারা	তদ্দ্বারা

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
১৩৩	২৪	অকলা	অফলা
১৩৪	২০	চ্ছণু	চ্ছ ণু
১৩৪	২৬	যত্ত্ব কামেপ্স্না	যত্ত্ব কামেপ্স্না
১৩৫	২৮	সর্ব্বজ্ঞাতত্বঞ্চ	সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ
১৩৮	৭	আকঙ্ক্ষনীয়	আকাঙ্ক্ষনীয়
১৪০	২৩	নত্যঃ	নিত্যঃ
১৪১	২৩	প্রকাশ্যমেব	প্রাকাশ্যমেব
১৪১	২৬	সত্যমাণৃণ্যং	সত্যমানৃণ্যং
১৪৫	৯	যাজনা	যাজন
১৪৭	১৫	তর্ষ্লম্	তর্ষ্লম্
১৪৭	২৫	বিদ্বি	বিদ্ধি
১৪৯	২১	অস্মতি	অস্মৃতি
১৪৯	২৬	মবপিতৃম	মবশিত্বম
১৫০	১৪	পরিমানে	পরিমাণে
১৫০	২০	তত্বতঃ	তত্ত্বতঃ
১৫০	২২	কোম্বেতন্বৃধ্যতে	কোম্বেতদ্বুধ্যতে
১৫২	২০	বৈশেমিক	বৈশেষিক
১৫২	২৩	দেয়মতি	দেয়মিতি
১৫৫	২০	দৃশ্যন্তে	দৃশ্যন্তে
১৫৬	২৬	কার্ষ্যং	কার্য্যং
১৬৭	২৪	অষজান্নিহ	অযজন্নিহ
১৬৯	৫	সদ্ভূত	সম্ভূত
১৬৯	১৮	সব্ববর্ণিকাঃ	সাব্ববর্ণিকাঃ
১৭১	১৫	ভীযমাণং	ভীষমাণং
১৭১	২৩	ক্র রত্বং	ক্রূরত্বং
১৭২	২৮	রেতস্ত	রেতস্ত্ব
১৭৩	২৪	তৈভূতৈঃ	তৈর্ভূতৈঃ

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
১৭৬	২৮	কুর্য্যা	কুর্য্যা
১৭৭	১৯	আশ্রয়ীভূত	আশ্রয়ীভূত
১৭৮	১৪	সঙ্কল্পপ্রভাবান্	সঙ্কল্পপ্রভবান্
১৮০	২১	ময়ি	ময়ি
১৮১	১০	বোমি	ব্যোম্নি
১৮১	১৪	ধুঞ্জতো	যুঞ্জতো
১৮২	২৫	যজ্ঞঃনাং	যজ্ঞানাং
১৮৩	১৪	সমস্থায়	সমাস্থায়
১৮৫	২১	কাপিলাঃ	কপিলাঃ
১৮৬	১৩	ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধং
১৮৭	৮	জানিতা	জনিতা
১৮৭	৩০	বীয়তে	ধীয়তে
১৯০	১০	পয়াজয়	পরাজয়
১৯১	২৩	যদ্যজ্ঞ	যদ্যজ্ঞ
১৯২	২১	যোগোঽস্তি	যোগোঽস্তি
১৯২	১৯	সত্ত্বং	সত্ত্বং
১৯৪	১১	মাপ্নুতে	মাপ্নুতে
১৯৪	২৫	হ্যায়ু	হ্যায়ু
১৯৭	১৬	তং	তৎ
১৯৭	১৭	সাধুনাং	সাধুনাং
১৯৭	২৩	ষে	যে
১৯৯	৩	শযন	শয়ন
২০১	২৪	ধর্ম্ম	ধর্ম্ম
২০১	২৬	যাত্রার্থং	যাত্রার্থং
২০৩	১৫	সচরাচরম	সচরাচরম্
২০৩	১৬	শাশ্বতম	শাশ্বতম্
২০?	২১	সোহয়ং	সোঽয়ং

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীভূত
২০৩	২৩	তিষ্টতা	তিষ্ঠতা
২০৩	২৪	নির্দ্দিষ্টা	নির্দ্দিষ্টা
২০৩	২৫	গিহিতেন	গহিতেন
২০৩	২৭	নিয়না	নিয়মা
২০৩	২৮	মুদহেরন্তি	মুদাহরন্তি
২০৪	১০	নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন
২০৪	২৬	মুল	মূল
২০৫	৭	গার্হস্থ্যশ্রমে	গার্হস্থ্যাশ্রমে
২০৫	৮	মাল্যভরণা	মাল্যাভরণা
২০৬	১০	যাহারা	যাহার
২০৬	২৭	দর্থান্	দর্থান্
২০৮	১	পুণ্য-	পুণ্য-
২০৮	১৩	সম্বৰ্দ্ধিত	সম্বৰ্দ্ধিত
২০৮	১৯	সহযজ্ঞা:	সহযজ্ঞাঃ
২০৮	২৪	যোহভুঙ্ক্তে	যোহভুঙ্ক্তে
২০৯	২০	তরাপহৃত	তয়াপহৃত
২১১	১৮	তয়ং	ভয়ং
২১২	২৬	প্রবচ্ছতি	প্রযচ্ছতি
[illegible]	২২	মর্থিনে	মর্থিনে
২১৪	২২	স্তথাযুক্ত:	স্তথাযুক্তঃ
২১৭	১৬	যাজ্ঞবাল্ক্য	যাজ্ঞবল্ক্য
২১৯	১০	বিষয়েষু	বিষয়েষু
২২০	১৯	ষঃ	যঃ
২২০	১৯	নিস্পৃহঃ	নিস্পৃহঃ
২২১	১৭	পাপ্মানঃ	পাপ্মানঃ
২২১	১৭	প্রদুয়ন্তে	প্রদূয়ন্তে
২২১	১৮	ছান্দ্যোগ্যো	ছান্দোগ্যে

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধীকৃত
২২১	২৮	প্রতিষ্টিতা	প্রতিষ্ঠিতা
২২২	১৯	প্রতিষ্টিতা	প্রতিষ্ঠিতা
২২৩	১৫	নৈষ্টিকীম্	নৈষ্ঠিকীম্
২২৪	২২	(৪৭৮	(৪০৮)
২২৪	১৩	যুধ্যস্ব	যুধ্যস্ব
২২৪	২৮	বিমুক্তানাং	বিযুক্তানাং
২২৬	১০	চেতসাম	চেতসাম্
২২৬	২৩	মব্যাবেশ্য	ময্যাবেশ্য
২২৮	২৩	নিত্যমুক্তা	নিত্যযুক্তা
২২৯	১১	অাব	স্বাব
২[illegible]	২১	সন্ন্যাসেন	সন্ন্যাসেন
২৩১	১৬	গুণৈর্গোন	গুণৈর্গৌন
২৩২	১৯	স্তুলা	স্তুলা স্থূলো
২৩২	২৮	স সদা	সদা
[illegible]	৪	প্রাদত্ত	প্রাদত্ত
২৭০	২১	ভতোহবায়ং	ভতোহব্যয়ং
২৪২	২৪	জ্ঞানধ্যানং	জ্ঞানাদ্ধ্যানং

শ্রীকৃষ্ণ।

মূল্য ২৲ টাকা। ভিঃ-পিঃ ডাকে, ২।৹ আনা।

কলিকাতার বড় বড় পুস্তকের দোকানে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

১। কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন;

১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

২। শ্রীবসন্তকুমার বসু মল্লিক;

কাল্‌না, জেলা বর্দ্ধমান।